INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 17th January, 1980.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) at Agartala on Thursday, the 17th January, 1980 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 9 (nine) Ministers, Deputy Speaker and 44 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়-ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—কোয়শ্চান নাম্বার ৩০।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে উপতথ্য কেন্দ্র, পল্লী বেতার গোষ্টি ও লোকরঞ্জন শাখার মোট সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

২) ইহা কি সত্য বিগত সরকারের আমলের পল্লী বেতার গোষ্টির অনেক রেডিও সেট রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার হচ্ছে?

৩) যদি সত্য হয়, তাহলে উক্ত রেডিও সেটগুলি জনস্বার্থে ব্যবহার করার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা?

৪) সরকার কি অবগত আছেন, ধর্মনগর মহকুমার ইচাই লালছড়া গাঁও-সভায় পল্লী বেতার গোষ্টির একটি রেডিও সেট ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে?

৫) অবগত থাকিলে, উক্ত রেডিও সেটটি কে বা কাহারা এরূপে ব্যবহার করছেন এবং উহাকে জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে উপতথ্য কেন্দ্র, পল্লীবেতার গোষ্টি ও লোকরঞ্জন শাখার জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ—

জেলার নাম	উপতথ্য কেন্দ্র	পল্লীবেতার গোষ্টি	লোকরঞ্জন শাখা
পশ্চিম ত্রিপুরা	১১৩টি	১৭৪টি	৬২টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪৮টি	১৮১টি	৪৮টি
উত্তর ত্রিপুরা	৫৭টি	১১৬টি	৪৩টি

২) পূর্বতন সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত পল্লীবেতার গোষ্টির তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকগুলির তথ্য পাওয়া যায় নি। কোথাও বা একই জায়গায় একাধিক সেট পাওয়া গিয়েছে।

৩) এই ব্যাপারে যথাযথ অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে এবং যেসব সেট পাওয়া যায় নি, সেগুলি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

৪) এই ব্যাপারে কোন তথ্য সরকারের কাছে ছিল না। যথাযথ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

৫) অভিযোগ প্রমাণিত হলে যন্ত্রটি নিয়ে আসা ছাড়াও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে হিসাব দিয়েছেন, তাছাড়াও আগামী দিনে এগুলির সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে কিনা এবং ধর্মনগর মহকুমার ইচালালচড়া গাঁওসভায় যে পল্লী বেতার গোষ্টির সেটটি আছে, সেটি জনৈক দেবনাথ তার ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করছেন। তাকে আমি নিজে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি এবং সেই বলেছে যে সে নিজেই এটা ক্রয় করেছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই খুঁজ নিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—এই ধরণের অভিযোগ যখন এসেছে, তখন আমরা এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর পল্লী বেতার গোষ্টির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরও বাড়ানো হবে।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—এইসব উপ-তথ্যকেন্দ্র, পল্লী বেতার গোষ্টি এবং লোকরঞ্জন শাখা স্থাপন করার সময়ে বিভিন্ন গাঁওসভাগুলির মতামত নিয়ে কোন্ কোন্ জায়গায় স্থাপিত হবে এবং সেগুলি গাঁওসভাগুলির তত্বাবধানে পরিচালনা করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— সাধারণতঃ এক একটা নির্বাচনী এলাকায় স্থানীয় এম. এল. এ. যিনি আছেন আঞ্চলিক ভিত্তিতে, তাঁর সুপারিশ ক্রমে প্রত্যেকটি শাখার জন্য

৩টি করে সেট গাঁওসভাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন, তা খুবই সুন্দর প্রস্তাব এবং আমরা এটা বিবেচনা করে দেখব কারণ এতে গাঁওসভাগুলি পক্ষেও একটা সুবিধা হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ— ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত উপতথ্য কেন্দ্র, পল্লী বেতার গোষ্টি এবং লোকরঞ্জন শাখা আছে, সেগুলিতে মোট কতটা রেডিও সেট আছে এবং সেগুলিতে নিয়মিত পত্র-পত্রিকা যায় কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—সেগুলিতে এখন পর্যন্ত রেডিও সেট চালু আছে ৪৭১টি। বিগত ৯ বছর ৫৪টি সেট নষ্ট হয়েছে আর ভাঙচুর হয়েছে ৮১৭টি আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না এই রকম সেটের সংখ্যা হচ্ছে ৭১৫টি। তাছাড়া বিভিন্ন উপ-তথ্যকেন্দ্র-গুলিতে নিয়মিত ভাবে ডাকযোগে পত্র-পত্রিকা পাঠানো হয়ে থাকে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে বেশ কয়েকটা উপ-তথ্যকেন্দ্রের সাইনবোর্ড চায়ের দোকানে টাঙ্গানো আছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—প্রত্যেকটি উপ-তথ্য কেন্দ্র সেখানকার স্থানীয় লোকেরা পরি-চালনা করে থাকেন এবং সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সাইনবোর্ডও থাকে। কিন্তু সর-কারী ভাবে কোন উপ-তথ্যকেন্দ্রের সাইনবোর্ড কোন দোকানে টাঙ্গিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। যদি সে রকম কোন অভিযোগ আসে, তাহলে আমরা সেটা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানিয়েছেন যে ৭১৫ রেডিও সেটের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এটা কি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগের কথা, না পরের কথা জানতে পারি কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—এগুলি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই ঘটেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কি কি পণ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করা হয় ?

২) ইহা কি সত্য যে রাশিয়াতে ত্রিপুরার বাঁশের করুল রপ্তানীর পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

উত্তর

১) ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প করর্পোরেশনের মাধ্যমে কৌটায় আনারসজাত উৎপাদিত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করা হয়। তাছাড়া ত্রিপুরার হস্তশিল্পজাত সামগ্রী ও চা বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে।

২) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট---বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র যারা তৈরী করে থাকেন, যেগুলি বিদেশে রপ্তানি করার জন্য ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প করর্পোরেশান যে সংস্থা আছে, তারা বিভিন্ন প্রডাক্শন কেন্দ্র থেকে সেগুলি সংগ্রহ করেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---হ্যাণ্ডলুম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট ডেভেলাপমেন্ট করর্পোরেশান থেকে আমাদের কিছু সিলেক্টেড আর্টিশান আছে, যাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র কর-র্পোরেশান সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়া বলক পার্সেজ করার জন্য নর্থ-ইস্টার্ণ কাউন্সিল এর একটা প্রপোজাল ছিল যে তারা এভাবে মোট ১৭টি আইটেম সংগ্রহ করবে। কিন্তু এই প্রপোজালটা ছিল এখন পর্যন্ত কার্য্যকরী হয় নি কারণ এটা এখন পর্যন্ত নর্থ ইস্টার্ণ কাউন্সিলের অনুমোদন পায় নি। তারা এটার অনুমোদন দিলে আমরা এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, জানেন কি গ্রামের আর্টিজেনরা কুটীর শিল্পের যে সমস্ত জিনিষ তৈরী করেন, সেগুলি তারা বড় বড় মহাজনদের কাছে খুবই কম দামে বিক্রী করে দিতে বাধ্য হন এবং এর ফলে তারা কিছুই দাম পাচ্ছেন না এবং সেইসব মহাজনের প্রচুর মুনাফা অর্জন করছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমাদের জানা আছে। কিন্তু কর্পোরেশান তাদের জন্য এখনও মার্কেটিংয়ের এরেঞ্জমেন্ট পুরোপুরি ভাবে করে উঠতে পারেন নাই। তবে আমরা এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যোগাযোগ করে চলেছি। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য ঐসব বাঁশের জিনিষ-এর প্রায় ৫০ ভাগ ব্রেকেজ হয়---এইসব অসুবিধার জন্য মার্কেটিংয়ের এরেঞ্জমেন্ট ঠিক ঠিক ভাবে করে উঠতে পারি নাই। তবে আমরা চেষ্টা করে চলেছি এই ব্যাপারে তাদের কতটুকু সাহায্য করা যায়।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা থেকে ব্যবসায়ীক কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য বাইরে যায়। কোন্ কোন্ দেশের সংগে আমাদের এই সম্পর্ক আছে এবং গত আর্থিক বছরে কোন্ দেশের সংগে আমাদের কত টাকা পণ্যের রপ্তানী হয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত আর্থিক বছরের হিসাব এখন আমার কাছে নাই। বাইরের কোন দেশের সংগে আমাদের এখনও কোন ব্যবসায়ীক সম্পর্ক গড়ে উঠে নাই। আমরা এই ব্যাপারে যোগাযোগ করে চলেছি, এখনও আমাদের মধ্যে কোন এগ্রিমেন্ট হয় নাই।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অল ইণ্ডিয়া এক্সপোর্ট কর্পোরেশন থেকে ত্রিপুরার জিনিষ কেনার জন্য এখানে একটি সেন্টার খোলার কথা ছিল, এই বিষয়টি বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে আছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার :---শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :---কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

শ্রীব্রজগোপাল রায় :---কোয়েশ্চান নং ১২৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ৩০শে নভেম্বর ১৯৭৯ ইং তারিখে পি. এল. ক্যাম্পে অবস্থানরত উদ্বাস্তুর সংখ্যা কত?	৩০শে নভেম্বর ১৯৭৯ ইং তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যে আমতলী পি, এল. হোম নামে একটি মাত্র পি. এল. ক্যাম্প ছিল। এবং ইহাতে অবস্থানরত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২০০ পরিবারে ৪৫২ জন।
২। এরমধ্যে ১৯৭১ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখের পরে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা কত?	১৯৭১ সনের ১লা জানুয়ারীর পরে ২৫শে মার্চের পূর্বে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১৭৩ পরিবারে ৫২৪ জন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইতিপূর্বে আমার অনুরূপ একটি প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছিল যে, '৭১ সনের পর ২১ হাজার উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে এসেছে, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে ৫২৪ জন। এইভাবে তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার কারণ কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করছি। প্রশ্নটি এখানে ছিল পি,এল ক্যাম্পে কতজন উদ্বাস্তু আছেন? এবং ১৯৭১ সনের ১লা জানুয়ারীর পর যারা এসেছেন তার সংখ্যা কত? মাননীয় সদস্য এর আগে কোন প্রশ্নের জবাবে কি জানতে পেরেছেন সেখানে, তার জন্য চেলেঞ্জ করুন। এখানে এই প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি এর জন্য অন্যভাবে চেলেঞ্জ করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী—-মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে উদ্বাস্তু এসেছেন, তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে গতদিনও আলোচনা হয়েছে এবং এখনও জানানো হয়েছে যে তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে এবং যে হারে তাদের ঋণ দেওয়ার কথা, সেই হারে তাদের ঋণ দিয়ে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সকারের সংগে যোগাযোগ করে চলেছি ঋণের হার বাড়াবার জন্য, কিন্তু তার জবাব এখনও আমরা পাই নাই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জানান হয়েছিল যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কিসের ভিত্তিতে আবার তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুনর্বাসন স্কীম তুলে দেওয়া হয়েছে এই কথা বলতে পারি না। কারণ আমাদের কাছে এই রকম কোন তথ্য নাই। তবে জনতা সরকারের আমলে যখন জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারে ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় সরকার এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিরোধী পক্ষের এম, পি-দের আপত্তির ফলে সেটা আর কার্যকরী হয় নাই। এই সম্পর্কে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গী কি, সেটা এখন আমাদের জানা নাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ৫২৪ জন উদ্বাস্তু এসেছে, তাদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখা হয়েছে কি না এবং যে সব ট্রাইবেল উদ্বাস্তুকে ত্রিপুরা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখা হয়েছে কি না?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে ট্রাইবেল কোন রিফিউজি আসে নাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এর মধ্যে কিছু ট্রাইবেল উদ্বাস্তুকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে পি,এল ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে। তাদের যাতে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়, সেই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইউনিয়ন মিনিষ্টার ফর রিহেবিলিটেশান-এর সঙ্গে দেখা করা হয় এবং সেখানে বলা হয়েছে, যে স্কীমে এবং যে স্কেলে তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে, তা তাদের পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট নয়। এবং এর আগেও এইসব স্কীমে আমতলী ইত্যাদি ক্যাম্পের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তা তাদের পুনর্বাসনের পক্ষে বাস্তবিকই খুব কম। এর দ্বারা পুনর্বাসন হয় না। তারা খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বলছেন যে তাদের এই ব্যাপারে আর কিছুই করার নাই। তারা বারবারই আমাদের নোটিশ দিয়ে বলছেন যে আপনারা পি, এল, ক্যাম্প তুলে দিন। যারা আছে তাদের পুনর্বাসন দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করুণ। কিন্তু আমরা বিভিন্ন কারণে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারছি না। ইতিমধ্যে তারা যে হারে ডোল পেত, সেটা ১৯৭৪ সালের হারে পাচ্ছে এবং সেটা খুবই কম। এইসব আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছি। কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়ায় রাজ্য সরকার চিন্তা করছেন যে কিভাবে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যায় বা পি, এল, ক্যাম্পে রেখেই তাদের আরও কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় কি না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে ৫০০ জনের মত উদ্বাস্তু আছেন। আর প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ১৯৭১ সাল থেকে যারা এসেছে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হল না কেন?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সর্ব সাকুল্যে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বলছি। বলা হয়েছিল যে ১৯৭১ সালের পর থেকে কোন উদ্বাস্তুকে এখানে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭১ সাল থেকে ত্রিপুরার বহিরাগত লোকদের সম্পর্কে সরকারের নীতি কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতরণী মোহন সিনহা।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৩১. (ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেণ্ট)।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৩১।

প্রশ্ন	
১) কংগ্রেস আমলে ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেণ্টের কাজের জন্য কুমারঘাটে মোট কতটি ঘর তৈরী হয়েছিল ?	১) বেসরকারী শিল্পী উদ্যোগীদের সাহায্যের জন্য কুমারঘাটে ছয়টি ঘর তৈরী করা হয়েছিল।
২) উক্ত ঘরগুলি সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয়েছে কি ?	২) ঘরগুলি কোন সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয় নি।
৩) ব্যবহৃত না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?	৩) ঘরগুলি বেসরকারী শিল্প উদ্যোগীদের জন্য তৈয়ার হওয়ায় কোন কোন সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয় নি।
৪) ঐ সব ঘর তৈরী করিতে সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?	৪) ঘরগুলি তৈরী করতে মোট ৪,৪৬,৯৯৬.০০ টাকা, ব্যয় হয়েছে।
৫) এই প্রয়োজনে কত একর জমি সরকারী আওতায় রাখা হয়েছে ?	৫) এ ব্যাপারে মোট ২৫ একর জমি সরকারী আওতায় রাখা হয়েছে।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ—সাপ্লিমেনটারী স্যার, ছয়টি ঘরের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আসলে আটটি ঘর। যে কাজের জন্য এই ঘরগুলি এবং যে জমির উপর করা হয়েছে, সেই ঘর বা জমি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে আছে কি না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘর মানে ওয়ার্কার্স ওয়ার্কিং শেড। এখানে যারা শিল্প করবেন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, তাদেরকে দেওয়ার জন্য ছয়টি

শেড আছে। তার বাইরে যদি কারও থেকে থাকে, সেটা শিল্পের জন্য নয়, কর্মচারীদের থাকার জন্য হতে পারে। এখানে ফ্যাক্টরী করার জন্য সরকার থেকে ছয়টা শেড করা হয়েছে, সেখানে আমাদের যে জমিটা আছে সেটা চতুর্দিক থেকে বেড়া দেওয়া আছে। সেই জায়গায় জনেক দীপক লাল রায় ফ্যাক্টরি করার জন্য কিছু জায়গা নিয়েছিলেন এবং ওটাতে মাঝে মাঝে কৃষি করতেন সেটা আমরা নিয়ে নিয়েছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ওখানে যে ইণ্ডাষ্ট্রিজ শেডগুলি আছে সেগুলি অনেক দিন আগে এক ভদ্রলোককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ভাড়ার অনেক টাকা বাকী পড়ে আছে। সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, দীপক লাল রায়, তার কাছে এখন পর্য্যন্ত ১৯৪১৭.৩২ পঃ বাকী আছে। এর মধ্যে স্টেট ব্যাংক থেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল ফ্যাকটরি করার জন্য, নূতনভাবে এটা রিভাইটেলাইজ করার জন্য তাকে পুনঃ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। আমরা তাকে ভাড়া দেওয়ার জন্য নোটিশ দিয়েছি। এই অবস্থার মধ্যেই এটা এখন আছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই দীপক লাল রায়কে ঘরগুলি ভাড়া দেওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত যদি সেখানে এলুমিনিয়ামের কারখানা না গড়ে উঠে, তাহলে এই ঘরগুলি এখন কি করা হচ্ছে ? দুই নং, এখানে গতবারও এই বিধানসভায় বলেছিলাম যে ১৯৭০ সালে লেফটেনেন্ট গভর্ণার একটা অর্ডার দিয়েছিলেন যে সার্টিফিকেট কেস্ ছাড়াও সরকার যে সমস্ত ঘর ভাড়া দেন এবং যারা ভাড়া নিয়ে থাকেন, যদি রীতিমত তারা ভাড়া না দেন, তাহলে সরকার ওদেরকে সরাসরি উচ্ছেদ করতে পারেন অথবা ওদের কাছ থেকে মর্টগেজ প্রোপার্টি নিয়ে নিতে পারেন। এই ব্যাপারে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, ওর ফ্যাকটরী চালু হয়েছিল, তারপরে সেটা এখন আর চালু নেই। কিন্তু ফ্যাকটরীর জায়গা ওখানে আছে। এটা এখন পর্য্যন্ত কিছু করা হয় নি। আইনগত কতকগুলি জটিলতা আছে, সেই জন্য বিলম্ব হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ঘরগুলি যদি বে-সরকারী ভাবে ইউটিলাইজ না হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলি সরকারী ভাবে অন্য কাজে ব্যবহৃত হবে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমরা চেষ্টা করছি। খাদি এবং জে. সি. আইকে কিছু দেওয়া হয়েছে। ফ্রুট কেনিং-এর জন্য কিছু লাগতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীবাদল চৌধুরী

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ১৫৩। (পাবলিক রিলেশন অ্যাণ্ড টোরিজম ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীঅনিল সরকার :---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৫৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যে কোন ট্যুরিষ্ট লজ আছে কি ?	১) আগরতলায় একটি ট্যুরিষ্ট লজ তৈরী হচ্ছে এবং এর প্রথম পর্য্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে।
২) ইহা কি সত্য যে আগরতলা শহরে ট্যুরিষ্টদের থাকার সুবন্দোবস্ত না থাকায় অনেক ট্যুরিষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয় ?	২) হ্যাঁ, থাকার বন্দোবস্ত এখনও না হওয়ায় ট্যুরিষ্টদের অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে।
৩) যদি সত্য হয় তাহলে এ সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	৩) হ্যাঁ।

আর একটা বলা হয় নি যে বর্ত্তমানে আগরতলায় ট্যুরিষ্ট লজের কাজ এই কেলেণ্ডার ইয়ারে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া কৈলাশহর, উদয়পুর ও তীর্থমুখেও ট্যুরিষ্ট লজ করার কথা আছে। কৈলাসহর ও উদয়পুরে এখন পর্য্যন্ত উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যায় নি। তীর্থমুখে ট্যুরিষ্ট লজের কাজ শেষ হয়েছে।

ট্যুরিষ্টদের থাকার জন্য ভারতীয় পর্য্যটন বিভাগের সাথে অনেক দিন আগে থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং ভারতীয় পর্য্যটন নিগমের এ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আগরতলায় একটা ৩০ কোঠার হোটেল তৈরী করার কথা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পর্য্যটন বিভাগ-এর সঙ্গে, আগরতলায় একটা জনতা হোটেল স্থাপনের ব্যাপারেও আলোচনা চলছে।

শ্রীনরেশ ঘোষ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, উদয়পুরে ট্যুরিষ্ট লজের জন্য জায়গা দেওয়া সত্বেও প্রশাসনিক গাফিলতির জন্য ঐ প্রজেক্টটি হচ্ছে না ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—আমাদের হাতে এই তথ্য নেই। আমরা জায়গা চেয়েছি, এবং এর জন্য ডি. এম. ও স্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এই পর্য্যন্ত প্রশাসনিক কোন গাফিলতি আছে কিনা তার কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

শ্রীনকুল দাস ঃ--তীর্থমুখে যে ট্যুরিষ্ট লজ হচ্ছে. সেটার কাজ কতটুকু পর্যান্ত হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—তীর্থমুখে যে প্রজেক্ট সেখানে আমরা টুরিষ্ট লজ খোলার চেষ্টা করছি। গত বছরে আমরা কাজ শুরু করতে পারি নি। কারণ ইটের অভাব ছিল। কেউ সেখানে ইট দিতে রাজী হয় নি। অবশ্য এর জন্য আমরা টাকা বরাদ্দ করেছি। কিছুদিন আগে আমি ঐখান থেকে ঘুরে এসেছি। তখন দেখেছি, এখানে আর্থ কাটিং হচ্ছে। আর ডুম্বুরের প্রজেক্ট ঘাটের সঙ্গে আমরা যে টুরিষ্ট বাংলো করার জন্য

চেষ্টা করছি. সেখানে মাটি কাটা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে ঐ ডুম্বুর প্রজেক্ট ঘাটের সঙ্গে টুরিষ্ট বাংলোটির কাজ শেষ করা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৪।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরার গরীব মৎস্যজীবিকে জাল তৈরী করার জন্য বিনামূল্যে নাইলন সুতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরার গরীব মৎস্যজীবিদের জাল তৈরী করার জন্য বিনামূল্যে নাইলন সুতা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।
২। থাকলে কবে পর্য্যন্ত এ সুতা মৎস্যজীবিদের হাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে এবং কতজনকে দেওয়া হবে?	বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ৩,৭০০ জন গরীব মৎস্যজীবিকে বিনামূল্যে নাইলন সুতা বিতরণ করার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ---আমরা কাগজে দেখেছি, গ্রুপ করে ৫০ শতাংশ সাবসিডি দিয়ে সুতা সরবরাহ করছেন সরকার। এই গ্রুপের মধ্যে আছে,

২ জনের গ্রুপ ঃ---৮ কে. জি.
৪ জনের গ্রুপ ঃ---১৬ কে. জি.
৮ জনের গ্রুপ ঃ---৩২ কে. জি. এটা কি সত্য?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---৩,৭০০ জন ছাড়াও অতিরিক্ত ভর্ত্তুকীতে ৬৫৮টি পরিবারকে শতকরা ৫০ শতাংশ ভর্ত্তুকি দিয়ে ৮,০০০ কে, জি, সুতা দেওয়া হবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---এই যে বিনামূল্যে সুতা দেওয়া হবে এরজন্য মোট কত টাকা খরচ হবে।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---এটার মূল্য হবে ৩,৭০,০০০ টাকা।

শ্রীজিতেন সরকার ঃ—এর মধ্যে ট্রাইবেল আছে কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল সবাই আছে। যারা পেশাগত মৎস্যজীবি সবাইকেই দেওয়া হবে। তবে এর মধ্যে ট্রাইবেল মৎস্যজীবির সংখ্যা কম।

শ্রীনকুল দাস ঃ—কাগজে দেখতে পেয়েছি, অন্য গ্রুপের যাদের সুতা দেওয়া হবে এর জন্য সরকারের ১২,০০,০০০্ টাকা খরচ হবে এটা সত্য কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—ঐ সাবসিডি দিয়ে যে সূতা দেওয়া হবে তার জন্য মোট খরচ হবে ১১,৭০,০০০ টাকার মত। প্রায় ১২ লক্ষ টাকাই।

মিঃ স্পীকার ঃ- -শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৬।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ- -স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৯-৮০ সালে সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত ছিল ?	১৯৭৮-৭৯ সনে যে ২৫টি ডিস্পেনসারী নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে সবগুলির নির্মাণ যথাসময়ে সম্পূর্ণ হতে না পারায় ১৯৭৯-৮০ সনে করতে হচ্ছে বলে, ১৯৭৯ ৮০ সনে নতুন কোন ডিস্পেনসারী নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।
২। এর মধ্যে কতটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে ?	যে দশটির নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়েছে তার মধ্যে ১০টি চালু করা সম্ভব হয়েছে।
৩। যেগুলি হয় নাই, সেগুলি না হওয়ার কারণ কি ?	ফার্মাসিষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না বলে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়া সত্ত্বেও ২টি ডিস্পেনসারী চালু করা যাচ্ছে না। বাকী ১৫টির নির্মাণকার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফার্মাসিষ্ট-এর অভাব সম্পর্কে বিধানসভায় জানান দরকার। ফার্মাসিষ্ট ট্রেনিং যেটা ছিল সেটা চালু হয় নাই বলেই, আজকে আমরা ফার্মাসিষ্ট অভাব অনুভব করতে পারছি।
৪। (ক) খোয়াই মহকুমার বাইজলবাড়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ ছিল, এবং	৫,৭৭,০০০·০০ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছিল।

প্রশ্ন	উত্তর
(খ) নির্মাণ প্রকল্প অনুযায়ী বাজেটের টাকা খরচ করা হয়েছে কিনা ?	খরচের হিসাব পূর্ত দপ্তর হইতে স্বাস্থ্য দপ্তরে এখনো আসে নাই।
৫। খোয়াই মহকুমা হাসপাতাল সম্প্রসারণের জন্য কোন প্রকল্প দেওয়া হয়েছিল কিনা ?	হ্যাঁ, ১৯৭৮-৭৯ সনে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে অতিরিক্ত ২০টি শয্যার ওয়ার্ড নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে।
৬। (ক) কল্যাণপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে আরও ১০টি সিট বাড়ানো হবে কি ?	মাননীয় স্পীকার স্যার, কল্যাণপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে এখনই সিট বাড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় নি। তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঐ হাসপাতাল পরিদর্শন করার সময় রোগীর সংখ্যা দেখে, যাতে আরো ১০টি আসন-এর ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য তিনি বলেছিলেন । আমরা এটা রূপায়নের জন্য ব্যাবস্থা নিচ্ছি ।
(খ) যদি হয়, তবে কবে পর্য্যন্ত ইহার কাজ আরম্ভ হবে, এবং	প্রশ্ন উঠে না।
(গ) এই কেন্দ্রে একটি এম্বুলেন্স পাঠানোর সিদ্ধান্ত কবে পর্য্যন্ত কার্যকরী হবে ?	আমাদের নতুন ড্রাইভারনিয়োগ করার কাজ সম্পন্ন করেই গাড়ী পাঠানো হবে।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই বাইজল বাড়ীতে যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মানের জন্য যে কনট্রাকটর কাজ করেছেন, তিনি অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ করেছেন। সেখানে যে দরজা, জানালা করা হয়েছে সেগুলি কোন র‍্যাঁদা করা হয় নি এবং সেখানে যে বেড়া দেওয়া হয়েছে সেটা তরজার বেড়া দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন রকম তদন্ত করবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কতগুলি পি,এইচ,সি আছে যেখানে কোন এম্বুলেন্স নেই এবং ঐ সমস্ত প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার গুলিতে দ্রুত এম্বুলেন্স দেওয়ার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :- মাননীয় স্পীকার স্যার, সঠিক সংখ্যা আমি এখন দিতে পারছি না। তবে একটি করে প্রত্যেক প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে যাতে দেওয়া যায় সেই জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা গত বৎসর ১০টি এম্বুলেন্স কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তন্মধ্যে ৫টি ইতিমধ্যেই এসেছে এবং বাকী গুলির বডি নির্মানের ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র ঘোষ :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের শোবার জন্য যে খাট দেওয়া হয়, সেগুলি অধিকাংশই লোহার খাট। কাজেই খাটের অপ্রতুলতার জন্য লোহার খাটের বদলে কাঠের খাট দিতে কোন অসুবিধা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :- মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রত্যেক হাসপাতালে বেডের জন্য যে ঘর নির্মান করা হয়েছিল আগে, সেগুলিতে নূতন কোন খাট বা অন্যান্য আসবাব-পত্র দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই তারা করেন নি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর দেখলাম সমস্ত জিনিষগুলিভাংগাচোরা এমন কি ব্যবহারেও অনুপোযোগী রোগীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে, কিন্তু বেডের সংখ্যা বাড়ছে না। এমতাবস্থায় সরকার নূতন খাট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। তার জন্য আমরা ইনডাষ্ট্রি-য়ালিষ্টে এবং সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর্স, আসামেও চেষ্টা করছি এবং সেটা পাওয়া সাপেক্ষে কাঠের খাট দেওয়া সম্ভব কিনা বিবেচনা করে দেখছি।

শ্রীউমেশ নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন ফার্মাসিষ্টের অভাব। কিন্তু ধর্মনগর কামেশ্বরে কালীপদ চৌধুরী নামে একজন ফার্মাসিষ্ট আছেন, যিনি সরকারের সাথে দীর্ঘদিন যোগাযোগ করে চলেছেন। এই ধরণের কোন তথ্য সরকারের জানা আছে কিনা?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :---মাননীয় স্পীকার স্যার, এর উত্তর হয় না। তবুও মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য আমি বলছি ফার্মাসিষ্ট কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার নিয়মানুযায়ী যথাযোগ্য রেজিষ্ট্রেশান যদি না থাকে, তাহলে যোগ্য বলে বিবেচিত করা হয় না। তবে তিনি যে নাম বলেছেন, তিনি যদি ফার্মাসিষ্ট বলে বিবেচিত হন, তাহলে তার বয়সের সীমা বাড়িয়েও আমরা নিয়োগ করতে রাজি আছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র একটি খোলা হয়েছে। খোয়াই বাইজল বাড়ীতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে নানা রকম অসামাজিক কাজ হচ্ছে, কাজেই সেটি অবিলম্বে খোলা দরকার। আর বেহালা বাড়ী সাব-সেন্টারটির কাজও শেষ হয়েছে এবং সেখানে ফামাসিষ্টের অভাবে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে এবং আম্পুরাতেও ঐ একই অবস্থা। কিছু দিন আগে একজন মারা গেছেন। কাজেই ফার্মাসিষ্টের অভাব পূরণের জন্য যে সমস্ত কম্পাউণ্ডারদের কোর্স শেষ হয়ে গেছে, তাদের দিয়ে, সেই অভাব পূরণ করা হবে কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ১৯৭৮ ইং সালে ক্ষমতায় আসার পর ইনস্টিটিউশনাল এবং ফার্মাসিস্টদের যে ব্যবধান এটা লক্ষ্য করেছি। কাজেই এক বৎসরের কোর্সে যে সব ছাত্রদের পড়তে পাঠিয়েছিলাম, ইতিমধ্যে তারা সে কোর্স শেষ করে ফিরে এসেছে এবং এখন তাদের ২।৩ মাসের ট্রেনিং চলছে। এই ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর আমরা যে ১৬ | ১৭টি ছেলে পাব, তাদের দিয়ে আমরা নূতন ফার্মেসী খোলার চেষ্টা করব। আর যে সমস্ত ফার্মাসিস্ট এবং কমপাউণ্ডারের চাকরী চান এবং তাদের বয়স সীমা যদি ৭০৩ হয় এবং কর্মক্ষম হন, তাহলেও তাদের কাজে লাগানো হবে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইম্ফল থেকে কিছু নূতন ডাক্তার এসেছেন যাদেরকে অন্যান্য হাসপাতালে রেখে দেওয়া হয়েছে, এই সমস্ত নূতন হাসপাতালগুলিতে পাঠানো হচ্ছে না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ড্রাইভারের অভাবে এম্বুলেন্স দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ড্রাইভারদের ইন্টারভিউ কবে নেওয়া হয়েছিল এবং কবে নগাদ তাদের রিক্রুট করা হবে ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ স্বাস্থ্য দপ্তরে ৭টি ড্রাইভার পদের নিয়োগের জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী কালে সেখানে ২১টি পদ শূন্য হয় এবং কথা ছিল সেগুলি স্বাস্থ্য দপ্তর পূরণ করবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারের সিদ্ধান্ত হয় যে সেগুলির ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে হবে এবং সেই অনুযায়ী ফাইলও সেখানে চলে যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১০টি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং ইতি মধ্যে ৫টি এসে পড়েছে। এই নূতন গাড়ীগুলির মধ্যে থেকে একটি অম্পি নগরের পি. এইচ. সিতে দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা প্রত্যেকটি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে একটি করে গাড়ী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে ইম্ফল থেকে যে ডাক্তারের দলটি এসেছেন তারা আমেরিকান এক হাসপাতালে কাজ করছেন এবং সেখান থেকে ডেইলি আসা যাওয়া করে গভর্নমেন্ট হাসপাতালগুলিতে কাজ করছেন ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে তথ্য দিলে আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নং ২০৭ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ২০৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় একটি আঞ্চলিক হস্তশিল্প ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার এন. ই. সি. র নিকট কোন প্রস্তাব করেছেন কি?

২। করে থাকলে ঐ প্রস্তাব মতে ত্রিপুরায় আঞ্চলিক হস্তশিল্প ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ ১৯৮০-৮১ সালে আরম্ভ হবে কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এন. ই. সি. থেকে এখনও পর্য্যন্ত ১৯৮০-৮১ ইং সালের প্রস্তাবিত কোন প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া যায় নি। প্রকল্পটির অনুমোদন পাওয়া গেলে কাজ শুরু করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৩।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নম্বার ২২৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া মহকুমায় মাইকুব ইছাপাড়ায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এবং	১। ১।১২।৭৬ ইং তারিখে। গত ডিসেম্বরের ১ তারিখ সেই হাসপাতালের ঘরটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
২। সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা হয়েছে কিনা?	২। হ্যাঁ।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ঘরটি দেড় বছর আগে সম্পূণ হওয়া সত্বেও এখন পর্যান্ত সেই ডিসপেনসারী কেন চালু করা হয়নি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছিলাম যে ১০টি ডিসপেনসারীর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সাধারণতঃ সেখানে দেখা যাচ্ছে ফার্মাসিস্টের অভাব। যখনই ফার্মাসিস্ট পাওয়া যাবে তখনই এই ডিসপেনসারিগুলি চালু করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নং ১৫২।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫২।

প্রশ্ন

১। ক্যান্সারে গত ৫ (পাঁচ) বছরে রাজ্যে কত লোক মারা গিয়েছে ?

২। রাজ্যে ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র কবে নাগাদ চালু করা হবে ?

৩। কি কি কারণে ক্যান্সার চিকিৎসা চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে, এবং

৪। সরকার এ ব্যাপারে কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। জি বি হাসপাতালে গত ৫ বৎসরে ১৪২ জন ক্যান্সার রোগে মারা গিয়াছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্ধারণের জন্য কোন সমীক্ষা করা হয় নাই।

২। শীঘ্রই চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে

৩। ক্যান্সার রোগের রেডিও থেরাপী চিকিৎসার জন্য যে রেডিও থেরাপী মেশিন, যার প্রধান উপকরণ হচ্ছে 'কোবাল্ট' এবং ঐ কাজের জন্য রেডিও থেরাপী প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত যে ডাক্তারের প্রয়োজন তা না থাকার ফলেই ক্যান্সারের রেডিও থেরাপী চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা যাচ্ছে না।

৪। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই একজন চিকিৎসককে রেডিও থেরাপী বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য নমিনেশনে পাঠানো হয়। এবং ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি সদ্য প্রত্যাগমন করেছেন। কোবাল্ট মেসিনেরও কোটেশন পাওয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্ডার দেওয়া হচ্ছে।

ভাবা এটমিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, বোম্বের নিকট হইতে ঐ মেসিন বসানোর ঘরে স্পেসিফিকেশনের অনুমোদন আনাইয়া পূর্ত বিভাগ কর্তৃক বিল্ডিং তৈরী করাইবার পর মেসিন বসানো হইবে। ইতিমধ্যে এক্স-রে জাতীয় যন্ত্রপাতি, খাট, বিছানা-পত্র এবং কতিপয় স্টাফ নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৯ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৭৯ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কতজন টি বি রোগীকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে ?	১। ৭৩৫ জনকে।
২। বর্তমানে উপরোক্ত সাহায্যের জন্য কতগুলি দরখাস্ত স্বাস্থ্য দপ্তরে জমা আছে ?	২। ২৫৪টি।
৩। কমলপুর মহকুমার কতজনের নামে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে ?	৩। ২ জন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সাহায্যের জন্য যে দরখাস্ত করা হয়েছিল, সে দরখাস্ত করার কতদিন পর সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে? এটা কি সত্য, যে দরখাস্ত করে সাহায্য পাওয়ার আগেই অনেক টি-বি-রোগী মারা গিয়াছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, দরখাস্ত দেবার সাধারণতঃ যে নিয়ম সেটা হচ্ছে ঐই, ডিস্ট্রিক্টপ্রিপারেটরি সেন্টারে নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং বিভিন্ন হাসপাতালের সেন্টারে দরখাস্ত করতে হবে। সেই হাসপাতালগুলি থেকে দরখাস্ত পাঠানো হয় এবং প্রশাসনিক স্তরে দরখাস্তগুলি স্ক্রুটিনি করেন ফিনান্স মিনিষ্টার এবং সেটা অনুমোদনের পর সাহায্য দেওয়া হয়। সেটা অসম্ভব নাও হতে পারে। কারণ দরখাস্ত দেবার পরের দিনও অনেক সময় রোগী মারা যায় অথবা তার দু'তিন দিন পরও মারা যেতে পারে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কমলপুর থেকে কতজন রোগীর জন্য দরখাস্ত করা হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কমলপুরে যে দু জন সাহায্য পেয়েছেন তাঁরা পাবেন। আর ৭টি যে দরখাস্ত আছে সেগুলি এখনই দেওয়া হবে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ২৫৪টি দরখাস্ত জমা পড়েছে; তাদের প্রত্যেককে কত টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে; মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই দরখাস্তগুলি স্ক্রুটিনি

করার পর ফিনান্সের অনুমোদন পেলে সাহায্য দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগরতলা জুট মিলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রাথমিকভাবে কত ধরা হয়েছে,	১। প্রায় ৩,৫০০ মেঃ টন (১৯৮০ সালের জন্য মাত্র।
২। উক্ত মিলের জন্য বর্তমান বছরে কত মেট্রিক টন পাট ক্রয় করা হয়েছে,	২। এ পর্যন্ত প্রায় ২,৮০০ মেঃ টন পাট ক্রয় করা হইয়াছে।
৩। অদ্যাবধি উক্ত মিলের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা কত, এবং	৩। বর্তমানে মিলে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ২৯ জন তাছাড়া মিলে প্রশিক্ষণরত আরও ২৯৭ জন শ্রমিক রয়েছে।
৪। নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ব্যয় কত হবে?	৪। বর্তমানে বার্ষিক ব্যয় প্রায় ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা (কর্মচারীদের বেতন ও প্রশিক্ষণরত শ্রমিকদের ভাতা সহ)।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নিত (*) বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

Announcement by the Speaker

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি পাবলিক আণ্ডার-টেকিং কমিটির চেয়ারম্যান অজয় বিশ্বাস সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করায় চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়েছে। চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হওয়াতে কমিটির সদস্য শ্রীকেশব মজুমদারকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীতে একটি "সর্ট ডিসকাশন নোটিশ" আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা কর্তৃক আনীত বিষয়টি আলোচনার জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

বিষয়টি হল "মজুতদারদের হাতে সমস্ত ধান চাল গোপন মজুত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকার ফলে খাদ্য সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা এবং ফলে ধান

চালের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে।"

অদ্যকার তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি শেষ হইলে উহা গ্রহণ করা হইবে।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।

১। শ্রীসুনীল চৌধুরী

২। শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ

৩। শ্রীখগেন দাস

প্রথম নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "৪ঠা ও ৫ই জানুয়ারী সাবরুমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি এই সম্পর্কে ২১শে জানুয়ারী বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী ২১ তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দিবেন।

দ্বিতীয় নোটিশটির বিষয় বস্তু হল ঃ—"বিগত ৩-১-৮০ইং বেলা অনুমান ৪ ঘটিকায় ধর্মনগরে রাজেন্দ্রনগর, সি, পি, আই, (এম) এর নির্বাচনী মিছিল ও অফিস "আমরা বাঙ্গালী" দল কর্তৃক আক্রমণ সম্পর্কে"—আমি মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার আমি এই সম্পর্কে ২১ তারিখ বলব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী ২১ তারিখ এর উত্তর দেবেন।

তৃতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হল ঃ—"ত্রিপুরা স্টেইট ইন্‌জিনিয়ারস্ এসোসিয়েশান কর্তৃক আহূত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮০ সাল থেকে "ওয়ার্ক্ টু রুল" সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি

দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার আমি এই সম্পর্কে ২৪শে জানুয়ারী বিবৃতি রাখব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী ২৪শে জানুয়ারী-এর উপর বিবৃতি দেবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---আমি এখন শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি রাখতে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হচ্ছে "সম্প্রতি ঋষ্যমুখ এলাকায় সি, পি, আই (এম) কর্মী কমরেড্ কৈলাস ত্রিপুরাকে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---গত ২৩শে নভেম্বর ১৯৭৯ইং তারিখে বিকালে বিলোনীয়া থানার অন্তর্গত হরিপুর দেবশ্রী গ্রামের শ্রীকৈলাশ চন্দ্র ত্রিপুরা সি, পি, আই (এম) দলের নির্বাচনী প্রচারে ও নির্বাচনী মিছিলে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কৃষ্ণনগর বাজারে যান। বাজার হইতে ফিরিয়া না আসায় তাহার স্ত্রী রাত্রিতেই এলাকার বিভিন্ন স্থানে তাহার স্বামীর খোঁজ করিতে বাহির হন। কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পরের দিন অর্থাৎ ২৪-১১-৭৯ইং তারিখ বিকাল অনুমান ৩ ঘটিকার সময় গাঁওসভার সদস্য শ্রীদরকামণির বাড়ীতে শ্রীকৈলাশ ত্রিপুরা নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে একটি সভা হয়। উপরোক্ত সভায় সর্বশ্রী ধনা কুমার ত্রিপুরা, সেনকুমার ত্রিপুরা এবং উমাচরণ ত্রিপুরা অনুপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৈলাশ ত্রিপুরার স্ত্রী শ্রীমতী ক্ষেতী ত্রিপুরা সন্দেহ করেন যে সভায় অনুপস্থিত ঐ তিনজন তাহার স্বামী কৈলাশ ত্রিপুরাকে কোথাও আটক করে রেখেছে অথবা হত্যা করেছে। সন্দেহজনক ব্যক্তিদিগকে সভায় ডাকা হয়। সেইখানে শ্রীধনাকুমার ত্রিপুরা স্বীকারোক্তি করে যে সেনকুমার ত্রিপুরা এবং উমাচরণ ত্রিপুরার সহযোগে গত ২৩শে নভেম্বর রাত্রে শ্রীকৈলাশ ত্রিপুরাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। ঐ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ঐ দিনই শ্রীমতী ক্ষেতি ত্রিপুরা এবং অন্য কয়েকজন রাত প্রায় ১১ টার সময় পূর্ব কৃষ্ণনগর গ্রামের ঘন জঙ্গলের মধ্য হইতে নিহত কৈলাশ ত্রিপুরার অভিযোগ গ্রহণ করে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারা মতে মোকদ্দমা নম্বর ১৭(১১)৭৯ নথিভুক্ত করে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য ঋষ্যমুখের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ করে। তথায় গত ২৫।১১।৭৯ইং তারিখে বেলা দুইটার সময় ময়না তদন্ত করা হয়।

পুলিশ তদন্তকালে অভিযুক্ত আসামী সর্বশ্রী (১) সেন কুমার ত্রিপুরা (২) উমাচরণ ত্রিপুরা (৩) ধনাকুমার ত্রিপুরাকে গত ২৪।১১।৭৯ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে এবং ২৬।১১।৭৯ তারিখে বিলোনীয়া আদালতে হাজির করে। তাহারা সকলেই বর্তমানে বিলোনীয়া জেল হাজতে আছে। তদন্তে দেখা যায় রাজনীতিই এই হত্যাকাণ্ডের উৎস। মৃত কৈলাশ চন্দ্র ত্রিপুরা সি,পি,আই (এম দলের সদস্য বলিয়া পরিচিত এবং আসামীগণ কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস-এর সমর্থক বলে পরিচিত। তদন্তকার্য্য সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করা হইবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এটা ঠিক কিনা যে বিলোনীয়া কংগ্রেস (আই) কর্মী নেতারা, ধনকুমার এবং সেনকুমারকে কথা দিয়েছিলেন, কৈলাশ ত্রিপুরাকে হত্যা করবে এবং তা সুপরিকল্পিতভাবেই করা হয় এবং সেই এলাকায় সাম্প্রদায়িকতার জীগিরের চেষ্টা হচ্ছে। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই মামলাটি আদালতে বিচারাধীন। পরে এটার বিস্তৃত বিবরন পাওয়া যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে কেরাণ ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির লোক ? সেই দিন কয়েকজন প্রচণ্ড মদ খেয়ে তাদের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয় এবং মারধোর করে ? এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এই সব তথ্য আমার জানা নাই।

কনসিডারেশান এ্যাণ্ড পাশিং অব দি বিহার
কন্ট্রোল অব দি ইউস এ্যাণ্ড প্লে অব
লাউডস্পীকার (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট)
বিল, ১৯৮০
(ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮০)

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ-- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো--- "দি বিহার কন্ট্রোল অব দি ইউস্ এ্যাণ্ড প্লে অব লাউড স্পীকার (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮০)" বিবেচনা। বিলটি বিবেচনার জন্য হাউসে প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি বিহার কন্ট্রোল অব দি ইউস্ এ্যাণ্ড প্লে অব লাউড স্পীকার (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮০)" বিবেচনা করা হউক।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এটা খুবই ছোট্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট। এটার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই জন্য যে লাউড স্পীকার বিভিন্নভাবে নাগরিক জীবনে এফেক্টেড হয়। কারণ সময়ে, অসময়ে দেখা যায় যে, এই লাউড স্পীকার খুব কাছে চালিয়ে রাখে আর তার ফলে নাগরিকের স্বাভাবিক শান্তি নষ্ট হয়। তা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় এগুলি খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করে। সেই দিক থেকে আমরা এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি সেটা হল এই যে, যে সব এলাকায় যেসব লাউড স্পীকার আছে সেগুলির আওয়াজ সেই সব এলাকার বাহিরে গেলে তার জন্য তাকে পানিশমেন্ট পেতে হবে, এই জন্য তাকে পারামশান নিতে হবে। আমি অনেক সময় দেখেছি যে বিভিন্ন সংস্থা থেকে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, বিভিন্ন দপ্তর থেকে, হাসপাতাল থেকে এই লাউড স্পীকার সম্পর্কে অভিযোগ আসে। অনেক সময় দেখা যায় যে হাসপাতালের

খুব কাছাকাছি এই লাউড স্পীকার লাগিয়ে রাখা হয় আর তার ফলে রোগীরা বিরক্ত বোধ করে। এই সকল ক্ষেত্রে নাগরিকের জীবনের শান্তিকে রক্ষা করার জন্য আমরা এই প্রস্তাবকে হাউসে এনেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথকে আমি এই সম্পর্কে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ --মাননীয় স্পীকার স্যার, লাউড স্পীকার সম্পর্কে যে বিল এখানে উত্থাপিত হয়েছে তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, এই বিলে যা আছে তাতে জনজীবনের ভাল হবে। সমাজের শান্তি ফিরে আসবে, তাই আমি এই বিলকে সমর্থন করি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রীরাধারমণ দেবনাথ।

শ্রী রাধারমণ দেবনাথ ঃ —মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে বিল উত্থাপিত হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে যে সব সিদ্ধান্ত নিয়াছেন সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। আমি দেখেছি ৩২ বছরে কংগ্রেস শাসনে ত্রিপুরার জনগণ যে শোষিত হয়েছিল, এখন তা নাই, এখন তা থেকে তারা মুক্ত। এই বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ত্রিপুরার জনগণকে, সেই প্রতিশ্রুতি সে পালন করেছে। আমের মানুষকে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করা হচ্ছে। তা ছাড়া আমি সমর্থন করি এই কারণে যে, সামান্য এক পূজার জন্য সারা রাত, সারা দিন, মাইক বাজাতে আমি দেখেছি এবং তাতে যারা ছাত্রছাত্রী তাদের পড়াশুনার খুব অসুবিধা হয়। পরীক্ষার সময় পর্যন্ত দেখা যায় পাশের বাড়ীতে সারা রাত ধরে মাইক বাজাতে। তার ফলে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের পড়ার অসুবিধা হয়, অন্য দিকে সাধারণ মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। কাজেই আমি এই বিলকে সমর্থন করি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮০ সালে যে বিল পেশ করেছেন, সেটা অবশ্য একদিক থেকে দরকারী। এই লাউড স্পীকারকে কেন্দ্র করে শহর অঞ্চলে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে পাই। তা ছাড়া হাসপাতালে যে সব রোগী আছে তাদের পক্ষেও এই লাউড স্পীকার খুব বিরক্তিজনক। কাজেই এই লাউড স্পীকার ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু এখানে রাজনীতির যে সব জনসভা হয় চিলড্রেন্স পার্কে ঘন্টার পর ঘন্টা লেকচার দেওয়া হয় তখন ঐ তুলসীবতীর বোর্ডিং এর ছাত্রীরা পড়াশুনা করতে পারে না, এটা কি সরকারের জানা আছে ? আর ঐ উমেশ বাবু উনি নিজেইত কীর্তন শুনতে যান, সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা মাইক বাজে, কাজেই উনি আগে নিজেকে কনট্রোল করুন তার পর এই সব কথা বলবেন। এই সম্পর্কে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী যাদব মজুমদার।

শ্রী যাদব মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে যে লাউড স্পীকার সম্পর্কে বিল এনেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে এই লাউড স্পীকার যত্রতত্র এবং যে কোন সময়ে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে দেখা যায়। গ্রামের এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বাজানো হয়। যার ফলে নাগরিকের জীবনে বিভিন্ন দিক থেকে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাজেই এই লাউড স্পীকার যদি একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে পরে আজকে যারা সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের পক্ষে অশান্তি ও বিরক্তির কারণ হতে পারে। কারণ সেটাকে যখন তখন ব্যবহার করা অনেকে চান না। কারণ স্কুলে যখন পরীক্ষা চলে, ছেলেমেয়েরা যখন লেখাপড়া করে, ঠিক সে সময়টিতে পাশের বাড়ীতে যদি মাইক ব্যবহার করে, তাতে দেখা যাবে যে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে পারবে না। তার জন্য লাউড স্পীকার ব্যবহার করার উপর একটি নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। তার মধ্যে আরও আছে যে পাড়ায় বা বাড়ীতে কোন বিশেষ কাজ হচ্ছে তখন তার পার্শ্বে দেখি মাইক বাজাচ্ছে। কালী পূজার ব্যাপারত আছেই। যদি দেখা যায় যে মাইক ঘন্টার পর ঘন্টা চলছে, দিনের পর দিন চলছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলছে তবে সকলের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেহেতু এটা একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। সরকার থেকে যদি একটা সময় সীমা করে না দেওয়া হয়, তবে অনেকের কাছ থেকে অভিযোগ আসবে এবং আসছেও। তদুপরি তা রোধ করা যাবে না। অনেকের কাছ থেকে শুনা যায় যে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের মানুষ আনন্দ করবে ভাল কথা, কিন্তু তার একটা সময় সীমা থাকতে হবে এবং শুধু সময় সীমা নয় তাতে দেখা গেছে স্পীকারের আওয়াজ এত বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাতে যারা অসুস্থ তাদের খুব খারাপ লাগে কাজেই এই দিক থেকে এই বিলটির প্রতি আমার পুরোপুরি সমর্থন আছে এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনি এটার উপরে আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটি সমর্থিত হয়েছে মাননীয় সদস্যদের দ্বারা। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া একটি প্রশ্ন তুলেছেন, যেটা আমার মনে হয় যে ঠিক হবে না। কারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা গণতান্ত্রিক কাজকর্মকে সংকুচিত করার কাজে এই আইন ব্যবহার করা হবে না। সেইটা মনে করা ভুল হবে। এইটা অনেক কষ্টে অর্জিত। কাজেই মানুষের সভাসমিতি বন্ধ করার জন্য আইন তৈরী করা হচ্ছে বলাটা ঠিক নয়। কাজেই এই ভাবে মানুষের মনে তিক্ততা আনা যেটা অন্যান্য লোকেরা প্রতিনিয়ত অনুভব করবেন। কাজেই এই লাউড স্পীকারের যে উপদ্রব সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার।

মিঃ স্পীকার ঃ-- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব। প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল " দি বিহার কন্ট্রোল অব দি ইউজ এ্যাণ্ড প্লে অব্ লাউড্ স্পীকার (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল,

১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮০)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ধারা দুইটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২নং ধারা এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারা দুটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে পরবর্তী কার্যসূচী হল "বিলের শিরোণামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল "দি বিহার কন্ট্রোল অব দি ইউজ অ্যান্ড প্লে অব লাউড্ স্পীকার (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮০)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি হাউসে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে "দি বিহার কন্ট্রোল অব দি ইউজ অ্যান্ড প্লে অব্ লাউড্ স্পীকার, (ত্রিপুরা এ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮০, (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮০)" এই হাউসে পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। এখন ইহা আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "দি বিহার কন্ট্রোল অব দি ইউজ অ্যান্ড প্লে অব লাউড্ স্পীকার (ত্রিপুরা অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮০) " পাশ করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি হাউসকে জানাচ্ছি যে—সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্রেন্টস ফর দা এক্সপেণ্ডিচার অব গভার্ণমেন্ট অব্ ত্রিপুরা ইন ১৯৭৯-৮০তে কিছু ক্লেরিকেল এ্যারস রয়েছে তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এই জন্য দুঃখিত। সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্টসের মধ্যে যে তিনটি ক্লারিক্যাল এরার রয়েছে ; সেগুলি হচ্ছে—

Page—1(one) demand 1 (one)—original grant should be Rs. 19 lakhs 5 thousands against 17 lakhs 5 thousands as shown, there,

page—3(three) demand No. 3 (three) original grant should be 52 lakhs 55 thousands against 50 lakhs 78 thousands as shown, there.

(page—17, demand No. 5-original grant should be Rs. 2 lakhs 51 thousands against 2 lakhs 49 thousands as shown there :)

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডএর উপরে আলোচনাকালে যে সব প্রশ্ন উঠেছে তার মধ্যে আমি দুইটি প্রসঙ্গ এই হাউসের সামনে উপস্থিত করে সরকারের বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি কি রিপ্লাই দিচ্ছেন না আলোচনা করছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—ডিমাণ্ড এর উপর রিপ্লাই দিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, সবগুলো ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা শেষ হয়নি। কারণ এখানে ডিমাণ্ড নং ৮ নেই। সুতরাং রিপ্লাই কিভাবে হবে ?

মিঃ স্পীকার ঃ—ডিমাণ্ড নং ৮-এর উপর আলোচনা হবে না, কারন এটা চার্জড নট ভোটেড এ্যাকাউন্ট।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গতকাল হাউসে শেষের দিকে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। তবে কালকের অসমাপ্ত আলোচনার উপর তিনি কিছু বলতে অনুমতি চাইলে এ কালকেই অনুমোদিত হয়। এখন তিনি সে ব্যাপারে উনার বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আলোচনা কালে বিগত লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তুলেছিলেন। কিভাবে আমরা ভোটার তালিকা তৈরী করেছি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের তা ভালভাবে জানা দরকার।

আমাদের সারা ভারতবর্ষের যে ইলেকশান কমিশনার আছেন তিনি বিভিন্ন সময়ে ভোটার তালিকা তৈরী করার ব্যাপারে যে সকল নির্দ্দেশ দিয়েছেন সে সমস্ত নির্দ্দেশে বলা হয়েছিল যে, ১৯৭৭ সালে যে ইলেকশান রুলস্‌কে বেসিক রুলস বলে ধরা হবে এবং সেই বেসিক রুলস অনুযায়ী নিববাঁচন কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিবেন যে আগের বারের ভোটার লিস্টে যাদের নাম আছে, তাদের মধ্যে কেউ মারা গেছেন কিনা এবং এবারে কোন নূতন ভোটার আছেন কিনা। যারা মারা গেছেন তাদের নাম বাদ দেওয়া হবে এবং যারা নূতন ভোটার আছেন তাদের নাম লিস্টে তুলা হবে। সেই অনুপাতে ভোটার লিস্ট তৈরী করা হয়েছে এবং তৈরীর সময়ে সকল রাজনৈতিক দল এর নেতাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে করা হয়েছে এরপর খসড়া লিস্ট প্রকাশিত করে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে কোন ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করার জন্য জনসাধারণ এর নিকট আমন্ত্রন জানান হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে পুনরায় ফাইনাল লিস্ট বাহির করা হয় এবং অনুরূপভাবে কোন ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করার

জন্য ইনভাইট করা হয়। সুতরাং ভোটার লিষ্ট তৈরীর সময় যথাযথ নিয়ম পালন করা হয়েছে। এরপরও যে সমস্ত কমপ্লেন এসেছে সেগুলো সংশোধন করা হয়েছে। এবং তার পর আবার ফাইন্যাল ভোটার লিষ্ট পাবলিকেশন করা হয়। সেটাও ছাপিয়ে জনসাধারনের নিকট প্রকাশ করা হয়েছে।

অবজেকশান ইত্যাদি যা ছিল সেগুলিও কন্‌সিডার করা হয়েছে। এইগুলি কনসিডার করে সাপ্লিমেন্টারী সব জায়গাতে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। এইসমস্ত যে কাজকর্ম করা হয়েছে এর মধ্যে মাননীয় সদস্যরাও কিছু কিছু আমাদের চীফ ইলেকটর‍্যাল অফিসারের কাছে দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চীফ ইলেকটর‍্যাল অফিসার যেখানে সংশোধন দরকার সেখানে সংশোধন করেছেন। কাজেই নির্ব্বাচনে ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন স্তরে ইলেকশান কমিশনার যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে এবং এই প্রথম সুন্দরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করে ব্যালট পেপার ছাপা হয়েছে। অনেক পত্র পত্রিকাও এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সবই খুশী যে সুন্দরভাবে ব্যালট পেপার ছাপা হয়েছে। নির্বাচনের পরে কংগ্রেস (আই) এর প্রার্থীও সুষ্ঠভাবে নির্ব্বাচন হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। টি, ইউ জে, এস, লোকেরাও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এখন পরাজিত হওয়ার পরে যে মনোভাব প্রকাশ করা হয় সেই সমস্ত শুধু বলা হচ্ছে। কিন্তু নির্বাচনের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। যারা এই সমস্ত নির্ব্বাচনের কাজে অংশ গ্রহন করেছেন তাদের আমরা ধন্যবাদ দেব এবং আমাদের অভিনন্দন জানাব যে বিভিন্ন স্তরে তাঁরা এই কাজটাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। তেমনি পুলিশ, সি, আর, পি, বি, এস, এফ, যারা সাহায্য করেছেন এই কাজে তাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাননীয় সদস্যরা জানেন যে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে নির্বাচনের দিন এবং তার আগে। আমাদের এখানেও নির্বাচনের আগে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা বলতে পারি যে নির্বাচনের দিন আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পেরেছি। এর মধ্যে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নটা খুবই বড় করে বিরোধী দলের সদস্যরা তুলে ধরেছেন। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আইন শৃঙ্খলার ক্রাইম, এই ঝোঁক সারা ভারতবর্ষেই আছে, বিভিন্ন রকমের অপরাধ বাড়ছে। আমাদের রাজ্য সেই দিক থেকে একটা বিশেষ অসুবিধায় রয়েছে। ৯০০ কিলোমিটার হচ্ছে আমাদের বর্ডার। এটা পাহাড়া দেবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের তো নাই-ই, কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন তাও তুলনা-মূলকভাবে কম। এই ব্যাপারে আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বর্ডার যেটা নয়, যেমন ত্রিপুরা-মিজোরাম সেটাও উত্তপ্ত রয়েছে। এইরকম একটা পরিবেশের মধ্যে একটা অশুভ শক্তি কাজ করছে এবং সবচেয়ে বড় ত্রুটি যেটা সেটা হল ভিতরের, বাইরের নয়। সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। এদের মধ্যে আমরা দেখছি একটা হচ্ছে আমরা বাঙালী দল, আর একটা হচ্ছে

টি, ইউ. জে. এস, যারা বাইরের শক্তির সংগে হাত মিলিয়ে ল'অ্যাণ্ড অর্ডার বিঘ্নিত করছে। আসামের দিকে দেখুন। আসামে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে এবং মেঘালয়েও যারা ট্রাইবেল নয় তাদের উপরে নির্যাতন চলছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ সত্বেও আজকে পর্যন্ত সেখানেও শান্তি আসেনি। আমি এই হাউসের পক্ষ থেকেও নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে অনুরোধ জানাবো যে তিনি যেন অবিলম্বে আসামে এবং মেঘালয়ে আসেন এবং বিভিন্ন যে ভ্রাতৃঘাতী ঘটনা চলছে সেটা বন্ধ করার জন্য সকলের সংগে আলোচনায় বসেন। এটা মিলিটারী নামিয়ে করা যায় না। আমাদের ছাত্রদের বা যুবকদের কোন দোষ নেই। রাজনৈতিক স্বার্থে কিছু লোক এই সমস্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। তেলিয়ামুড়ার ঘটনার সময়ে দেখেছি কিভাবে তারা দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং আমাদের নীতাগ সেটা আমরা বন্ধ করতে পেরেছি। এখনকার মানুষ সেটা করতে দেননি। যেখানে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে সেখানে আমাদের ত্রিপুরার মানুষ আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির উন্নতি করার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এইখানে এই কথা বলা হয়েছে, কেন সি. আর. পি, বি, এস. এফ আনা হচ্ছে ? আমাদের ছেলেদের কেন নেওয়া হচ্ছে না ? আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করছি এবং বলেছি আমাদের থার্ড ব্যাটেলিয়ন হলে সি. আর. পি. এর কোন দরকার হবে না। ত্রিপুরাতে সি, আর, পি, এর মাত্র একটা ইউনিট আছে। আর বাকী সাতটা ইউনিট সাতটা রাজ্যে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি খুবই ভাল। আমাদের বর্ডার এলাকায় বি, এস, এফ রয়েছেন। আপনারা আরও জানেন যে কিছু সি, আর. পি, তাদের সাহায্য করবার জন্য রয়েছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমরা সি, আর, পিকে কাজে লাগাচ্ছি না এবং লাগাবো না। কারণ এটা আপনারাও জানেন যে যখন তেলিয়ামুড়াতে রায়ট শুরু হয়, তখন বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বলেছিলেন যে টি, এ, পি সেখানে দেবেন না এবং টি, এ, পি ছাড়া অন্য কিছু দিলে ভাল হয়। কারণটা তারাও জানেন যে সেখানে পাহাড়ী বাঙ্গালীতে ঝগড়া হয়েছে, কাজেই সেখানে বাঙ্গালী বা পাহাড়ী কোন পুলিশ না দেওয়াই ভাল আর এই সব কারণে আমরা সেখানে সি, আর, পি অথবা আর, এস, পি, দিয়েছি। যদিও আমরা মনে করি যে আমাদের পুলিশ এর মধ্যে সেই রকম কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই এবং তেলিয়ামুড়াতে দেখা গিয়েছে যে আমাদের ট্রাইবেল পুলিশ বাঙ্গালীর বাড়ীর আগুন নিভিয়েছে। এটা ত্রিপুরার পক্ষে একটা গৌরবের কথা যে আমাদের ছেলেরা যারা পুলিশের মধ্যে রয়েছেন তারা নিজেদের পাহাড়ী বলে মনে করেন না, আবার বাঙ্গালী বলেও মনে করেন না। তারা ভারতের নাগরিক এবং ত্রিপুরার নাগরিক হিসাবেই তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। এই ঐক্যের জন্য আমরা গর্বিত। তাই আমরা মনে করছি যে যদি আমাদের নিজস্ব আর একটা ইউনিট বাড়ানো হয়, তাহলে আমরা আর একটা আর, এস, পি ইউনিটকে ফিরিয়ে দিতে পারি। অবশ্য আর একটা ইউনিটকে আমরা বাধ্য হয়ে রাখছি, কারণ আমাদের নিজস্ব আর্মড পুলিশের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তারপর আছে মিজোদের অত্যাচার। এই

সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম এবং বিজয় কুমার রাঙখলকেও একটা চিঠি দিয়েছিলাম, এটা আপনারা পত্র পত্রিকাতেও দেখতে পেয়েছেন। আমি তাদেরকে বলেছি যে আপনারা আমার অফিসে আসুন, কেউ আপনা-দের এরেষ্ট করবে না। আইডেন্টিটি কার্ডটা কি ? কিসের আইডেন্টিটি এর মধ্যে রয়েছে যেখানে নাকি রক্তের একটা টিপসই রয়েছে। আমরা জানি যে উপজাতি যুব সমিতির মধ্যে ত্রিপুর সেনা রয়েছে। তাতে বিজয় রাংখল বাবুর একটা কাউন্টার সাইনও রয়েছে। আমার কাছে খবরটা পৌঁছিয়ে দিলেই হয় যে এর জন্য আমাদের এটা দরকার হয়েছে। কই, তারা কেউ তো আসেন নি। মিঃ জামাতিয়াও আসেন নি, মিঃ রাংখলও আসেন নি। আপনারা এও জানেন যে অপরাধটা কার ? ছেলেরা সকলেই পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলেছে সমস্ত কাহিনী— তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের কতজনকে নেওয়া হয়েছিল, ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ এবং মিজোরামের বর্ডার কত দূর, কখন তারা সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং কারা তাদের ট্রেনিং দিয়েছেন, বি. ডি, আর অফিসার এবং এম, এন, আর অফিসার রয়েছে তার মধ্যে। তার কোথায় থেকে টাকা এসেছে, সব কথাই তারা জুডিসিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলেছেন। কাজেই এটা বুঝতে হবে যে এই বামফ্রন্ট সরকার কোন রাজনৈতিক দলকে দমন করবার মত কোন উদ্দেশ্য নাই এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এটা করবেনও না। কোন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের নাই। ভারতবর্ষ অনেক বড় দেশ এখানে অনেক রকমের রাজনৈতিক দল গঠিত হতে পারে এবং আমরাও এটা চাই যে তারা স্বাভাবিক ভাবে আইন সঙ্গত কাজ করবেন। কিন্তু বিদেশের থেকে সাহায্য নিয়ে অথবা বিদেশের ট্রেনিং নিয়ে আমাদের নিজেদের দেশের উপর আক্রমণ করাটা কোন সরকারই সমর্থন করতে পারেন না। ওরা এও জানেন যে এই ধরণের কাজকর্মগুলি শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু ডাকাতি হয়েছে। এই যে অস্ত্রসস্ত্র বিদেশ থেকে আনা হয়েছে, তারপর যদি দেখা যায় যে সেই অস্ত্রসস্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে কাজ লাগানো যাচ্ছে না, তখন কিছু কিছু ডাকাতি করার দিকে চেষ্টা যাবে। ইতিমধ্যে আমরা দুটো ডাকাতির কথা জানি তাতে উপজাতি যুবসমিতির সমর্থকেরা অংশ গ্রহণের বিভিন্ন রকমের প্রমাণ রয়েছে। একটা ঘটনা ঘটেছে আমাদের অম্পি থেকে একটু আগে যখন আমাদের জি, সি, আই এর লোকেরা পাট কিনবার জন্য সেখানে যাচ্ছিল, তখন সেখানে তাদের গাড়ীর উপর গুলী করা হয়। তাতে দেখা গেল উপজাতি যুব সমিতির ত্রিপুরা সেনাদের গায়ে যে পোষাক আছে, তাদের ৭/৮ জনের সংগেও তাই ছিল, তেমনি আর একটা ঘটনা ঘটেছে তাকমাছড়াতে যে রাবার প্লেনটেশান সেন্টার আছে, সেই অফিসের মধ্যে ঢুকে ডাকাতি করা হয়েছে। সেখানে যে সব কর্মচারী ছিল তাদের হাত ঘড়ি টাকা পয়সা যা কিছু ছিল সবই তারা ছিনিয়ে নিল। সেখানে তারা নাম বলে দিয়েছে এবং তাদের পরিচিতি হিসাবে বলেছে যে তারা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক। ডাকাতি করা বা রাহাজানি করা এটা তো কোন রাজনৈতিক দলের কাজ হতে পারে না, যারা গরীব কর্মচারী তাদের অপরাধটা কি ? কিন্তু এটা হতে বাঁধ্য, কারণ যেখানে

রাজনীতি মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না, সেখানে এই রকম ডাকাত দলের সৃষ্টি হয়। এই তো সেই দিন নকশালের ধর্মনগরের একটা এলাকাতে ডাকাতি করেছে। সেখানে তারা ২০ হাজার টাকা গরীব মজুর কৃষকদের কাছ থেকে লুঠ করেছে। সেখানে আমরা দেখেছি যে এর মধ্যে কোন রাজনীতির গন্ধ নেই, তবে কি তারা রাজনৈতিক বিরোধীতার জন্য ডাকাতি করেছে। তারা কিন্তু প্রকাশ্যে বলেছিল যে আমরা কোন প্রকার সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নই, আমরা আইন সঙ্গত কাজ কর্মে বিশ্বাসী এবং এই সমর্থন আদায়ের জন্য তারা মিছিল করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই সব দল মুখে যে কথা বলছেন, কাজে কিন্তু সেটা করছেন না। বরং উল্টো দিকে ডাকাতি করছেন. খুন খারাপি করছেন, এটা একটা ছোট গ্রুপ যাদেরকে তারাও সাহায্য করছেন। গত নির্বাচনের সময় তারা একটা আওয়াজ তুলে-ছেন যে নির্বাচন বয়কট করুন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তাদের ডাকে কতজন সাড়া দিয়েছেন? শতকরা আশি জন লোক এখানে ভোটের বাক্সে গিয়েছে ভারতের মধ্যে আর কোথাও এত লোক ভোটের বাক্সে যান নি। আমি কয়েক দিন আগে কেরালায় গিয়েছিলাম, সেখানেও শতকরা ৬০ জনের বেশী লোক ভোটের বাক্সে যায়নি। আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে আপনাদের এখানে শতকরা ৬০ জন শিক্ষিত হয়ে আপনারা ৬০ জন ভোটের বাক্সে যান নি আর আমরা শতকরা ৩০ জন শিক্ষিত হয়ে শতকরা ৮০ জন ভোটের বাক্সে গিয়েছি। কাজেই সেখানে রাজনৈতিক সচেতনা বেশী সেখানে নকশালদের কোন স্থান নেই। তাই আমাদের ত্রিপুরাতেও নকশালদের কোন স্থান নেই। আজকে শুধু সমতলের নয়, বিভিন্ন জায়গাতে যেখানে বড় বড় জোতদার সমাজের দুর্বল অংশের মানুষকে এখনও শোষণ করছে, যেখানে ভূমিহীন, দিন মজুর তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেখানে তাদের বিক্ষোভকে তারা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখন রিসেসের সময় হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আপনার বক্তব্য রিসেসের পর বলবেন।

এখন সভা বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

After Recess

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কথা আমি বলছিলাম যে এটা মাননীয় সদস্যদের বুঝা দরকার যে মিজো হামলা সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে একটা অংশ আছে, তারা মিজো হামলার প্রতি সহানুভূতিশীল। নইলে এই ধরণের হামলা আমাদের রাজ্যের ভিতরে এসে করা সম্ভব হত না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে পূর্ব সীমান্ত একেবারেই দুর্গম এবং সেই সব এলাকায় রাস্তাঘাট একেবারেই হয় নাই এবং সীমান্ত এলাকায় আমাদের বি,এস,এফ, এবং অন্যান্য যারা রয়েছেন তাঁরা একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাজ করছেন। তাদের যে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ খাদ্য, সেটাও তাদের ৩০ মাইল ৪০ মাইল দূর থেকে কাঁধে করে আনতে হয়। এই রকম একটা এলাকার ভিতর দিয়ে মিজো হামলাকারীদের খোঁজ খবর নেওয়ার মত

সরকারী ব্যবস্থা অনুপস্থিতিই বলা যায়। তবে সরকার থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে পূর্ব সীমান্তকে কি ভাবে আরও শক্ত করা যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ফরেইনার্স বলে একটা কথা বলা হয়েছে। বলা যেতে পারে যে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল দিয়ে অনবরত লোক আসছে। আজকেই আসছে। দীর্ঘ সময় ধরে তারা আসছিলেন। আসামেও এসেছেন, অন্যান্য রাজ্যেও এসেছেন এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও নিশ্চয়ই এসেছেন। এখানকার সরকার বাধা দিতেন না এই জন্য যে তারা ভাবতেন এরা সরকারের পক্ষে সহায়ক হবেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, উদ্বাস্তু হচ্ছে আশীর্বাদ স্বরূপ। আজকে যখন দেখছেন সত্যি সত্যি অসুবিধা হচ্ছে এই কথা আমরা অনেক আগে থেকেই বলে এসেছি যে সেচুরেশান পয়েন্টে চলে এসেছে—১৯৫৪-৫৫ সালে কমরেড দশরথ দেব পার্লামেন্টে এবং বিভিন্ন অধিবেশনে বলেছেন যে সেচুরেশান পয়েন্টে এসে গিয়েছে। তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি, বি, পন্ত, তিনিও বলেছেন যে সেচুরেশান পয়েন্টে এসে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু এসেছে। একমাত্র আমরা ক্ষমতায় আসার পর কড়াকড়িভাবে, যাতে উদ্বাস্তু না আসতে পারে তার জন্য চেষ্টা করছি। এই কথা ঠিক নয় যে, পাহাড়ীদের জন্য এক রকম, আর বাঙ্গালীদের জন্য আর এক রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এটাই ঠিক যে ১৯৭১ সালের পর যারা এখানে আসছে, তাদেরই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাচ্ছেন না। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে একজন মাত্র নাগরিকত্ব পেয়েছে। কাজেই এটা ঠিক নয়। এবং এটা খুবই দুঃখের কথা যে এই ফরেনার ফরেনার কথাটা খারাপভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আসামেও হচ্ছে। দীর্ঘ দিন যাবত এইসব কথা বলে উস্কানী দেওয়া হচ্ছে। আমাদের উপজাতি যুব সমিতি থেকেও বলা হয়েছে যে দুই লক্ষ ফরেনার্স এখানে এসে ভোটার হয়েছে। দুই লাখ লোক ১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে এসে ভোটার হয়েছে, এটা একেবারেই বানানো কথা। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু লোককে উত্তেজিত করার জন্যই এইসব তথ্য দেওয়া হচ্ছে ভোটের বাকসে ভোট পাওয়ার জন্য। সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে তারা এইসব বলছেন। এতে তাদের কিছু ডিভিডেন্ট হয়েছে, তবে সেটা বেশী দিন স্থায়ী হবে না। (ভয়েস ঃ—আসাম থেকে এসেছে) এ কথাটা উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আসাম ভারতবর্ষেরই একটা অঙ্গরাজ্য। কাজেই আসাম থেকে এসে শুধু এখানেই নয়, পশ্চিমবঙ্গেও তারা স্থান পাবে। তারা ভারতীয় নাগরিক, তারা ভারতের যে কোন স্থানেই যেতে পারবে এবং স্থান পাবে। সেই অধিকার তাদের আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যেরা হয়ত মনে করছেন যে আসামে কিছু ফল পাচ্ছে বলে ওরাও এখানে ফল পাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় ত্রিপুরার মানুষ তাদের এই অপপ্রচারে ভুলবেন না। মগ এবং চাকমা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাদের স্থান দেওয়া হয় নাই। মাননীয় সদস্যদের জানা দরকার এখানে স্থান দেওয়া হবে, কি হবে না, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে। এটা দুঃখ-জনক যে আজকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্য্যাতন চলছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতন চলছে সেটাকে

বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হোক। এই নির্য্যাতনের ফলেই এই সমস্ত মগ, চাকমা রিফিউজিরা এখানে এসেছিল। তখন আমরা মোরারজী দেশাইকে বলেছিলাম যে এখানে এদেরকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিতে হবে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, যদি আশ্রয় দিতে হয় তাহলে আপনাদের নিজেদের দায়িত্বে দিন। কাজেই কোন ফরেনার্সকে এখানে স্থান দেওয়াটা রাজ্য সরকারের নীতি অনুসারে হয় না, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুসারে সারা ভারতবর্ষে ফরেণার্সদেরকে স্থান দেওয়া যায় না। মাননীয় সদস্যরা জানেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিছু মুসলমান বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল। আবার বাংলাদেশ ওদেরকে ফেরত পাঠালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওদেরকে' ফিরিয়ে এনেছেন। বাংলাদেশ সরকারেরও দায়িত্ব আছে। বাংলাদেশ সরকারেরও উচিত যারা নির্য্যাতিত হয়ে চলে আসে তাদেরকে স্বাভাবিক ভাবে ফিরিয়ে নেওয়া। যারা ঘরবাড়ী ফেলে আসে তাদেরকে সহজে পুনর্বাসন দেওয়া যায় না। ১৫/২০ বৎসর আগে চলে এখানে যারা এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে, তাদের আজও পুনর্বাসন হয় নি, তাদেরকে আজও মিছিল করতে হয় যে, আমরা খেতে পাচ্ছি না। কাজেই এই মগ, চাকমাদের এখানে রাখবার জন্য যে চীৎকার দিচ্ছেন, তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু ওরা থাকলে তাঁদের ভোটারের সংখ্যা বাড়তে পারে। নিজেদের ঘরবাড়ী ফেলে অন্য জায়গায় এলে সেখানে জীবন খুব একটা সুখের হল না। ডুম্বুর থেকে যারা আউস্টেড হয়েছিলেন, আজ পর্যন্তও ৭/৮ হাজার টাকা দিয়েও প্রত্যেকটি পরিবারকে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া যায় নি। ছিন্নমূল হয়ে যারা আসে, তাদেরকে অনেক পয়সা দিয়েও পুনর্বাসন দেওয়া যায় না। ঐ মগ চাকমাদেরকে এখানে রাখবার জন্য যে নাচানাচি করেছেন, এতে মগ, চাকমাদের সর্বনাশ হতে পারে, ওদের ভোটার সংখ্যা বাড়তে পারে, কিন্তু তাদের কোন উপকার হবে না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, পুলিশের অপদার্থতার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমি জানি এই পুলিশতো আমাদের তৈরী নয়, ওদেরকে ইংরাজরা তৈরী করেছিল এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস সরকার ওদেরকে গড়েছে, যারা অত্যাচারিত, শোষিত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য। আমরা এখনও ঠিক সেইভাবে ওদেরকে গড়ে তুলতে পারি নাই। আমাদের অনেক দুর্বলতা আছে। আমি আগেই বলেছি ক্রাইমের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু পুলিশের শক্তি বাড়ছে না। কারণ তার আর্থিক সুযোগ সুবিধা করতে পারছি না, স্টাফ বাড়াতে পারছি না। থানায় হয় তো একজন এস, আই আছেন, একজন তদন্তে গেলে সেখানে কাজ করার মত লোক থাকে না। তখন হয় তো একজন হোমগার্ড দিয়ে কাজ চালাতে হয়। যে মুহূর্তে একটা তদন্তের খবর আসছে, সেই মুহূর্তে একজন অফিসারের উচিত সেখানে যাওয়া। কিন্তু তার জন্য যে গাড়ীর দরকার, তারজন্য যে লোকের দরকার সেটা আমরা দিতে পারছি না। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ফরেনসিক একজামিনেশন এখানে হয় না। সেটা কলিকাতা থেকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে আনতে হয়। সেটার জন্য পুলিশকে টাকা দিতে হয় সেটাও দিতে হয় সেটাও দিতে পারছি না। আগে পুলিশকে আমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হত। চোর ডাকাতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হত না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের উপর অত্যাচার করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করা হত, চোর ডাকাতের জন্য নয়। সেদিক থেকে পুলিশকে

আপটুডেট আধুনিক করা দরকার আমাদের সেটা করতে হবে। মাননীয় সদস্যারা জানেন যে, এমন সব এলাকা আছে, দুর্গম এলাকা, সেইসব এলাকাতে আমরা পুলিশের যথেষ্ট ব্যবস্থা করতে পারি নাই। আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে মার্ডার কেস্ এর সমস্ত খুনিরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে।
প্রথমতঃ লোকসভা নির্বাচনের সময়ে, কিছু কিছু দায়িত্বহীন রাজনৈতিক নেতা তাদের নির্ব্বাচনী প্রচারের সময় বলেছেন, ১৯৭টা নাকি খুন হয়েছে, ১২১টা নাকি খুন হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব দুঃখিত হয়ে কংগ্রেস (আই) প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলেছিলাম, তাদের নামের লিষ্ট আমার কাছে দিন। কারণ এটা খুবই খারাপ কথা, তাদের দলের এতগুলি লোক মারা গেল। আমি বলেছি, তাদের নাম কি, ঠিকানা কি, কে তাদের মেরেছে, সবার নামের লিষ্ট আমার কাছে দিন, আমরা তদন্ত করে দেখব। কিন্তু আজকে পর্য্যন্ত সে লিষ্ট পাওয়া যায় নি। ওয়েষ্টবেঙ্গলে যখন ১১০০ জন সি. পি. এম. যুবক, ছাত্র, কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়নের লোক খুন করা হয়, তখন তাদের নাম কি, তাদের ঠিকানা কি, কে তাদের মেরেছে তার সম্পূর্ণ লিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার এবং তদানীন্তন রায় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। আমরা হাওয়ার উপর কথা বলিনা। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা দেখাতে পারবেন না, যে খুন হওয়ার পর একটি অপরাধীও গ্রেপ্তার হয়নি। উনি জানেন ক্লাবে ক্লাবে বাগড়াতে খুন হচ্ছে, সামান্য জমি নিয়ে খুন হচ্ছে, রাজনৈতিক কারণে খুন হচ্ছে। কিন্তু যে কোন দলের লোকেই হউক না কেন, পুলিশ তাদের খুঁজে বের করতে পেরেছে। এটা পুলিশের কৃতিত্ব বলা যায়। এমন একটি খুনের মামলাও নেই, যেখানে আসামী ধরা পড়েনি। ২ বছরের মধ্যে যেগুলি হয়েছে, তার আসামী ধরা পড়েছে। কোর্টে গিয়ে কি হবে, না হবে, সেটা কোর্ট দেখবে। কোর্টই দেখবে তারা অপরাধী কি, অপরাধী নয়। পুলিশকে দলীয় কাজে ব্যবহার করার কথা বা পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার কথা মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন, তা ঠিক নয়। আমরা খবরের কাগজে দেখেছি যে, বামফ্রন্ট কর্মী থেকেও কমপ্লেইন করা হয়েছে, পুলিশ নিষ্ক্রিয়। কংগ্রেস (আই), টি. ইউ. জি. এস. থেকেও বলা হচ্ছে। বামফ্রন্ট, টি ইউ. জি. এস., বা আমারা বাঙ্গালী কিংবা কংগ্রেস (আই) এর কথা মত পুলিশ চলছে না। পুলিশ তাদের সাধ্যমত কাজ করছে। পুলিশের মধ্যে নিশ্চয়ই দোষ ত্রুটি আছে। তবে আমাদের কাছে অভিযোগ করলে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করা হয়। যে কোন কর্ণার থেকেই অভিযোগ আনা হউক না কেন, সেগুলি তক্ষুনি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আমাদের কাছে লিখিত ভাবে যে সমস্ত অভিযোগ আসে সেগুলি তদন্ত করে দেখা হয়। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি। আমি আশা করব সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস এর জন্য যে সমস্ত ডিমাণ্ড এসেছে, সেগুলি হাউস সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—ডিম্যাণ্ডের উপর আলোচনা শেষ। আমি এখন ডিম্যাণ্ডগুলি একটি একটি করে ভোটে দিচ্ছি।

Mr. Speaker :—Demand No. 3—Here is a cut Motion given notice of by Shri Drao Kr. Reang. I am now puting the cut motion to vote first. The Cut Motion of Shri Drao Kr Reang on Demand No. 3 Major Head 215 that the amount be reducced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Failure to prepare the voter list properly. (was then put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 30,85,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 15,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 3. (Major Head 214—Administration of Justice—Rs. 5,11,000/-) (Major Head 265—Other Administrative Services—Rs. 2,000/-) (Majer Head 215—Election—Rs. 25,72,009/-).

(It was put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Now the question is the Motion moved by the Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 66,000/- be granted to defray the cearges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 7. (Major Head 254—Treasury and Accounts administration—Rs. 66,000/-).

(It was then put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Now the question is the Motion Moved by the Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 96,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 9. (Major Head 265—Other Administrative Services—Rs. 96,000/-).

(It was then put and passed by voice vote).

Mr. Speaker—Now the question is the Cut Motion of Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 11. Major Head 255 that the amount be reduced by Rs. 10,000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control & eliminate wasteful expenditure in the Police Department.

(It was then put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :—Now the question is the motion moved by the Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 13,54,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 11. (Major Head 255—Police—Rs. 6,11,000/- (Major Head 265—Other Administrative Services—(Home Guard)—Rs. 6,83,000/-(Major Head 344—Other Transport and Communication Services—Rs. 60,000/-).

(It was put and passed by voice vote.).

Mr. Speaker :-Now I am putting the cut motion to vote moved by Shri Drao Kr. Reang on Demand No. 13, major head- 258- "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specific grievance that Need—to publish the Assembly Proceding timely by the Printing & Stationery Departmant [Govt. Press.]

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now the question before House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 10,25,000 be granted to defray the charges which will come in course of payament during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 13 [Major Head-258-Stationery and Printing- Rs. 10,25,000]

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 8,86,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payament during the period from 1st April, 1979 to 31 March, 1980, in respect of Demand No. 13. (Major Head- 265- other Administrative Services- Rs. 5,000/-) (Major Head 266- pension and other Retirement benifits- Rs 2,50,000/-) (Major Head 268- Miscellaneous General Services- Rs. 6,31,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,70,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 27. (Major Head 298—Corporation Rs- 5,70,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 57,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 28. (Major Head—314 Community Development (State Planning Machinery Rs. 57,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 35,14,000/- be granted to defray the charges which will come in course

of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 29. (Major Head 305—Agriculture) Rs. 22,54 000/- (Major Head—312 Fisheries Rs 2,60,000/-) (Major Head 314—Community Development (Agri) Rs. 10,00,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 12.22,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 30. (Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 12,22,000/-)

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker : —Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not execeeding Rs. 59,73, 000/- be granted to defray the the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 40. (Major Head 498—Capital outlay on Co-operation Rs. 2,19,000/-). (Major Head 698—Loans to Co-operative Societies Rs. 57,54,000/-)

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 41. (Major Head 712—Loans for Fisheries Rs. 1,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker : -Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 45,00,000/- be granted to defary the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 48. (Major Head—766 Loans to Governments Rs. 45,00,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 73,80,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period form 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No.16. (Major Head 277—Education—Rs. 55,76,000/-) (Major Head 278—Arts & Culture Rs. 1,04,000/-) (Major Head 309—Food & Nutrition Rs. 17,00,000/-

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 27.26.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 17. (Major Head 277— Education Rs. 15.65,000/-) (Major Head 288—Social Security & Welfare Rs. 11,61.0C0/-)

(It was put voice vote and passed)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 44,34,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980. in respect of Demand No. 23. (Major Head 288—Sócial Security & Welfare Rs. 44,34,000/-)

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 11,34.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No 24. (Major Head 309—Food & Nutrition—Rs. 10,79,000/-) (Major Head 288—Social Security & Welfare Rs. 55,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 8,99,72,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 42. (Major Head 509—Capital outlay on Food & Nutrition Rs. 8,99,72,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 3,32,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 4. (Major Head 220—Collection of Taxes on income and expenditure Rs. 29,000/-) (Major Head 229—Land Revenue Rs. 27,000/-) (Major Head 230—Stamps & Registration Rs. 2,15,000/-) (Major Head 240—Sales Taxes Rs.. 61,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 32,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payament during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 5 (Major Head 239—State Excise-Rs. 32,000/-.)

(It was then put and passed by voice vote.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,02,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payament during the period from 1st Aprill, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 10 (Major Head 253 District Administration Rs. 1,02,000/-)

(It was then put and passed by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 18,96,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 15 (Major Head 284—Urban Development Rs. 18,71,000/-) (Major Head 287- Labour and Employment—Rs. 25,000/-).

(It was then put and passed by voice vote).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3.75,000/- be granted to defray the charges which will ccme in course of payment during the period from Ist April, 1979, to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 22. (Major Head 283—Housing—Rs. 80,000/-)

(Major Head 288—Social Security and Welfare—Rs. 2,95,000/-).

(It was then put and passed by voice vote).

Now the question before the House is that the further sum not exceeding Rs. 40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from Ist April 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 28.

(Major Head 304—Other General Economic Services—Rs. 40,000/-)

(It was then put and passed by voice vote)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 45,000/- be granted to drfray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979, to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 16 (Major Head 695—Loans for other Social & Community services Rs. 45,000/-)

(It was then put and passed by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 44,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st Aprll, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 6 (Major Head—Taxes on vehicles Rs. 44,000)

(It was then put and passed by voice vote)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion of Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 14-Major Head 277 that the amo unt be reduced by Rs. 100/- to Ventilate the specific grievance that Need to construct Taidu High School Building.

(It was then put and lost by voice vote.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion of Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 14. Major—Head 277 that the amount be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that Need to construct Primary School Building.

(It was then put and lost by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 16,57,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 14 (Major Head 259 Public Works Rs. 258,000) (Major Head 277-Education Rs. 3,75,000) (Major Head-280-Medical Rs. 12,000) (Major Head 282—Public Health, Sanitation Water Supply Rs. 2,47,000) (Major Head 288-Social Security & Welfare Rs 246,000) Major Head-305-Agriculture- Rs. 37,000) (Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 6,000) (Major Head 312 Fisheries Rs. 2,76,000) (Major Head. 313—Forest Rs. 2,00,000).

(It was then put and passed by voice vote).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 12,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st Aprial, 1979, to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 20 (Major Head 284 Urban Development Rs. 12,000)

(It was then put and passed by voice vote.)

Mr. Speaker :—Now the question before the house is the cut Motion of Shri Drao Kr. Reang on Demand No. 35. Major Head 334—that the amount be reducced by Rs. 100/-to ventilate the specific grivance that—

Failure to maintain the regularity of Eiectric Supply.

(It was then put and lost by voice vote).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 22,72,000 be granted to defray the charges which will come in course of

payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 35 (Major Head 306—Minor Irrigation—Rs. 2,72,000) (Major Head 334—Power Project—Rs. 20,00,000.)

(It was then put and passed by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 17,96,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March 1980, in respect of Demand No. 36. (Major Head 459—Capital outly on Public Works—Rs. 10,18,000) (Major Head 477—Capital Outlay on Education, Arts & Culture—Rs. 4,58,000) (Major Head—509—Food & Nutrition Rs. 70,000) (Major Head—511—Capital Outlay on Dairy Development—Rs. 2,50,000).

(It was then put and passed by voice vote)

Now the qcestion before the House is that a further sum not exceeding Rs. 38,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March 1980, inrespect of Demand No. 39 (Major Head 433—Capital outly on Housing—Rs. 38,00 000).

(It was then put and passed by voice vote.)

.Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 20.00.000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March 1980 on respect of Demand No. 42 (Major Head 738—Loans for Rood & Water Transport Services Rs. 20,00,000).

(It was then put and passed by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2,08,85,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 43 (Major Head 506 Capital outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation & Area Development—Rs. 61,20,000) (Major Head 534—Capital outlay on Power Project—Rs. 1,47,65,000).

(It was then put and passed by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 32,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 1. (Major Head 211—Parliament State/Union Territory Legislature—Rs. 32,000/-).

(It was then put and passed by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 16,77,000/- be granted to defray the charges which will come in course

of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 34. (Major Head 321—Village & Small Industries—Rs. 16,77,000/-).

(It was then put and passed by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment of during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 38 (Major Head 500—Investment in General Financial and trading Institutions (Industries)—Rs. 10,000/-.

(It was then put and passed by voice vote).

Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 6,65,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 47. (Major Head 698—Loans to Co-operative Societies (Industries)—Rs. 5,000/- (Major Head 721—Loans for Village and Small Industries—Rs 6,60,000/-).

(It was then put and passed by voice vote.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 19,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 27. (Major Head 314—Community Development—Rs. 19,60,000/-).

(It was put and passed by voice vote).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 46,93,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 32. (Major Head 314—Community Development—Rs. 46,93,000/-).

(It was put and passed by voice vote).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 13,62,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 31 (Major Head—307—Soil & Water Conservation—Rs 7,62,000/-). (Major Head—313—Forest—6,00,000).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 53,000/- be granted to defray the charges which will come in course of

payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No. 12 (Major Head 295 Secretariat Economic Services Rs. 8,000/-) (Major Hean 304—Other general Economic Services Rs. 45,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,30,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No 25 (Major Head 288— Social Security & Welfare Rs. 1,30,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 39,32, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, in respect of Demand No 1? (Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 43,000/-) (Major Head 280—Medical Rs. 24,52,000/-) (Major Head 282—Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 14,37,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Introduction of the Tripura Appropriation
(No. 2) Bill, 1980.

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—"দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০)" বিবেচনা। হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, "দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০)" হাউসের সামনে উপস্থাপিত করছি বিবেচনা করার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ - এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—"দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০)" হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হোক।

(প্রস্তাবটি সভায় ধ্বনিভোটের মাধ্যমে গৃহীত হল এবং বিলটি উত্থাপিত হল)।

কন্সিডারেশান এ্যাণ্ড পাশিং অব দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০)

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল— "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০) "এর বিবেচনা। হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি 'দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০) এই হাউসে বিবেচনা করা হোক।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিলের সমর্থনে কিছু বলতে চাই। আমাদের এই রাজ্যের কয়েকটি অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে, ত্রিপুরায় পর পর দুটি খরা এবং অসময়ে দুবার বৃষ্টিপাতের ফলে আমাদের ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এতে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো খুবই দুর্বল হয়ে পড়ছে কারণ আমরা কৃষকদের নিকট থেকে যে রাজস্ব পেতাম তা পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের কৃষকরাও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম সংকটে পড়েছেন। ব্যাংক থেকে যে টাকা কৃষি খাতে লগ্নি করা হয়েছিল, কৃষকরা সে টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না। এছাড়া অন্যান্য অংশের মানুষও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুবই সংকটে পড়েছেন। খরার সময় আমরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহন করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই কম। ফলে আজকে সর্ব স্তরের মানুষ তাদের ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া আসামে এবং মেঘালয়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা, সংঘর্ষ এবং ছাত্র বিক্ষোভ ইত্যাদি দেখা দিয়েছে যার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মাসাধিক কাল ধরে যান বাহন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। রেল, ট্রাক এবং অন্যান্য যে সমস্ত যানবাহন এই পথে আসা যাওয়া করতো, তা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের বাড়ি ঘর তৈরী করার জন্য ইস্পাত, সিমেন্ট, টিন, লোহা, গম, চিনি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখানকার ইট পোড়াবার জন্য কয়লা বাইরে থেকে আনা হত। কিন্তু যানবাহনের অভাবে কয়লা আর না আসায় ইটের কারখানাগুলি প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। এটা আসাম এবং মেঘালয় থেকে আনতে হতো। এইগুলি আনার জন্য যে ট্রাক, সেই ট্রাকের মালিকরা ডিজেল পাচ্ছেন না, ফলে তারা আর তাদের ট্রাকগুলি চালাতে পারছেন না। আমাদের যে ষ্টক ছিল তা প্রায় নিঃশেষের পথে। চিনির সংকটও এখানে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। আগে এখানে খোলা বাজারে চিনি বিক্রি হতো। চিনির সংকট দেখা দেওয়া মাত্র কিছু কিছু ব্যবসায়ী, যাদের নিকট চিনি ষ্টক ছিল, তারা অধিক মুনাফা পাবার আশায় সেই চিনি লুকিয়ে ফেলে। তবে অবস্থা কিছুটা সামাল দেবার জন্য আমরা কিছু কিছু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে চিনি সংগ্রহ করে অল্প পরিমাণে, কয়েকটি দোকান মারফত সেই চিনি ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করার চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, চিনি আমাদের উত্তর প্রদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, সরাসরি ট্রাকে করে চিনি আনার জন্য আমরা লোক উত্তর প্রদেশে পাঠিয়েছি। ট্রাকে করে চিনি আনার জন্য যে ব্যয় পড়বে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এদিকে সারা ভারতবর্ষে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতির জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত টেক্স বসানোর ফলে। জ্বালানীর জন্য আমাদের যে ব্যয়ভার প্রতি বৎসর বহন করতে হয় তা অস্বাভাবিক

হয়ে পড়ছে। এটা একটি বাড়তি খরচ। এসব কারণে জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলছে, ফলে শ্রমজীবি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এইজন্য শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের বেতন বাড়াবার জন্য চাপ দিচ্ছেন। জিনিষের দাম অনুযায়ী আমরা শ্রমিক, কর্মচারীদের, ঠিকভাবে ভাতা বাড়াতে পারি নাই।

এদিকে প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশ ছিল রাজ্যের আয় এবং রিসোর্স বাড়াবার জন্য। তাঁরা এক কোটি টাকার মতন বাড়তি রিসোর্স বাড়াবার জন্য বলেছিলেন ! কিন্তু খরা এবং অসময়ে বৃষ্টিপাতের জন্য যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে সে অবস্থায় 80 লক্ষ টাকার মতন রিসোর্স বাড়াতে পারবো কি না সন্দেহ। এইরূপ অবস্থায় শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের দীর্ঘদিনের দাবী কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা সেটা আমরা তাদেরকে দিতে পারি নাই। আমরা তাদের যা দিয়েছি তা অতি সামান্য অনুরূপভাবে শ্রমিকদের যথা চাবাগানের শ্রমিককে, রাবার বাগানের শ্রমিককে অতিরিক্ত মজুরী প্রদান করতে হচ্ছে। কৃষি শ্রমিক যারা আছেন, তাদেরও আমরা মজুরী বাড়িয়ে দিয়েছি। কংগ্রেস আমলে যে সব কনটিনজেন্ট কর্মী ডেইলি রেটেড কর্মী, ফিকসড পে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের অনেককেই রেগুলার এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, অথচ পরিকল্পনা কমিশন সেইসব কর্মচারীদের জন্য বাড়তি টাকা না দিয়ে পূর্বের হারে দিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় নুতন নুতন স্কুল খোলার জন্য যে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হয়েছে প্ল্যানিং কমিশন তা আমাদের দেন নি। আমাদের নূতন নুতন স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীদের ঠিকমত বেতন দিতে পারছি না। এইসব কারণে কিছু অসন্তোষ থাকা স্বাভাবিক। এই হল মাঝারী স্তরে যারা রয়েছেন। এরপরে উচু স্তরে কিছু অসন্তোষ রয়েছে। কারণ বেতন না বাড়লে জিনিষপত্রের দাম বাড়লে তাঁরাও দুর্বল হয়ে যান। এরজন্য কৃষি দপ্তরে যারা গ্র্যাজুয়েট বা পূর্ত দপ্তরে যারা গ্র্যাজুয়েট তাদেরও কিছু কিছু দাবী দাওয়া রয়েছে। আমরা সহানুভূতিশীল তাদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে এবং পে কমিশন এর কাছেই তাঁরা একমাত্র প্রতিকার পেতে পারেন, এই কথা আমি তাঁদের বলেছি। আমি আশা করব যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে বর্তমান আর্থিক সংকট চলছে, এই সংকটের দিকে তাকিয়ে তাঁরা কিছু কষ্ট স্বীকার করবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অনুরোধ করব আমার রাজ্য-বাসীদের কাছে এবং সর্বস্তরের কর্মচারীদের যে আমরা যেন অপচয় বন্ধ করতে পারি এবং যেসব অনাবশ্যক খরচ সেগুলি যাতে বন্ধ করতে পারি। কিছু খরচ কমাবার দিকে আমরা যে নজর দিয়েছিলাম আমাদের মন্ত্রিসভা আসার সুরু থেকে সেটা যেন অব্যাহত থাকে এবং আমরা যেন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। যেমন গাড়ী, আসবাব পত্র, যাতায়াতের খরচ, এইগুলির দিকে আমাদের আরও বেশী নজর দিতে হবে। আমরা চোখের সামনে দেখি অনেক ল্যাম্প পোস্টে বাল্‌ব দেওয়ার পর সেগুলি সংগে সংগে নষ্ট করে দেওয়া হয়, হয়ত রাস্তার কাছে যে হাইডেন্ট আছে সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এইভাবে অনেক কিছু সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। বাড়ীঘরও খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেইসব দিকে নজর দিতে হবে যাতে আমরা এইগুলি বন্ধ করতে পারি। দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আমরা নজর দিয়েছি। আরও কিছু

নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ভিজিলেন্স দপ্তরকে শক্তিশালী করতে হবে এবং জনসাধারণকে এর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের এখানকার যে সমস্ত রিসোর্সেস আছে সেগুলিকে ব্যবহার করা, বাইরের জিনিষ কম সংখ্যায় আনা। আমাদের এখানকার ছেলেদের কর্মসংস্থান করে বাইরের লোক যত কম আনা যায়। কিছু আনতে হয়, যেমন ডাক্তার ইত্যাদি। তবে আমাদের ছেলেদের যতটুকু সম্ভব ট্রেনিং দিয়ে নেব। আপনারা দেখেছেন বাইরে থেকে আমরা শিক্ষিত চটকল কর্মীদের আনি নি। তেমনি আমাদের এখানকার তৈরী জিনিষকে পপুলার করতে হবে। আমাদের এখানে ম্যাচ মেয়েরাই তৈরী করছেন, দরও অনেক কম। কিন্তু বাংলাদেশ এর কিছু ম্যাচ এখানে আসছে। আমরা দেখেছি সেদিন একটা হেলিকপ্টার ম্যাচ। আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত এই সমস্ত যাতে এখানে না আসে, এমন কি অন্য রাজ্যের ম্যাচও এখানে আসা উচিত নয়। আমাদের মেয়েরা যে সমস্ত জিনিষ তৈরী করতে পারে, যেমন কাটা কাপড়, বাচ্চাদের কাপড় চোপড় ইত্যাদি আমরা কিনতে পারি। আমাদের শিল্পীরা যা জানে তা দিয়ে তারা যেন কর্মসংস্থান করতে পারে। তবে একদিকে যেমন র' ম্যাটেরিয়ালস্ এর সমস্যা আছে তেমনি শিল্পের বাজারেরও সমস্যা আছে। কাঁচামাল যেগুলি বাইরে থেকে আনতে হয় সেগুলি আনতে হবে এবং এখানে যে জিনিষগুলি তৈরী হবে তারজন্য যেমন রাজ্যের ভিতরে বাজার সৃষ্টি করতে হবে তেমনি বাইরেও বাজার সৃষ্টি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি আমরা আশা করি সেই নীতিরও পরিবর্তন হবে। আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে রাজ্যের হাতে আরও অধিক ক্ষমতা দিতে হবে। আমরা আশা করি নূতন সরকার এইদিকে নজর দিবেন যাতে রাজ্যগুলি তাদের প্রয়োজনীয় টাকা পায় এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্যার দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশী করে নজর আমরা আকর্ষন করতে চাই। উত্তর পূর্ব সীমান্তে যে ৮টি রাজ্য রয়েছে সেগুলি সবচেয়ে দুর্বল। এন, ই, সি, তে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই রাজ্যগুলি যাতে অন্যান্য উন্নত রাজ্যগুলির সমকক্ষ হতে পারে। দুঃখের বিষয় এন. ই, সি. গঠন করার ১০ বছর পরেও এটা হয় নি। সুতরাং আমরা অনুরোধ করছি কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলি যে স্তরে আছে সেই স্তরে যাতে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিকেও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এখানে জুমিয়ারা রয়েছে এখনও, তারা এখনও জুম করছে। বেকারদের সমস্যা রয়েছে, রেলওয়ে সম্প্রসারণের সমস্যা রয়েছে, ইনফ্রা স্ট্রাকচারের সমস্যা রয়েছে, শিল্পের যে আরও প্রসারণ করা দরকার যেমন কাগজ কল, সূতা কল এবং অন্যান্য শিল্প, এইসব দিকে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহায্য করবেন এই বিশ্বাস আমরা রাখছি এবং ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই চালিয়ে যাবেন এবং ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে বামফ্রন্ট সরকারের সংগে থাকবেন এই আশা আমরা রাখছি এবং এই বক্তব্য রেখেই এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল আমি হাউসের সামনে রাখছি যাতে এটা হাউসে গৃহীত হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নাম্বার ২) বিল, ১৯৮০ যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব

এনেছেন তার উপর আমি একটা বক্তব্য রাখতে চাই যে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ করা দরকার এবং তার জনাই আমরা বছর বছর বাজেট করি। আমরা ইতিপূর্বেও এই হাউসে বলেছি এবং যেহেতু এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট শেষ স্তরের, কাজেই এই স্তরে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে মিত্রফ্রন্ট সরকার তথা ত্রিপুরা সরকার এই বরাদ্দকৃত টাকা এমনভাবেই খরচ করুন যাতে সর্বদিক থেকেই প্রকৃত অর্থেই এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক মন্দা রয়েছে। যদি এই বরাদ্দকৃত অর্থ অপচয় হয় তাহলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে না।

পুলিশের জন্য যে অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে তার সমালোচনা আমরা করছি। পুলিশ বড় লোকদের স্বার্থে বিত্তবানদের স্বার্থে কাজ করেন এবং এই সব বড় লোকেরা অথবা বিত্তবানেরা দুর্বল অংশের মানুষ যারা আছে, যেমন উপজাতিরা সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পিছিয়ে আছে, তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যে কোন প্রকারের একটা অজুহাত তুলে পুলিশের কাছে তারা যান। আর পুলিশ সব কিছু জেনে শুনেও ঐ বড় লোকদের কথা মত কাজ করেন। সমাজের মধ্যে ট্রাইবেলরা হচ্ছে সব চেয়ে দুর্বল অংশের মানুষ এবং তারাই বড় লোকদের এই সমস্ত দুর্নীতির দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের সম্পত্তি এবং তাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড সব কিছুই তারা আজকে হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই আমরা আহ্বান জানাব যে যাদের জন্য এখানে অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে, তারা যেন সমাজের গরীব মানুষদের প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠেন এবং তারা যেন সব সময়ে পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে থাকেন। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি করতে হলে, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার দরকার আছে এবং এই প্রশ্নে পুলিশ যদি ন্যায্য মত তাদের কর্তব্য করে চলেন, তখনই শুধু এই এপ্রপ্রিয়শান বিলটা এপ্রোপ্রিয়েট হতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, অন্য আর যে সমস্ত খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং রাজ্যপাল ত্রিপুরার কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে যে অর্থ ব্যয় করার প্রস্তাব দিয়েছেন, সেগুলি সম্পর্কেও আমরা ঐ একই ভাবে রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানাব যে অর্থের যেন অপচয় না হয়, দুর্নীতি যেন ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিকে অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবেশকে ব্যাহত না করতে পারে। পার্লামেন্টারী এ্যাফেয়াসের ব্যাপারে টাকা ধরা হয়েছে, আমরা কিছু দিন আগেও দেখেছি যে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বাজুবন রিয়াং লোকসভা আসনের জন্য প্রার্থী হওয়াতে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করছেন, এবং তার কাছ থেকে দপ্তরগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যাতে করে তিনি নির্বাচনের কাজ ভালভাবে করতে পারেন। কিন্তু একটা কথা হল, কাজ করতে গেলেই টাকার দরকার আছে। তাকে গাড়ী দেওয়া হল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, এটা অসত্য, একদিনের জন্যও তাকে গাড়ী দেওয়া হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---কোয়ার্টার তো দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---তিনি যে মন্ত্রী রয়ে গেছেন, কোয়ার্টার তো পাবেনই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, আমাকে আমার বক্তব্য রাখতে দেওয়া হউক। উনি যদি বলতে চান, সেটা পরে বলতে পারবেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এভাবে যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহলে আমরা সব দিকে থেকে এর বিরোধীতা করব। আজকে ত্রিপুরা সরকারকে এখানে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা কোন প্রকার দলীয় স্বার্থে অথবা দুর্নীতির পেছনে অপচয় করা হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কল্যাণে, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে ব্যয় করা হবে। এই দাবী জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---বিলটির উপর আলোচনা শেষ হয়েছে, এখন আমি বিলটি ভোটে দিচ্ছি। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি, প্রস্তাবটি হল--- 'দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০)' হাউস কর্তৃক বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধ্বনি ভোটে বিবেচিত হলো)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ধারা ৩টি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং ও ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারা ৩টি বিলের অংশরূপে সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের সিডিউলটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত সিডিউলটি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(উক্ত সিডিউলটি এই বিলের অংশরূপে সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার :---এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হলো---বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো--- দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে প্রস্তাব উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে--- দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০) পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। এখন ইহা আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো---'দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮০)' পাশ করা হউক।

(উক্ত বিলটি সভা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে পাশ হলো)

Short Discussion on Matters of urgent Public Importance.

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো---সর্ট ডিসকাশন অন দি মেটার্স অব আরজেন্ট পাবলিক ইমপোর্টেন্স। আজকের সংশ্লিষ্ট কার্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রীবিমল সিনহা মহোদয়---বিষয়বস্তু হলো ঃ---

'মজুতদারদের হাতে সমস্ত ধান চাল গোপনে মজুত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকার ফলে খাদ্য সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা এবং ফলে ধান চালের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে। আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দুইটা খরা চলে গিয়েছে। তার ফলে বার বার ফসল নষ্ট হয়েছে এবং শুধু যে খরার জন্য নষ্ট হয়েছে তা নয়, সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেখানে জুম ফসল হয় সেখানে জুম ধান নষ্ট হয়েছে, ইঁদুরে খেয়ে জুম ধান, কার্পাস, তিল, এইসব ফসল নষ্ট করেছে। তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের ঘরে আজ ধান নেই। কারণ এই ক্রম-বর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য তারা তাদের ঘরের ফসল সব বিক্রী করে দিতে হচ্ছে। আর সেইসব ফসল ভারতবর্ষের সেই পুঁজিপতিরা সেই বুর্জোয়ারা সেইসব গরীব কৃষক-দের ফসল অল্প দামে কিনে নিচ্ছে। আর অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এর দাম ক্রমেই বেড়ে চলছে এর ফলে সারা ত্রিপুরার জনগণ সে যে কোন পার্টিরই লোক হউক না কেন ঐ উপজাতি যুব সমিতি, ঐ কংগ্রেস (আই) যে কোন রাজনৈতিক দলের লোকই হউক না কেন, এই সর্বগ্রাসী খরার কবলে সবাই পড়ছে। বিশেষ করে এর ফলে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের ঐ বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুঠছে। আর অন্য দিকে গ্রামের গরীব অংশের মানুষ তাদের সেই লোভের শিকার হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে এক দিকে খরা, আবার অন্য দিকে দেখছি ইরেগুলার বৃষ্টিপাত ফলে কৃষকদের কপি, বেগুন, আলু, এইসব ফসলের বীজ সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং যে সব শাক সব্জি বাজারে বিক্রী করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনতো, সেগুলি আর তারা আনতে পারছে না। তারপর দেখা যাচ্ছে কেরোসিনের সংকট, লবণের সংকট, এইসব জিনি-ষের সংকটের ফলে দেখা যাচ্ছে এক লিটার কেরোসিনের জন্য কৃষকদের ১০ সের ধান বিক্রী করতে হচ্ছে। এই সব কারণে দেখা যাচ্ছে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মোকাবিলা করতে গিয়ে আজকে কৃষকদের ঘরে কোন ফসল নেই। আজকে তারা বাধ্য হচ্ছে অল্প দামে তাদের জিনিষপত্র বিক্রী করে দিতে। ফলে যখন এইসব কৃষকেরা আগামী শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ধান কিনতে যাবে, তখন দেখা যাবে সেই কৃষকেরা এক মণ ধান দেড়'শ টাকা দিয়ে কিনতে বাধ্য হবে। এই অবস্থা আমাদের রোধ করতে হবে। এই অবস্থা রোধ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ত্রিপুরার মধ্যে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবি। আমরা দেখেছি যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী বলেছেন

যে ৪০ হাজার মেট্রিক টন চাউল এবং ১৫ হাজার মেট্রিক টন গম সারা ত্রিপুরার ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য আসবে। কিন্তু ৯০ লাখ মেন-ডেজ ওয়ার্ক যদি হয়, তাহলে রেশন সপের মধ্য দিয়ে চাউল দিলেও খাদ্যের সংকট দেখা দেবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষকের ধান যাতে অল্প দামে বিক্রী করতে না হয়, সেজন্য বিভিন্ন কোঅপারেটিভের মাধ্যমে এ্যাপেক্সের মাধ্যমে বেশী দাম দিয়ে কৃষকদের ফসল কিনছে। ফলে কিছু পয়সা কৃষকের হাতে এসেছে। কিন্তু এখন যদি বামফ্রন্ট সরকার নূতন করে আবার ধান কিনতে চায়, সাপোর্ট প্রাইজ ৪৮ টাকা নির্ধারিত করে যদি কিনতে হয়, তাহলে কৃষকরা উপকৃত হবে না। তাছাড়া ত্রিপুরার কতগুলি নির্দিষ্ট সমস্যা আছে। এই সব ধান কিনে রাখার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোন গোডাউন নাই। তার জন্য যে অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন, সেই বাড়তি টাকাও রাজ্য সরকারের হাতে নাই। তারপর আর এক সমস্যা আছে সেটা হল ট্রেনসপোর্টের সমস্যা। আজকে দেখা যাচ্ছে যে সারা ত্রিপুরায় ডিজেলের অভাবে সারা ত্রিপুরায় টি, আর, টি, সি.র সার্ভিস বন্ধ হতে চলছে। কাজেই ট্রেন্সপোর্টেশানের অসুবিধার জন্য সেটা করা যাবে না। তারপর যখন ফসলের দাম বাড়বে তখন কৃষকেরা আর বীজ ধান কিনতে পারবে না। এই সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে, যাতে ঐ মজুতদাররা ঐ পুজিপতিরা তারা কৃষকের ঘরে ধান কিনে তাদের বীজ ধান সংগ্রহ করে অতিরিক্ত প্রফিট করতে না পারে, সারা ত্রিপুরার ১৯ লাখ মানুষের স্বার্থে, তাদের সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে হবে। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের বীজ কিনার জন্য সাবসিডি দিয়েছে। কিন্তু অসময়ে বৃষ্টি হওয়ার ফলে কৃষকদের সেই ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেজন্য আগামী দিনেও এই সাবসিডি দিয়ে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য সরকার এগিয়ে আসবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে আমাদের এই ত্রিপুরা যে দুই দুইটা খরা হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি যদি ঠিক সময়ে হত তাহলে ফসল ভাল হত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সময় মত বৃষ্টি হয় নাই। বৃষ্টিটা যখন দরকার ছিল না তখন বৃষ্টিটা হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে যে ফসলটা নষ্ট হয়েছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে দিক থেকে এই ফসলের উৎপাদন অনেক কম হয়েছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ধান চাউলের একটা মূল্য ঠিক করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইন এবং এসেনশিয়েল কমোডিটিস নিয়ন্ত্রণের যে আইন সে আইন এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যার ফলে মজুদদার, ফড়িয়ারা সবচাইতে বেশী সুযোগ নিচ্ছে। এই আইনে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এগুলি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তারজন্য এখানকার ফড়িয়া, মজুতদারা যারা চাউলের ব্যবসা করেছে এই আইনের সুযোগটা তারা কাজে লাগাচ্ছে। আজকে আমাদের সরকার একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে। এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে

মহাজনী শোষণ দাদনের ব্যবসা এটা কমাতে পারে নি। আজকে পৌষ মাঘ মাসে গ্রামের লোক তারা পরিবারের খরচ মেটাতে গিয়ে ধান চাউল বিক্রী করে অন্যান্য জিনিসপত্র কিনছে। এরফলে বাজারে চাউল বেশী আসায় সরকারের ধান চাউলের দাম, সেটা আরও একটা বাধার সম্মুখীন হয়। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার একশো টাকার নীচে দর বেঁধে দিয়েছে এবং আমাদের সরকার সেখানে কুইন্টল প্রতি ১০৫ টাকা দর নির্ধারিত করেছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ক্রাইসিস চলেছে, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ভৌগোলিক দিক থেকে আজকে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে আছে। এখানে জিনিষপত্র আসার পথ বন্ধ হয়ে আছে। আসামের দাংগাহাংগামার জন্য এখানকার রেল আজকে বন্ধ হয়ে গেছে। এখানকার কোন ট্রাক কোন গাড়ী যেতে পারছে না। আজকে ত্রিপুরার সাথে সমস্ত ভারতবর্ষের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে আছে। বাইরে থেকে খাদ্য আনা, ফুড ফর ওয়ার্ক এর মত যে সমস্ত কাজ সেগুলি চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সমগ্র রাজ্যের মধ্যে যারা ফড়িয়া যারা চাউলের কারবার করেন, যারা বড় বড় ব্যবসায়ী অনেক টাকার মালিক তারা উচ্চ-মূল্যে সমস্ত ধান চাউল সংগ্রহ করে তারা করিমগঞ্জে পাচার করেছেন এবং তার একটা অংশ বাঙলাদেশেও চলে যাচ্ছে। বাঙলাদেশে সেখানে আজকে তীব্র খাদ্য সংকট চলছে। তারা এগুলি পাচার করে মুনাফা লুঠছে। এখানে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের আইন এখানে প্রতিবন্ধক হচ্ছে এবং তারপর আছে প্রশাসনের গাফিলতি। রাজ্য সরকারের পরিষ্কার ঘোষণা ছিল যে যাদের বেশী জমি আছে তাদেরকে ষ্টক ডিক্লারেশান দিতে হবে। কিন্তু তারা আজকেও ষ্টক ডিকলারেশন দেন নি অথচ আইন অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আমরা অনুরোধ করছি এই সমস্ত জোতদার—যারা বেশী জমির মালিক, ষ্টক ডিকলারেশন দেওয়ার জন্যে। এবং যারা ব্যবসা করছে, তাদের ব্যবসারও একটা লিমিট থাকা উচিত। তাদের মজুতের একটা লিমিট থাকা উচিত। বিগত কংগ্রেসী রাজত্বে এই সমস্ত মজুতদার, ফড়িয়ারা, কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে এই সমস্ত জিনিস মজুত করেছেন। তারাই আবার আগামী দিনে এই ত্রিপুরার সমস্ত বাজার কন্ট্রোল করবে। সেদিক থেকে কিছু দিনের মধ্যেই চাউলের দাম বেড়ে যাবে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে এবং এখানে খাদ্য সংকট দেখা দিতে বাধ্য আজকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের মানষিকতাকে তারা কাজে লাগাবে। আজকে এখানে যে আলোচনা হচ্ছে, এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে জরুরী ভিত্তিতে চিন্তা করা দরকার। ধানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষকদেরকে বীজ ধান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে এবং ব্যাংক থেকে ঋণ দানের সুযোগ সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। তারপরে যারা এই খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের ক্ষেত্রে অন্ততঃ আমাদের সরকারের যতটুকু ক্ষমতা আছে, যারা মজুতদার, জোতদার, তাদের কাছ থেকে ষ্টক ডিকলারেশন আদায় করতে হবে। তারা কতটুকু মজুত করতে পারবে, সেই ব্যাপারে আইন থাকা দরকার। এই হাউসে আবেদন

রাখব, যারা মজুতদার, জোতদার, ফড়িয়া, যারা মানষের খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, যারা গরীব মানুষের শত্রু যারা আজকে ষড়যন্ত্র করছে, তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য যাতে ত্রিপুরার সমগ্র অংশের মানুষ সহায়তা করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একটা গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন আমাদের হাউসের সামনে এসেছে। আজকে যে ভাবে মজুতদাররা ধান এবং চালের মজুত সৃষ্টি করে রাজ্যে কৃত্রিম একটা ক্রাইসিস সৃষ্টি করছে তাতে রাজ্যের গরীব, মেহনতী মানষ এক গভীর সংকটের মুখে এসে পরেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের সামনে, হাউসের সামনে এবং রাজ্যবাসীর সামনে এক গভীর সমস্যার সৃষ্টি রয়েছে। এটা খুবই সত্যি কথা। এরজন্য দায়ী ধনিকতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। আজকে সারা ভারতবর্ষ সহ আমাদের ত্রিপুরায়ও উৎপাদিত দ্রব্য সমূহের সমবন্টনের নীতি চালু নাই। সেই জন্যই আজকে সেই মজুতদার, সেই মুনাফাখোর, সেই বড় বড় জোতদার মজুত করতে পারছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি, ত্রিপুরা কৃষি প্রধান রাজ্য। এখানকার কৃষকরা যখন ধান, পাট ও কার্পাস উৎপাদন করছে তখন মহাজনেরা দাদন দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণ ব্যবস্থায় তারা সেগুলি কৃষকের কাছ থেকে মজুত করে রাখতে পারছে। ত্রিপুরায় যারা মহাজন আছে, মজুতদার আছে তারা কৃষক কুলকে আগাম দাদন দিয়ে নিজেদের কব্জায় রাখছে। এবং এরজন্যই তাদের উৎপাদিত পাট কার্পাস—কৃষকদের অর্থকরী ফসলকে গোলাজাত করছে এবং ত্রিপুরার অর্থনীতিকে এক বিপর্জয়ে নিয়ে ফেলেছে। আমরা জানি, ত্রিপুরায় ৮০।৮৩ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করছি কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ। সেই সঙ্গে আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোয় রাজ্যের হাতে যতটুকু ক্ষমতার দরকার সেই ক্ষমতা কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলিকে দিচ্ছেনা। আর এই ক্ষমতা পাচ্ছেনা বলেই ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা শক্ত হাতে আইন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমাদের ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বার বার দাবী করছেন কেন্দ্রের কাছে, আমাদের হাতে অধিক ক্ষমতা দাও। আজকে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার জন্য এই অধিক ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। ২ বছরের বামফ্রন্টের শাসনে আইন কানুনের অনেক অসুবিধা আছে তবুও গরীব মেহনতী মানুষের উপকারের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গী সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের কাজ করে চলেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে অভূতপূর্ব খরা ও বন্যা হয়ে গেছে। এরফলে রাজ্যের অর্থনীতি বিপদাপন্ন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে অতি খরায় মাঠের ফসল পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, অন্য দিকে অতি বৃষ্টিতে মাঠের ফসল জলে ভেসে গেছে। এই অবস্থায় কৃষকরা আজকে বিপন্ন। তারই সুযোগ নিয়ে মজুতদার, মুনাফাখোর ও বড় বড় জোতদাররা কৃষকের অর্থকরী ফসল যেমন পাট, ধান ও কার্পাস তাদের শোষনের মাধ্যমে কমদামে কিনে তাদের গোলাজাত করে রাখছে এবং

বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন জায়গায় রাইস মিলগুলি ধান সংগ্রহ করে রেখে লুটের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে। ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় এই ভাবেই গরীব মানুষকে শোষণ করা হয়। এই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কুফল। আমরা মনে করি খাদ্যশস্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু ভিন্ন এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ভিন্ন গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই আমরা চাই, মজুতদারদের, মুনাফাখোরদেরও জোতদারদের গোলাজাত মজুত খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করে তা ন্যায্য মূল্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হউক। কাজে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা করতে গেলেই, তাহলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হৈ চৈ করবে। এই কথা আজকে জেনেও আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারকে শক্ত হাতে এগিয়ে এসে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই দাবী রেখে এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আর, এস, পি'র পক্ষ থেকে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা যে বিষয়টি এখানে উত্থাপিত করেছেন, এটাকে আমি সমর্থন করছি। আমি এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে চাই, সংসারের দিক থেকে ধান চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা থাকতে পারে। আলোচনা করে সে অসুবিধাগুলি কি ভাবে কাটিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করা যায় তা আমি বলছি। প্রথমতঃ ধান চাল ক্রয় করতে গেলে টাকার দরকার। অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যদি ক্রয় করতে হয়, তাহলে দেখা যায়, পাট ক্রয় করতে গিয়ে অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ মার্কেটিংএর বহু টাকা দেনা হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে নতুন করে টাকা সংগ্রহের অসুবিধা আছে। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই কেন্দ্রীয় সরকার ধান চাল ক্রয়ের জন্য যে মূল্য নির্দ্ধারণ করেছেন সেই মূল্য অনেক কম। মূল্য অনেক কম হওয়াতে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা তার থেকে কিছু দাম বেশী দিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছে এবং যদি সে ক্ষেত্রে সরকারের ভর্তুকি দিয়ে ক্রয় করতে হয়, তাহলে বলতে হবে, সেটা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে যদি ক্রয় মূল্য বাড়াতে হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। আর এ ছাড়া যাতে অসাধু ব্যবসায়ীরা বা মজুতদাররা ধান চাল সংগ্রহ করে কিনে মজুত করে না রাখতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকারকে বিশেষ ভাবে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এটা ঠিক যে, যেহেতু সরকারের ক্রয় মূল্য কম এবং যেহেতু রাজ্য সরকারের পক্ষে এই মূল্য বাড়ান সম্ভব নয় তার সুযোগ নিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী দাম দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে বড় বড় ব্যবসায়ীরা কিনে নিচ্ছেন। এটা ঠিক। কিন্তু এর উদ্দেশ্য কিছুটা জটিল। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশী দাম দিয়ে ধান চাল বিক্রি করার। এবং যখন বাজার থেকে ধান চাল উধাও হয়ে যাবে, তখন তারা বেশী দামে বাজারে ছাড়বে এবং সেই সব কৃষকরাই, যারা উৎপাদন করেছিল, তারা বেশী দাম দিয়ে কিনবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আগে থেকে সচেতন হবার জন্য কয়েকটি জিনিষ এখানে উল্লেখ করতে চাই। মিল মালিকরা তাদের মজুতের পরিমাণ সঠিক

ভাবে সরকারকে জানায় কিনা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের মজুতের পরিমাণ সরকারকে সঠিক ভাবে জানায় কিনা, বড় বড় কৃষকরা তাদের মজুতের পরিমাণ সরকারকে সঠিক ভাবে জানায় কিনা, প্রথম থেকেই যদি আমরা এই জিনিষটা লক্ষ্য রাখতে পারি তাহলে ধান চালের এই কৃত্রিম সংকটকে কিছুটা এড়ানো যাবে। প্রশাসনকেও সেই ভাবে তৈরী হতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে আগে এই ভাবে ষ্টক লিপিবদ্ধ করার নিয়ম ছিল। কিন্তু দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর যতটা এই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া দরকার, ঠিক ততটা উদ্যোগী হয় না। তার কারণ বিগত তিন দশক ধরে যে বুর্জোয়া প্রশাসন গড়ে উঠেছে মজুতদার ও জোতদারদের স্বার্থে, প্রশাসনের সেই দৃষ্টিভংগীকে হঠাৎ করে নূতন দৃষ্টিভংগীতে ফিরিয়ে আনা একটু কঠিন। তা সত্বেও প্রশাসনকে কি ভাবে গণমুখী করা যায়, সেই দিকে বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবেন। ধান চাল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা ভারত সরকার তুলে দিয়েছেন। এখন ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় ধানচাল অবাধ ভাবে চলাচল করতে পারে। বড় বড় মজুতদার ও মুনাফাখোররা ধান চাল মজুত করার একটা সুন্দর সুযোগ পাচ্ছে। যার ফলে বাজারে এই কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সজাগ হতে হবে। আমাদের যে পঞ্চায়েতগুলি আছে, বিভিন্ন জায়গায় যে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি আছে, বা গণসংগঠন গুলি আছে, তাদের সবাইকে সজাগ হতে হবে ঐ মজুতদাররা তাদের ষ্টকের বহির্ভূত ধানচাল বাইরে চালান দিতে না পারে। তাহলে ঐ সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ লোকরা যারা বাজারে ধানচালের সংকট সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে এবং সেই দিক থেকে আমাদের সরকারকেও কঠোর হতে হবে। সরকারী যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে সেগুলি যাতে তাদের উপর প্রয়োগ করা যায়, সেই দিকেও আমাদের সরকারকে প্রয়াসী হতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্যতার বিরুদ্ধে যখন আমরা প্রতিবাদ করছিলাম, এবং বিগত লোকসভার নির্বাচনেও আমরা দেখেছি প্রতিক্রিয়াশীলরা এই বামফ্রন্টকে হেয় করার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়েছে। আমরা যখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করেছিলাম, তখন ঐ প্রতিক্রিয়াশীলরা নানা অপপ্রচার চালিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার চেষ্টা করেছে। সুতরাং এই ধানচাল মজুত করে বাজারে একটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তারা বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার একটা অপকৌশল-এর প্রয়াস চালিয়েছে। সুতরাং আমাদের আজকে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা, যাতে ঐ প্রতিক্রিয়াশীলরা ধানচালের মজুত করে রাজ্যে একটা কৃত্রিম সংকট এনে জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি করতে না পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি শর্ট ডিসকাসনে অংশ গ্রহণ করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে বিষয়টি ডিসকাশনের জন্য হাউসে উপস্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরার বুকে প্রকৃতির আশীর্বাদের বদলে রুদ্ররোষ যেখানে সতত বিরাজমান সেখানে তৎসম্পর্কে একদিকে যেমন সরকারের সচেতনার প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন উৎপাদিত ফসল নিয়ে যারা মুনাফা লুঠছে সেই সমস্ত সমাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। আমরা দেখছি ত্রিপুরাতে এমন কোন কৃষিক্ষেত্র নেই যা নাকি প্রকৃতির এই রুদ্ররোষের কবলে পড়ে না, সেটা অতি বৃষ্টিই হোক অনাবৃষ্টিই হোক। অনাবৃষ্টির কবল থেকে ফসলগুলিকে রক্ষা করার মত ত্রিপুরার এই বামফ্রন্ট সরকার তেমন কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন নি। যৎসামান্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলিও যেমন পাম্পসেট ডাইভারশান স্কীম, ইত্যাদি অচলাবস্থার বিদ্যমান। মাননীয় স্পীকার স্যার, দশদায় দেখেছি আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করে যে ইরিগেশান স্কীম নেওয়া হয়েছিল, সেই ছড়াটা ডাইভারটেড হয়ে গেছে প্রায় ৬০০ গজের মত এবং বর্তমানে সেটা সম্পূর্ণ অকেজো অবস্থায় আছে এবং আমার এলাকা চাম্পুক ছড়াতে যে ডাইভারশান স্কীম নেওয়া হয়েছিল, সেটা এখনও পুরোপুরি কার্যকরী হয় নি। সুতরাং আমরা দেখছি ত্রিপুরার প্রায় কৃষিক্ষেত্রগুলিই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং প্রকৃতির সেই প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ করতে বামফ্রন্ট সরকার খুবই অক্ষম। কাজেই একদিকে যেমনি আমাদের দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে যার ফলে হাজার হাজার কৃষক একটা খরা এবং একটা বন্যা হলে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি করে আমরা দেখেছি আমাদের সমাজে যারা দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে মাথা চারা দিয়ে উঠেছে এবং দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে মুনাফা লুটছে, তাদের একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হচ্ছে না এটাও সরকারের একটা বিরাট ব্যর্থতা। তাই আমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা কঠোর ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করেন আমরা দেখছি প্রায় সময় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং সংকট সৃষ্টি হয় কিন্তু সেই সংকট যে কি ধরনের, সেটা আমরা বাজারে গেলে বুঝতে পারি। অনেক সময় আমরা দেখি যে ন্যায্যমূল্যে কোন কোন জিনিষ পাওয়া যায় না, কিন্তু বেশী দাম দিলে সেই সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায়। যেমন কেরোসিন তেল এবং লবণ, বেশী দাম দিলে পাওয়া যায়, দামের উপর সব কিছু নির্ভর করছে। এমনি করেই মুনাফাবাজীরা মুনাফা লুঠছে তাই প্রশাসন সেখানে আছে, কি নেই সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত ছোট ছোট কৃষক রয়েছে ছোট ছোট জুমিয়া পরিবার রয়েছে, তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক। তাদের অবস্থা যে কি নিদারুণ সেটা আমরা যখন গ্রামাঞ্চলে যাই তখন দেখতে পাই। জুমিয়ারা তার উৎপাদিত ফসলের উপর নির্ভর করে পরিবার চালাবে কিন্তু তাদের সেই ফসল যখন লুট করে নিয়ে যায় এবং মহাজনরা যখন তাদের উপর শোষণ করে, তখন দেখা যায়, সেই পরিবারগুলি কি নিদারুণ সংকটের মধ্যে পড়ে। যখন আমরা

লালছড়া পাহাড়ে যাই, লংতরাই পাহাড়ে যাই এবং ১৮ মুড়া পাহাড়ে যাই, তখন দেখি সেখানে যে সমস্ত জুমিয়ারা বসবাস করছে, এই শীতের মরশুমেও তাদের ছেলে মেয়েরা আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করছে, ক্ষেতের যে খর এবং কার্পাস আছে সেটার মধ্যে শিশুরা আশ্রয় নিচ্ছে। এই রকম বহু অভিজ্ঞতা আমার আছে। যখন আমরা খেদাছড়া এবং নাতীন মনুতে যাই তখনও দেখেছি যে তাদের শীত নিবারণের কোন কাপড় নেই। সেখানকার জুমিয়ারা যে কার্পাস উৎপাদন করে, সেই কার্পাসের উপর নির্ভর করে তাদের খোরাক চালাতে হয় এবং পরিবারের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা মেটাতে হয়। কিন্তু সেই কার্পাস মহাজনদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, সরকার এদিক থেকেও ব্যর্থ হচ্ছেন। তার জন্য আমরা দেখেছি যারা পাহাড়ে কন্দরে পড়ে রয়েছে, যারা গ্রামাঞ্চলে পড়ে রয়েছে, তাদের মুক্তির কোন আলো আমরা দেখতে পাই না কারণ তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দিক দিয়ে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে এবং অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের দিকে কোন দৃষ্টিই দেওয়া হচ্ছে না। যে সমস্ত শত্রু তাদের এইভাবে দাবিয়ে রাখছে, অন্ধকারে তাদের গুটিয়ে রাখছে সেই সমস্ত শত্রুদের এখনও চিহ্নিত করা হচ্ছে না এবং প্রশাসন তাদের উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করছেন না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখি শিক্ষিত কর্মচারী যারা আন্দোলন করে তারা তাদের বেতন বাড়িয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যারা বাস করে, তাদের কন্ঠস্বর এখানে এসে পৌঁছায় না, তাদের মনের কথা এখানকার সরকার বুঝতে পারে না; তারই ফলে সেই মহাজনদের দৌরাত্বে এবং তাদের দুর্নীতির রাজত্বে, গ্রামের কৃষকদের উপর শোষন চলছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি এই প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করার জন্য এবং সামাজিক শত্রুকে চিহ্নিত করে, তাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সরকার যেন অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :---মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এই বিষয়টিকে আলোচনায় আনার জন্য হাউসে উপস্থিত করেছেন, তার জন্য মাননীয় সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে ধান চাউলের দাম উর্ধগতির দিকে যাচ্ছে তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের সাধারণ মানুষ যারা তাদের বিরাট একটা উদ্বেগের কারণ হয়েছে এবং আমরা সরকারের পক্ষ থেকেও যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ করছি। দামগুলি প্রথমে আমি সম সাময়িক বছরের একটা ফিগার দিচ্ছি :

আগরতলাতে বর্তমানে চাউলের দর প্রতি কুইন্টাল ২৫০ টাকা থেকে ২৬০ টাকা, গত বছর ছিল ১৯৫ থেকে ২০০ টাকা। সোনামুড়া বিভাগে বর্তমানে চাউলের খুচরা দর প্রতি কুইন্টল ২১০ টাকা থেকে ২২০ টাকা, গত বছর ছিল ১৬৫ থেকে ১৭৫ টাকা। উদয়পুর বিভাগে ২০৫ টাকা থেকে ২৫০ টাকা, গত বছর ছিল ১৭৫ থেকে ১৯৫ টাকা। অমরপুর বিভাগে ২১০ টাকা থেকে ২৪৫ টাকা, গত বছর ছিল ১৭৫টাকা থেকে ১৯৫টাকা। বিলোনীয়া বিভাগে ১৮৫ টাকা থেকে ২২৫ টাকা, গত বছর ছিল ১৬০ টাকা থেকে ১৭০

টাকা। সাব্রুম বিভাগে ১৮৫ টাকা থেকে ২০৫ টাকা, গত বছর ছিল ১৫৫ টাকা থেকে ১৬৫ টাকা। খোয়াই বিভাগে ১৯৫ টাকা থেকে ২৩০ টাকা, গত বছর ছিল ১৮০ টাকা থেকে ১৮৫ টাকা। কমলপুর বিভাগে ২৪৫ টাকা থেকে ২৪৩ টাকা, গত বছর ছিল, ১৩৬ টাকা থেকে ১৯০ টাকা। কৈলাসহর বিভাগে ২১০ টাকা থেকে ২৪৫ টাকা, গত বছর ছিল ১৭৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা। ধর্মনগর বিভাগে ২১৫ টাকা থেকে ২৪৫ টাকা, গত বছর ছিল ১৭৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা।

দাম যে বাড়ছে এটা খুবই পরিস্কার তবে এই বাড়ার পেছনে প্রধানতঃ দুটি কারণ আছে। আমরা দেখতে পাই গত বছর দারুন একটা খরা গেছে, সেই খরার ফলে ফসল হতে পারে নি তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ত্রিপুরায় যে ফসল উৎপাদিত হতো তার চেয়ে অনেক কম ফসল উৎপন্ন হয়েছে এবং যাও বা আমন ফসল করা হয়েছে ঠিক ধান কাটার পূর্ব মুহূর্তে অকালে বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টিতে মাঠের ধান-এর একটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে তাই স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরা রাজ্যের এবারের ফলন কম হয়েছে। বুরো ধান কম হয়েছে, আউস ধান কম হয়েছে এবং জুমের ফসলেরও মারাত্মকভাবে ক্ষতি হয়েছে কাজেই এই সমস্ত দিক থেকে ধানের উৎপাদন অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক কম হয়েছে। একদিকে আমরা দেখলাম যে এবার ধান উৎপাদন কম হয়েছে এবং অপরদিকে দেখলাম যে তার উপর একটা বিরাট অংশের ব্যবসায়ী, মালিক এবং বড় বড় জোতদাররা আছেন তারাও এই সুযোগে নানান ক্রিয়া কলাপের মাধ্যমে ধান চালের দাম উপরে উঠিয়ে দিয়েছে। এটা সাংঘাতিক
কথা এবং ত্রিপুরার গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা আগেও বলেছি সেটা ত্রিপুরাবাসী সবাই জানেন এবং আমাদের এই হাউসও জানেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিগত যে জনতা সরকার ভারতবর্ষের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ধান চাউল চলাচলের আগে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল সেটা উঠিয়ে দিয়েছেন, তারই ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ধান চাউল নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। পূর্বে ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্য থেকে অন্য জায়গায় ধান চাউল কিনে নেওয়া যেত, তার উপর কোন বাধা নিষেধ আরোপ করা হতো না। তার জন্য কোন আইন ছিল না কিন্তু বর্তমানে যে আইন হয়েছে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। তাছাড়া এখানে যা আলোচনা হয়েছে আমাদের প্রথম আশংকা ছিল অন্যান্য বছর যে সমস্ত ফসল উৎপন্ন হতো সেটা প্রথম যখন উৎপন্ন হতো তখন দাম কম থাকতো তার ফলে গরীব অংশের মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে কম দাম দিয়ে ধান চাউল বাজারে বিক্রি করে দিত।

কাজেই আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম, যে সাপোর্ট প্রাইস অর্থাৎ নিম্নতম যে মূল্য তার নীচে যেতে না পারে তার জন্য আমরা নির্ধারিত একট দর ঠিক করে দিয়েছি। বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে আমরা একটা ব্যবস্থা নিয়েছি। কিন্তু দেখা যায় যে জিনিষপত্রের দাম আমরা যা নির্ধারণ করে দিয়েছি তার অনেক বেশী উর্ধে উঠে গেছে। আমরা লেভী চালু করিনি। কারণ আমরা অতীতে দেখেছি লেভী চালু করে যে ধান চাল সংগ্রহ হয় তাতে মানুষের ক্ষতিই হয়। তা দিয়ে খুব

একটা সুফল পাওয়া যায় না। ত্রিপুরা রাজ্যে ধান চালের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় খুব কম। তাই আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এবারে ত্রিপুরা রাজ্যে যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান চাল ষ্টক থাকে তার জন্য কেন্দ্রের কাছে ১ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। খাদ্য নিগমের কাছে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্যও অনুরোধ করেছি। তার জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে চাপ সৃষ্টি করছি। বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন গুদামে ছয় হাজার মেট্রিক টন চাল মজুত আছে এবং খাদ্য নিগমের গুদামে ৫ হাজার মেট্রিক টন চাল মজুত আছে। অর্থাৎ মোট ১১ হাজার মেট্রিক টন চাল মজুত আছে। কিন্তু আমাদের বিপদ হবে এখানে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে চাল চেয়েছি, তা যদি সময়মত না আসে। রাস্তায় যে গোলমাল হচ্ছে, সরবরাহ ব্যবস্থায় যদি নর্মেলিটি না আসে তাহলে আমাদের ত্রিপুরাতে ভীষণ একটা বিপদ দেখা দেবে। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সরকার পক্ষও তৎপরতা গ্রহণ করছে। তারজন্য কোন ত্রুটি করছেনা। ইদানীং বামফ্রন্ট সরকার এটা ভাবছেন যে বেসরকারী ব্যবসায়ীরা বাইরে থেকে চাল আনতে চায়। সেগুলি করা যাবে কিনা তা সরকার ভাবছেন এবং তা এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে।

এখন আমাদের একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে, যে চালগুলি কোথায় মজুত হয়, কোথায় ধন্য ক হয় অর্থাৎ আপনারা যাকে চোরাকারবারী বলেন। তবে যেসব জায়গাতে চালগুলি উৎপন্ন হয়, সেইসব জায়গাতে মজুত হয়না। কারণ সেখানে সব ছোট ও মাঝারী ধরণের কৃষক রয়েছে, বড় ধরণের কৃষক দু চারজন রয়েছে। তাই চোরাকারবারী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। মূল জায়গা হচ্ছে, অ-উৎপাদনের জায়গাতে। অর্থাৎ যেখানে জিনিষ উৎপাদন হয়না, উৎপাদনের সঙ্গে যার কোন যোগাযোগ নাই। গ্রামের এবং শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা চাল এবং অন্যান্য জিনিষপত্র তাদের কাছে ষ্টক করে রাখে এবং তার দাম বাড়িয়ে দেয়। সেইদিকে সরকার পক্ষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিন্তা করছেন। তাদের প্রতি সামগ্রিকভাবে সরকার পক্ষ নজর রাখছে। গ্রামাঞ্চলে মানুষকেও সতর্ক থাকতে হবে। যাতে করে বাংলাদেশে চাল পাচার না হতে পারে। বাংলাদেশে এখন চালের দাম উর্দ্ধগতি। অস্বাভাবিক কিছু নয়, ব্যবসায়ীরা ধান, চাল পাচার করে দিতে পারে। কারণ ত্রিপুরার ৩ দিক দিয়ে বর্ডার। সেই বর্ডার দিয়ে চাল ব্যবসায়ীরা পাচার করে দিতে পারে। তাই সাবধানে নজর রাখা উচিত। ঠিকমত লক্ষ্য রাখার জন্য বি, এস, এফ কাষ্টমস্ ও অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলিতে সীমান্ত এলাকায় কড়া নজর দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের উপর নির্ভর করছে এই পাচার যাওয়া না যাওয়া। তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে তবে সেই সব এলাকায় যে সব গাঁওসভা রয়েছে, যে পঞ্চায়েত রয়েছে তাদেরও লক্ষ্য রাখা উচিত এই সব ব্যাপার। কেবল মাত্র তাদের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে হবেনা। সবাইকে, সব জনসাধারণকেই এই ব্যাপারের দিকে নজর রাখতে

হবে। জনগণের সহযোগিতা ছাড়া আমরা পাচার করতে বন্ধ করতে পারব না। তাই আমি ত্রিপুরা রাজ্যের সকলের কাছে অনুরোধ রাখছি তারা যেন এই ব্যাপারে সহযোগিতা করে। দ্বিতীয়তঃ এই যে ধান চাল পাচার যাতে বন্ধ হয় তারজন্য আমাদের শক্ত হাতে নিতে হবে এবং মজুতদারদের সম্পর্কে বিভিন্ন শহর এবং গ্রামগুলিতে যাতে এগুলি মিস্ইউস্ না হয় তার জন্য সরকার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা চোরাকারবারীদের নিবর্তনমূলক আটক আইনে আমরা তাদেরকে আটক করব। এই চিন্তাধারা বামফ্রন্ট সরকারের নাই। নর্মেল আইনে চোরাকারবারীদের যে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে তারা সেই আইনেই শাস্তি পাবে।

আর একটি কথা, সেই সম্পর্কে আমি ২-৪টি কথা বলব। সেটা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে, ট্রাইবেলরা বিনাবস্ত্রে কষ্ট পান। এটা নতুন কিছু নয়। ২০ বছর আগে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল তখন আমি রাইমাশর্মাতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমি এক বাড়ীতে উঠেছিলাম। সেই দিনসিং নারায়ণ বাড়ীতে শূয়র কেটে, পাঠা কেটে আমাকে খাইয়েছিল। কিন্তু তাদের ঘুমাবার শীতবস্ত্র নাই। ঘুমানোর সময় আমাকে বলল আপনি কোথায় ঘুমাবেন ? যান ঐ গোলাঘরে গিয়ে ঘুমান" গায়ে দেওয়ার কিছু ছিলনা। আমার নিজের গায়ে একটা চাদর ছিল, সেই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। তারপরে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৯ এর মধ্যে আমি বহু জায়গায় গিয়েছি। সেই সব জায়গাতেও আমি নিজের গায়ের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছি। এদের কথা আমার ভাল জানা আছে। এদের নিয়েই তো এতদিন আন্দোলন করেছি। গত ৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্বে এদের কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সরকারে এসে তাদের নিয়ে ভাবছেন। ২০ হাজার খদ্দরের কাপড় বিলি করার সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট নিয়েছে। কাজেই স্পীকার স্যার, এতদিন কংগ্রেসী রাজত্বে তাদের কথা কেউ ভাবেনি। ৩০ বছর কংগ্রেস সে কথা ভাবেনি কিন্তু এই সরকার জনগণের দুঃখের কথা ভাবেন। এই সরকার নেতিবাচক নয়। সে যা করতে চায় সেটা তার ক্ষমতা অনুযায়ী করছে, এটা অন্ততঃ পক্ষে সকলের বুঝা উচিত। গ্রামের গরীবরা কংগ্রেসের আমলে কাজ করে প্রথম পেত ১ টাকা ৬ আনা। পরে হয়েছিল ২ টাকা। এই ২ টাকা পর্য্যন্ত বাড়ানোর জন্য আমাদেরকে অনেক আন্দোলন করতে হয়েছিল, সেই আলোচনায় আমি যাচ্ছি না। এই বামফ্রন্ট সরকার অন্ততঃ পক্ষে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজে দৈনিক ৬ টাকা করেছে। আর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টেরও বিভিন্ন জায়গায় যারা কাজ করে তাদের জন্য করেছে ৭ টাকা। কিন্তু তাতে আমরা খুশী না কারণ ৭ টাকা কিছুই হয় না, জিনিষের দাম যা বেড়েছে, এটা আরও বেশী হওয়া দরকার, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের আর্থিক অবস্থার যা চেহারা তারা যে মজুর খাটাচ্ছে তারা বেশী দিতে পারবে না ভেবেই আমরা এটা করেছি। তা না হলে অনেক কিছু দরকার আছে এটা আমরা বুঝি। কাজেই এই দিক থেকে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু তারা করে যাচ্ছে। তবে আমি হাউসের কাছে এই কথা বলব যে জিনিষ পত্রের দাম, বিশেষ করে ধান চালের দাম বৃদ্ধির ফলে আমরা একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে আছি এবং সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপুরাতে যতটুকু নজর রাখা যায় আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রাখব।

আমাদেরকে সব চেয়ে বেশী নির্ভর করতে হবে আমাদের এখানে যেসব জিনিষ বেশী উৎপাদিত হচ্ছে কম সেই দিকে। আমরা তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যের জন্য দাবী করেছি। আমরা আশা করব যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ১ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য ত্রিপুরার জন্য দেন এবং বর্ষা আসার আগেই যাতে আমরা সেগুলিকে বিভিন্ন জায়গায় ষ্টক করতে পারি, সেই ব্যবস্থা তারা যেন গ্রহণ করেন। বর্তমানে যে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর কাছেও আমি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই হাউসের মাধ্যমে অনুরোধ জানাব যে তিনি যেন আসামে যে গণ্ডগোল হচ্ছে, তার জন্য স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত জিনিষ আমাদের এখানে আসত, তা আসতে পারছে না। কাজেই আসামের এই অবস্থা যাতে আর বেশী দিন না চলে তার জন্য তিনি যাতে আসামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করে তার একটা রাজনৈতিক সলিউশান খুঁজে বের করেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও এ কথা বলেছেন। আর একটা কথা আমি বলব যে সমস্ত জিনিষ একদম বন্ধ হয়ে গেছে, যেমন গাড়ীগুলি কিছু দিনের মধ্যেই হয়ত অচল হয়ে যাবে। কারণ ইলেকশানের সময় যে ডিজেল রেখেছিলাম সেগুলিকে এখন রেশন ঘর করেও এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, হয়ত আর কিছু দিনের মধ্যেই সব বন্ধ হয়ে যাবে, যদি বাইরে থেকে না আসে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতেকটি মানুষ এবং মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন বা অনুভব করবেন যে, এর উপর বামফ্রন্ট সরকারের কোন হাত নাই। কারণ এটা আর একটা রাজ্যের ব্যাপার। সেই জিনিষগুলি যাতে তাড়াতাড়ি আনা যায় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গতকাল এক রেডিওগ্রামের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রেখেছেন যে এইদিকে কেন্দ্রীয় সরকার যেন নজর রাখেন এবং এর জন্য যাতে একটা বিশেষ ব্যবস্থা নেন। আমি এই হাউসের মাধ্যমে আবার বলছি যে ব্যবসায়ীরা যাতে জিনিষ মজুত রেখে বেশী দাম বাড়াতে না পারে এবং জিনিষ যাতে বাইরে পাচার করতে না পারে, আমরা সেই দিকে লক্ষ রাখব। এর জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং যে আইন প্রয়োগ করা যায়, আমরা তা করব। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ- এই বিধান সভা আগামী ১৮ তারিখ শুক্রবার, বেলা ঃ১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. :—172.

By Shri Tapan Kr. Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

১। চলতি আর্থিক বছরে রেশম শিল্পের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত ধার্য্য হয়েছে ?

২। এই শিল্পে বর্তমান কতজন শ্রমিক কাজ করছেন ?

৩। এই শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWERS

১। চলতি আর্থিক বৎসরে রেশম শিল্পের উৎপাদনের নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হইয়াছে যথা ঃ—

	ডিম	গুটি	সূতা
(ক) মালবারী রেশম	৪৫,০০০ লেইংস	১১,০০০ কিলো	৭৫০ কিলো
(খ) এ্যাড়ি রেশম	২৫,০০০ ,,	২,০০০ ,,	৭০০ ,,

২। বর্তমানে রেশম শিল্পে মোট ১২৮ জন শ্রমিক কাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে নিয়মিত শ্রমিক—৬৯ জন ও অনিয়মিত শ্রমিক---৫৯ জন।

৩। রেশম শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রতি ব্লকে কমপক্ষে একটি করে রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে পলুর ডিম, মালবারী গাছের চারা/কাটিংস এবং অন্যান্য কারিগরী সহায়তা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। তাছাড়া রেশম শিল্পে উৎসাহ দেওয়ার জন্য খয়রাতী সাহায্যও দেওয়া হয় যেমন ঃ---

(ক) তুঁত গাছের বাগান করার জন্য (ন্যূনতম এক একর) জমি।	অনুর্দ্ধ ৫০০·০০ টাকা।
(খ) পলু পালন গৃহ নির্মাণের জন্য	শতকরা ৫০ ভাগ, অনুর্দ্ধ---১,০০০·০০ টাকা।
(গ) পলু পালন সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য	শতকরা ৭৫ ভাগ, অনুর্দ্ধ---৩০০·০০ টাকা।
(ঘ) জলসেচের পাম্প ক্রয়ের জন্য	ক্রয় মূল্যের ৫০ ভাগ।

রেশম পলুর বীজ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের জন্য জম্পুই হিলে একটি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 174.

By Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। চলতি আর্থিক বছরে পি. ডাব্লু. ডি. সহ সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের নির্মাণ কাজের জন্য ইটের আনুমানিক চাহিদা কত।

২। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে চলতি বছরে ইটের মোট উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কি ;

৩। সরকারী উদ্যোগে আরো বেশী পরিমাণ ইট উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হবে কি ?

ANSWER

১। বর্তমান আর্থিক বছরে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের নির্মান কাজের জন্য প্রায় ১২ কোটি ইটের প্রয়োজন হবে।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরের সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে আনুমানিক ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ইট উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়।

৩। ১৯৮০-৮১ ইং সনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আরও অধিক ইট উৎপাদন করার বিষয়টি ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন আছে।

ANNEXURE—"B"

UN-STARRED QUESTION : NO. 167.

ADMITTED UN-STARRED QUESTION : NO. 22.

By Shri Sumanta Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। নলছড় ও দুর্লভনারায়ণ অঞ্চলে দুই জায়গায় দুইটি প্রাথমিক হাসপাতাল স্থাপনের দাবী সম্বলিত স্থানীয় জনসাধারণের কোন আবেদন পত্র সরকারের হস্তগত হয়েছে কি ;

২। হয়ে থাকলে এই সম্পর্কে কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

ANSWER

১। দুই স্থানেরই আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

২। এখনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

Admitted starred Question No 28.

By Shri Matilal Sarkar.

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় ১৯৭৯-৮০ সালে কতজন ক্ষুদ্র শিল্পী ঋণের জন্য আবেদন করেছেন, এবং

২। এ পর্য্যন্ত কতজন ক্ষুদ্র শিল্পীকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে ?

৩। চলতি বছরে ঋণদানের জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছে ;

৪। এছাড়া খাদি বোর্ডের বিভিন্ন স্কীমে কত টাকা অনুদানের পরিকল্পনা রয়েছে ;

৫। এ জন্য এ পর্যন্ত অনুদানের জন্য দরখাস্ত জমা পড়েছে, এবং

৬। কতজনকে অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক ও স্কীম ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ ইং সালে এ পর্য্যন্ত মোট ১৮৪টি ক্ষুদ্র শিল্প ঋণের আবেদন পাওয়া গেছে।

২। ১৯৭৯-৮০ ইং সনে এ পর্য্যন্ত মোট ৪৮ জন ক্ষুদ্র শিল্পীকে শিল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩। চলতি বছরে ঋণদানের জন্য মোট মং ৮,০৫,০০০ টাকা বরাদ্দ আছে।

৪। খাদি বোর্ডের বিভিন্ন স্কীমে গ্রামীন শিল্প অনুদানের জন্য চলতি আর্থিক বছরে মং ৭,৪৬,০০০ টাকা বরাদ্দ আছে।

৫। এ পর্য্যন্ত অনুদানের জন্য মোট ৬,৭৩২টি দরখাস্ত পাওয়া গেছে।

৬। চলতি আর্থিক বছরে খাদি বোর্ডের বিভিন্ন স্কীমে এ পর্য্যন্ত ১,২১০ (এক হাজার দুইশত দশ) জনকে অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক ও স্কীম ভিত্তিক হিসাব পরিশিষ্ট "ক" তে দেওয়া গেল।

পরিশিষ্ট—"ক"

এলাকা ও ব্লকের নাম	মৃৎশিল্প	চর্মশিল্প	কারুশিল্প	কামার শিল্প	বাঁশবেত শিল্প	চিড়া শিল্প	বেকারী শিল্প	মৌমাছি পালন	গোবর গ্যাস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১। মিউনিসি-প্যালিটি এলাকা	৯	১৩	—	—	৪	৭	—	—	—
২। খোয়াই	৪	৭	৮	২	১	৩৩	—	২	—
৩। তেলিয়ামুড়া	৪	২	৮	৭	১	১৮	—	২	১
৪। ডুম্বুর	২	—	—	১	—	—	—	১	—
৫। বগাফা	১৬	১	১৯	১০	৪	৪০	১	৮	১
৬। বিশালগড়	৯	১৬	৯	৬	২	৬০	—	১	—
৭। মোহনপুর	৬	—	১	১	৩	৩৩	—	১	—
৮। মাতাবাড়ী	২৮	২	১৬	২২	১	২০	—	১	—
৯। মেলাঘর	২০	৫	২	১২	১৪	৫০	১	৫	৬
১০। রাজনগর	১৯	৪	১৭	৮	৩	১২	—	৩	৬
১১। পানিসাগর	২১	১০	১৯	৫	৩	৫০	১	৫	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১২। কুমারঘাট—	২	—	২৪	১	৩	৪০	১	২	—
১৩। সাতচাঁদ—	৮	১	৮	১	৩	১	১	৯	—
১৪। কমলপুর—	৮	৬	১২	৮	৯	৫০	---	১	---
১৫। জিরানীয়া—	২২	৬	২৪	১০	৪	৪০	---	৩	---
১৬। ছামনু—	৬	১	৭	২	১	২০	---	১	---
৯৭। অমরপুর—	৯	---	১০	২	২	৯০	---	১	২
১৮। রিজার্ভ —	১৫	৬	২	২	২	১৬	—	২	১
মোট :—	২০০	৮০	২০০	১০০	৫০	৫০০	৫	৪০	২৫

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY : ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala on Friday the 18th January, 1980 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 8 Ministers, the Deputy Speaker and 44 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়-ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলি-বেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ কত ?

২। বিদ্যুৎ ঘাটতি মিটানোর জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

৩। গ্যাস টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য কোন সরকারী পরি-কল্পনা আছে কি না ?

৪। ইহা কি সত্য যে খুঁটির অভাবে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে ?

(ক) সত্য হলে, সরকার ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা, আর

(খ) নিলে তার বিবরণ দেবেন কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে বিদুৎ ঘাটতির পরিমাণ ২(দুই) মেগাওয়াট।

২। বিদ্যুৎ ঘাটতি মিটানোর জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক) আগরতলার ডিজেল চালিত পুরাতন জেনারেটারগুলি মেরামত ও দুইটি ডিজেল পরিচালিত নূতন জেনারেটার (প্রতিটি ২৪০ কি. ওয়াট) বসাইয়া বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাদি ত্বরান্বিত করার প্রস্তাব আছে। তাছাড়াও সম্প্রতি (৯.১.৮০ইং) মাঝে মাঝে আসাম হইতে প্রায় ৫০০ কি. ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে

(খ) জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে মেঘালয়ের কিরদম-কুলাই প্রকল্প হইতে ২(দুই) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

(গ) ৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন আরও একটি জেনারেটার (তৃতীয়) গোমতী প্রকল্প স্থাপনের কাজ চলিতেছে। যাহা প্রান্তিকভাবে সান্ধ্যকালীন বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর সাহায্য করিবে।

৩। গ্যাস টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা সরকারের আছে। তবে উক্ত প্রকল্পের অনুমোদন তৈল ও গ্যাস কমিশনের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ত্রিপুরায় পাওয়ার উপরেই নির্ভরশীল।

৪। হ্যাঁ।

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ত্রিপুরায় শাল খুঁটির অপ্রতুলতার হেতু বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আসাম হইতে শাল খুঁটি আনিবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহন করা হইয়াছে। যদিও আসামের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রেল ওয়াগনের অপ্রতুলতার দরুণ আসাম শাল খুঁটির সরবরাহ বিঘ্নিত হইতেছে। কাঠের খুঁটির অভাবে ইস্পাতের খুঁটির ব্যবস্থা করা হইতেছে। তদুপরি স্থানীয় একটি সংস্থা হইতে পিঃ সিঃ সিঃ খুঁটি ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই উক্ত সংস্থা পরীক্ষামূলকভাবে খুঁটি তৈরীর কাজ শুরু করিয়াছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ৫টি মিনি হাইডেল প্রজেক্টের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সেই হাইডেল প্রজেক্ট কোনটি কোনটি এবং ডম্বুর থেকে আরও অতিরিক্ত ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সে কাজ শুরু হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাইক্রো হাইডেল প্রজেক্ট ৫টি আমি বলিনি। তবে ঐ পরিকল্পনা আমাদের হাতে আছে। তার মধ্যে গোমতীতে যে আমাদের মিডিয়াম বেরেজ হচ্ছে, ইরিগেশান বেরেজ হচ্ছে তাতে ৫,০০,০০০ কিলো-ওয়াটের ২টা জেনারেটার বসানোর পরিকল্পনা আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়ার কাছে চেয়েছি। তাছাড়া লক্ষ্মী ছড়াতে ঐ রকম আরো ৫০০ কিলোওয়াটসের ২টা মিনি হাইডেল প্রজেক্ট-এর জন্য প্রস্তাব আমরা দিয়েছি। এছাড়াও ত্রিপুরাতে বিভিন্ন যে ছড়া আছে সেখানে কোথায় কি করা যায় তাও পরিকল্পনাধীন আছে। আর গোমতীতে থার্ড (৩য়) শেড যেটা বসানো হবে সেটা প্রেক্টিকেলি স্ট্যাণ্ডবাই থাকবে। ওটার কাজ শুরু হচ্ছে। আশা করছি ৮২-এর মধ্যে শেষ করতে পারব।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এইটা সত্যি কিনা যে সরকার কর্তৃক টাকা দেওয়ার পরও পিঃ সিঃ সিঃ পিলার তৈরী করার কথা ছিল যে সংস্থার সে সংস্থা ঠিকমত সে সমস্ত খুঁটি এবং পিঃ সিঃ সিঃ পিলার তৈরী করছেন না যদিও টাকা

নিয়ে থাকেন। তবে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যতটুকু জানি যে আগরতলাতে ঐ রকম পিঃ সিঃ সিঃ পিলার তৈরী করার ২টি কারখানা হয়েছে। ১টি কারখানা আসাম ফিন্যান্স কর্পোরেশন থেকে ঋণ নিয়েছে। আমরা ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট ওদের কোন ঋণ দিইনি। ওরা সম্প্রতি উৎপাদন শুরু করেছে এবং প্রথম লটে আমরা ৭২টা পোল পেয়েছি, আরও হয়ত কিছু পেয়ে যাব। আরেকটির কাজও প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছে, শীগ্‌গিরিই উৎপাদন শুরু করবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে খুঁটির অভাবে যে সমস্ত জায়গাতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে তা কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফিন্যানশিয়েল ইয়ারে আমাদের ২০০টি গ্রাম ইলেকট্রিফাই করার টারগেট আছে আমরা আশা করছি যে এটা আমরা পূরণ করতে পারব। যদিও আমাদের খুব পোলের অসুবিধা আছে। আমরা ত্রিপুরা ফরেষ্ট থেকে মাত্র ৭০০ পোল পেয়েছি। আমাদের টোটেল রিকোয়ারমেন্ট প্রায় ৬ হাজার এ বছরে। আমরা বাহির থেকে ৩০০ পেয়েছি এবং আসাম থেকে ২০০ এর মত পেয়েছি। গত বছরের ৫ হাজার ৩শর মত আমাদের হাতে ছিল। বর্তমানে বিদ্যুতের যে কাজ আমাদের হাতে বাকী রয়েছে তার জন্য এখনও আরও ৫ হাজার পোলের দরকার। আমরা আরও স্টীল পোলের জন্যও অর্ডার প্লেস করেছি এবং আসাম পোলের জন্যও আরও অর্ডার প্লেস করেছি। এখন ওয়াগন পেলেই আমরা আশা করছি যে এগুলি পেয়ে যাব। তাহলে আমাদের অসমাপ্ত কাজ আমরা শেষ করতে পারব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কৃষি জমিতে জল সেচের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি ইতিমধ্যে পরিকল্পনা খাতে নেওয়া হয়েছে, ডিপ টিউব ওয়েল, ইরিগেশান ওয়েল ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় যে বিদ্যুৎ এ বছরে দরকার সে বিদ্যুৎ কত পরিমাণ দরকার এবং বর্তমানে যে ঘাটতি ২ মেঘাওয়াট তা হিসাবের মধ্যে আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পরশুদিন এটার আংশিক জবাব দিয়েছি যে আমাদের এক্ষণে টোটেল গোমতি থেকে সে বিদ্যুৎ পাই তা হচ্ছে ৮.৬ মেঘাওয়াট। আমাদের এক্ষুনি সন্ধ্যের সময় যে বিদ্যুৎ লাগে সেটা ৯.৩ মেঘাওয়াট। আমরা এ মাসের ৯ তারিখ থেকে আসাম থেকে কোন দিন ৩শ কিলোওয়াট কোন দিন ৫শত কিলোওয়াট করে বিদ্যুৎ পাচ্ছি। যে দিন আমরা পাইনা সে দিন আমরা ডিজেল ইঞ্জিন চালিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করি। ইতিমধ্যে জুট মিল চালু হয়েছে। যখন ওটা ফুল সুইঙ্গে চলবে তখন আমাদের অনেক বিদ্যুৎ ঘাটতি হবে। আমাদের এন ই, সি, ডিসিশন আছে। তাছাড়া নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিওনাল যে ইলেকট্রিসিটি বোর্ড আছে তারা আমাদের বলেছিল যে অক্টোবর থেকে ২ মেঘাওয়াট

পাওয়ার দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওনারা ডিসেম্বর থেকে এপ্রিউর করেছিলেন এবং জানুয়ারী থেকে পাচ্ছি। আমরা আশা করছি যে ওখান থেকে আমরা এভাবে পাব। তাছাড়া লোকনাথ ও কপিলিতে যে সময় সীমা নির্দিষ্ট আছে যে আমাদের অতিরিক্ত ১০ মেগাওয়াট করে দেবে ১৯৮১ সাল থেকে কিন্তু আমাদের মত বিভিন্ন কারণে ওদেরও হয়ত প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে '৮৩ সাল লেগে যাবে। আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে এবারে যে গ্রাম আমরা ইলেট্রিফিকেশান করব তার মধ্যে ডিপ টিউব ওয়েল এবং ডিপ ইরেগেশন যেগুলি আছে সেগুলি আমরা টপ প্রাইওরিটি দিয়ে ওগুলি আগে ইলেকট্রিফাই করব। তারপরে আমরা অন্যগুলি দেখব।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার---২০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় কোয়েশ্চান নম্বার---২০।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার এ পর্যন্ত মোট কত সংখ্যাক নতুন রাস্তা তৈরী করেছেন, এবং

২। এর মধ্যে পি, ডব্লিউ, ডি-র মাধ্যমে এবং গাঁওসভার মাধ্যমে তৈরী রাস্তার সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব)?

উত্তর

১। সবগুদ্ধ ফুড-ফর-ওয়ার্কের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১৯৮৭টি রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তারমধ্যে

পি ডব্লিউ ডি করেছে---	১১৬টি।
ব্লক থেকে করা হয়েছে---	১৬৯৩টি।
ফরেষ্ট বিভাগ করেছে---	৮৯টি।
টাইবেল ওয়েলফেয়ার---	৯টি।
সর্বমোট---	১৯৮৭টি।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গাঁওসভা এবং ফরেষ্ট কর্তৃক যেসব রাস্তা তৈরী হয়েছে সে সব রাস্তাগুলির উন্নয়ন পি, ডব্লিউ, ডি, থেকে করা হবে কি না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাঁওসভা এবং ফরেষ্ট কর্তৃক যে সব রাস্তা তৈরী করা হয়েছে সেগুলির উন্নতির জন্য পি, ডব্লিউ, ডি. আপাততঃ কোন ব্যবস্থা নেবে না। কারণ বর্তমানে জিনিসপত্রের অভাবে পি, ডব্লিউ, ডি-র নিজস্ব রাস্তাগুলির কাজকর্ম ঠিকভাবে সমাধা করতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। তবে ক্রমে ক্রমে আমরা সে সব রাস্তাগুলির উন্নতির কাজ গ্রহণ করব, তার জন্য একটু সময় লাগবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাঁওসভা কর্তৃক নির্মিত রাস্তাগুলিতে পুলের অভাবের দরুণ লোকজনের চলাফেরা করতে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়, এই পুলগুলি তৈরী করার জন্য পি, ডব্লিউ, ডি, থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব রাস্তার ক্ষেত্রে ব্লক এবং ফরেষ্ট বিভাগ থেকে ২৫ ভাগ সাহায্য নিয়ে গ্রামসভাগুলি ঐসব রাস্তায় পাইপ বসিয়ে দিতে পারেন। আর বড় পুলের ক্ষেত্রে পি, ডব্লিউ, ডি, তখনই উদ্যোগ নেবে যখন রাস্তাগুলি পারটিকুলারলি ঐ বিভাগের হাতে আসবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, পি. ডব্লিউ, ডি, যে ১৯৬টি রাস্তা তৈরী করেছে সে সব রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করতে পারে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে রিমোটেস্ট প্লেস সেখানেও আমরা রাস্তা তৈরী করেছি তবে সব রাস্তার কাজকম এখনও ভালভাবে সম্পন্ন হয় নাই। কোথাও মাটি কাটা হয়েছে, কোথাও ব্রিক সলিং হচ্ছে। সুতরাং সব রাস্তায় এখনও গাড়ি চলাচলের উপযোগী হয়নি। রাস্তার কাজ শেষ হয়ে গেলেই গাড়ী চলাচল করতে পারবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিশ্রামগঞ্জের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে সে রাস্তাটির উন্নয়নের কাজ কোনভাবেই হচ্ছে না। এ রাস্তাটির উন্নয়নের কাজ কার উপর পড়েছে সেটা বুঝা যাচ্ছে না। রাস্তার উন্নয়নের জন্য উদয়পুর পি. ডব্লিউ. ডির অফিসে গেলে তারা বলেন আপনারা সদরে যান। এটা আমাদের কাজ নয়, আবার সদরে এলে তারা বলেন এটা আমাদের কাজ নয়, এটা উদয়পুর পি. ডব্লিউ, ডি,র অফিসের কাজ। এসব ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কোন কিছু জানা আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে ভাল হয়। এর জন্য কনস্ট্রাকটিভ কোন সাজেশান থাকলে তা বিবেচনা করা হবে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার---৪৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার---৪৮।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ডুম্বুর-জলাধারে মাছ ধরবার নৌকা কতটা কত পরিবার ধীবরের মধ্যে বিলি করা হয়েছে ?

২। ইহার মধ্যে উপজাতিভুক্ত পরিবারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ডুম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সাল পর্য্যন্ত কোন ধীবর পরিবারকে কোন মাছ ধরবার নৌকা দেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেসব উপজাতি শুধ মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল এইসব গরীব উপজাতিদের এবং অন্যান্য জেলেদের মাছ ধরার নৌকা এবং জাল বিলি বন্টনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---হ্যাঁ, আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই মাছ ধরার জাল এবং নৌকা মৎস্যচাষীদের মধ্যে সাবসিডিতে না বিনা মূল্যে বিতরণ করা হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, মাছ ধরার জাল এবং নৌকার জন্য ২৫ ভাগ সাবসিডি দিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে মৎস্যচাষীদের মধ্যে বিলি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে শিল্প দপ্তরকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত মৎস্যচাষীরা যদি ব্যাংক থেকে লোন নেন তবে শতকরা ২৫ ভাগ তারা দেবেন এবং ২৫ ভাগ দেবেন তারা নিজ পকেট থেকে অর্থাৎ তারা মোট শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকী পাবেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৬।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ইং সনে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত হেক্টর অসমতল ভূমি সমতল করার পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন এবং এর মধ্যে শতকরা কত হেক্টর ১০০ ভাগ এবং কত হেক্টর ৫০ ভাগ ভর্তুকিতে করা হবে?

২। ১৯৮০-৮১ সনে এই ধরণের পরিকল্পনা আরও সম্প্রসারিত করার ইচ্ছা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। এই ধরনের অসমতল ভূমিকে সমতল করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেই।

২। এই পরিস্থিতিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

এই ব্যাপারে যে পরিকল্পনা আছে সেটি হচ্ছে ত্রিপুরায় যে টিলা এবং অসমতল ভূমি আছে সেগুলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রিপ্লেন করে সয়েল কনজারবেশন বা ভূমি সংরক্ষণ পদ্ধতিতে সেগুলোতে কৃষি এবং ফলের বাগান করার জন্য সে জমিকে উপযুক্ত করার জন্য সরকার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---যে সমস্ত ভূমিহীন পরিবারকে অসমতল ভূমি, লুংগা এবং উতলা ভূমির উপর পুনর্বাসন দেওয়া হবে এই সমস্ত জমি চাষ উপযোগী করে তোলার জন্য, অর্থাৎ সেগুলিকে সমতল করে নেবার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আপাততঃ শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকী দিয়ে তারা যে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ করেন তা দিয়ে ভূমিহীনেরা সেগুলি ঠিক করে নিতে পারেন। সেই উচু নীচু জমিকে সমান করে, নালা কেটে ঠিক করা, সব কাজই তারা করতে পারবেন শতকরা ৫০ ভাগ ভতুকী দিয়ে। এ ব্যাপারে কোন কোন ভূমিহীন এখন থেকেই সরকারের কাছে বক্তব্য রেখেছেন যে এটাকে বাড়ানো যায় কি না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---এই সয়েল কনজারভেশন কাজের জন্য যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষি বিভাগের কাজের সংগে তা সামঞ্জস্য না থাকার ফলে এই কাজ ব্যহত হচ্ছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা যেহেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে হয় সে জন্য বিশেষ জ্ঞ দরকার আছে এবং সেই বিশেষজ্ঞ কৃষি দপ্তর থেকে দেওয়া হয়। আবার কতগুলি আছে যেমন ছড়ার ট্রিটমেন্ট করতে হয় সেগুলি পুর্ত দপ্তর থেকে করতে হয়। বালি সরানো ইত্যাদি কাজ পুর্ত দপ্তরের পরামর্শে না হলে অপব্যয় হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বিলম্ব হতে পারে। আর একটি তথ্য আমি দিতে চাই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ভূমিহীন কলোনীতে সরকারের খাস জমিতে যদি কোন কাজ করতে হয় তা হলে সেখানে সরকার ১০০ টাকা ভর্তুকী দিয়েও কাজ করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৪

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৪।

প্রশ্ন

১। মোহনপুর থেকে চাচু বাজার রাস্তা সোলিং, মেটেলিং করার পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে কবে পর্যন্ত কাজ আরম্ভ হবে, এবং

৩। যদি না থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং এখন অবধি ০ কি. মি. হইতে ৩৫ কি. মি. পর্যন্ত মেটেলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বাকী অংশ বর্তমান আর্থিক বৎসরে শেষ হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---গত বছর ঠিকাদার কাজ আরম্ভ করে নাই। দ্বিতীয় অংশের যেটা সেটা মনে হচ্ছে কন্টাকটার কাজ করবেন না। আমরা আশা করছি অন্য কোন কন্ট্রাকটার সেখানে নিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার' কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫১।

প্রশ্ন

১। খরায় আমন ফসলের কত ভাগ নষ্ট করেছে ?

২। রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি মিটানোর জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ? এবং

৩। বরো ফসলের চাষের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইসব ব্যাপারে সঠিক তথ্য এখনও দেওয়া যাচ্ছেনা। আনুমানিক কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এর আগেও। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি সঠিক তথ্য দিতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---বিগত বরো ফসল এর সময়ে কয়টা ইরিগেশান স্কীমকে কাজে লাগানো হয়েছিল ?

শ্রীনপেন চক্রবর্তী ঃ---আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেব।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---এই যে খরায় ক্ষতি হয়েছে সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন কিনা এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন সমীক্ষক দল ত্রিপুরায় এসে সমীক্ষা করেছিলেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে সমীক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষক দল এসেছিলেন এবং তাঁরা খরার জন্য অতিরিক্ত কিছু প্ল্যানের বরাদ্দ দিয়েছিলেন। আমরা ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা এই ব্যাপারে পেয়েছি এবং আমরা বিভিন্ন কাজে এই টাকা খরচ করেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---এই ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---রামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

প্রশ্ন

১। জমিতে জলসেচের উদ্দেশ্যে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত হাফলং ছড়ার উজানে পাহাড়ের পাদদেশে স্থায়ী বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

২। এই মহকুমার আর কোন স্থানে জলাধার তৈরী করে জলসেচের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে এরকম কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নাই।

২। আপাততঃ না। তবে একটা ডাইভারসান স্কীমের পরিকল্পনা আছে। সেটা আমরা এই বছরে কাজে হাত দিতে পারব বলে আশা করি।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবশ্যই অবগত আছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ লোক কৃষক এবং তাদের হাতে যে পরিমাণ জমি থাকার কথা ঠিক সেই পরিমাণ জমি নেই। কাজেই ত্রিপুরাতে খাদ্যাভাব সব সময়ে লেগে আছে। এমতাবস্থায় কৃষকেরা যাতে তাদের জমিতে বেশী পরিমাণ ফসল ফলাতে পারে, সেজন্য তাদের স্বার্থে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করবার চেষ্টা করবেন কিনা জানতে পারি কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা অত্যন্ত গর্বের সহিত এটা বলতে পারি যে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা মিডিয়াম প্রজেক্ট হিসাবে ইতিমধ্যে গোমতী নদীতে একটা ব্যারেজ তৈরী করছি যাতে হাজার হাজার কৃষকের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারে। এই রকম চেষ্টা গত ৩০ বছরের মধ্যে কখনও করা হয় নি। ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব কৃষকদের যে মূল সমস্যা—খরা এবং বন্যা যার দ্বারা জমিতে ভাল ফসল হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করে এবং ত্রিপুরার জমিতে তিনটি ফসল করার কোন ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত হয় নি, এই সরকার সেই কাজ-টাও হাতে নিয়েছেন এবং তার জন্য ৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোমতী ব্যারেজ করা হচ্ছে এবং এবার থেকেই এই ব্যারেজের কাজ শুরু করা হবে। তারপর খোয়াই নদীতেও আর একটা ব্যারেজ করে হাজার হাজার কৃষকের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে। আর এজন্যও আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠিয়েছি এবং সেটার অনুমোদন পেলেই আমরা কাজে হাত দিতে পারব বলে আশা করছি।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—আমরা দীর্ঘদিন যাবত শুনে আসছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করা হবে এবং সেই সব জলাধার থেকে কৃষকদের জমিতে জলসেচ করার ব্যবস্থা হবে। অথচ আমরা দেখেছি কোন কাজেই হাত দেওয়া হচ্ছে না। তাই আমি জানতে চাই যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব কৃষকদের স্বার্থে এই সব কাজগুলি করতে আর কতদিন সময় লাগবে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, এসব কাজ করতে হলে থরো ইন্ভেষ্টিগেশানের দরকার হয়। এই বছরে আমরা মোট ১৬টি ডাইভার্সান স্কীম তৈরী করে তারপর কাজে হাত দেব। সাধারণতঃ এক একটা ডাইভার্সান স্কীম কমপ্লিট করতে হলেও ২।৩ বছর সময় লেগে যেতে পারে। কাজেই সবগুলি আমরা এক বছরের মধ্যে করতে পারবনা। যা হউক আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সেচ ব্যবস্থাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং সরকার এই সম্পর্কে যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা খুবই লক্ষ্যণীয়। কারণ আমরা পি, ডব্লিউ, ডি থেকে আলাদা করে আর একটা প্যারালাল ডিপার্টমেন্ট এজন্য করেছি যাতে এর একটা স্থায়ী সমাধান হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৭, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কয়টি ল্যাম্পস আছে ?

২) কমলপুর মহকুমার আমবাসার হালাহালিতে একটি করে ল্যাম্পস স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩) ইহা কি সত্য কমলপুর মহকুমার মাণিকভাণ্ডারে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের একটি শাখা খোলা হবে ?

৪) যদি সত্য হয় তবে কবে পর্য্যন্ত ইহার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তর

১. ত্রিপুরায় ৩৯টি ল্যাম্পস রয়েছে।

২) কমলপুর মহকুমার আমবাসায় একটি ল্যাম্প এবং কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত অন্যান্য সাব-প্লেন অধীন এলাকা লইয়া হালাহালিতে কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় করিয়া আর একটি ল্যাম্পস স্থাপনের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

৩) না, কমলপুর মহকুমার মাণিকভাণ্ডারে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের শাখা খোলার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ- -এই যে ৩৯টি ল্যাম্পস আছে, সেই ল্যাম্পস কো-অপারেটিভ এলাকার কিছু উপজাতি সদস্যকে সরকার থেকে ৪০ টাকা করে শেয়ারের টাকা দেওয়ার যে কথা ছিল, সেটা দেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এস, এফ, ডি থেকে ৪টি শেয়ারের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক এই রকম কত লোককে দেওয়া হয়েছে, সেই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে যতটুকু জানা গেছে, তার থেকে আমি বলতে পারি যে সব সদস্যদের কাছে এই সুযোগটা পেঁাছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি সত্য যে কো-অপারেটিভের আগের যারা সদস্য রয়েছেন, তাদেরকে ল্যাম্পস অথবা প্যাকসের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, ল্যাম্পস এবং প্যাকস কোন কোন এলাকা নিয়ে সংগঠিত হবে তা আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে। কাজেই সেইসব এলাকার মধ্যে যে সমস্ত কো অপারেটিভ রয়েছে এবং তাদের যারা সদস্য রয়েছেন তাদের সংযুক্তি করণের পথে কিছু কিছু বাঁধা দেখা দিচ্ছে আর সেজন্যই আমরা এই অধিবেশনে কো-অপারেটিভ এ্যাকটের একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি, যাতে করে এসব বাধাগুলি দূর করা যায় এবং আমরা আশা করছি যে এর ফলে তাদের সংযুক্তিকরণের কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা যাবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ----মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, পুরানো ল্যাম্পসের যে এরিয়া সেই এরিয়া এমনই দুর্গম, উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি যে টাকারজলা এলাকার যে ল্যাম্পস আছে, সেই ল্যাম্পসের এরিয়া জিরানীয়ার রাধাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই

এই সমস্ত দুর্গম এরিয়া যেগুলি আছে, সেগুলি ল্যাম্পসের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হবে কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ল্যাম্পস এবং প্যাকস—এই গুলি কেন্দ্রের কতগুলি গাইড লাইন অনুসারে করা হয়েছে----কত পপোলেশান ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি দেখা যায় যে কোন জায়গার লোক বসতি ছড়ান আছে — পার্টিকুলারলী উপজাতি এলাকাগুলি----তাহলে সেগুলি ছোট করার জন্য নিশ্চয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তৈদু, অম্পি, মালবাসা এলাকাতে উপজাতিদের সরকারীভাবে চাষের জন্য যে সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল তার মধ্যে একজনকেও দেওয়া হয় নাই। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ----মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা নিশ্চয় দেখা যেতে পারে যতে তারা পায়----তবে এই ব্যাপারে যারা সদস্য তাদেরই পাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। ল্যাম্পস নিজে থেকে তাদের পাইয়ে দেবে না। এটা তদন্ত করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কাঞ্চনবাড়ীতে লার্জ সাইজ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ নামে একটা সোসাইটি ছিল। এখন সেখানে নূতন আরও তিনটা ল্যাম্পস খোলা হয়েছে। যারা পরানো সদস্য ছিলেন তাদের কিছু টাকা বকেয়া দেনা আছে বলে তাদের আর ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি যে তাদের ঋণ দেওয়ার জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা একটা স্পেসিফিক কেস। এটা নিশ্চয় তদন্ত করে দেখা যেতে পারে। তবে আপনার অনুমতি নিয়ে একটা কথা মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়ার প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই যে, তৈদু, অম্পি এবং মালবাসায় এ পর্যন্ত ৪২৫ জন এবং পরে আরও ২৫০ জনকে ৪০ টাকা সাবপ্ল্যান থেকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনেক ট্রাইবেল সাব প্ল্যান এলাকা ল্যাম্পেসের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না এবং অনেক সাব প্ল্যান এলাকায় ল্যাম্পস হচ্ছে না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমার জানা নাই তবে এই রকম এলাকা যদি থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয় ল্যাম্পসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অনেকগুলি ল্যাম্পস এবং প্যাকসের ব্যাংকের এলোকেশানের ব্যাপারে, সরকার থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ব্লক তাদের ব্যাংকের ব্যাপারে কোন রি-এলোকেশান-এর প্রস্তাব আছে কি না ?

সেই ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাংকের নাম পরিবর্তন করে নূতন ব্যাংকের আওতায় নিয়ে আসার জন্য জানান হয়েছে। কিন্তু সেই এলোকেশান ঠিক না হওয়ার জন্য পুরানো ব্যাংকও সাহায্য দিচ্ছে না আবার নূতন ব্যাংকও এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তাতে চাষীরা ব্যাংক ঋণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন---তবে মাননীয় সদস্যদের জানা দরকার যে পঞ্চায়েতগুলি ব্যাংকের আওতায় আনা হয়েছে। এবং সেই ব্যাপারে এই রকম দেখা গেছে যে ব্যাংককে যে এলাকা দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাংক থেকে সেই এলাকায় যারা ঋণ নিতে চান তারা সবাইকে সুযোগ দিতে পারছে না। তাতে এই দাবী উঠেছে আমাদের অন্য ব্যাংক থেকে সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক। এটাই মাননীয় সদস্য সম্ভবত বলতে চেয়েছেন। তার মধ্যে ব্যাংকের অসুবিধা হচ্ছে---ধরুন একটা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক একটা এলাকায় কাজ করছেন এবং সেই এলাকায় তার কিছু ডিফল্টারর্স আছে। এখন সেখানে যদি অন্য কোন ব্যাঙ্ক এসে কাজ করতে চান তাহলে যারা ডিফল্টার্স তাদের চিনে নেওয়ার কোন সুবিধা থাকে না। সেই সব ডিফল্টারদের লিষ্ট যদি দেওয়া হয় তা হলে অন্য কোন ব্যাংকের আওতার মধ্যে এনে সুযোগ দেওয়া হবে যদি দেখা যায় সেই এলাকার জনসাধারণের প্রয়োজনে সেই ব্যাংক কোন লগনি করছে না। আমি মাঝে মাঝে ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা করি এবং এলাকাগুলি পুনর্বিন্যাস করার জন্য বলি। এবং মাননীয় সদস্যরা দেখে থাকবেন যে একটা দুইটা নূতন শাখা খোলা হচ্ছে। এই রকম অনেক এলাকা আছে যে সব এলাকাতে নূতন শাখা খোলে কভার করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যদের যদি কোন পরামর্শ থাকে রি এলোকেশান সম্পর্কে অথবা কোন নূতন শাখা খোলার ব্যাপারে যেমন এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে কমলপুরের মানিকভাণ্ডারে শাখা খোলার প্রয়োজন আছে। আমরা নিশ্চয় এটা বিবেচনা করে দেখতে পারি যাতে সেখানে শাখা খোলা হয়। এইভাবে মাননীয় সদস্যরা যদি বলেন নূতন ব্যাংক খোললে সুযোগ সুবিধা বাড়বে তাহলে সেই সব জায়গায় নূতন শাখা খোলা হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ঐ ল্যাম্পসের মাধ্যমে কৃষকদের যে কনজামশান লোন দেওয়া হয়েছে, গত খরাতে কৃষকদের পৌষ ফসল ভাল না হওয়ার জন্য তাদের ঋণ মুকুবের কোন পরিকল্পনা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব ব্যংকের টাকা মুকুবের কথা নিয়ে যেন কৃষকদের কাছে না যান। তাতে অসুবিধা হবে---রিজার্ভ ব্যাংক আমাদের টাকা দেয়-- দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে ডিফলটার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন কো-অপারেটিভ ব্যংকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে রিজার্ভ ব্যাংক তাতে আর টাকা দিতে চাইছেনা। তখন আমরা গ্যারান্টি দিয়ে তাকে ৪০ লাখ টাকা এই শর্তে দেওয়া হয়েছে যে তার শতকরা ৬০ ভাগ

টাকা যাতে আদায় হয় সেটা আমরা দেখব। আমাদের এখানে প্রচুর ডিফলটার হয়েছে। বরং আমার অনুরোধ মাননীয় সদস্যরা দেখবেন যে যারা উইলফুল ডিফলটার তাদের কাছ থেকে যাতে টাকাগুলি আদায় হয়। আমরা নন-উইলফুল ডিফলটার তাদের উপর আমরা এক্ষণেই চাপ দেবনা। তবু আপনারা চেষ্টা করবেন যাতে তাদের টাকাগুলিও আদায় হয় এবং এই রকম ভাবে মাননীয় সদস্যরা ঋণের টাকাগুলি আদায় যাতে হয় সেই ব্যাপারে সাহায্য করে বাংকের কাজ সম্প্রসারণের সুযোগ করে দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ-- শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৯২, ইরিগেশন অ্যাণ্ড ফ্লাড কনট্রোল ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোশ্চেন নং ১৯২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে দপ্তরের উদ্যোগের অভাবেই নাকি খোয়াই শহরের পানীয় জল সরবরাহের কাজ সম্পন্ন হয় নি।	১) না।
২) সত্য না হলে আজ অবধি কাজটি শেষ না হওয়ার কারণ কি ?	২) গভীর নলকূপটি ঠিকমত কাজ না করার জন্যে প্রকল্পটি চালু করার দেরী হইতেছে।
৩) উক্ত প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং এ পর্য্যন্ত কত টাকা কি কি বাবদ খরচ করা হয়েছে ?	৩) খোয়াই শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কোন প্রকল্প অদ্যাবধি মঞ্জুর হয় নি। তবে শহরের কাছাকাছি গণকিতে গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য সর্বমোট দশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এষ্টিমেট অনুমোদন ছিল।

প্রকল্পে এ পর্য্যন্ত খরচ নিম্নরূপ ঃ--

১) পাম্প হাউস ও পাম্প বাবদ খরচ ৬৯,৮৮০ টাকা।

২) পাইপ লাইন বাবদ খরচ-- ৬,৬৬,১৯০ টাকা।

মোট ঃ-- ৭,৩৫,০৭০ টাকা।

৪) আগামী মার্চের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হবে কি ?	৪) যদি গভীর নলকূপটি ঠিকমত কাজ করে তবে আগামী মার্চের মধ্যে গণকি প্রকল্পের কাজটি সম্পন্ন করার আশা করা যায়। খোয়াই শহরের প্রকল্পের জন্য এই বৎসরে তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

৫) যদি না হয় তাহার কারণ ? — ৫) উপরোক্ত উত্তরের ভিত্তিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিমল সিং ঃ— স্যাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ওয়াটার সাপ্লাই এর কতটা স্কীম আছে যেগুলি এখনও সম্পন্ন হয় নি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২০১, পাবলিক ওয়াকর্স ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২০১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সারা রাজ্য কতজন বেকার পার্টনারশীপ ডীড করে ঠিকাদারী কাজের জন্য দপ্তরে নাম নথীভুক্ত করেছেন ?	১। ১৮২৩ জনের নাম রেজিষ্ট্রী ভুক্ত হয়েছে আর সংস্থা হয়েছে ৬০৮টি। রেজিষ্ট্রী ফার্মগুলির ব্রেক আপ দিচ্ছি।

সদর খোয়াই	৭৮০ জন	২৬০টি সংস্থার মাধ্যমে।
ধর্মনগর	৩৭ ,,	১২ ,, ,,
কৈলাশহর	১৮ ,,	৬ ,, ,,
কমলপুর	১১৭ ,,	৩৯ ,, ,,
উদয়পুর	৬৩০ ,,	২১০ ,, ,,
সোনামুড়া	৬১ ,,	২১ ,, ,,
বিলোনীয়া	১৩৫ ,,	৪৫ ,, ,,
সাব্রুম	৪২ ,,	১৪ ,, ,,
অমরপুর	৩ ,,	১ ,, ,,

২) কোন বিভাগে কতজন এ পর্য্যন্ত ঠিকাদারীর কাজ পেয়েছেন!	২) পূর্ত বিভাগে ১১৭৪ জন ৩৯১টি সংস্থার মাধ্যমে কাজ পেয়েছেন।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে বেকারদের জন্য বামফ্রণ্ট সরকার পার্টনারশীপ ডিড্ চালু করে যে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন তাতে রাজ্যের কিছু কিছু বড় বড় কনট্রাকটার, এনলিসটেড কনট্রাকটার, তাদের ছেলে বা মেয়ের নামে এই ডিড্ করে কাজ করছে। যার ফলে বেকার কনট্রাকটাররা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম ঘটনা হচ্ছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারসদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যারা বড় কনট্রাকটার, যাদের এনলিসটমেণ্ট আছে তাদেরকে ভাল করে স্ক্রুটিনি করে তাদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, একই ফার্মকে ৫-৬টা করে কাজ দেয়া হয়েছে এবং কোন কোন ফার্মকে একেবারেই কাজ দেওয়া হয় নি এবং অফিসে তাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম ঘটনা হয়েছে। এবং হওয়ার পরে সেটা আলোচনা করে গভাণমেন্ট থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সিরিয়েল মেনটেইন করে রোটেশনে কাজ দেওয়া হবে। এত বেশী ফার্ম হয়েছে সবাইকে আমরা কাজ দিতে পারছি না। তবে ছোট ছোট কাজ সৃষ্টি করে বন্টন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত বেকার নূতন করে পার্টনারশীপ ডীড করে কাজে নেমেছেন সরকারী পূর্তদপ্তর নানা কায়দায়, নানারকম দুর্নিতীর মাধ্যমে ওদেরকে বঞ্চিত করছে, ওদেরকে নানাভাবে হয়রানি করছে এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ পেলে আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, উদয়পুরে তিনজন উপজাতি বেকার, গড়িয়া ফার্ম, ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার মত কাজ করছিল কিন্তু পূর্ত দপ্তরের এস ডি ও ও সমন্বয় ভুকত কর্মচারী...... .

.... গন্ডগোল...... . ...

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, নির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে হবে। সে অফিসারের নাম কি, কর্মচারীর নাম কি, তিনি সমন্বয় ভুক্ত বা ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির সদস্যই হউক দুর্নীতি করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এটা বড় মারাত্মক অভিযোগ। কাজেই মাননীয় সদস্যকে নিদিষ্ট অভিযোগ দিতে হবে।

শ্রীবিমল সিংহা ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অনেকগুলি ফার্ম হয়েছে। কিন্তু এটা দেখা যায় যে অনেকগুলি কাজ একটা টেনডারের মধ্যে দিয়ে কল করা হয়। যেমন একজন বড় কনট্রাকটার তার একলক্ষ টাকার এনলিসটমেন্ট আছে। ওরা সেখানে কমপিট করতে পারে কিন্তু ছোট ছোট কনট্রাকটার যারা বেকার তারা সেখানে কমপিট করতে পারছে না। ফলে তাদের ইনটারেষ্ট নষ্ট হচ্ছে। এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু শিক্ষিত বেকারদের এত চাকুরী দিতে পারব না সেই জন্য আমরা এই সুবিধা করছি। সাধারণ ভাবে প্রত্যেক ইন্জিনীয়ারস্‌দেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে বড় কাজগুলিকে ভাগ করে যাতে দেওয়া হয়। কাজেই কোন নিদিষ্ট অভিযোগ যদি মাননীয় সদস্যরা দেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকারঃ- কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নগুলির উপর এ সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি নিম্ন লিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।

১। শ্রীগৌতম দত্ত।

২। শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

৩। শ্রীস্বরাইজাম কামিনি ঠাকুর সিং।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌতম দত্ত কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ—

> "গত কিছু দিন যাবৎ কংগ্রেস (আই) কর্ম্মীদের দৌরাত্মপনা এবং গত ১৬.১.৮০ ইং অপরাহ্নে বিশালগড়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হামলা এবং একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীকে আহত করা সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—এই সম্পর্কে ২১শে জানুয়ারী আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২১শে জানুয়ারী বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হল ঃ—

> "গত ১৬.১.৮০ ইং সন্ধ্যা ৭টার সময় বটতলার কারমাইকেল ব্রীজের (জহর) সামনে অগ্নিকাণ্ড হওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—এটাও আমি ২১শে জানুয়ারী দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় ২১শে জানুয়ারী বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীস্বরাইজাম কামিনি ঠাকুর সিং কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ—

> "গত ১৫ই জানুয়ারী রাত অনুমান ৮ ঘটিকায় দুস্কৃতকারীগণের দ্বারা অগ্নি সংযোগের ফলে খোয়াই তহশিল অফিসের সমস্ত রেকর্ড ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, ২১শে জানুয়ারী বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় ২১শে জানুয়ারী বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ-

"সম্প্রতি তাকমাছড়া (বিলোনীয়া) রাবার প্লেন্টেশন অফিসে টাকা পয়সা লুট হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ----মাননীয় স্পীকার স্যার, তাকমাছড়া রাবার প্লেন্টেশন অফিসটি বিলোনীয়া পুলিশ ষ্টেশন হইতে ত্রিশ (৩০) কিলোমিটার উত্তর পূর্বে এবং মনপাথার পুলিশ চৌকি হইতে চার কিলোমিটার উত্তর পূর্বে অবস্থিত। ইহার নিকটবর্তী রিয়াং বস্তিটি আধ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। শ্রীমহেশ চন্দ্র গরবী তাকমাছড়া রাবার প্ল্যান্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক। অফিস এবং ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের বাসস্থানটি একই বাড়ীতে অবস্থিত। শ্রীরবীন্দ্র চাকমা ঐ অফিসের নাইট গার্ডে নিযুক্ত আছেন। প্ল্যান্টেশন সেন্টারের গার্ড শ্রীমণীন্দ্র দেবনাথ ও ঐ স্থানে অবস্থান করেন।

গত ২৭।২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং তারিখে রাত অনুমান দুই ঘটিকার সময় বিলোনীয়া থানার অন্তর্গত তাকমাছড়া প্ল্যান্টেশন অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অফিস ও আবাস গৃহের কাঠের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রায় ১৫।১৬ জন দুর্বৃত্ত প্রবেশ করিয়া নাইট গার্ড শ্রীরবীন্দ্র চাকমা, গার্ড মণীন্দ্র দেবনাথ এবং ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীমহেশ চন্দ্র গরবীকে আক্রমণ করিয়া লাঠি দিয়া আঘাত করে। দুর্বৃত্তরা বল প্রয়োগে অফিসের লোহার সিন্দুকে গচ্ছিত সরকারী টাকা মং ১১,৮৫১·৪১ পয়সা এবং ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীগরবীর নিজস্ব জিনিসপত্র আনুমানিক ৯৯৩ টাকা মূল্যের লুট করিয়া নিয়া যায়।

শ্রীমহেশ চন্দ্র গরবী এই ডাকাতির পরিপ্রেক্ষিতে বিলোনীয়া থানায় গত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং তারিখ অভিযোগ পেশ করেন। খবর পেয়ে বিলোনীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ২৮শে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় ঘটনা স্থলে এসে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন। শ্রীগরবীর অভিযোগটি বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে গার্ড শ্রীমণীন্দ্র দেবনাথ দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে একজনকে তাকমাছড়ার বিপেন্দ্র রিয়াং বলে সনাক্ত করে। অভিযুক্ত শ্রীবিপেন্দ্র রিয়াংকে গত ২৮।১২।৭৯ ইং তারিখে তাকমাছড়ায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে গত ২৯।১২।৭৯ ইং তারিখ বিলোনীয়া আদালতে চালান দেওয়া হয়। আসামী বর্তমানে বিলোনীয়া হাজতে আছে। ধৃত বিপেন্দ্র রিয়াং উপজাতি যুব সমিতির একজন সমর্থক বলে পরিচিত। তদন্ত কার্য্য চলিতেছে। বাকী আসামীদের এখনও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। লুন্ঠিত দ্রব্যাদি এখনও উদ্ধার করা যায় নাই। তবে উদ্ধারের জন্য পুলিশ জোর তদন্ত কার্য্য চালাইতেছে

আহত ব্যক্তিদের আঘাত সামান্য বিধায় হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন স্যার, যে ব্যক্তি ধরা পড়েছে সে ছাড়াও আরো ১০।১৫ জনের নাম পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সেইসব আসামীরা প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ কেন তাদের গ্রেপ্তার করছে না এই সম্পর্কে সরকার কিছু অবগত আছেন কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, সমগ্র বিষয়টি এখন আদালতের সামনে। কাজেই এই ব্যাপারে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপেন্দ্র রিয়াংকে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বলেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, বিপেন্দ্র রিয়াং উপজাতি যুব সমিতির সদস্য ত ননই, সমর্থকও নন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি আবার তদন্ত করে দেখাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ----স্যার, নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে। তবে সে তথ্য মাননীয় সদস্যদের ভাল লাগবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ—যে সব ব্যক্তির নাম সন্দেহ করা হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ২ জন সাইকেল চুরি করেছিল বলে কেস আছে। যেদিন কেস দেওয়া হয় সে দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।
নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ---

> "গত ২৮শে ডিসেম্বর বাইখোড়ায় সি, পি, আই, (এম) প্রচার মিছিলের উপর কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত কর্তৃক হামলা এবং গত ৩১শে ডিসেম্বর নলুয়ায় (বিলোনীয়া) সি, পি, আই (এম) পার্টি অফিসের উপর হামলা ও লুঠ করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---গত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শান্তির বাজারে কংগ্রেস (আই) অনুষ্ঠিত এক জনসভায় যোগদানের পর কিছু সংখ্যক কংগ্রেস (আই) সমর্থক দুইটি ট্রাকে করে জোলাইবাড়ী ফিরিবার পথে বাইখোরা থানার ১ কিলো মিটার উত্তরে বেতাগা গ্রামে সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক ২০/২৫ জনের একটি মিছিল অতিক্রম করে। কিছুক্ষণ পরে সি, পি, আই (এম) এর মিছিলটি বাইখোরা বাজারে পৌঁছায়। সেখানে কংগ্রেস (আই) সমর্থিত ব্যক্তিগণও ট্রাক হইতে নামছিল। সি, পি, আই (এম) এর মিছিলটিকে দেখে কংগ্রেস (আই) সমর্থিতরা বলাবলি করে যে, সি, পি, আই (এম) এর সমর্থকগণ তাহাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহা শুনার পর কংগ্রেস (আই) সমর্থকগণ লাঠি নিয়ে

সি, পি, আই (এম) সমর্থিত জনতাকে তাড়া করে মারধর করে। ফলে কয়েকজন সি, পি, আই (এম) সমর্থক আহত হয়। এই আক্রমণের ফলে সি, পি, আই (এম) সমর্থকগণ ভয়ে পলাইয়া যায়। তখন তাদের ফেলে আসা মাইক, সাইকেল ইত্যাদি কংগ্রেস (আই) সমর্থকগণ ভাঙ্গচুর করে এবং তাহাদের এমপ্লিফায়ারটি নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে গো যোগ সমস্ত বাজারে ছড়াইয়া পড়ে এবং সি পি. আই (এম) সমর্থকদের পাল্টা মারধরের ফলে তিন জন কংগ্রেস (আই) সমর্থক আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। এবং ইতিমধ্যেই ট্রাক দুইটি কংগ্রেস (আই) সমর্থকদিগকে নিয়ে জোলাইবাড়ী অভিমুখে চলে যায়। পরিস্থিতিও শান্ত আকার ধারণ করে। এই ঘটনায় সি, পি, আই (এম) সমর্থক পশ্চিম চরকবাই গ্রামের শ্রীঅমল মল্লিকের অভিযোগক্রমে বাইখোরা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৩।৪২৭।৩৭৯ ধারায় এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩নং ধারায় একটি মামলা ৬ (১২) ৭৯ নথিভুক্ত করা হয়। কংগ্রেস (আই) সমর্থক পূর্ব চরকবাই গ্রামের শ্রীসুনীল সরকারের পাল্টা অভিযোগ ক্রমে বাইখোরা থানায় আরও একটি অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৪৪৭। ৩২৫ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়। কেইস নং ৭(১২)৭৯। সি, পি, আই (এম) সমর্থিত আহত তিন জন ব্যক্তি হলেন (১) শ্রীঅমর মল্লিক, (২) শ্রীনির্মল মল্লিক, (৩) শ্রীভাস্কর চক্রবর্ত্তী। তাহারা সবাই পশ্চিম চরকবাই গ্রামের অধিবাসী। কংগ্রেস (আই) সমর্থিত আহত তিন ব্যক্তি পূর্ব চরকবাই গ্রামের বাসিন্দা। তাহাদের নাম ( ) শ্রীসুনীল সরকার, (২) শ্রীধীরেন্দ্রকুমার মুহুরী এবং (৩) শ্রীমঙ্গল সরকার।

সি পি, আই, (এম) সমর্থক শ্রীঅমল মল্লিকের অভিযোগের ভিত্তিতে শ্রীঅধীর ধর এবং শ্রীকল্পতরু ধর নামে দুই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপার্দ্দ করেন। খোয়া যাওয়া এমপ্লিফায়ারটি উদ্ধারের জন্য পুলিশ চেষ্টা করিতেছেন এবং বাকী আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য তদন্ত চলিতেছে। কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রীসুনীল সরকারের অভিযোগের উপর প্রমাণ অভাবে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। উভয় অভিযোগের তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---গত ৩১. ১২. ৭৯ইং তারিখে অনুমান ৪০০ কংগ্রেস (আই) সমর্থক মিটিং করার জন্য নলুয়া যায়। তাহাদের মধ্যে প্রায় ৩৫০ জন সাইকেলে যায়। ঐ দিন বেলা অনুমান ৪-৩০ মিঃ এর সময় কয়েকজন সি. পি. আই (এম) কর্মী নলুয়ায় কর্তব্য রত পুলিশের সাব-ইন্সপেকটর শ্রীনিরঞ্জন নাথের নিকট অভিযোগ করেন যে. নলুয়ায় মিটিং করার জন্য আগত কতিপয় কংগ্রেস (আই) সমর্থক তাহাদের সি. পি. আই. (এম) পার্টির পতাকা ছিড়ে ফেলেছে এবং পতাকা দণ্ডটি বাকা করিয়া রাখে। প্রায় সন্ধা ৬ ঘটিকার সময় কংগ্রেস (আই) ও সি. পি. আই (এম) সমর্থকদের মধ্যে তর্কাতর্কি আরম্ভ হয়। পরে প্রায় ৭০০।৮০০ সি. পি. আই (এম) সমর্থক ও শান্তিসেনা সেখানে জড় হয়। এই গণ্ডগোলে তিনজন কংগ্রেস (আই) একজন সি. পি. আই (এম) সমর্থক আহত হয়। একটি বোমা ফাটানো হয়। পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে শূন্যে তিন রাউণ্ড গুলি ছুড়ে। দক্ষিণ ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রায় ৮ ঘটিকায় সময় নলুয়ায় পৌছান এবং রাত্রি

প্রায় ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। কংগ্রেস (আই) সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৪৪৮।৪২৭।৩৮০ ও বিস্ফোরক দ্রব্যের আইনের ৩নং ধারায় মোকদ্দমা নং ১ (১) ৮০ নথিভুক্ত করা হয়। অনুরূপ বিলোনীয়া থানায় আর একটি পাল্টা মোকদ্দমা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫।৩০৭ এবং বিস্ফোরক দ্রব্যের ৩নং ধারায় মোকদ্দমা নং ২ (১) ৮০ নথিভুক্ত করা হয়।

মোকদ্দমা নং ১(১)৮০ অনুযায়ী কংগ্রেস (আই) সমর্থক প্রাক্তন বিধানসভার সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত সহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আদালতে প্রেরন করা হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ৯. ১. ৮০ ইং এবং অন্যান্যরা ৩. ১. ৮০ ইং তারিখ আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পান।

উপদ্রুত এলকায় একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়। এস. ডি. ও. এবং এস. ডি. পিও এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি মিটিং করা হয়। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হইয়াছে।

গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :---

১।	শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত, প্রাক্তন বিধায়ক	কৃষ্ণনগর।
২।	শ্রীতপন ভৌমিক,	ঐ
৩।	শ্রীসুজিত সেন,	হরপুর।
৪।	শ্রীনকুল সরকার,	সারাসিয়া।
৫।	শ্রীধনঞ্জয় মজুমদার,	কৃষ্ণনগর।
৬।	শ্রীতমাল দত্ত,	কৃষ্ণনগর।
৭।	শ্রীপংকজ মল্লিক,	শান্তিরবাজার।

শ্রীবাদল চৌধুরী :---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা, কংগ্রেস (আই) সমর্থকরা এর আগে কমরেড পরেশ দেববর্মাকে খুন করেছিল এবং নারী মিছিলের উপর আক্রমন করেছিল। এলাকার মানুষ তাদের ঐ সমস্ত কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করেছে। কংগ্রেস (আই) সমর্থকরা সাব্রুম, উদয়পুর, জুলাইবাড়ী, শান্তিরবাজার এবং বিলোনীয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাইকেলে মিছিল করে সি. পি. আই (এম) পার্টি অফিসের সামনে মিটিং ডাকে এবং পার্টি অফিসের পতাকা ছিড়ে ফেলে এবং সেখানে যে সমস্ত সাইকেল ছিল সেগুলি ভাংগচুর করে এবং পরবর্ত্তী সময়ে নলুয়া বাজার এলাকায় সমগ্র নিরহ মানুষের উপর আক্রমন করেছে। এই মিছিল যখন ফিরে আসছিল তখন সেখানে শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর বোমা নিক্ষেপ করে, ফলে ৭।৮ জন কমিউনিষ্ট সমর্থক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং তাদের মধ্যে ৪।৫ জনকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। পুলিশ ও গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দেয় এবং তাদেরকে রক্ষা করার জন্য ১১ রাউণ্ড গুলি ছোড়ে এবং কংগ্রেস (আই) নেতা শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত নিজের রিভলভার ইউজ করেন এবং সেখানকার শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উপর অনেক অত্যাচার করেন? এগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং সুষ্ঠু তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং পুলিশ যে ভূমিকা নিয়েছে তারও তদন্ত করবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :---মাননীয় স্পীকার স্যার, অন্যান্য অংশের মানুষ এই ঘটনায় জড়িত কিনা? সেই তথ্য এখানে নেই। তবে দক্ষিণ ত্রিপুরার মধ্যে শান্তির বাজার এলাকা ঘটনাস্থল থেকে বেশী দূরে নয়। সুতরাং ঐ এলাকা থেকে এই ঘটনায় অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। অন্যান্য যে ঘটনা গুলি সংগঠিত হয়েছে, সেগুলি এই ঘটনার সংগে জড়িত নয় বলে এই বিবৃতিতে আসে নি। মাননীয় সদস্য এখানে যে অভিযোগ করেছেন সে ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করবে এবং পুলিশের তরফ থেকে কোন ত্রুটি হয়েছে কিনা এবং রিভলভার থেকে কোন গুলি ছোড়া হয়েছে কিনা সেগুলিও তদন্তকারী অফিসার নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীগৌতম দত্ত :---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, নলুয়ার এই ঘটনার সংগে বিশালগড় নিবাসী শ্রীদেবপ্রসাদ চৌধুরী, ডাকনাম শ্রীঅনিল চৌধুরী জড়িত কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? কারণ এই ঘটনার পর তাকে আহত অবস্থায় বাড়ীতে পলাতক দেখা গেছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :---মিঃ স্পীকার স্যার, আমার হাতে এই সব তথ্য নাই। যিনি তদন্ত করবেন, সেই তদন্তকারী অফিসার এই সমস্ত বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, যে সমস্ত শান্তি সেনা তীর নিয়ে কংগ্রেস (আই) সমর্থকদের উপর আক্রমন চালিয়ে আহত করেছে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :---তীর নিয়ে কেউ আক্রমন করেছে। এমন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :---মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেস (আই) প্রার্থী শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য শান্তিরবাজারে এক জনসভা করতে গিয়ে তার সমর্থকদের নির্দেশ দেন যেখানে বামফ্রন্ট সমর্থক পরিচয় পাবে, তাদের উপর আক্রমন করবে, যাতে করে ভোটের বাক্সে ভোট দিতে না পারে এবং তার অনুচরেরা জুলাইবাড়ী থেকে এসেছে এবং ফেরার পথে কিছু সি, পি, আই (এম) সমর্থকদের উপর বিপদজনক ভাবে আক্রমন করেছে। এই কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা শান্তির বাজার, বিলোনীয়া ও জুলাইবাড়ী এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল এবং নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা এই কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির যুক্ত ভাবে চালিয়েছিল এবং বামফ্রন্ট সকর্থকদের উপর বিভিন্ন ভাবে আক্রমন চালিয়েছিল। এই ক্ষেত্রেও দেখেছি পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করেন নি নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাপন করতে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পকে তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :---স্যার, এটাও ঠিক যে সারা ত্রিপুরার সঙ্গে তুলনা করলে বিলোনীয়া মহকুমায় এই নির্বাচন উপলক্ষ করে কিছু সন্ত্রাস করার চেষ্টা হয়েছে তবে এই সম্পর্কে তদন্ত করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না! পুলিশের ভূমিকা কোন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হয় এবং তার জন্য পুলিশ সক্রিয় থাকে। কাজেই এই সম্পর্কে তদন্ত করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে এই কথা উল্লেখ না থাকার কারণ কি যে পিলাক অঞ্চলে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক যারা রয়েছে তাদের উপর সি,পি,এম-এর কর্মীরা বহু আক্রমণ করেছে, এমন কি তাদের এই কথাও বলা হয়েছে যে তোমরা যদি উপজাতি যুব সমিতি না ছাড় তাহলে তোমাদের খুন করা হবে, এ কথা সত্য কি না মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার মাননীয় সদস্য নিজে যদি কলিং এটেনশন আনতেন তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করা হতো। কিন্তু মাননীয় সদস্য নিজে একটিও কলিং এটেনশন নোটিশ আনেন নি তা থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে এই সমস্ত গোলমাল কারা সৃষ্টি করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

'সাব্রুমে গত ১১ই জানুয়ারী কংগ্রেস (ই) মিছিল হইতে বটতলীতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির গেইট ভাঙ্গা, পতাকা ছিনতাই ও সাব্রুম বাজারে অশোক বসাকের দোকান আক্রমন, উত্তম বসাক, প্রলয় বসাক ও সুখদেব বসাককে আহত করা ও রতন ভট্টাচার্য্যকে গাড়ী চাপা দিয়া মৃত্যু ঘটানো ও হরিনা বাজারের মানিক দে ও ব্রজেন্দ্র মজুমদারের দোকান আক্রমন, আথৈ মগ, বিমল দে পুলীন শীল, ব্রজেন্দ্র মজুমদার, দিলীপ মজুমদার ও সুনীল দেবনাথকে আহত করা সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---গত ১১।১।৮০ইং বিকাল বেলা কংগ্রেস (আই) সমর্থকগণ সাব্রুম থানা এলাকায় পুলিশের অনুমতি নিয়ে চারটি বেসরকারী ট্রাক ও দুইটি বেসরকারী জীপ সহ একটি বিজয় মিছিল বাহির করে। মিছিলটি ছোটখিলে যাওয়ার রাস্তায় পোষ্টার সজ্জিত সি,পি,এম-এর একটি তোরণ ক্ষতিগ্রস্থ করে মিছিলটি ছোট খিল হইতে মনুবাজার ফেরার পথে অনুমান ৫ ঘটিকায় সাব্রুম বাজারে বটতলীতে আসে তখন কিছু সংখ্যক মিছিলকারী উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে পাউডার ছুড়িতে থাকে। এই ব্যাপার নিয়া মিছিলকারী ও জনসাধারণের মধ্যে তর্কাতর্কি আরম্ভ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতার সংখ্যা প্রায় ১৫০০-তে পৌছায়। ফলে মিছিলকারী ও জনসাধারণের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হয়। গণ্ডগোল থামানোর জন্য পুলিশ উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে দুটি টি.আর,গ্যাস সেল ছাড়তে হয় এবং তিন রাউণ্ড গুলিও শূন্যে নিক্ষেপ করতে হয়। এই গণ্ডগোলে মোট ১১ জন আহত হয়। এই ১১ জনের মধ্যে ৫ জন সি.পি,আই (এম) সমর্থক এবং ৫ জন কংগ্রেস (আই) সমর্থক রয়েছেন। তিনজন পুলিশ কনষ্টবলও আহত হয়। কাঁদুনে গ্যাসের ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে থাকে। ছুটন্ত জনতার মধ্যে হরিণা গ্রামের শ্রীরতন আচার্য্য নামে ১৪ বছরের একটি বালক মিছিল কারীদের গাড়ীর চাপায় পড়ে নিহত হয়। মাননীয় সদস্যরা

দেখবেন এই সম্পর্কে খবরের কাগজে একটি বিবৃতি বেরিয়েছে যে রতন আচার্য্যকে পিটিয়ে মারা হয়েছে এটা ঠিক নয়, ভারি গাড়ীর চাপায় তার মৃত্যু হয়েছে। মিছিল-কারীদের ব্যবহৃত ভিন্ন অন্য কোন গাড়ী ঘটনা স্থলে ছিল না। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য মহকুমা শাসক সাব্রুম ও মনুবাজার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করেন। আহত ১১ জনের মধ্যে ৩ জন সি, পি, আই (এম) সমর্থক ও ২ জন কংগ্রেস (আই) সমর্থককে শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, এবং বাকী সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয় ইহার পর সি, পি, আই (এম) সমর্থক সাব্রুমের শ্রীঅশোক বসাকের অভিযোগ ক্রমে গত ১১-১-৮০ ইং তারিখে সর্বশ্রী সমীর দত্ত, মাণিক দত্ত, মাখন নাথ, দুলাল চৌধুরী, অনিমেষ কর, মানিক সাহা ও ১০০/১৫০ জন কংগ্রেস (আই) সমর্থকদের বিরুদ্ধে সাব্রুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯। ৩২৬।৪৪৮।৩২৫ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ৫ নথীভুক্ত করা হয়। কংগ্রেস (আই) সমর্থক দৌলবাড়ি গ্রামের যদুনন্দন সিং এর অভিযোগ ক্রমে একই তারিখে সর্বশ্রী অমর সরকার, বিপ্লব সান্নাল এবং অন্যান্য সি, পি, আই (এম) সমর্থকদের বিরুদ্ধে সাব্রুম থানা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫।৩২৬।৩০৪ এ।২৭৯ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ৬ নথীভুক্ত করা হয়। ময়না তদন্তের পর রতন আচার্য্যের মৃতদেহ আত্মীয়দের উপস্থিতিতে দাহ করা হয়।

প্রাথমিক ময়না তদন্তে জানা যায় যে ভারী গাড়ীর চাপার জন্যই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

উভয় পক্ষের সমর্থকদের নিয়া একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয় এবং পুলিশ টহলদারী জোরদার করা হয়। কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ঃ—

১। শ্রীবিমল দে (২২ বৎসর) হরিণা
২। শ্রীউত্তম বসাক (২৪ বৎসর) সাব্রুম টাউন
৩। শ্রীঅখাই মগ (৪০ বৎসর) হরিণা
সকলেই সি, পি, আই (এম) সমর্থক।
১। শ্রীদুলাল চৌধুরী (৩৮ বৎসর) সাব্রুম টাউন
২। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (২৭ বৎসর) উত্তর গোয়াচন্দ
সকলেই কংগ্রেস (আই) সমর্থক।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয় ঃ—

১। শ্রীপ্রলয় বসাক (২১ বৎসর) সাব্রুম টাউন
২। শ্রীশুখদেব বসাক (৩১ বৎসর) ঐ
সকলেই সি, পি, আই (এম) সমর্থক।
৩। শ্রীসুজল চৌধুরী (২২ বৎসর) মনুবাজার
৪। শ্রীস্বপন পাতারি ( ) ঐ
৫। শ্রীহরেন্দ্র কর পাল (২৫ বৎসর) ঐ

৬। শ্রীপুলিন চন্দ্র শীল ( ) হরিণা।

সকলেই কংগ্রেস (আই) সমর্থক।

সাব্রুমে বটতলীতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভাণ্ডার পতাকা ছিনতাই সম্পর্কে কোন সংবাদ কেহই পুলিশের নিকট প্রদান করেন নাই।

সাব্রুম বাজারের অশোক বসাকের দোকান আক্রমণ, উত্তম বসাক, প্রলয় বসাক ও সুখদেব বসাককে আহত করা ইত্যাদি অভিযোগ সম্পর্কে জানা যায় যে সাব্রুম বাজারে শ্রীঅশোক বসাকের একটি চা-এর দোকান আছে তবে তাহা আক্রান্ত হয় নাই। তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

হরিণা বাজারের মাণিক দে ও ব্রজেন্দ্র মজুমদারের দোকানে আক্রমণ আখই মগ, মিলন দে, পুলিন শীল, ব্রজেন্দ্র মজুমদার ও সুনীল দেবনাথকে আহত করা সম্পর্কে তদন্তে জানা যায় যে হরিণা বাজারে শ্রীমাণিক দে ও ব্রজেন্দ্র মজুমদারের দোকানে আক্রমণ সংক্রান্ত কোন সংবাদ পুলিশের নিকট কেহ প্রদান করে নাই তবে পুলিশের তদন্তে দেখা যায় সর্বশ্রী বিমল দে, আখাইমগ, পুলিন শীল দুবৃত্তদের আক্রমনে হরিনায় আহত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে হরিনার প্রাথমিক চিকিৎসালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। সর্বশ্রী ব্রজেন্দ্র মজুমদার এবং সুনীল দেবনাথ আহত হয়েছেন এই সংবাদ পুলিশের নিকট নাই।

শ্রীসুনীল চোধুরী—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে ঘটনার এখানে উল্লেখ করলেন, তাতে কংগ্রেস আই সমর্থকদের সঙ্গে বটতলীতে পুলিস ছিল এ কথার কোন উল্লেখ নেই। যে পাউডার দেওয়া হয়েছে সেটা রাস্তায় দেওয়া হয়নি, সেটা অশোক বসাকের দোকানে গিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজেই সাব্রুম বাজারে অশোক বসাকের দোকান আক্রমন, উত্তম বসাক, প্রলয় বসাক ও সুখদেব বসাককে আহত করা ও রতন আচার্যকে গাড়ী চাপা দিয়া মৃত্যু ঘটানো ও হরিনার বাজারের মানিক দে ও ব্রজেন্দ্র মজুমদারের দোকান আক্রমন, আখই মগ বিমল দে, পুলিন শীল, ব্রজেন্দ্র মজুমদার, দিলীপ মজুমদার ও সুনীল দেব নাথকে আহত করা সম্পর্কে আমি তো আমার কলিং এটেনশনের মধ্যে সম্পূর্ণ ঘটনা দেবার চেষ্টা করেছি, কাজেই এই যে ঘটনাগুলি ঘটে গেল সেটার সঙ্গে ত্রিপুরার সাধারন মানুষের যোগাযোগ রয়েছে। কাজেই এটা পুনরায় তদন্ত করা হবে কিনা এবং তদন্ত করে সঠিক যে ঘটনা সেটা জানানোর জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাব্রুম বাজারের অশোক বসাকের দোকান আক্রমন, উত্তম বসাক, প্রলয় বসাক, সুখদেব বসাককে আহত করার অভিযোগ সম্পর্কে জানা যায় যে সাব্রুম বাজারে অশোক বসাকের একটা চায়ের দোকান আছে, সেটা আক্রান্ত হয়নি এবং সর্বশ্রী উত্তম বসাক, প্রলয় বসাক, সুখদেব বসাক তারা আহত হন এবং অন্যান্যরাও আহত হন। হরিনা বাজারে মানিক দে ও ব্রজেন্দ্র মজুমদারের দোকান আক্রমন হয় এবং আখই মগ, বিমল দে, পুলিন শীল, ব্রজেন্দ্র মজুমদার ও সুনীল দেবনাথকে অহত করা সম্পর্কে জানা যায় যে, মানিক দে ও তারা পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী আক্রমনে আহত হয়েছিল। কাজেই তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় এবং তার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ – আমার কাছে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এসেছে, আজ দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী কর্তৃক আনিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ—"গত ১২ই জানুয়ারী লেম্বুছড়া বাজারে বাজি পোড়ানো জনিত অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা দোকান পাট ভস্মিভূত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—"গত ১২ই জানুয়ারী লেম্বুছড়া বাজারে বাজী পোড়ানো জনিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে দোকান পাট ভস্মিভূত হওয়া সম্পর্কে।"

গত ১২.১.৮০ইং তারিখে বেলা প্রায় ৩ ঘটিকায় ১০-১২ জন কংগ্রেস (আই) সমর্থক মিছিল করিয়া দমদমিয়া হইতে আগরতলা সীমানা রাস্তা দিয়া লেম্বুছড়া আসে। তাহারা লেম্বুছড়া কংগ্রেস (আই) নির্বাচনী অফিসের সামনে আসিয়া লোকসভায় জয়ের আনন্দে ১০-১২টি পটকা ফাটায় এবং পরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে চলিয়া যায়। তাহারা চলিয়া যাইবার পরই শ্রী সামসু মিঞাঁর কন্যা শ্রীমতি যমুনা বেগম তাহার পিতার চায়ের দোকানটি কংগ্রেস (আই) দলের নির্বাচনী অফিসের জন্য ভাড়া নিয়াছিল সেই দোকানও নিকটবর্ত্তী দক্ষিনের ঘর যাহা সি-পি-আই(এম) এর নির্বাচনী আফিস ছিল তাহার মাঝখানে আগুন দেখিতে পায়। আগুন সঙ্গে সঙ্গেই নিকটবর্ত্তী ঘরগুলিতে ছড়াইয়া পরে। শ্রী সামসু মিঞাঁ প্রায় ৩টা ১২মিঃ এর সময় ৫১৯ নং টেলিফোন হইতে ফায়ার সার্ভিসকে সংবাদ প্রদান করেন, সংবাদ পাওয়ার পর ৩টা ২৫মিঃ এর সময় ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌছে আগুন নিবানোর কাজ আরম্ভ করে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীগণ প্রায় ২ ঘন্টা চেষ্টা করে আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত করেন।

এই অগ্নিকাণ্ডে কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স সহ সাতটি ঘর ভস্মিভূত হয়। তাহাতে ক্ষতির পরিমান ১০,১৩৫, টাকা। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস (আই) এবং সি-পি-আই-(এম) এর অফিস ঘরগুলিও ছিল।

নিম্নে অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিগ্রস্থদের নাম ও ক্ষতির পরিমান দেওয়া গেল ঃ—

১।	শ্রী রাধারমন বণিক। (মনিহারী জিনিষের দোকান)	—১৫০০ টাকা।
২।	কুমারী যমুনা বেগম (কংগ্রেস (আই) অফিস ঘরটির মালিক)	—৪০০ টাকা।
৩।	শ্রী অনিল দেব (সি-পি-আই (এম) অফিসটির মালিক)	—২০০০ টাকা।
৪।	শ্রী মনোরঞ্জন সাহা (মনিহারী জিনিষের দোকান)	—২০০০ টাকা।
৫।	শ্রী রতন দাস (চায়ের দোকান)	—১১৩৫ টাকা।
৬।	শ্রী হারাধন আচার্য্য (দর্জির দোকান)	—২৫০০ টাকা।
৭।	কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স	—৬০০ টাকা।
	মোট	—১০,১৩৫ টাকা।

সেই দিনই সন্ধ্যায় পূর্ব থানা হইতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গমন করে, তদন্ত আরম্ভ করেন। গত ১৩. ১. ৮০ ইং তারিখ একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ঘটনার তদন্তে যান

এবং স্থানীয় স্বাক্ষী ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই। বিমান বন্দরের থানা কর্তৃপক্ষ সি আর পি সির ১৬৭ ধারা অনুযায়ী তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তদন্ত কার্য্য এখনও চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী কর্তৃক আনীত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি, প্রস্তাবটি হল ঃ---

"গত ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং সদর মহকুমার তুলাবাগান কলোনীর নিকটবর্তী স্থানে চন্দ্রমনি দেববর্মার খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই সম্পকে বলবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---"গত ২৯. ১২. ৭৯ ইং তারিখ বৈকাল সিধাই থানার অন্তর্গত উজান ফটিকছড়া নিবাসী চন্দ্রমণি দেববর্মা এবং বৃদ্ধি দেববর্মা এক সঙ্গে দিঘালিয়া বাজার হইতে দিঘালিয়া ফটিকছড়া গ্রাম্য পথে তাদের উজান ফটিকছড়ার বাড়ীতে ফিরিতে ছিল। অনুমান সন্ধ্যা ৫-১৫ মিঃ সময় তাহারা যখন উজান ফটিকছড়া গ্রামে পৌছেন তখন হঠাৎ মুখ কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় দুই অপরিচিত যুবক দা এবং ডেগার নিয়া তাহাদের আক্রমণ করে। উক্ত দুর্বৃত্তগণ ধারালো দা ও ডেগারের সাহায্যে চন্দ্রমণি দেববর্মার দেহে নিম্ন বর্ণিত আঘাত হানে। বুকের বাম পাশে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত একটি গভীর ক্ষত, বুকে একটি কাটা আঘাত, বাম হাতের নিচে ১" কাটা ক্ষত। এই সমস্ত আঘাতের ফলে তিনি মাটিতে অচৈতন্য অবস্থায় পরিয়া যান এবং সহসাই তার মৃত্যু ঘটে। সঙ্গিয় বুদ্ধি দেববর্মার উপরে দুর্বৃত্তেরা আঘাত হানিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি কোন রকমে অক্ষত অবস্থায় পালাইতে সক্ষম হন। সরগোল শুনিয়া নিত্যানন্দ দাস নামে এক ব্যক্তি তাহার ছেলে সহ ঘটনা স্থলে দৌড়াইয়া যান, কিন্তু ততক্ষণে দুর্বৃত্তগণ পালাইয়া যায়। সিধাই থানার অন্তর্গত উজান ফটিকছড়া গ্রামের শ্রীদেবচন্দ্র দেববর্মার অভিযোগ বিগত ২৯. ১২. ৭৯ ইং তারিখে সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ২২(১২)৭৯ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয় এবং সিধাই থানার ক্ষমতা-প্রাপ্ত অফিসার কেইসটি তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তকালে সাক্ষী দ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হয় যে নিহত চন্দ্রমণি দেববর্মা

২৯.১২.৭৯ ইং তারিখে সকাল বেলায় তুলাবাগানের শ্রী সনাতন দাস নামিয় এক ব্যাক্তির নিকট ১০৫ টাকা মূল্যে ২ মণ ১৫ কেজি পাট বিক্রয় করেন। উক্ত দিবস সকাল বেলায় তিনি মোট বিক্রিত মূল্যের মধ্যে মং ৪০ টাকা নগদ গ্রহণ করেন এবং ইহা ঠিক হয় যে বাকী ৬৫ টাকা উক্ত দিবস সন্ধ্যা বেলায় দিঘালিয়া বজারে পরিশোধ করা হইবে। অনুরূপ ভাবে নিহত দেববর্মা বাজার হইতে ৬৫ টাকা আদায় করিয়া তাহার প্রতিবেশী শ্রী বুদ্ধি দেববর্মার সঙ্গে বাড়ী ফিরিতেছিল। অন্ধকার ও নির্জনতার সুযোগ নিয়া অপরিচিত দুবৃত্তগণ নিহত দেববর্মার উপর আক্রমন চালায় এবং তাহার নিকট হইতে ৬৫ টাকা অপহরণ করে। সঙ্গী শ্রী বুদ্ধি দেববর্মা দূর্বৃত্তগণকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই এবং

আজ পর্য্যন্ত দুর্বৃত্তগণকে সনাক্ত করিবার পক্ষে কোন প্রকার সাক্ষী প্রমাণাদি পাওয়া যায় নাই। তাই এই ঘটনায় আজ পযন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নিহত চন্দ্রমনি দেববমা সুখ্যাতি সম্পন্ন লোক ছিলেন এবং সি, পি, আই (এম) এর সমথক বলে পরিচিত ছিলেন। তাহার সহিত উক্ত অঞ্চলের কাহারও শত্রুতা ছিল না। খুনিদের গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। ঘটনাটির অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে।

গভর্নমেন্ট বিজনেস্ (লেজিসলেসান)

সরকারী বিল উত্থাপন

মি: স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ —"দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ (এ্যামেন্ডম্যান্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০) উত্থাপন"। এখন আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ্ সোসাইটিস্ (এ্যামেণ্ডমেন্ট, বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০) হাউসের সামনে উত্থাপিত করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মি ঃ স্পীকার ঃ— এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশান- আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো ঃ —"দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ্ সোসাইটিস্ (এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০) হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হইল)

মি ঃ স্পীকার ঃ—এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা যাচ্ছে এই বিলের কপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

Discussion on the Statement made by the Chif Minister on the Calling Attention Notice.

মি ঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—"প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড্ শ্রী কালিদাস দেববর্মার নিহত হওয়া সম্পর্কে মাননীয় বিধায়ক শ্রী অভিরাম দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর যে লিখিত ভাষণ মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক দেওয়া হয়েছিল ১৪.১.৮০ ইং তারিখে তাঁর উপর আলোচনা করার জন্য আমি মাননীয় বিধায়ক শ্রী খগেন দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী খগেন দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনা অর্থাৎ কালিদাস দেববর্মার হত্যাকাণ্ড খুবই মর্মান্তিক এবং খুবই বেদনাদায়ক। অন্যদিকে এই হত্যাকাণ্ড অমানবিক, নৃশংস এবং বর্বরোচিত। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর যেমন করেছে আগেও

তারা তেমন করেছিল। বামফ্রন্ট সরকার বলেছিল যে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক অধিকার দেবে এবং দিয়েছেনও বটে। গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্প্রসারিত করার যে প্রতিশ্রুতি বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছিলেন তা কার্য্যকর করেছেন এবং মিছিল, মিটিং ইত্যাদি করে সংঘটিত হওয়ার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। যারা এই গণতান্ত্রিক সুযোগের মাধ্যমে গুণ্ডামি, রাহাজানি এবং এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড করে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য আমি এই সরকারকে অনুরোধ করছি। এই ঘটনার পরবর্তী সময়ে এই ঘটনাতে যারা আক্রান্ত হলেন এবং যারা নিহত হলেন আমি তাদের ৩জন কমরেডকে স্বচক্ষে দেখেছি। আমি এই মর্মান্তিক ঘটনার কিয়দংশ এই হাউসের সামনে উপস্থাপিত করছি। গত ৩০শে ডিসেম্বর কমরেড কালিদাস দেববর্মা উপজাতি যুব সমিতির প্ররোচনায় নিহত হন। গত ২৯শে ডিসেম্বর পজাতি যুব ফেডারেশনের একটি মিটিং থেকে ফেরার পথে উপজাতি যুব সমিতির কিছু কর্মী কমরেড —

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনাটি পুলিশের তদন্তাধীন আছে। কাজেই এর উপরে কোন মন্তব্য করতে পারেন নাকি? মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এইটি উপজাতি যুব সমিতি করেছে কিন্তু তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। তাহলে কি একজন সদস্য এভাবে হাউসের সামনে একটা রায় দিতে পারেন?

মিঃ স্পীকার ঃ—এ সম্পর্কে আমি ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে কছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন চার্জশীট দেওয়া হয়নি। সুতরাং ইহা কোন বিচারক প্রভাবিত করতে পারে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন সেটাতে কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য আগে ওনার মন্তব্য প্রত্যাহার করুন।

গণ্ডগোল

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আলোচনা আমি চলতে দেব না।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আচ্ছা আপনি বসুন।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে এটা প্রত্যাহার করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে হাউসের কাজের বিঘ্ন ঘটানো উচিত নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন বর্বর, তাতে আপনি রুলিং দিবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাকে ত বর্বরোচিত ভাবেই খুন করা হয়েছে, তাহলে বর্বর বলবনা ত কি বলব ?

গণ্ডগোল

শ্রী দশরথ দেব —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা তাকে খুন করেছে তার ত বর্বর আর যারা তাদেরকে সমর্থন করে তারাও বর্বর।

গণ্ডগোল

শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা পরিবারকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। কি রকম অমানুষ যে তারা।

গণ্ডগোল

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ওদেরকে বসিয়ে দিয়ে হাউস চলতে দিন। স্যার, আপনি একটা রুলিং দিন এবং হাউসকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে হাউসের কাজকর্ম ভালভাবে চলতে দিন।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ অডার, অর্ডার, মাননীয় সদস্য, আর মাত্র ১০ মিনিট সময় আছে। আপনারা একটু শান্ত হোন এবং হাউসের কাজ ভালভাবে চলতে দিন। আর এই ব্যাপারে রিসেসের সময় আপনারা আমার কক্ষে যাবেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আমরা একটা মীমাংসা করবো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- না স্যার, এটা হাউসের ব্যাপার, এটা হাউসেই মীমাংসা করতে হবে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ মাননীয় সদস্য, আমিতো বলেছি এটা পরে আলোচনা হবে।

(এট্ দিস্ ষ্টেজ দ্যা অপজিশন মেম্বারস ষ্টেজ এন ওয়াক আউট এন বলক)

শ্রীখগেন দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩০ তারিখে অভিচন্দ্র বাজারে ২৯ তারিখের ঘটনার জন্য একটি বিচার সালিসী সভা বসেছিল। সেই বিচার সভায় বা সালিসী সভায় উপস্থিত ছিলেন গাঁওসভার প্রধান, উপজাতির সদস্যরা, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা এবং আমাদের কমরেড কালিদাস দেববর্মা। আগের দিন সি, পি, আই, (এম) এর সমর্থকদের নিকট থেকে মাইক এবং সাইকেল ছিনতাই করে নিয়ে যায় উপজাতি যুব সমিতির কিছু লোকেরা। এই ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ ৩১ তারিখে দুপুরের পরে অভিচন্দ্র বাজারের উপজাতি যুব সমিতির সদস্য এবং গ্রাম প্রধান রাজকুমার দেববর্মা এবং কমরেড্ কালিদাস দেববর্মা সেই সালিসী সভায়

উপস্থিত হন। সভা শেষে কালিদাস দেববর্মা যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন উপজাতি যুব সমিতির লোকদের প্ররোচনায় কিছু দুষ্কৃতিকারীরা নৃশংশভাবে রাম দা, বল্লম, লাঠি টাক্কল ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ করে। আঘতে তখন কমঃ কালিদাস দেববর্মার কপাল ফেটে দুভাগ হয়ে যায়। খুনীরা তাঁকে টাক্কল দিয়ে তাঁর পেটে কোব মেরে পেট থেকে ভুঁরি বের করে ফেলে। কিরকম বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। তখন কমরেড কালিদাস দেববর্মা হাসপাতালে আনার আগেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। কমঃ কালিদাস দেববর্মাকে একটি কাঠের মাচায় করে জিরাণীয়া পুলিশের সাহায্যে আগরতলায় ভি, এম, হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তখন মুখ্যমন্ত্রী উনার বাড়ীতে ছিলেন না। আমি এডুকেশান মিনিষ্টার এর টেলিফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাই। গিয়ে দেখি কমঃ কালিদাস দেববর্মার কপালে এবং মাথা দুভাগ হয়ে গেছে এবং পেটের ভুঁরি বের হয়ে গেছে। তাঁর পেটে কাপড় দিয়ে বেধে রাখা হয়েছে। এই বিধান সভার কর্মীরা তারাও কমঃ কালিদাস দেববর্মাকে দেখতে গিয়েছেন, তারা তাঁকে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী জানিয়েছেন। আর আমার আগরতলা শহরের হাজার হাজার মানুষ তাঁর শোক মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছেন। কমঃ কালিদাস দেববমার শরীরে ১৭টি টাক্কলের আঘাত ছিল। কমঃ কালিদাসের আরও দু জন সহকর্মী কমঃ দেবেন্দ্র দেববর্মা এবং কমঃ বিশ্বকুমার দেববর্মা মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে হাসপাতালেই মারা যান। সেই মারামারির সময় বিশ্বকুমার দেববর্মাকে মারাত্মকভাবে আহত করে খুনীরা তাকে রাস্তায় ফেলে চলে যায়। পরের দিন ভোরে রাস্তার উপর আহত অবস্থায় তাকে দেখা যায়। তার পেটের নাড়িভুঁরি বের হয়ে গিয়েছিল। ভোর পাঁচটায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাই। সেখানে তাঁকে অপারেশন থিয়েটার রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি ডাক্তারের সঙ্গেদেখা করে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করি। ডাক্তারবাবু বললেন যে ইতি মধ্যেই কমঃ বিশ্ব দেববমার হাতে এক বোতল রক্ত দেওয়া হয়েছে। তাঁর পেটের ভুঁরি এমনভাবে বের হয়েগিয়েছিল যে তিন বোতল রক্ত এমনিতেই তাঁর পেটে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু আরো বললেন যে কমঃ বিশ্ব দেববর্মার শরীর থেকে প্রায় সব রক্ত বের হয়ে গিয়েছে। আর অনেক রক্ত পেটে কাপড় বেধে দেওয়া হয়েছিল তাতে শোষে গিয়েছে। আঘাতটা কখন করা হয়েছিল সেটা জানা না থাকায় তাঁকে বাঁচান যাবে কিনা সে সম্পর্কে ডাক্তারবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের সকলের অক্লান্ত চেষ্টা সত্তেও কমঃ বিশ্ব দেববর্মাকে বাঁচান সম্ভব হলো না।

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য আপাততঃ এখানেই শেষ করুন। আবার রিসেসের পর আপনি আপনার বক্তব্য রাখতে পারবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- আলোচনা আরম্ভ হওয়ার আগে আমি মাননীয় বিধায়কদের জানাচ্ছি যে আমি একটা শর্ট ডিসকাশনের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরীর নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল-- 'বিলোনীয়া মুহুরী নদীর চরে বাংলাদেশ রাইফেল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত

হওয়া সম্পর্কে। এটা আমি গ্রহণ করেছি। আর প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান যেটা আলোচনা চলছিল সেটা এখন আলোচিত হবে। মাননীয় সদস্য খগেন দাসকে আলোচনা সুরু করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- এটা কোন্‌টার উপর আলোচনা স্যার ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- কালিদাস দেববর্মার মৃত্যুর উপর ইনকমপ্লিট যে আলোচনা সেটাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- সেটা তো আমরা প্রতিবাদ করেছি যে আলোচনা হতে পারবে না। তাহলে চেয়ার কি আইন মেনে চলবেন না ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এটা চেম্বারের উপর এস্‌পারসান। আইন মাফিক হচ্ছে কিনা সেটা চেম্বারের দেখার বিষয়। ইট ইজ অলসো এ কন্‌-টেম্পট্‌ অব দি হাউস।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা প্রস্তাব একটা রেখেছিলাম যে মাননীয় কালিদাস দেববর্মার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা হবে এবং উনার শোকার্ত পরিবারের প্রতি আমরা সহানুভূতি জানাব। পলিটেকেলী মটিভেটেড হয়ে আলোচনা চলবেনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- সেটা আপনারা আলোচনা করতে পারবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- কিন্তু সেটা তো একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আলোচনা করতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- সেটা হচ্ছে কিনা তা দেখার বিষয় চেম্বারের। যা হচ্ছে আইন মাফিকই হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—না, আইন মাফিক হচ্ছে না। কাজেই আমরা এই ব্যাপারে কোন রকম আলোচনা চালাতে দেব না হাউসে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, একটা মোশান যেখানে অ্যাডমিটেড হয়েছে, আলোচনার মধ্যে রয়েছে সেখানে কোন সদস্য এই কথা বলার অধিকার নেই যে তিনি হাউস চলতে দেবেন না। মাননীয় সদস্যের যদি ভাল না লাগে তাহলে তিনি চলে যেতে পারেন। মাননীয় সদস্য যদি বলেন যে হাউস চলতে দেবেন না তাহলে তাঁকে হাউস থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে আমরা বাধ্য হব। যদি কেউ হুমকি দেন যে হাউস চলতে দেবেন না তাহলে দুঃখজনক হলেও আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে তিনি হাউস থেকে চলে যেতে বাধ্য হন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত কথা হাউসে ব্যবহার করে থাকেন যার ফলে আমাদের হাউসে থাকা সম্ভব হয় না। এটা আইন সঙ্গত কিনা। এটা স্পীকার বলতে পারেন যে কেউ হাউসে থাকবে কি থাকবে না। একজন সদস্য এটা কি করে বলতে পারেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—বলছি এই জন্য যে মাননীয় সদস্য বলেছেন হাউস চলতে দেবেন না। বিরোধী দলকে যতটুকু অধিকার দেওয়ার দরকার ততটুকু অধিকার তাঁদের দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের কোন রকম অসুবিধায় ফেলা হচ্ছে না। আলোচনার মধ্যে বিরোধী দলেরও অধিকার আছে। রুলিং পার্টিরও অধিকার আছে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার। সেখানে কারও বাধা দেওয়ার অধিকার এবং সেখানে মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের রুলিং প্রত্যেক মেমবারের মানতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেখানে একজন সদস্য আইন মেনে চলেন না সেখানে আলোচনাটা যাতে আইন মাফিক হয় সেটা দেখার দায়িত্ব তো নিশ্চয়ই আপনার আছে। কাজেই সেটা সেইভাবে করবেন কিনা ?

শ্রীনরেশ চন্দ্র ঘোষ ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আইন মত চলছে না, যদি এই রকম হয়ে থাকে তাহলে কোন আইনে হবে সেটা তিনি পরে পুট আপ করবেন। এখন আলোচনা চলুক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন আমি মাননীয় সদস্য খগেন দাসকে অনুরোধ করছি আলোচনা সুরু করতে। (ইন্টারারশান)

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আরও একজন আহত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন বিশ্ব দেববর্মা। এবং তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার হাতে পায়ে টাক্কালের আঘাত।

(এট দিস্ সেটজ দি অপোজিশান মেমবার্স স্টেজড এণ্ড ওয়াক আউট এনবলক)

শ্রীখগেন দাস ঃ—তার হাতে পায়ে টাক্কালের আঘাত এবং তাকে প্রায় ৫ দিন জি, বি, হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। এই ঘটনার পরে কমরেড কালিদাস দেববর্মাকে যখন আমাদের বটতলা অফিসের নীচে আনা হয় সেখানে হাজারে হাজারে শোকার্তা নরনারী এসেছিলেন। এই বিধানসভার কর্মচারীরাও তাঁকে চিনতেন। তাঁরাও সেখানে গিয়েছিলেন। ওঁরা নাম শুনেছেন কালিদাস দেববর্মা মারা গিয়েছেন। তখন একজন কর্মচারী বলেছিলেন তাকে দেখে, যে উনি যে কালিদাস দেববর্মা নন। আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ উনি কালিদাস দেববর্মা। নৃশংসভাবে তাঁকে টাক্কাল দিয়ে যে ভাবে খুন করেছে তার আসল চেহারা তাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃতদেহ যখন সেদিন বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার বাড়ীতে কয়েক হাজার লোক তাদের শেষ শ্রদ্ধা কমরেড কালিদাস দেববর্মার প্রতি নিবেদন করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুব অমায়িক এবং অজাতশত্রু। এটা আমরা নিজেরা দেখেছি যে হাজার হাজার লোক যারা তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন করার সময় এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের সবার চোখেই জল ছিল। তেমনি বিশ্ব দেববর্মা, তিনিও আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী, তাকে ঐ একই নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। স্যার, আমি আগেও বলেছি যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রত্যেকটি দলকে দিতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের গরীব মানুষ, মেহনতী মানুষ, কর্মচারী, শিক্ষক সবাই যখন একে একে বামফ্রন্ট সরকারের উন্নতি মূলক কাজ কর্মের সংগে

সহযোগিতা করছেন, ঠিক তখনই তারা এই সব দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তখন তারা গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধাগুলির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক চন্চলতার মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেলেন। এমন কি তারা এই সুযোগে হত্যার আশ্রয় নিলেন, সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিলেন। কারণ তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য যাতে জনসাধারণের সামনে আবার তারা ফিরে আসতে পারেন, সেজন্য তারা এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটিয়ে চলেছেন। তাই তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সাধারণ মানুষগুলির মধ্যে একটা সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিলেন, যাতে ঐ মানুষগুলি ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। এটা যেমনি করেছেন, উপজাতি যুব সমিতি, তেমনি করেছেন আমরা বাঙ্গালী, কংগ্রেস (আই) এবং আরও অন্যান্য দলগুলি। যারা এসব কাজগুলি করেছেন, তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে তারা উপজাতি যুব সমিতির লোক। সুতরাং আমি আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন রাখব যে যারা এই হত্যাকাণ্ডে বিশ্বাস করে, জনজীবনে বিশৃঙ্খলা আনতে যারা সচেষ্ট, ত্রিপুরা পাহাড়ে জঙ্গলে তারা যেখানেই থাকুক না কেন, সেই গণতন্ত্র বিপন্নকারীদের খুঁজে বের করে আনা হউক এবং তাদের প্রতি শাস্তি বিধান করা হউক। কমঃ কালিদাস দেববর্মা এবং নিশ্চ দেববর্মার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী সমর চৌধুরী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কমরেড কালিদাস দেববর্মা এই বিধান সভারই প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। বর্তমান বিধান সভায় আসার জন্য গত নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি, কিন্তু এর আগের বিধান সভায় তিনি ৫ বছরের জন্য পুরো সদস্য ছিলেন। এই বিধানসভায় তিনি গ্রামের মানুষ তথা যারা সামাজিক ভাবে অথবা অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে রয়েছেন, তাদের জন্য তিনি সব সময় সংগ্রাম করেছেন। কালিদাস সম্পর্কে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে তার কোন ব্যক্তিগত শত্রু নেই। তিনি এই বিধান সভায়ও ছিলেন ধীর স্থির এবং কখনও তার মুখ দিয়ে কোন রকম খারাপ কথা বা গালি গালাজ শুনেন নি আমরাও কেউ শুনি নি। তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। সেই সংগ্রামী বন্ধু কালিদাস দেববর্মা গত পার্লামেন্টারী নির্বাচনের সময়ে পার্টির একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে তাঁর নিজের অঞ্চলে কাজকর্ম করছিলেন এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাসের বক্তব্য থেকে যেটুকু পেয়েছি, তাতে জানতে পেরেছি যে একটা বৈঠককে ভিত্তি করে তাকে একবার বাজারে যেতে হয়েছিল। সেই বৈঠক কিসের জন্য, কি তার উদ্দেশ্য? সেটা হল নির্বাচনী প্রচারে আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কিছু কর্মী ঐ অঞ্চলে একটা মাইক নিয়ে প্রচার করতে ছিলেন, কিন্তু সেই অঞ্চলের একজন উপজাতি দুষ্কৃতিকারী যে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক, তাদের কাছ থেকে সেই মাইকটা ছিনিয়ে নেয়। কমরেড কালিদাস দেববর্মা সেই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি সেখানকার সকলের কাছে আবেদন রাখলেন এবং তাঁর সেই আবেদনে সেখানকার সব লোকই সাড়া দিল, এমন কি যারা উপজাতি যুব সমিতি করে, তারাও তাতে সাড়া দিলেন। আর সেই সাড়া দেওয়ার ভিত্তিতেই একটা মীমাংসা বৈঠক ডাকা হল, সেই বৈঠক করতেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। কেন না, তিনি

নিজেই সেই এলাকার শান্তি চান এবং শান্তি স্থাপনের জন্য সেখানে তাঁর উপস্থিত থাকার দরকার ছিল। ঠিক হয়েছে যে কালিদাস দেববর্মার পরামর্শ মত বৈঠকে একটা শান্তি মীমাংসা হবে। আর একে ভিত্তি করেই সেখানে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা চললো। যখন একটা মীমাংসায় পেঁৗছে যাবার উপক্রম হল এবং সবাই যখন মীমাংসা সূত্র গ্রহণ করেছেন, ঠিক সেই সময়ে কিছু দুষ্কৃতিকারী ক্ষেপে উঠলো। সেখানে যারা ছিল, তারা সকলেই বলেছে যে ঐ সব দুষ্কৃতিকারীদের হাতে অস্ত্র ছিল। শুধু তাই নয়, আজকেও অনেক লোক সরকারী দপ্তরে এসে সাক্ষী দিয়ে যাচ্ছে যে এটা একটা সুপরিকল্পিত হত্যা, এটা একটা রাজনৈতিক হত্যা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঐ বৈঠকে রবীন্দ্র দেববর্মা, বুদ্ধি দেববর্মা, জন দেববর্মা, অখিল দেববর্মা, কৈলাস দেববর্মা এবং দেবেন্দ্র দেববমা ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন এবং বৈঠকে উপস্থিত সবাই তাদেরকে সেখানে দেখেছে। এবং তারা এও বলেছে যে কালিদাস দেববর্মার হত্যাকাণ্ডে তারা এসব ছেলেদের সন্দেহ করছে। কেন না তাদের হাতে অস্ত্র ছিল এবং তারা সেই অস্ত্র কালিদাস দেববমার হত্যার কাজে ব্যবহার করেছে এবং তারাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী গ্রামের মানুষ, এই অঞ্চলের মানুষ তাদেরকে উপজাতি যুব কর্মী হিসাবে চিনেন, তার এই এলাকাতে দীর্ঘদিন যাবত উপজাতি যুব সমিতির হয়ে কাজ কর্ম করেছে। শুধু উপজাতি যুব সমিতির ভলিন্টিয়ার্সই নয়, তারা সংগঠক হিসাবেও সেই এলাকাতে কাজ কর্ম করেছে। কিন্তু ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির পায়ের নীচের মাটি ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে দেখে তারা অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছেন। কেন না, এবারকার নির্বাচনেও সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে অটোনমাস্ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল পাশ করেছে, সেজন্য বিপুল ভাবে রায় দিয়েছে। তাই তারা এখন তাদের দলে কোন লোক পাচ্ছে না। তাই তারা আজকে সমস্ত শক্তি দিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে গোপনে চক্রান্ত করে এই সমস্ত লোকদের দিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। এই কালিদাস দেববর্মার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিধান সভায় মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, তাতে কি সমস্ত তথ্য আছে? তাই আমরা এখন সেইসব তথ্য এখানে দিতে চাই। আমরা সেই সঙ্গে এটাও দাবি করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের হত্যাকাণ্ড আর না ঘটে এবং যাদের পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে, তারা সবাই এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অথবা বামফ্রন্ট এর কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা ভাবে চক্রান্ত করেছেন। তাদের প্রতিরোধ করার আমি জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অনুরোধ করছি যে সরকার অগ্রসর হউন। এবং এই সমস্ত হত্যাকারীদের খোঁজ নিন। তাদের সম্পর্কে জানান। গ্রামের মানুষ এই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় দিচ্ছে। মানুষ তাদের বিচার চাচ্ছে। তারা বলছে যে এরা হচ্ছে খুনী, এরাই হচ্ছে চক্রান্তকারী এবং আমি বিশ্বাস করি যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় জনগণের সহযোগিতা নেবেন। যারা কমরেড কালিদাস দেববর্মাকে হত্যা করেছে তাদের বিচার করে সঠিক শাস্তির ব্যবস্থা করে এই ত্রিপুরা রাজ্যে হত্যার রাজনীতিকে একেবারে বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করবেন এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কমরেড কালিদাস দেববর্মাকে যারা হত্যা করেছেন তারা পৃথিবীতে যে কোন জঘন্য ঘটনা করতে পারেন। তারা শুধু কমরেড কালিদাস দেববর্মাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হবেন এবং তাদেরই এই হত্যার পিপাসা যে দমবে সেটা আমি মনে করি না। কারণ পৃথিবীতে যখন ফ্যাসিজমের ধ্বনি শুনা যায় একমাত্র তখনই এই ধরনের গোপন হত্যাকাণ্ড ঘটিতে থাকে। আমরা দেখেছি যে কিছু দিন আগে জার্মানীতে ফ্যাসিষ্ট হিটলার ঠিক এই ভাবেই গোপন হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলেন এবং সেখানেই এই ফ্যাসীজম যখনই কায়েম হতে চায় তখনই দেখা যায় যে সেখানেই এই ভাবে গোপন হত্যা চলতে থাকে। কারণ যখনই পুঁজিপতিরা' বুর্জোয়ারা বুঝতে পারে যে তাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগার সময় এসেছে তখনই তারা তাদের সেই একচেটিয়া পুঁজিবাদকে এই গোপন হত্যার মধ্য দিয়ে আটকে রাখতে চায়। এটা কোথাও প্রত্যক্ষভাবে এবং কোথাও পরোক্ষ ভাবে হয়। অনারেবল ডেপুটী স্পীকার স্যার, কমরেড কালিদাস দেববর্মা কমরেড বিশু দেববর্মা এবং কমরেড কৈলাশ ত্রিপুরা এই তিন জনকে খুন করার পেছনে ঠিক একই চক্রান্ত কাজ করছে। কারণ তাদের আজকে এক মাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিপুরার এই যে ১৯ লক্ষ গরীব অংশের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করছে এবং ভারতবর্ষের ৬৫ কোটি মানুষের মধ্যে একটা নুতন আশার আলো দেখাতে পারছে তাই দেখে ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আজকে আতংকিত। যারা ভারতবর্ষের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে চলেছে তারা আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি এই গণ সমর্থন দেখে আজকে আতংকিত। সেজন্য তারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এবং পশ্চিম বংগে এই গোপন হত্যার জাল বুনে চলেছে এবং তারাই আজকে কমরেড কালিদাস দেববর্মার হত্যাকারীদের আড়াল করে রাখতে চাইছে। দুঃখের বিষয় আজকে উপজাতি যুব সমিতি যাদের আজকে উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এখানে পাঠিয়েছে ঐ উপজাতিদের স্বার্থে কথা বলার জন্য, আজকে কমরেড কালিদাস দেববর্মাকে যারা হত্যা করেছে সেই সব জল্লাদদের বিরুদ্ধে আজকে আমাদের কথা বলতে হবে। সেই প্রসঙ্গে আজকে আমরা ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। আজকে আমরা সেইসব জল্লাদদের প্রস্তাব আনব এবং এই বিধান সভায় তাদের বিরুদ্ধে সেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে নিন্দা করে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখব আমরা সেই প্রস্তাব পাশ করাব। কিন্তু এতে বিরোধী পক্ষের উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্যদের আতংকিত হওয়ার কারণ কি? না এর দ্বারা কি আমরা এটাই অনুমান করব যে কমরেড কালিদাস দেববর্মাকে, কমরেড বিশু দেববর্মাকে, কমরেড কৈলাশ ত্রিপুরাকে যারা গোপনে খুন করেছে—এটা ত্রিপুরায় যারা শ্রমজীবী মানুষের জন্য বুর্জোয়া পুঁজিপতি কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে তাদের সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য গোপনে গোপনে তারাই তাদের হাতে ছুরি তুলে দিয়েছেন? সে জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করব সরকার যেন সেই সব হত্যাকারীদের, কমরেড কালিদাস দেববর্মার হত্যাকারী জল্লাদদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। তারা যেখানেই থাকুক তারা পাহাড়ে থাকুক কি জঙ্গলে কিংবা তারা বাংলা দেশে গিয়ে লুকিয়ে থাকুক, সেখানেও

গোয়েন্দা লাগিয়ে তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর আনতে হবে। কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কমরেড দশরথ দেব একটা পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন যে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে এই গোপন হত্যার পথ বন্ধ করার জন্য। কিন্তু কমরেড দশরথ দেবের সেই আবেদনে তারা কর্ণপাত করেন নাই। এরপরও দেখা যাচ্ছে যে তারা একটার পর একটা গোপন হত্যা চালিয়েই যাচ্ছে। যারা ঐ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের জন্য আন্দোলন করেছে ঐ উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব দিয়ে যারা দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত সেই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের জন্য দাবী জানিয়ে এসেছে, ত্রিপুরার বুকে যে উপজাতি বলে একটা যে মানব গোষ্ঠি আছে যারা এতদিন পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা পায় নাই ত্রিপুরার বুকে হাজার হাজার ট্রাইবেল ছিল যখন আজকে তাদের বিকাশের পথকে খুলে দিয়েছে তখন সেই বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা এই অভিনব কৌশলে ঐ ট্রাইবেলদের মধ্যে দুই একটা দালাল সৃষ্টি করে আমাদের এই আন্দোলনকে বিপথে চালাতে চাইছে। কিন্তু আজকে এটাই দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার ট্রাইবেল তাদের সেই চক্রান্তে ভুলছে না। কাজেই আজকে তারা বিধান সভায় যে মনোভাব দেখিয়েছেন, এটা দুঃখের বিষয়। আজকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যারা কালিদাস দেববর্মাকে হত্যা করেছে তাদের নিজের মনেও রক্তের দাগ দেখে পাচ্ছেন। বার বার হাত ধুয়া হয়েছে নদীতে। হাত ধুয়েও কালিদাসের রক্তের দাগ তারা মুছতে পারেনি। কমরেড কালিদাসের মন, কালিদাসের আত্মা এখানে আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে তাই কালিদাস আজ মরেও মরেনি। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরেনি। কাজেই তারা আজকে যে জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাদের দ্বারা যে হত্যাগুলি সংগঠিত হয়েছে সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে আমার মনে হয় এখনও তাদের প্যান্টে রক্তের দাগ আছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে এই দাবী রাখছি যারা এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে জড়িত, যারা খুনি, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। সেই দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আর কেউ বলবেন ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, প্রাক্তন বিধায়ক কালিদাস দেববর্মার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে চলছে সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমি কয়েকটা জিনিস এখানে আনতে চাই। এই হত্যাকাণ্ডটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এটা স্বাভাবিক যে এটা অন্য কোন ধরনের হত্যাকাণ্ড নয় এর পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে। এটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনগণ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষের সংগে একত্রিতভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্রের পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে, গণতন্ত্র রক্ষা করতে এবং নিপীড়িত শোষিত মানুষের স্বার্থে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেদিন থেকে এই চক্রান্ত চলছে ট্রাইবেল জনসাধারণকে কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে আলাদা করে নেওয়া যায়, কি করে ট্রাইবেলদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বীজ ঢোকানো যায়। পাহাড়ী বাংগালী যাতে শোষকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করতে পারে এই প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু ট্রাইবেল

জনসাধারণ সচেতন। ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল জনসাধারণ সেই অশুভ শক্তিকে দূরে রেখে নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। তারা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এটার চাক্ষুষ প্রমাণ রয়েছে। কংগ্রেস আমলে প্রচেষ্টা দেওয়া হয়েছিল কি করে উপ-জাতিদের মধ্যে বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি করে ট্রাইবেলদের একতাকে ভেংগে দেওয়া যায়। আদিবাসী সমিতি, স্নেহ কুমারের নেতৃত্বে ত্রিপুরার উন্নয়নের নাম করে ট্রাইবেল দরদী সেজে উপজাতিদের মধ্যে ভাংগন ধরানোর জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারে নি। ট্রাইবেল জনগণ গণতান্ত্রিক সচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। ট্রাইবেল জনগণ লেখাপড়া বেশী না জানলেও রাজনৈতিক সচেতনতা আছে বলেই তাদেরকে কেউ বিপথে নিয়ে যেতে পারে নি। শচীন সিংহের আমলে এই ট্রাইবেল উপজাতি যুব সমিতির জন্ম হয়। যাতে ট্রাইবেলদের মধ্যে ভাংগন ধরানো যায় সেই জন্য তাদের জন্ম। ১৯৬৭ ইং সনে উপজাতি যুব সমিতির জন্ম হয়েছিল আজকে যেখানে কালিদাস দেববর্মাকে নিহত করা হয়েছে তারই মধ্যবর্তী গ্রামে। সেই মিটিং-এ তারা শচীন্দ্র লাল সিংহকে চীফ গেষ্ট করেছিল এবং আমাকেও আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু যেই শচীন বাবু শুনলেন যে দশরথ দেব সেই মিটিং-এ উপস্থিত থাকবে তখন তিনি বললেন তাহলে আমি সেই মিটিং-এ যাব না, আমরা সরকারীভাবেই লড়াই করব। তিনি জানেন আমি সেই মিটিং-এ উপস্থিত থাকলে বিতর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। তাই তিনি তা এড়িয়ে গেলেন। তাদের বক্তব্য ছিল যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস কোন দিন ভুল করবে না, কম্যুনিষ্ট পার্টিই উপজাতিদের সর্বনাশ করেছে। দশরথ বাবু কম্যুনিষ্ট পার্টি করেন, তিনিই বাংগালীদেরকে এখানে ডেকে এনেছেন। এইভাবে তারা চেষ্টা করেছিলেন কি করে দশরথ দেবের কাছ থেকে ট্রাইবেল জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ তারাই সেদিন উচ্চারণ করেন। তারা বলতেন আমরা ট্রাইবেলদের মধ্যে ঐক্য চাই আমরা কোন ইজমে নেই। তারপর আমরা কি দেখি? আমাদের সংগঠনকে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিকে দিয়ে ভাংগবার চেষ্টা চলছে. ১৯৭৪ সালে যখন এই বিধান সভায় মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেংগে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল সেদিন আমরা চার দফা দাবী নিয়ে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, যুবক ঐক্যবদ্ধভাবে বিধান সভা অভিযানে এসেছিলাম প্রতিবাদ জানাতে। সেদিন দেখেছি জনগণের একতা। যারা সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদ সৃষ্টিতে ব্যস্ত, যারা নাকি কায়েমী স্বার্থে যুক্ত সে দিন দেখেছি তারা কত আতঙ্কিত। সেই মিটিং সংগঠিত করার জন্য আমি গোলাঘাটিতে গিয়েছিলাম। সেখানে তারা আমার মিটিং ভাংগবার জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমাদের শক্ত সংগঠন আছে বলে তা সম্ভব হয় নি। এরপর জম্পুইজলার সমরিয়া বাজারে তারা আমার মিটিং এ হামলা করেছিল। কর্মচারী নেতা নিশীকান্ত দেববর্মা এই হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল। সে ১৫।২০ জন লোক নিয়ে সেখানে হাজির হয় এবং মাঠের দখল নিতে চায়। কিন্তু আমি সরে যাই নি। আমি বলেছি তোমরা সরে যাও। তারা যখন দেখল, আমাদের হাজার লোক ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে মিটিং শুনতে আসছে, তখন তারা

ভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতির লোকেদের কাজ। শুধু তাই নয়, আমি যখন কুলাই বাজারে মিটিং করতে গেলাম সেখানেও ঐ উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা সেদিন কুলাই বাজারে মিটিং ভাঙ্গবার জন্য প্রসেশন করে গিয়েছিল। তারা কংগ্রেস এর সঙ্গে মিলিত ভাবে গিয়েছিল। খবর পেয়ে এস, ডি, ও, গিয়েছিলেন পুলিশ নিয়ে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কালিদাস দেববর্মার যে মৃত্যু এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কারা ? দায়ী ঐ সাম্প্রদায়িক চিন্তা ধারা। ওরা প্ররোচিত হয়েছে, উপজাতি যুবসমিতির নেতাদের দ্বারা। তাঁরা বলছেন, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বাঙ্গালী না তাড়ালে ট্রাইবেলদের রক্ষা করা যাবে না। কাজে কাজেই এটা করতে হলে ঐ কমিউনিষ্ট পার্টিকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে, তাড়াতে হবে কালিদাস দেববর্মাকে। যদি তাদের বিচ্ছিন্ন করা না যায়, তাহলে ত্রিপুরা থেকে আজকে ট্রাইবেলদের উঠে যেতে হবে। এই হচ্ছে তাদের প্রচার, এই হচ্ছে তাদের কাযকলাপ। এরা গণতান্ত্রিক নীতি মানবে না। ওদের কাজ হচ্ছে, ওরা ছাড়া আর কেউ মতামত প্রকাশ করতে পারবে না, ওরা ছাড়া কেউ মিটিং করতে পারবে না, কোন রাজনৈতিক দল মতামত প্রকাশ করতে পারবে না। এরাই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন উপজাতিদের লেলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ খুবই সচেতন। কাজেই তারা সেই সন্ত্রাসকে ভয় না করে তার মোকাবিলা করছে, এবং এইবারকার নির্বাচনের ফলাফলও তা প্রমাণ করে দিয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ কি চায়। কয়েকদিন আগে এই লোক-সভা নির্ব্বাচনের ফলাফল বের হবার পর ওদেরই পত্রিকা চিনি-কক্ কি লিখেছে শুনুন, লিখেছে, "গণতন্ত্র উপজাতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে"। গণতন্ত্র বলে তাদের কিছু নেই। গণতন্ত্র উপজাতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার মানে, যদি গণতন্ত্র না থাকত, তাহলে তারা গুণ্ডাবাজি, হামলা ও লুট তরাজের রাজত্ব কায়েম করতে পারতেন। কিন্তু তাত হতে পারে না। তারা সেখানে জেহাদ ঘোষণা করেছে। বলছে, কমিউনিজমের বড়ি খাইয়ে নাকি ট্রাইবেলদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যই নাকি উপ-জাতি যুব সমিতির জন্ম। মানুষকে হত্যা করার জন্য ? হত্যা যে করেছেন সে যদি অপরাধী বিচারে সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার শাস্তি অবশ্যই হবে। কিন্তু একজনকে শাস্তি দিয়ে এর প্রতিকার হয় না। যারা ঐ হত্যার বিষ পান করাবার নেতা ছিলেন, যাদের কথায় এদের হত্যা করা হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে হত্যার রাজনীতিতে ঠেলে দিয়েছে। যারা উপজাতিকে উন্মাদ করে তুলছে ভাই এর বুকে ছুরি বসাতে, তারাই হচ্ছে মূল হত্যাকারী এই মারাত্মক রাজনীতির প্রভাব থেকে এই পথভ্রষ্ট যুবকদের মুক্ত করেই প্রতিকার করতে হবে এবং হত্যাকারী যারা তাদের বিচার হওয়া দরকার। কারণ তা না হলে, ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র বজায় রাখা কিংবা গণতন্ত্রের অগ্রগতি সম্ভব নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গণ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা করা, ট্রাইবেলদের নিপীড়িত হিসাবে, সংখ্যা লঘু হিসাবে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। ট্রাইবেল জনগণের সেটা বুঝা উচিত। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে আলাদা হয়ে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে লড়াই

করে এই ত্রিপুরাতে ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে না। সংখ্যা লঘু মানুষের এক মাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে, পাহাড়ী—বাঙ্গালী সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে এমন স্তরে নিয়ে যেতে হবে যাতে প্রতিটি মানুষের ন্যায্য দাবী যা পাওনা তা পেতে পারে, এবং তার গ্যারান্টি দিতে হবে। সামগ্রিক জনগণের একতা, গণতান্ত্রিক একতা এই চেতনাই আমাদের বাড়াতে হবে। কিন্তু এরা কি বলছে? এদের বক্তব্য কি? আজকে ওরা কি বলছে? মাননীয় সদস্য খগেন দাস যে বক্তৃতা রেখেছেন, তা আমি খুব মাইন্যুটলী শুনেছি। তিনি বলেছেন, "কালিদাস দেববর্মাকে বর্বরোচিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতির প্ররোচনায় হত্যা করা হয়েছে।" এটা খুবই সত্যি কথা। উপজাতি যুব সমিতির প্ররোচনায়ই বর্বরোচিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনা কি প্রমাণ করে? ঘটনার ২ দিন আগে বান্দ্যকব্রা এলাকায় বাম-ফ্রন্টের পক্ষে নির্ব্বাচনি মিটিং ছিল। কালিদাস দেববর্মা তার অন্যতম বক্তা। মিটিং শেষ হয়ে গেলে নেতারা চলে গেলেন'। ৩।৪ জন যুবক সাইকেল কাঁধে করে ফিরছে। অভিচরণ বাজারে এলে তখন একটু সন্ধ্যা হয়ে যায় এবং অন্ধকার হয়ে আসে। সেই সময় ৪।৫ জন যুবক ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে মারধর করে। ওরা ভয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ফেলে আসা সাইকেল ভাঙ্গে এবং মাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। পরের দিনের ঘটনা কি? ঘটনা বা রিপোর্ট যা পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, উপজাতি প্রধান ও আমাদের গাঁও প্রধান বসে ঠিক করলেন এই নির্ব্বাচনের সময়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করা ঠিক হবে না। কারণ, আগরতলা থেকে মাইক ভাড়া করে আনা হয়েছে, কয়েক শ টাকা মূল্য হবে। এত টাকা কোথা থেকে দেওয়া যাবে। কিন্তু জিনিস যাতে ফেরৎ পাওয়া যায় তার জন্য আলোচনায় বসুন। আলোচনা বসল। কিন্তু ওরা আলোচনা ভেঙ্গে দিলেন। ঠিক হল পরের দিন অন্য আর এক জায়গায় এই ব্যাপার নিয়ে বসা হবে। এর পর কলিদাস বাড়ীর পথে যাচ্ছিলেন। বাজার থেকে ৮০।৯০ গজ দূরে থাকতেই তাকে মাথায় আঘাত করা হয় এবং কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। আমি পরদিন খবর পেয়েই সকাল ৯টার মধ্যে সেখানে গেছি। আমি দেখেছি কি ভাবে হত্যা করা হয়েছে! কাজেই আমি বলব এই সব ঘটনা কি প্রমাণ করে? এটা পূর্ব পরিকল্পিত এই ঘটনা ঘটতে পারত না যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে হত্যার রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং একটা রাজনৈতিক দলের সমস্ত রকমের গণতান্ত্রিক কাজ কর্ম, নির্বাচনী প্রচার বন্ধ করার একটি দুরভিসন্ধি-মূলক উদ্দেশ্য নিয়ে উপজাতি যুব সমিতি এ কাজ না করে করত। এটা যদি না করত, তাহলে তাদেরও প্রচার কার্য্যে চলতে পারত, আমাদেরও চলতে পারত। হাতাহাতি হবার কোন কারণ ছিল না। নেই মারামারির হবার কারণ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এদের আপত্তি কি? বর্বরোচিত ভাবে কালিদাস দেববর্মাকে হত্যা করা হয়েছে বলতে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু তাদের একটা সেন্স থাকা দরকার। তারা জনগণেরই প্রতিনিধি। একটা দায়িত্ব নিয়ে হাউসে এসেছেন। হাউসের কিছু ডেকোরাম আছে, হাউসের নিয়ম কানুন আছে, তার শালীনতা আছে। সমস্ত শালীনতাকে বর্জ্জন করে কেহ যদি নিজের কথাই বলতে চায়, তাহলে যত চেষ্টাই করুন না কেন কেহ তাহা মানবে না।

বর্বরকে বর্বর বলবে না ত কি বলবে? যারা লোককে হত্যা করে তারা বর্বর, তারা জল্লাদ। বর্বর বললে তাঁদের বুক কাঁপে কেন? এখানে ত বলা হয় নি ঐ উপজাতি যুব সমিতির বিধানসভার সদস্যারা হত্যা করেছেন। তাত বলা হয়নি। বলা হয়েছে যারা হত্যা করেছে, তারা বর্বরোচিত ভাবে হত্যা করেছে। সমস্ত গায়ে আঘাত করে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। এই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। তাঁরা বলছেন, ঘটনা সাব-জুডিস। কিন্তু এটা সাব-জুডিস হয় না। স্পেসিফিক যদি কারও নাম বলা হত, তাহলে আদালত বলতে পারত, সাক্ষীকে এতে প্রভাবিত করা হবে। নাম ত বলা হয়নি। এটা একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এই রাজনীতি ভুল রাজনীতি। এই ভুল রাজনীতি মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়। রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে আমরা সচেতন করতে চাই। ট্রাইবেল জনগণকেও আমরা সচেতন করতে চাই। বলতে চাই, যুব সমিতির নেতাদের যে কার্যকলাপ সেই সম্পর্কে সাধারণ উপজাতি ছাত্র যুবক যারা এখনও তাঁদের কথা মেনে চলেন, এখনও মনে করেন তাদের দ্বারাই স্বার্থ রক্ষা হবে, তাহলে এই ঘটনা থেকে তাদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলব, এই ভুল রাজনীতির যারা ট্রেনিং দিয়েছেন, যারা শিক্ষা দিয়েছেন ঐসব গুরুদের কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে সরে যাওয়াই ভাল হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ঐক্য বদ্ধ হয়ে, সামিল হয়ে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পাহাড়ী-বাঙ্গালী সমস্ত শোষিত অংশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রীতিকে রক্ষা করা যেতে পারে, আমাদের গণতান্ত্রিক ঐক্য রক্ষা করে নিজেদের অধিকারকে রক্ষার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সংখ্যালঘু, অনুন্নত, অনগ্রসর অংশের প্রতিটি মানুষ যাতে তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারে, সবাই মিলে এই প্রচেষ্টাই করা দরকার। তারই জন্য আমি আজকে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলাম।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মৃত্যু মানুষের জীবনে একবারই আসে এবং সেই মৃত্যুকে যাতে মৃত্যুহীন করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই আমি আজকে আলোচনায় অংশ গ্রহন করছি। এই মৃত্যুর পেছনে কারা আছেন এবং কতদিন যাবত তারা উক্ত এলাকাটিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন, তা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। ১৯৭৭ ইং সালে লোকসভা নির্বাচনে আমি প্রার্থী ছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি নির্ভয়ে ঐ মোহনপুর এলাকাটিতে মিটিং করতে যাই। যেখানে কমরেড কালিদাস দেববর্মা খুন হয়েছেন, সেখান থেকে মাইল দেড় দূর হবে। আমি যখন মিটিং শেষ করে ফিরে আসছিলাম, তখন আমাকে আক্রমণ করল ঐ সন্ত্রাসবাদী উপজাতি যুব সমিতির কর্মীরা। যেমন করে কমরেড কালিদাস দেববর্মার মৃত্যু হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে আমারও মৃত্যু হওয়ার উপক্রম হয়েছিল যদি না আমরা সংঘবদ্ধ ভাবে সেই আক্রমনকে প্রতিরোধ করতাম। আমি তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করলাম। নির্বাচনের পরে তারা আমার কাছে এল এবং বলল—আমরা ভুল করেছি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি সেই মামলা তুলে নিলাম এবং তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম—এটা কোন রাজনৈতিক দলের পথ হতে পারে না, এটা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের পথ। সেই এলাকাটিতে আমাদেরকে একটি পুলিশ ঘাটি বসাতে হয়েছে এই উপজাতি

যুব সমিতির সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে ঐ এলাকার লোকদিগকে বাঁচাবার জন্য। এটা আজকের কথা নয়, কমরেড কালিদাস দেববর্মার মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই এই সন্ত্রাসবাদীরা সেখানে আতংক সৃষ্টি করে আসছিল এবং তাদের নাম থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঘটনা একদিনই ঘটে থাকে। কমরেড কালিদাস দেববর্মাকে যে দিন খুন করা হয়েছিল তার আগের দিন তিনি পার্টি অফিসে বসে একটা চিঠি লিখেছিলেন আমার জীবন বিপন্ন। ঐ এলাকার সন্ত্রাসবাদীরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে। যদি পারেন মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন আমাকে সাহায্য করতে। দুঃখের বিষয় সেই চিঠি সময়মত আমার হাতে এসে পেঁছায় নি। হয়তো তাঁকে রক্ষা করা যেতো না, কারণ সন্ত্রাস-বাদীদের হাত থেকে মহাত্মাগান্ধী রক্ষা পান নি, পান নি জন কেনেডির মত লোকও। এই সন্ত্রাসবাদীরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত করে থাকে। হয়তো তাঁকে রক্ষা করা যেতো না, কিন্তু একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারত, যদি চিঠিটা সময়মত আমার হাতে এসে পেঁছত। আমি সেই চিঠিটা আই. জি. পির হাতে দিয়েছি এবং সেই চিঠিতে সন্ত্রাসবাদীদের নামও আছে এবং সেই নামের সংগে আসামী দের নামও মিলে গেছে। সেইজন্য উপজাতি যুব সমিতির বিধায়কনা আজকে আতংকিত। কমরেড কালিদাস দেববর্মা যেদিন খুন হয়েছেন, তারপরদিন উপজাতি যুব সমিতির বিধায়ক শ্রীহরিনাথ দেববর্মা সেই ঘটনা স্থলের একটি স্কুলে মিটিং করেছেন। কিন্তু তিনি কি কমরেড কালিদাসের মৃত্যু সম্পর্কে একটা শোক প্রস্তাব করেছেন? তিনি আজকে এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম। 'আজকে তো আপনারা শোক প্রকাশ করছেন, কিন্তু সেদিন তো করেন নি। সেই জায়গায় তিনি হত্যাকারীদের নিয়ে মিটিং করেছেন আরও বেশী কি করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যায় ভোটের দিন। কই তিনি তো একটা কথাও বলেন নি যে, কালিদাস দেববর্মাকে খুন করাটা অন্যায় হয়েছে। সেই মিটিংএ তো আমাদের লোক ছিল। কাজেই আজকে সেই সমস্ত কথা ডাকবার কোন উপায় নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, একটা সুপরিকল্পিত জাল বিস্তার করে কমরেড কালিদাস দেববর্মাকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি যেতে চাননি, কিন্তু তাঁকে যেতে হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনটা দল নির্বাচনে CPI (M)-র বিরুদ্ধে লড়ছে। আমরা বাংগালী, উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই)। তন্মধ্যে দুইটি দল সি, পি, আই (এম) এবং উপজাতি যুব সমিতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের পক্ষে আর বাকী দুইটি দল, তাদের মূল শ্লোগান হল—স্বশাসিত জেলা পরিষদকে বাতিল করা হোক। উপজাতি যুব সমিতি যদি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য লড়াই করে থাকে, তাহলে তাদের লড়াইতো বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে হবার কথা নয়। তাদের লড়াইতো আমরা বাংগালী, কংগ্রেস (আই)-র বিরুদ্ধে হবার কথা। বিগত দুই মাস ধরে এই উপজাতি যুব সমিতি নির্বাচনী প্রচারাভিজান চালিয়েছে, সেই সময় তারা আমাদের সমর্থকদের খুন করেছে, আমাদের পার্টি অফিস ভেংগে তচনছ করেছে, আমাদের মিছিল-মিটিংএ হামলা করেছে। আমাদের একজন প্রধান তাঁকেও হত্যা করার জন্য তারা বোমা নিক্ষেপ করেছে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে জি, বি, হাস-পাতালে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনিও আজকে বেঁচে নেই। কিন্তু একজন কংগ্রেস (আই)

বা আমরা বাঙ্গালীর গায়ে তো একটা আচড়ও লাগে নি। যারা উপজাতিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যারা ত্রিপুরাকে বাংগালীস্তান করতে চাইছে, তাদের জন্য উপজাতি যুব সমিতির দরদ উথলে উঠছে। আর যারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করছে, সেই বামফ্রন্ট কর্মীদের অমূল্য জীবন তারা নষ্ট করে দিচ্ছে। বামফ্রন্ট সংখ্যালঘুকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থের জন্য জীবন দিচ্ছে এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য আইন করছে, তাই কি তাঁর ছেলেগুলোকে হত্যা করতে হবে? এই কি উপজাতি ছাত্র যুবক এবং উপজাতি যুব সমিতির রাজনীতি, ওদের রাজনীতির উৎস কোন জায়গায়? ওদের উৎস হচ্ছে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, যেকথা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন এখন কাগজে লিখছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কমিউনিষ্টের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা না যাবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ট্রাইবেলের কোন পরিচয় দেওয়া হবে না। আমরা বাঙ্গালীরা কি লিখেছে? ঐ কথাই লিখেছে। আমরা বাঙ্গালী সারা ভারতবর্ষে নেই ঠিক সেই জায়গায় আছে যেখানে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কমিউনিষ্টদের হাত থেকে পশ্চিমবাংলাকে রক্ষা করা, ত্রিপুরাকে রক্ষা করা সেখানে তাদের সন্ত্রাস একই কায়দায় চলছে। সন্ত্রাসী কায়দায় কমিউনিষ্টকে রুখতে হবে। এটাও দরকার আছে, বাংলাদেশের সাহায্য নিয়ে স্বাধীন ত্রিপুরার দাবী উত্থাপন করে এখানে স্বাধীন ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ডে স্বাধীন রাজ্য এবং মেঘালয়ে স্বাধীন পাহাড়ী রাজ্য এই সমস্ত জায়গায় স্বাধীন রাজ্যের শ্লোগান দিতে হবে, তাহলেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে সমগ্র এলাকাকে ভারতবর্ষ থেকে। একটা বিচ্ছিন্ন এলাকা-সাম্রাজ্যবাদীদের যে স্বপ্ন, তারা সেটা ম্যাপ করে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন জায়গায়, সেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার হিসাবে ওরা কাজ করছেন। সেজন্যই ওদের কাজ হচ্ছে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ না করা, সেজন্যই গণতান্ত্রিক পথে এই বিধানসভার ভিতরেই হোক, আর বাইরেই হোক, যতক্ষণ পর্যান্ত গণতন্ত্রের সামান্যতম অধিকার থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা গণতান্ত্রিক অধিকারকে ব্যবহার করবো, প্রয়োগ করবো। কিন্তু এখন যদি দেখা যায় যে, হিটলারের মত রাজত্ব হচ্ছে, তাহলে তখন আলাদা কথা। আজকে তো এখানে জনসভা করার তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, ঐ অভিচরন বাজারের মধ্যে আমরা তো জনসভা করেছি। তার চেয়ে আরও বড় জনসভা ওরা সেখানে করতে পারত। যেহেতু সেই জনসভা আমরা করতে পারিনি সেইহেতু মানুষকে ভয় দেখাতে হবে "তোমরা ভোটের বাক্সে যেতে পারবে না, তোমরা ভোট দিতে পারবে না, তোমরা ঘর থেকে বেরুতে পারবে না এবং তোমরা সি, পি, এম-এর শ্লিপ পর্য্যন্ত ঘরে রাখতে পারবে না' তাহলে খুন করবো, এই সব কথা নির্বাচনের মধ্যে ওরা প্রচার করেছে। প্রচার অভিযানে আমরা কি করতে চাই, কার জন্য চাই, কার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই এই সব কথা নেই, প্রচার অভিযান হচ্ছে সন্ত্রাস বাদী কায়দায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখলাম ওদের সাংবাদিক বন্ধুরা শোকের মিছিলকে বর্ণনা করেছে "শকুনের মিছিল" বলে। এহেন একটা খবরের কাগজের সাংবাদিককে সাংবাদিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছেনা বলে তারা

হুমকী দিচ্ছেন আন্দোলনের পথে নামবেন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে। এই হচ্ছে ওদের সম্পাদনা এবং সাংবাদিকতা। একটা শোক মিছিল, যেখানে সমস্ত মানুষের চেতনা রয়েছে, আর্তনাদ রয়েছে, ক্রন্দন রয়েছে এবং দল-নির্দল যেখানে সমস্ত মানুষ খুনীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সেখানে এই নর্দমার কীট যারা, যারা সাম্রাজ্যবাদের দালাল, যারা সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মুখপাত্র, তারাই সেই মিছিলকে শকুনের মিছিল বলে বর্ণনা করেছেন। আজকে সে কথাও মনে রাখতে হবে উপজাতি যুব সমিতির দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। শুধু প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার হিসাবে উপজাতি যুব সমিতিকে লালন-পালন করতে হবে, তাই কংগ্রেস (আই) এর হাতে তাদের জন্ম, আনন্দমার্গীদের কাছে তাদের আদর এবং ঐসব পত্রিকাগুলি তাদের লালন-পালন করছে। পূর্ব এলাকায় কংগ্রেস (আই) আমরা বাঙ্গালীকে ভোট দেবার জন্য ভোটারদের বলেছে। তারা বলেছে আমাদের ভোট দেওয়ার দরকার নেই। আমরা প্রার্থী দিয়েছি বটে, কিন্তু আমরা বাঙ্গালীর সেই ভদ্র মহিলাকে যদি জয়যুক্ত করতে পার তাহলে আমরা খুশী হবো, কারণ বামফ্রন্টকে পরাজিত করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। আর এখানে একই ঘটনা ঘটছে এই উপজাতি যুবসমিতিকে সাহায্য করার জন্য আমরা বাঙ্গালী বলছে আমাদের ভোট দিয়ে দরকার নেই, ওদের দাও। আমরা বাঙ্গালী কয়টি ভোট পেয়েছে পশ্চিম অঞ্চলে ? এক দিকে কংগ্রেস (আই) তারা আমরা বাঙ্গালীকে সমর্থন করছে, আর একদিকে উপজাতি সমিতি যুব আমরা বাঙ্গালীকে সমর্থন করছে। এই রাজনীতি ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কমরেড কালিদাস দেববর্মার আত্মবলিদানের ভিতর থেকে, যে পতাকা হাতে নিয়ে তিনি প্রাণ দিয়েছেন, সেই পতাকাকে তার হাত থেকে নেবার জন্য সহস্র লক্ষ কালিদাস আজকে ত্রিপুরার মাটিতে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং তিনি অমর হয়ে থাকবেন আগামী দিনের আদর্শ পুরুষ হিসাবে।

ইনক্লাব-জিন্দাবাদ।

সর্ট ডিসকাশন অন মেটারস অব আর্জেন্ট
পাবলিক ইমপর্টেন্স

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ

'সর্ট ডিসকাশন অন মেটারস অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স'। আজকের সংশ্লিষ্ট কার্য্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

'গত ১লা নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ রাইফেলসের অনবরত গুলী বর্ষণের ফলে বিলোনীয়া মুহুরী নদীর চরের কৃষকদের উৎপন্ন ফসল কেটে আনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং সেখানে নতুন করে রবিশস্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে ২০/২৫ ঘর কৃষক বিশেষ আর্থিক দুরবস্থায় থাকা সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১লা নভেম্বর থেকে বিলোনীয়া মহকুমার মুহুরী নদীর চরে ওপাশের সীমান্তে বাংলাদেশের বুক থেকে

অবিরাম গুলী বষন করে চলছে এবং তার ফলে ওখানে প্রায় ৪০ একরের মতো জোত জমির কৃষক এবং মালিক ফসল কেটে আনতে পারছে না। প্রচুর তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুধু তাই নয় শহরের বুকেও যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। স্যার, এই যে বিলোনীয়ার বুকে বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে অবিরাম গুলী বর্ষন চলছে সেখানে লাইট মেশিনগান থেকে আরম্ভ করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এমন কি ভারী মেশিনগান, রকেট পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এই কৃষকরা যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়েছে, বি,ডি,আর বাহিনী এবং বাংলাদেশের লোক এসে কেড়ে নিয়ে গেছে এবং অন্যান্য যে সমস্ত জিনিষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সে জন্য বামফ্রন্ট সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি এই আলোচনা এখানে উপস্থিত করেছি।

অবিলম্বে যাতে কৃষকদের ক্ষয় ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। কারণ তাদের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, বাংলাদেশ থেকে বি,ডি,আর বাহিনী যেভাবে গুলী চালাচ্ছে সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকষণ করানোর জন্যই আমি এই আলোচনা আরম্ভ করেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, দুই দেশের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল এবং সেই চুক্তি পত্রে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করেছিলেন। চুক্তিতে ১৯৭৪ সালে মুহুরী নদীর উপর সীমান্ত রেখা সম্পর্কে যে চুক্তি হয় গত ১লা নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনী তা লংঘন করতে শুরু করেছে। অথচ এটা একটা চর, যে চরে সুদীর্ঘ কাল থেকে আমাদের ত্রিপুরার কৃষকরা তথা ভারতের কৃষকরা ওখানে চাষবাস করে এবং ওখানে তাদের জোত সম্পত্তি রয়েছে, ত্রিপুরাতে তারা রেভেনিউ দিয়ে থাকে, যে রেভেনিও তাদের উপর ধার্য্য করা আছে ত্রিপুরার তপশীল অফিসে তাদের নামে রেকর্ড করা আছে, কিন্তু সেই জায়গাতে তারা আজ ঢুকতে পারছে না, ওখানে আক্রমণ চলেছে। আমরা প্রথম দিকে দেখলাম যে কুমিল্লাতে দুই দলের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অফিসাররা বসলেন আলাপ আলোচনা করতে বিরোধ মীমাংসার জন্য। আমরা সকলেই আশা করলাম যে খুব সহজেই এ সম্পর্কে একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৩৭ সাল থেকে যে চরটিতে ভারতের কৃষকরা চাষবাস করেছে, তাদের পূর্বপুরুষরা সকলেই এই চরে চাষ বাস করেছেন, সে চর সম্পর্কে সেখানে কোন মীমাংসা হল না। কোন রকম প্ররোচনা ছাড়াই ১ রাউণ্ড ২ রাউণ্ড নয়, হাজার হাজার রাউণ্ড গুলী বর্ষন শুরু হল। মাঝে মাঝে এমনভাবে গুলী বর্ষণ হয়েছে যা একমাত্র যুদ্ধের সময় হয়ে থাকে। ২৭শে নভেম্বর ভারতবর্ষে বাংলাদেশের অফিসাররা এসেছিল। দুই দেশের তরফ থেকে দুই দেশের প্রতিনিধিরা যখন এই সম্পর্কে আলোচনা চালিয়েছে, তখন তাদের মাথার উপর দিয়ে গুলী চালাতে শুরু করল—শতশত রাউণ্ড গুলী। এম,জি,এল,এম,জি সব কিছুই ব্যবহার করা হল। দুই লাইনে যখন তদন্ত চালানো হচ্ছে, তখন একদিকে পেছনে পেছনে গুলী চালানো হচ্ছে অন্যদিকে তার পেছনে জমি থেকে সমস্ত ধান কেটে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের কিছু দুর্বৃত্ত এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। আমাদের ভারতীয় রক্ষী বাহিনী এবং অন্যান্য যারা নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ওখানে আছেন, তাদের তরফ থেকে কোন রকম প্ররোচনা আমরা দেখিনি। বিনা প্ররোচনায় বাংলাদেশ থেকে গুলি ছোঁড়ে, মাঝে মাঝে আমাদের সীমান্ত বাহিনী তা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছে। যথেষ্ট সাহসিকতার সহিত তারা ভারত ভূখণ্ডকে

রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। ওখানকার কৃষকদের যে কি অবস্থা, কোন রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাদের জন্য এখনও করা হয়নি। ওদের চারপাশ দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের যে সীমানা, ত্রিপুরা রাজ্যের এই সীমানা বরাবর আমাদের যতগুলি নদী, চরা আছে, সেগুলিতে ওরা বাঁধ দিতে শুরু করেছিল মুহুরী চরার ওখান দিয়ে। আমি আরও জানি যে এই সীমানায় ওদের যে বাঁধ আছে সেই বাঁধের পেছনে ওরা বাংকার তৈরী করেছে, মুহুরী নদীর ওপারে যেখানে আমাদের কোন আপত্তি কেউ করতে পারে না, এই রকম জায়গায়। মুহুরী নদীর বন্যাকে যেখান দিয়ে বাঁধ দিয়ে আমরা কিছুটা রোধ করার চেষ্টা করি, সেই বাঁধ তারা আমাদেরকে করতে দেয়নি। ৩০শে নভেম্বর আমাদের কর্মীরা যখন সেই বাঁধ করতে গিয়েছিল তখন তারা ৬ হাজার রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করেছে। তারপর ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে যখন সেখানে এই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়, তখন আমরা আশা করেছিলাম নিশ্চয়ই এবার একটা কিছু হবে, কিন্তু কিছুই হল না, আমাদের কৃষক ভাইদের জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হল না। তারপরেও তারা ২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অনবরত গুলি চালিয়েছিল। এই যে অবস্থা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তাতে বিলোনীয়া শহরের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়েছে। বাংলাদেশের এই প্ররোচনামূলক অবস্থার মধ্যেও আমাদের কৃষকরা দৃঢ়তার সঙ্গে সে জায়গায় রয়েছে। এটা প্রশংসনীয়। কিন্তু এই যে অবস্থা এই অবস্থা সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি নেওয়া দরকার। যখন বৈঠক চলছে তখন তাদের মাথার উপর দিয়ে গুলি চালানো হল। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এর পেছনে কোন প্রতিক্রিয়াশীলচক্র কাজ করছে কিনা? কাজেই এই বিধানসভার সামনে আমি অনুরোধ রাখছি যে, সেখানকার কৃষকদের যে অবস্থা, সেই অবস্থার যেন খুব শীঘ্রই প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুরোধ রেখেই আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ আপনারা আর কেউ এই সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করেছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা শুধু ত্রিপুরার মানুষের পক্ষেই নয়, এটা সমস্ত ভারতের মানুষের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই অবস্থার যাতে খুব শীঘ্রই একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় আমরা এই আশা করব!

মাননীয় স্পীকার, স্যার, সে ১৯৬৫ সাল থেকে দেখে আসছি এবং যেটা স্বাভাবিক নিয়ম যে নদীর এক দিক ভাঙ্গে আর এক দিক গড়ে, এই ভাঙ্গা গড়ার মধ্যেই আমরা যারা বিলোনীয়া শহরের মানুষ তারা অনেক অসুবিধা ভোগ করে আসছি। আমরা অনেক দিন ধরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আসছি। এই নদীর পার্শ্বে যেসব গ্রাম আছে, সেখানকার অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে কৃষক। কৃষি কাজই হচ্ছে তাদের প্রধান উপজীবিকা। আগে ওখানে রাজার কাছারি, মানে তহশীল কাছারি ছিল, অনেক লোকের বাস ছিল। সে ১৯৬৫ সাল থেকে নদীর ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে

চলেছে আর সে সঙ্গে চলেছে তখনকার যে পূর্ব পাকিস্তান নামক দেশের মাঝে মাঝে অতর্কিত আক্রমণ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন বাংলাদেশ হল তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যে সমস্ত সীমান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে তারা ঢাকায় আলোচনায় বসেন তার মধ্যে মুহুরী নদীর ব্যাপারটাও ছিল। তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে নূতন করে সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ আবার আরম্ভ হবে। অনেক জায়গাই চিহ্নিতকরণ হয়েছে। কিন্তু সামান্য এইটুকু জায়গার কাজটা এখনও সম্পন্ন হয়নি। যে জায়গাটা নিয়ে সে ১৯৬৫ সাল থেকে গোলমাল, সে জায়গাটার এখন পর্যন্ত সীমানা চিহ্নিতকরণ হয়নি। সে মুহুরী চরে প্রতি বছরেই প্রায় বাঁধ দেওয়া হয়, কিন্তু তাতে কি হবে গোলমাল যে প্রায়ই লেগে আছে। আজকে যে জায়গাটা নিয়ে গোলমাল সেখানে প্রায় ৪ কানির মত চর এলাকা আছে। সে ১৯৬৫ সাল থেকে এটা অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে। পরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চাষবাসের ব্যবস্থা হয়। প্রায় ৪০।৫০ একর এলাকা অনেক বৎসর ধরে অনাবাদি হয়ে রইল। নদীর উত্তর পার্শ্বের এই জমি যারা চাষাবাদ করত গত ৭।৮ বছর ধরে তারা সেখানে ফসল ফলাত কিন্তু দেখা যায় যখনই ফসল কাটার সময় তখনই গোলমালটা বাঁধে। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেভাবে গরীব মানুষের জাতীয় জীবনে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি উঠে পড়ে লেগেছেন কিভাবে এই সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়। তাই আজকে শুধু সীমান্ত সমস্যা নয়, সীমান্ত অঞ্চলের সম্পত্তি নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সীমান্ত বরাবর জমিগুলি আমাদের ভারতীয় নাগরিকরা চাষবাস করতে পারে না। সীমান্ত অঞ্চলের এই সমস্যা নিয়ে এই বিধান সভায় অনেক আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের একটি গোষ্ঠি বাংলাদেশে তাদের লোকজনকে ট্রেনিং দিচ্ছেন। বাংলাদেশ বি, ডি, আর বাহিনী ও সামরিক বাহিনী তাদেরকে সামরিক শিক্ষা দিচ্ছে! এমনকি আমাদের কাঞ্চনপুরের দশদা অঞ্চলে তাদেরকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। অতি সাম্প্রতিক একটি উগ্র জাতিয়তাবাদী দল রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তারাও নানা জায়গায় হাজার হাজার বাউণ্ডুলি চালাচ্ছে। আমাদের বিলনীয়ার মানুষ এ রকম গুলি চালনা অনেক দেখেছে। বর্তমানে সমস্ত বিলনীয়া অঞ্চলে একটা প্রচণ্ড ত্রাস ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়েছে। যাদের বাড়ীঘর সহরে ছিল, তাদের বাড়ী ঘরেও গুলির আঘাত গিয়ে লাগছে। প্রায় সময়ে এ জায়গায় গুলি বিনিময় করা হয়। কিন্তু আমাদের বিলনীয়ার মানুষ তাতে ভীত বা সন্ত্রস্ত নয়। তাদের মনোবল আছে, তাদের সাহসিকতা আছে, তার জন্য সমস্ত মানুষের অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য বলে আমি মনে করি। আমাদের সরকারও যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন এই শহরের মানুষকে গুলি বিনিময়ের হাত থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ওপার থেকে এল, এম, জি, মেসিনগান প্রভৃতির গুলি এসে মানুষের বাড়ী ঘর আঘাত করে। তাতেও আমাদের সরকার সেখানকার একটি মানুষকে মরতে দেননি। রাজ্য সরকার তড়িগড়ি করে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিয়েছেন কিভাবে তার হাত

থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায়। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলা কালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বার বার এই বিলনীয়ায় গিয়েছেন, সেখানকার মানুষের সঙ্গে, গরীব জনসাধারণের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাদের কথা শুনেছেন এবং তাদের রক্ষা করার আশ্বাস দিয়েছেন! এখানে থেকে যারা মিশন গিয়েছেন, তারাও সেখানকার গরীব মানুষের সাথে, গরীব কৃষকের সাথে, দেখা সাক্ষাৎ করে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। আমাদের রাজ্য সরকার প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করেছেন যে ১৯৭৪ সালে আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও প্রয়াত মুজিবর রহমানের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তা অতি দ্রুত কার্যকর করতে। আমাদের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার অতি সত্বর এটার একটা যথোচিত ব্যবস্থা নেন। আমরা আশা করব, এই যে পরিস্থিতি আজকে এখানে সেখানে চলেছে, কি ত্রিপুরা, কি আসাম তার প্রতি বর্তমান নূতন সরকার, আজকে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সরকার, সে সরকার অতি দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন। এই সমাস্যাগুলির। আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার যেকোন ভাবে এই সীমান্ত অঞ্চলের উপদ্রব দূর করতে, সীমান্ত চিহ্নিত করণের কাজ যাতে শুরু হয় তার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেবেন। বর্তমানে মানুষের মনে যে ভয় ভীতির সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে উদ্যোগী হবেন। পুনরায় আমাদের বিলোনীয়ার পরিস্থিতির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সুদৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে ও আশু-মিমাংসার আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয়ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিলোনীয়ার মুহুরী নদীর চড়ে যে ঘটনা ঘটছে তা সত্যি দুঃখজনক। আজকে বাংলাদেশ বিনা প্ররোচনায় ভারতের বুকে হাজার হাজার গুলি বর্ষণ করে চলছে। আমরা এটা কখনই ভাবতে পারিনা যে বৎসর কয়েক আগে এই বাংলাদেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যে নিপীড়ন এবং অত্যাচার চালিয়েছিল সেদিন বাংলাদেশের পাশেই এই ভারতবর্ষের মানুষ বিলোনীয়ার মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়েছিল। সেই দেশের মানুষের দুঃখে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল, সেই সব কথা ভুলে আজকে বাংলাদেশ ভারতের মানুষের সঙ্গে যে আচরণ করছে তা আমাদের বিস্মিত করছে। এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা, এটা আমরা কখনই ভাবতেই পারি না। ভারতের মানুষ তাদের প্রতি যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছিল তারা অতি মর্মান্তিক ভাবে প্রত্যাখান করলো। সীমানা নিয়ে যদি কোন গণ্ডগোল থাকে তবে তারা তা আগে ভারত সরকারের সঙ্গে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে পারতো। কিন্তু তারা তা না করে হঠাৎ করে ভারতবর্ষের মানুষের উপর বিলোনীয়ার যে সকল কৃষক এতদিন যারা ঐ চরে চাষ আবাদ করেছে তাদের ফসল কাটার সময় তাদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করলো। সীমান্ত নিয়ে অর্থাৎ ঐ মুহুরী নদীর চরভূমি নিয়ে তাদের কোন দাবী থাকতে পারে না। দাবী যদি থাকে তবে তা

ভারতের। কারণ এই কুমিল্লার এমন কি চাটগাঁয়ের অধিকাংশ স্থান পর্যন্ত আগে এই ভারতবর্ষের (ত্রিপুরার) ভূমি ছিল। অতীতের ইতিহাস টানলে আমরা এটা দেখতে পারি ৷ সেদিক দিয়ে দেখলে ঐ চড়ভূমির উপর বাংলাদেশের কোন দাবী থাকতে পারে না। বরঞ্চ এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করেছে। সুতরাং সেই দিক দিয়ে আমাদের এখন নতুন করে ভাবতে হবে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তাদের মনোভাব। কাজেই আমরা আশা করব আমাদের ভারত-বর্ষের যে নতুন সরকার, আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সীমান্তবর্তী রাজ্য ক্ষুদ্র ত্রিপুরার কৃষকদের স্বার্থে, রাজ্যের তথা ভারতের স্বার্থে এটার একটা আশু সমাধান যেন করেন এই হাউসের পক্ষ থেকে এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ইনকিলাব, জিন্দাবাদ।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিলোনীয়ার ভূমিচরে যে ঘটনা চলছে তা খুবই দুঃখজনক। বিশেষ করে আমরা যারা বিলোনিয়ায় বসবাস করি আমরা জানি সেখানকার মানুষকে প্রতিটি মহূর্তে একটি আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কখন কি যে হয়, কখন যে গুলি বর্ষন শুরু হয় তার ঠিক নেই। এই যে ঘটনা ঘটছে তারজন্য মানুষ আজ শান্তিতে বাস করতে পারছেন না। আমরা জানি যে রাষ্ট্রিয় কারণে একদিন এই দেশ দুভাগ হয়েছিল—একটি ভারত এবং আরেকটি পাকিস্তান। সুতরাং বাংলাদেশের যে মানুষ সে মানুষের সঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের যে মানুষ তাদের মধ্যে একটা হৃদয়ের সম্পর্ক আছে—তার কোন পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং আজকে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে ভারতের মানুষের যে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মৈত্রীভাব আছে তা আজও আমরা স্মরণ করি। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমরা দেখেছি কিছু কিছু উগ্র সাম্প্রদায়িক দল এবং বিদেশী আছে যারা আজকের এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এরা সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি করে তারা মুনাফা লুটতে চাইছে। আজকে বিলোনীয়ার মানুষকে খুবই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে! এটা যে শুধু বাংলাদেশে হচ্ছে তা নয় এই ভারতের বুকেও হচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত চক্রান্ত-কারীরা আজকে নানান ছদ্মবেশে শুধু বাবানাম কেবলম্, বাবানাম কেবলম্ করছে আর ভারতবর্ষের বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াচ্ছে যার পরিণতি আমরা দেখছি এই ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা—প্রাদেশিকতা, ইত্যাদি। আর ত্রিপুরায় তাদেরই সমর্থনপুষ্ট আমরা বাঙ্গালী এবং মিশনারীদের সমর্থনপুষ্ট উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরার বুকেও সাম্প্রদায়িকতার—দাঙ্গা হাঙ্গামা করবার চেষ্টা করছে। আজকের বিলোনীয়ার এই ঘটনায় ভারত এবং বাংলাদেশের নিরীহ শান্তিপূর্ণ মানুষ যারা পরস্পর পাশাপাশি বসবাস করছে দীর্ঘকাল ধরে তাদের শান্তি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ যে মনোভাব তা যাতে ক্ষুন্ন হতে না পারে তার জন্য দুই দেশের সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ইনকিলাব, জিন্দাবাদ।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খুবই দুঃখজনক যে, বিলোনীয়া মুহুরী চরের একটা সীমানা চিহ্নিত করার ঘটনা একটা আন্তর্জাতিক উত্তেজনার সৃষ্টির ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আজকে এটা যে শুধু ভারতবর্ষের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, এটা আজ সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অথচ এই ডিসপুট অর্থাৎ যে ঝগড়াঝাটি চলছে মুহুরী চরের একখণ্ড জমি নিয়ে সে জমি ভারতবর্ষেরই একটি অংগ এবং এটা যে ভারতবর্ষেরই ভূখণ্ড সেটা ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকারের সাহায্যে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করেছেন বিভিন্ন বৈঠকে। তাতে দেখা গেছে এখানে মহারাজার আমলে এই মুহুরী চরের নিকটে একটি শ্মশান ছিল. সেটি এখনো আছে এবং এই চর ১৯৪৭ থেকেই ভারতবর্ষের অংগ হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং সেখানে তখন থেকেই ভারতের কৃষকরা চাষ আবাদ করছেন। ১৯৭৪ সালে যে চুক্তির কথা বলা হয়েছে যে চুক্তি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং ওদের রাষ্ট্রপতির মধ্যে হয়েছিল সেই চুক্তি একটা প্যাকেজ ডীল। প্যাকেজ ডীলটা হচ্ছে পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা এবং সম্ভবত আসামে যে কতগুলি অমীমাংসিত সীমানা রয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে কতগুলি সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তগুলি বাংলাদেশের পার্লামেন্টে রেটিফায়েড হয়েছে। আমাদের সরকার এটা এখনও রেটিফাই করেন নি। তাঁরাও এটা করবেন। এই চুক্তি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছিল এবং তারপরে দেখা গেল ১লা ডিসেম্বর হতে হঠাৎ গুলিগোলা সুরু হয়ে গেল এবং তার ফলে বাংলাদেশ সীমান্তে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতির মত সুরু হয়ে গেল। এমন কি যে রেল লাইন আমাদের সীমান্তে ছিল সেটাকেও একটা বাঁধের মত তারা ব্যবহার করতে লাগল এবং সেটা প্রধানতঃ ডিফেন্সের জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল এবং বন্দুকের গুলিগোলা সেখানে তারা রাখতে লাগল। কিছু কিছু সৈন্যও চলাচলের খবর পাওয়া যেতে লাগল, নিষ্প্রদীপ মহড়ারও খবর পাওয়া যেতে লাগল। যখন তাদের সংগে এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা হল, তখন তারা বলতে সুরু করল যে, যে ফসলটা আমরা করেছিলাম সেখানে, সেটা নাকি তাদের এবং তাদের সেই ফসলটা কাটতে দিতে হবে। আমরা যখন ফসল তুলতে গেলাম তখন তারা গুলিগোলা ছুঁড়তে আরম্ভ করল। আমাদের কৃষকেরা যখন ফসল তুলতে গেল তখন তাদের জন্য যাকে বলে প্রটেকটিভ গুলি গোলা সেটা আমাদের তরফ থেকেও চালাতে হয়েছিল এবং এই গুলিগোলা ইন্টারমিটেন্টলী চলেছিল। কাউকে লক্ষ্য করে গুলিগোলা চলে নি। এটাকে অবশ্য ওদের পত্রিকাগুলি ভারতের আগ্রাসী নীতি বলে প্রচার করেছিল। যখন একটা আক্রমণাত্মক মনোভাব তাদের মধ্যে দেখা গেল তখন আমরা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এক্স্টারন্যাল অ্যাফেয়ার্সের যারা কর্তাব্যক্তি তাদের সংগে আলোচনা করেছি। পরে ঠিক হয় যে দিল্লীতে চীফ সেক্রেটারী লেভেলে একটা বৈঠক হবে এবং দিল্লীতে সেই বৈঠক হয়েছিল। যখন চরণ সিং মন্ত্রীসভার কোন একজন মন্ত্রী গিয়েছিলেন ঢাকায়। জয়েন্ট রিভার কমিশনের বৈঠকে তখন সেখানেও এই বিষয়টা আলোচিত হবে। সেখানে বৈঠক ভেঙে গিয়েছিল এবং আমি যখন দিল্লীতে খাদ্য মন্ত্রী ব্রহ্মপ্রকাশের

সংগে দেখা করি তখন তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি সেই বৈঠক কেন ভেঙে গিয়েছিল। প্রধানতঃ সেই বৈঠক ভেঙে গেল মুহুরী চরের উপর যে দাবী তারা রেখেছে সেটা আমরা মানতে পারিনি বলে। দিল্লীর বৈঠকও ভেঙে গেল। ঢাকার বৈঠকে জয়েন্ট রিভার কমিশন একটা সিদ্ধান্ত রেখেছিলেন যে সীমানা চিহ্নিত করার জন্য একটা সার্ভে পার্টি আসবে এবং যে হানাগুলি আছে যেগুলি মুহুরী রিভারের গতি পথ পরিবর্তন করতে পারে সেগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হবে। সেগুলি সরিয়ে দেবার কাজ দেখার জন্য বাংলাদেশ থেকে পার্টি এসেছিলেন ঠিক তাদের উপস্থিতিতেই বাংলাদেশ থেকে গুলিগোলা ছোঁড়া হল। তারা সেখানে ডাক বাংলোয় ছিলেন। তাদের আগরতলায় ফিরে আসতে হয় এবং আগরতলায় তাদের বৈঠক সারতে হয়। তারপর সীমানা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তারা আজকেও আসছেন সীমানা চিহ্নিত করতে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিক এই জায়গাটাতে সীমানা চিহ্নিত করার কাজ সুরু হচ্ছে না। এই জায়গাটাতে একটা স্থায়ী বাউণ্ডারী করার কথা আছে। কিন্তু সেটা এখনও তারা সুরু করছেন না। ইতিমধ্যে আর একটা বৈঠক ঢাকাতে বসবার কথা আছে। সেই বৈঠক এক মাসের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল। এখন কবে হবে বলা যাচ্ছে না। সেই বৈঠকেই এটা উঠবে। আমাদের তরফ থেকে যে ব্যবস্থা নিয়েছি সেটা প্রধানতঃ একটা বেষ্টনী, একটা উঁচু বাঁধ আমরা খুব তাড়াতাড়ি করতে পেরেছি। তার জন্য বিলোনিয়ার জনসাধারণ এবং বি, এস, এফকে যথেষ্ট পরিমাণে খাটতে হয়েছে আর এই বাঁধটা উঠার ফলে বাংলা দেশ থেকে আসা গুলিগোলায় শহরটিকে খুব বেশী ক্ষতি করতে পারে নাই। তাছাড়া, যে কথাটা মাননীয় সদস্য চৌধুরী বলেছেন যে বিলোনিয়ার জনসাধারণ এবং বি, এস, এফ, এই কাজে যথেষ্ট সাহস এবং ধর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন, দিনের পর দিন তারা আমাদের এলাকায় গুলিবিদ্ধস্ত করেছেন, আমাদের কৃষকেরাও যথেষ্ট ধর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। তারা আমাদের ফসল কাটতে পারে নি বটে, কিন্তু বাংলা দেশের লোকেরা বার বার আমাদের এলাকায় ঢুকবার চেষ্টা করেছে এবং ঐ দেশের বি, ডি, আরের সাহায্যে তারা এটা করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমাদের রক্ষী বাহিনী তাদের সেই চেষ্টাকে সব সময়ে বিনষ্ট করে দিয়েছে। তারা কোন অবস্থাতেই এবং কোন সময়েতেই আমাদের এলাকায় যে চড় আছে, তা দখল করতে পারে নি। এর মধ্যে কয়েকটা ফ্লেগ মিটিং হয়ে গেছে, সেই মিটিং এ একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে গুলি চালনা বন্ধ থাকবে এবং গত কয়েক দিন যাবত সেটা বন্ধ আছে। আমরা আশা করব যে তাদের গুলি চালনা বন্ধ থাকবে। আমরা খবরের কাগজে দেখেছি যে বাংলা দেশের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া দিল্লীতে যাচ্ছেন, যদিও তাঁর এই দিল্লী যাওয়াটা এর সংগে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু আমরা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীকে বলব যে যেহেতু এই বিষয়টা দীর্ঘ দিন যাবত চলছে, সেহেতু এটা আমাদের কাছে একটা উদ্‌বেগের কারণ হয়ে আছে এবং তিনি রাজনৈতিক ভাবে এটার একটা মীমাংসা করবার চেষ্টা করবেন। বাংলা দেশ আমাদের প্রতিবেশী দেশ, তার সংগে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে ইচ্ছুক এবং

ইতিমধ্যে বিশেষ করে গত বছর আমরা অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তাদেরকে দিয়েছি। রাজনৈতিক ভাবে আমরা মনে করি যে বাংলা দেশের জনসাধারণ আমাদের সংগে সুপ্রতিবেশী সুলভ বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চায়, কারণ তারা আমাদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন এবং তারা ভবিষ্যতেও তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখবেন। তবে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সেই দেশেও আছে, যারা এই জিনিসটা আদৌ পছন্দ করেন না, তারা বাংলাদেশী বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সেখানকার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশী কিছু পত্র পত্রিকায় আমি পড়েছি, সেই সব পত্রিকাতে যে সব খবর বেরিয়েছে, তা থেকে আমরা জানতে পাই যে সেখানে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরছে, হাজার হাজার মানুষ কলেরা হয়ে মারা যাচ্ছে, যেটা নাকি আমাদের এখানে কোন সমস্যাই নয়। এইসব সমস্যার সমাধান যারা করতে পারেন না, তারাই জনসাধারণের মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এসব অপপ্রচার চালাচ্ছে যেটা তাদের দেশের পক্ষেও ক্ষতিকর আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর। কাজেই ত্রিপুরাতে সীমানা নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধান অবিলম্বে আমরা চাই এবং ভারত সরকার যদি ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে এই সমস্যার মীমাংসা সহজে হতে পারে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে সীমানা নির্দ্ধারণ নিয়ে যেটা চলছে তারও সহজে নিষ্পত্তি হতে পারে আর সে জন্যই ভারত সরকার উদ্যোগ নিবেন বলেই আমরা আশা করি।

Private Members' Resolutions.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল বে-সরকারী প্রস্তাব! আমি দুইটি প্রস্তাব পেয়েছি, প্রথমটি হচ্ছে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার নামে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরীর নামে। এখন আমি মাননীয় সদস্য, নগেন্দ্র জমাতিয়াকে তাঁর প্রস্তাবটি এই হাউসের সামনে উত্থাপন করবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা ইতিমধ্যে দাবী করেছিলাম যে বিগত লোক সভার নির্বাচনের সংগে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদেরও নির্বাচন করা হউক। নির্বাচন কমিশনেরও এরকম একটা নির্দেশ ছিল যে, রাজ্যগুলিতে যে সমস্ত নির্বাচন স্থগিত আছে বা বাকী আছে, সেগুলি যেন লোক সভার নির্বাচনের সংগে করা হয়। এটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, কারণ ইলেক্শান করাটা অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার এবং সরকারী প্রশাসনের কাজকর্মে এই বিষয়ে অনেক-গুলি ঝামেলাও আছে। বিশেষ করে নির্বাচনের আগে পিছে ৩।৪ মাস ধরে জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ বা পাবলিক সার্ভিস করার পক্ষে একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, অর্থাৎ নির্বাচনের কাজে বহু কর্মচারীকে এই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে সাধারণ মানুষের উন্নয়নমূলক কাজে যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, এটা আমাদের কারো পক্ষে কাম্য নয়। এছাড়া নির্বাচনের যে ব্যয়, সেটা যদিও আমাদেরও কিছু কিছু

করতে হয়, কিন্তু এই সম্পর্কে যতখানি খরচ কম করা যায়, ততই সেটা মঙ্গলজনক হয়। কারণ, এই নির্বাচন হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হয়। সে দিক থেকে এই নির্বাচনটা বার বার করার কোন রকমেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাই আমরা এই সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে এবং জনসাধারণের স্বার্থে বলেছিলাম যে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনটাও যেন লোক সভার নির্বাচনের সংগে এক সংগে করা হয়. আর তাহলেই পরে সরকারী কর্মচারীদের নির্বাচনের মধ্যে সংগঠিত করার এবং জনসাধারণের স্বার্থে জড়িত কাজ কর্মগুলি বন্ধ রাখার সম্ভবনা কম থাকে। এবং আবার নূতন করে নির্বাচন করার জন্য খরচও কম হয়। কাজেই আমরা যে দাবী পেশ করেছি, তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সঙ্গতই বোধ করছে। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার তার দলীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই কাজটা তখন করেন নি এবং এই নির্বাচন অনুষ্ঠান করার মতো সাহসও তারা পান নি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, কয়েকদিন আগে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটা আমরা শুনেছি এবং তিনি বলেছেন যে আগামী মে মাসে নাকি এরজন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে। কিন্তু আমরা এটা জানি যে নির্বাচন করার মতো একটা পরিবেশ আগে থেকে সৃষ্টি করার দরকার। মে মাসে যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার কথা বলা হচ্ছে, তা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং ক্ষতিকরও বটে। কারণ মে মাসে এক দিকে থাকবে আবহাওয়ার প্রতিকুলতা, অন্য দিকে থাকে মানুষের মধ্যে অভাব অনটন। এই অবস্থার মধ্যে জনস্বার্থ সম্পর্কিত কাজগুলি স্থগিত রেখে, নির্বাচন করাটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। কাজেই নির্বাচন এমন সময়ে হউক, যখন মানুষ কাজের কথা চিন্তা না করে, পরিবারের সংকটের কথা চিন্তা না করে, গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার কথা ভাবতে পারে এবং সময় পায়। তার জন্য আমরা মনে করি যে মার্চ মাসই হচ্ছে সব চেয়ে উপযুক্ত সময়। এই কথা চিন্তা করেই আগামী মার্চ মাসে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাব এনেছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন দলও এটাকে সমর্থন জানাচ্ছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার কেন মার্চ মাসে নির্বাচন না দিয়ে, কেন মে মাসে নির্বাচন করতে চাইছেন তার পিছনে কতগুলি কারণ রয়েছে। সেটা জনসাধারণের যতই ক্ষতিকারক হতে পারে এবং সেটা যতই জন সমর্থনের প্রতিকুল হউক না কেন, সেটা বামফ্রন্টের পক্ষে অনুকুল হতে পারে। এটা স্বাভাবিক যে যতই মানুষের অভাব বাড়বে, ততই সরকার তাদের নিয়ে দলীয় রাজনীতি করার সুযোগ পাবে। সাধারণ মানুষ যখন খাদ্যের জন্য, দুইটা পয়সার জন্য উদগ্রীব থাকবে, তখন মানুষের একমাত্র চিন্তা হবে কি করে দুইটা পয়সা পাওয়া যায় এবং সেই অবস্থাটাকেই কাজে লাগিয়ে সরকার তার নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চান। নইলে সরকারের মার্চ মাসে নির্বাচন করার আপত্তি থাকার কথা নয়। আমি অবশ্য জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার জবাবী ভাষণে কি বক্তব্য রাখবেন। তবে আমি নিশ্চয় আশা করব কারণ তিনি ত্রিপুরার সমস্ত পরিবেশ সম্পর্কে জানেন এবং উনি যদি সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি নির্বাচনের সময় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে আগামী নির্বাচনটা গণতান্ত্রিক উপায়ে হউক এটা তিনি কামনা করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয় আমাদের

সংগে একমত হবেন এবং আগামী মার্চ মাসেই যাতে নির্বাচন হয় সেজন্য তিনি উদ্যোগ নেবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ডিস্ট্রিক্ট কাউনসিল গঠন করা নিয়ে উপজাতি যুব সমিতিকে কম লড়াই করতে হয় নাই এবং বিভিন্ন দল আমাদের এই আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। এই বামফ্রন্ট সরকারও বহু জল ঘোলা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের এই যে সাংগঠনিক শক্তি এবং আমাদের আন্দোলনের তীব্রতার কাছে সমস্ত শক্তিকে হটে যেতে হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা জন সমর্থন পাচ্ছি এই জন্য যে আমাদের যে আন্দোলন সেটা হচ্ছে জনস্বার্থে এবং ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণের জন্য। সেই দিক থেকে আমাদের সমস্ত দাবীই জন সমর্থন পাচ্ছে এবং আমাদের এই আন্দোলনের সফলতা লাভ করতে পেরেছি। আমি নিশ্চই আশা করব যে আগামী মার্চ মাসে আমাদের এই নির্ব্বাচনের জন্য যে প্রস্তাব এনেছি সেটাও জন কল্যাণের এবং ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণের জন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যাতে এই নির্ব্বাচন সুষ্ঠু ভাবে হয় সাধারণ মানুষ তাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটা যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে পারে সেই পরিবেশেই যাতে এই গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয় এবং ত্রিপুরার উপজাতিরা যাতে তাদের সেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার একটা উপযুক্ত পরিবেশ পায় সেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক এই দাবী জানিয়ে আমি আমার প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ঃ ডেঃ স্পীকার—শ্রী অভিরাম দেববর্মা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয় যে প্রস্তাব এই বিধান সভায় পেশ করেছেন এই প্রস্তাবের খুব বেশী যৌক্তিকতা নেই। কারণ হচ্ছে এই বিধান সভায় গত পরশু আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন আগামী মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রস্তাব দেখে এবং মাননীয় সদস্যের বক্তব্য শুনে এটাই আমার ধারনা হয়েছে যে এই বামফ্রন্ট সরকার যখন শুধু এই বিল বিধান সভায় পাশ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তারপর সেই বিলে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সইও করিয়ে আনতে পেরেছেন। এবং বামফ্রন্ট সরকার সেই স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করার জন্য যখন সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, তারপর এই প্রস্তাব উত্থাপন করার কোন কারণ থাকতে পারে না। শুধুমাত্র উপজাতিদের নিকট তাদের মুখ রক্ষার জনাই এই প্রস্তাব তাঁরা এনেছেন বলে আমার মনে হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুধু এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য উপজাতি যুব সমিতিই একমাত্র লড়াই করেছেন, অন্য কোন দল লড়াই করেন নাই। কিন্তু একথা ঠিক নয়। ওদের এই কথা শুনে আমার হাসি পায়। কারণ উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য গত ক' বছর ধরে কোথায় কি করেছেন, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জানা আছে। কারণ উপজাতি যুব সমিতি গঠিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। তার পরবর্তী সময়ে তাদের কোন একটিভিটিজ ছিল বলে আমার জানা নাই। আবার যখন সুখময় বাবু ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসলেন তখন দেখা গেল যে মাথা তুলে এই যুব সমিতি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন—এবং ত্রিপুরায় স্বশাসিত জেলা

পরিষদের জন্য তখনকার বিধান সভার সি, পি, এম-এর ১২ জন উপজাতি সদস্যের নিকট এসে তাদের পদত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। তখন আমরা তাদের জানালাম যে, আমরাতো বিরোধী পক্ষের সদস্য, আমাদের পদত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে কি আপনাদের লাভ হবে। আপনারা যান কংগ্রেসী উপজাতি সদস্যদের নিকট। হরিচরণ বাবুতো উপজাতি এবং কংগ্রেসের একজন মন্ত্রীও। আপনারা উনার কাছে যান। তিনিতো উপজাতিদের জন্য সংগ্রাম করতে পারেন। তিনিতো ইচ্ছা করলে ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ করে দিতে পারেন। এই কথা শুনার পর উনারা চুপ মেরে চলে গেলেন। উনাকে কেন পদত্যাগ করার জন্য বলছেন না, কেন আপনারা শুধু সি, পি. এম-এর উপজাতি সদস্যদের নিকট পদত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন? উনাদেরইতো আগে পদত্যাগ করা দরকার। আসলে উনাদের এই চাপ সৃষ্টি করার পেছনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সুখময় বাবু যখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন আমরা দেখেছি যে রাজ্যসভার নির্বাচনের সময় ১২ জন কংগ্রেসী বিধায়ক কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে একজন নিদল প্রার্থীকে নির্বাচিত করল। এবং এরপর যাতে সুখময় বাবুর মুখ্যমন্ত্রীত্বের উপর কোন আঘাত না আসে, সেজন্যই উপজাতি যুব সমিতির সি, পি, এম সদস্যদের পদত্যাগ করার জন্য শ্লোগান তুলেছিলেন। সেই সময় তাদের এই চাপ সৃষ্টির পিছনে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের কোন উদেশ্য ছিল না।

উপজাতিদেরকে রক্ষা করার জন্য, স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিলের জন্য, বা উপজাতিদেরকে মহাজনী শোষণ অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা সেদিন শ্লোগান তুলেন নি। সুখময়বাবুকে রক্ষা করার জন্যই তাঁরা শ্লোগান তুলেছিলেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এর পরবর্তী সময়ে আমরা কি দেখলাম? দেখলাম তারা নির্বাচন বয়কট করবেন ত্রিপুরায় উপজাতিদের জন্য যতদিন পর্যন্ত স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল না আনা হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত তারা নির্বাচন বয়কট করবেন। আমাদের উপর আবার চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন, নানারকম ভাবে অপপ্রচার আরম্ভ করলেন। দেখা গেল যখন নির্বাচন আসল, একদল দিল্লীতে চলে গেলেন সেখানে পরামর্শ করার জন্য। দিল্লী থেকে ফিরে এসে তারা আবার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেন। নির্বাচনে সি, পি, আই(এম) যাতে পরাজিত হয়, উপজাতিদের ভোট যাতে নষ্ট হয়, সেই জন্য তারা নির্বাচনে দাঁড়ালেন। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসল তারা আবার শ্লোগান তুললেন যে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিধানসভায় এই বিল যদি না আসে, তাহলে ত্রিপুরায় তারা সংগ্রাম আরম্ভ করবেন। যারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক নয়, যারা উপজাতি যুব সমিতি করেন না তাদের উপর চাপ সৃষ্টি আরম্ভ করলেন। জায়গায় জায়গায় তারা এমন কতকগুলি বাহিনী তৈরী করলেন, যে বাহিনী ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাস, অরাজকতা সৃষ্টি করল এবং ওরা ত্রিপুরার মানষকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটাতেও তারা সফল হলেন না। তারপর ২৬শে জানুয়ারী তারা বললেন যে এই প্রজাতন্ত্র দিবসে আমরা ঘোষণা করতে চাই যে স্বাধীন ত্রিপুরা হবে, স্বশাসিত জেলা পরিষদ হবে। কিন্তু এতেও তারা ব্যর্থ হলেন। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই বামফ্রন্ট সরকার যখন ই স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন করতে যাচ্ছেন, তখন সেই নির্বাচনের

মুখে তাদের যখন বলার কিছু থাকে না, তখন মুখ রক্ষা করার জন্য কি এই প্রস্তাব তিনি এখানে এনেছেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার, মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি, মুখের কথা দিয়ে মানুষকে ফাঁকি দেয় না। তারা যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন, সেটাকে তারা বাস্তবায়িত করেন। সেই কর্মসূচীকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে চান। সেই কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে উপজাতিদেরকে কিভাবে তাদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা যায়, কিভাবে তাদের কল্যাণ করা যায়, সেই সমস্ত ব্যবস্থা করতে চায়। সেটা বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। মাননীয় উপাধক্ষ মহোদয়, ওরা উপজাতি দরদী সাজতে চায়। মুখে বলছেন লড়াই করবেন। কি লড়াই করবেন ওরা? এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য যারা লড়াই করেছে আজীবন, কংগ্রেসী আমলে যারা অত্যাচার সহ্য করছে, যারা বৎসরের পর বৎসর জেল খেটেছে, যাদের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলিয়ে রেখে সর্বসান্ত করা হয়েছে, আজকে তাদের উপর তারা আক্রমণ করছে। তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করেছে। যারা উপজাতিদের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আজকে তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চায় ওরা। আজকে যারা উপজাতি দরদী সেজেছেন, লড়াইর কথা উচ্চারণ করছেন, তাদের জন্ম তো দালালীর মধ্য দিয়ে। যাদের জন্ম হয়েছে কায়েমী স্বার্থের জন্য তাদের মুখে লড়াইর কথা শোভা পায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আজকে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, সেই জন্য আমরা বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। এই উপজাতিরা দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে যেখানে সাংবিধানিক অধিকার আদায় করার জন্য অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন, বুকের রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন, আজকে এই বিল বিধানসভায় পাশ হয়েছে এবং যে বিলের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেটাকে বানচাল করার জন্য তারা এই ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে। আমরা জানি ত্রিপুরার মানুষ সচেতন। তারা ওদের ফাঁদে পা দেবেন না। তাই আগামী দিনে এই নির্বাচনে ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতির সকলের স্বার্থই রক্ষা করবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে রিজিউল্যুশন এখানে আনা হয়েছে, এটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। এটাকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু যে কথা বলেছেন, আমার মনে হয়েছে উনি ঠিক ঠিক ভাবে বিষয়টা বুঝতে পারেন নি। উনারা গত ৩০ বৎসর ধরে কি ধরনের আন্দোলন করেছেন? তারা উপজাতিদের কল্যাণের জন্য আন্দোলন করেন নি। কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্য আন্দোলন করেছেন। কারণ আমরা জানি গত ৩০ বৎসর যাবত ওরা উপজাতিদের উন্নতির জন্য আন্দোলন করতে পারেন নি এবং বিশেষভাবে উপজাতি স্বত্বা বিকাশের জন্য সঠিক আন্দোলন তাঁরা করতে পারেন নি। উপজাতিদের জন্য কি করা হবে না হবে তার নির্দেশ তারা দিতে পারেন নি। অবশ্য কম্যুনিষ্টের নাম করে, গণমুক্তি পরিষদের নাম করে উপজাতি-দেরকে তাদের দলে টেনেছেন, রাজনীতির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন এবং বিশেষ জোর দিয়েছেন এই পাহাড় অঞ্চলে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে রক্ষা করার জন্য এবং এই আন্দোলনকে তীব্র গতিতে ঠেলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু আজকে তারা এই ত্রিপুরী সমাজকে তাবা কি দিলেন? তারা কিছু দিতে পারেন নি। উপজাতি স্বত্বাকে তারা

রুদ্ধ করে রেখেছিল এবং ত্রিপুরা রাজ্যে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য তারা খেটেছেন কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার দেওয়ার জন্য তারা আন্দোলন করতে পারেন নি। আমরা জানি যে ১৯৬৭ সাল থেকে আমরা ৫ম তপশীলের দাবী করে আসছিলাম এবং ১৯৬৯ সাল থেকে স্বায়ত্ব শাসনের দাবী আমরা করে আসছি কিন্তু ওরা বলছেন যে উপজাতি যুব সমিতি আসার আগেই দাবী করে আসছেন এরকম যদি তারা বলেন তাহলে তারা ত্রিপুরার ইতিহাসকে বিকৃত করতে পারেন, আমাদের বলার কিছু নেই। ওরা কম্যুনিষ্টদের জন্য আন্দোলন করেছেন কিন্তু উপজাতিদের জন্য তারা কোন আন্দোলন করেন নি। ওরা হচ্ছে আন্তর্জাতিকবাদ ওরা মেহনতি মানুষকে নিয়ে আন্দোলন করতে পারেন সর্বহারা মানুষের আন্দোলন করতে পারেন কিন্তু একটা গোষ্ঠির জন্য আন্দোলন করতে পারেন না। উপজাতি স্বত্বাকে বিকাশের জন্য ওরা আন্দোলন করতে পারেন নি। এটা আমরা জানি যে উপজাতি যুব সমিতি আসার পর থেকে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের আন্দোলন জোরদার হয়েছে। গত ৩০ বৎসর যাবত উপজাতিদেরকে যেভাবে আফিং খাইয়ে তারা আন্দোলনে নামিয়েছিল। কিন্তু উপজাতিরা আজ বুঝতে পারছে যে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের মুক্তি কোন দিন আসবে না, তার জন্য আন্দোলন করতে হবে এবং তা সফল হলেই তাদের জাতীয় স্বত্বার পথ খুলে দেবে এবং তাহলেই তারা তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার তারা ফিরে পাবে। তারা বলেছেন যে উপজাতিদের জন্য আন্দোলন করছেন অথচ এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন নিয়ে তারা কত পরিপন্থী করছেন। তারা বলছেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অসুবিধা আছে। আমরা জানি পঞ্চায়েত নির্বাচন দশ দিনের মধ্যে তারা করতে পারলেন এবং লোকসভার জন্য তারা প্রস্তুত হতে পারলেন কিন্তু সাধারণ একটা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন করার জন্য তারা প্রস্তুত হতে পারলেন না। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি যত চাপ সৃষ্টি করছে ততই তারা বাধ্য হচ্ছে এই নির্বাচন করতে। আসলে তারা উপজাতিদের কল্যাণ তারা চান না, ভবিষ্যতেও তারা করতে পারবেন না। কারণ তারা আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী কিন্তু বিশেষ কোন জাতির উন্নতির জন্য তারা কাজ করতে পারেন না।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে, মার্চ্চ মাসে না করে নির্বাচন মে মাসে করা হবে। এই মে মাসে নির্ব্বাচন করার কি কারণ থাকতে পারে ? আমরা জানি, তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকবে। সেই সময় সাধারণ গরীব মেহনতী মানুষের অভাব থাকবে। আর সে জন্যই আমরা জানি, সাধারণ মানুষকে পয়সা দিয়ে তাদের মাথা কিনে নিতে পারবেন। সেই জন্যই কি আপনারা মে মাসে নির্বাচন করছেন ? এই কারণে যদি করে থাকেন, তাহলে এটা খুবই গর্হিত কাজ এবং অন্যায় বলেই আমি মনে করি। কারণ আমরা দেখেছি, বিগত লোক সভার নির্ব্বাচনে ফুড ফর ওয়ার্কের দ্বারা গরীব মানুষের মাথাকে কিনে নিয়েছেন। তাদের স্বাধীন স্বত্বাকে বিকশিত হতে দেন নি। এখন মে মাসে নির্ব্বাচন ডেকে আপনারা আবার পুরাতন খেলাই খেলতে চাচ্ছেন, সেটা আমরা বুঝতে পারছি, এই ভয় আমাদের আছে। তবে অনুরোধ রাখব, এই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে জনগণের স্বার্থে মার্চ্চ মাসে স্বায়ত্ব শাসনের নির্বাচন করবেন এই আশা আমি রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি এর বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এই উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা কাউন্সিল আইন একটা নতুন আইন। এই কাউন্সিল যা আমরা গঠন করতে যাচ্ছি, এটাও একটা নতুন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা। সেদিক থেকে যে কমিটি তৈরী করা হয়, সেটা এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে এই আইন পরিচালনা করতে গেলে কোন জটিলতার সৃষ্টি না হয়। সে দিক থেকে আমাদের কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সে আইনটা হয়ত মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারেন নি। আমি বলতে চাই, নির্ব্বাচনের কাজ করার যে ধরন সেগুলি ঠিক করার যে পদ্ধতি তা ঠিক করতে হবে। এটাও একটা নতুন কাজ, তা মাননীয় সদস্যরা জানেন। এই কাজটাও আমাদের করতে হবে। মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন, নির্ব্বাচনী কমিশন নাকি বলেছেন, সব নির্ব্বাচন এক সঙ্গে করা ভাল। কিন্তু মাননীয় সদস্য কি ভারতবর্ষের এমন একটি জায়গা দেখাতে পারবেন, যেখানে মিউনিসিপ্যাল এবং পঞ্চায়েৎ ইলেকশন, লোকসভার ইলেকশনের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে? তা দেখাতে পারবেন না। এটা বিধানসভা দেওয়া যায়। কারণ লোকসভার সঙ্গে বিধানসভার নির্ব্বাচনের নির্ব্বাচন মণ্ডলীর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েৎ বা মিউনিসিপ্যাল বা মিউনিসিপ্যালের মত যে সংগঠন আমরা করেছি যেমন, জেলা পরিষদ—মাননীয় সদস্য নিজেও বলেছেন, এর সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণ আলাদা সংগঠন, আলাদা সেন্টার হবে। এখানে আমাদের একটু সুবিধা হয়েছে, নতুবা এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা নির্বাচন করতে পারতাম না। বিষয়টি হচ্ছে ইলেকট্রোরেল রুল যেহেতু নতুন করে রিভিশান হয়েছে, সে জন্যই আমাদের পক্ষে মে মাসে নির্বাচন করা সম্ভব হবে। নতুবা হয়ত অক্টোবরে কিংবা নভেম্বরে করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকত না। মাননীয় সদস্যরা যদি বলেন যে, মে মাসে অসুবিধা হবে, তাহলে এটা বিবেচনা করে দেখতে পারি। সে কথা তারা বলুন. আমরা পিছিয়ে দিতে চাই। কিন্তু কোন মতেই মে মাসের আগে সম্ভব হবে না। এর পরে যে সমস্ত কথা বলেছেন, সেগুলি অবান্তর এবং দুঃখজনক।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি, সব সময়ই ফুড ফর ওয়ার্কের উগর সমালোচনা করা হয়। আমরা এও লক্ষ্য করেছি, উপজাতি যুব সমিতি এবং কিছু কিছু দল, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই ফুড ফর ওয়ার্কের উপর আক্রমণ বেশী করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম গ্রামীণ বেকারদের মজুরী দেওয়ার কথা ভেবেছে। আমরা জানি, আগে ২ টাকা মজুরীর জন্য আমাদের লাঠি পেটা খেতে হয়েছে। খোয়াইয়ে আমাদের মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্ম্মাকে সুখময়ের পুলিশ এমন লাঠি পেটা করে যে দেড় দিন পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে। তারপর তাঁকে আগরতলায় আনা হয়। কেন মার খেতে হল? না, ঐ ২ টাকা মজুরীর কাজের জন্য। আর এখন খরার সময়ে

৫ টাকা মজুরীর কাজ পাচ্ছেন গ্রামের মেহনতী মানুষেরা। মজুরী পাচ্ছেন ৬ টাকা। আর আগে জোতদাররা ২ টাকায় মজুর লাগাত। ২ টাকাও দেয় নি আমাদের মা-বোনদের। আর আজকে আমরা সেখানে ৭ টাকা মজুরী দিচ্ছি, দিচ্ছি ৬ টাকা মজুরী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের জন্য কাদের গায়ে লাগছে? গায়ে লাগছে, কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি এবং আমরা বাঙ্গালী দলের। কারণ তারা জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করার কথা চিন্তা করে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশন বাঞ্চ ঃ—হ্যাঁ, ফুড ফর ওয়ার্কের দ্বারা দলবাজি করা যায়)।

দলবাজির কথা বলছেন? একটা ক্ষেত্রেও কি দেখাতে পারবেন দলবাজি হয়েছে? আপনারা বলুন না, যেখানে যেখানে উপজাতি প্রধান আছেন, সেখানে আমরা ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ কম দিয়েছি। কিন্তু যেখানে যেখানে উপজাতি প্রধান আছেন সেখানে সেখানে এই ফুড ফর ওয়ার্কের অপব্যবহার করা হয়েছে। তাদের নামে আমার কাছে অজস্র অভিযোগ এসেছে। আমি সেগুলি বি, ডি, ও, ও এস, ডি, ও, এর কাছে দিয়েছি তদন্ত করার জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা ২০,০০০ শীত বস্ত্র দিচ্ছি গ্রামের গরীব মানুষকে বিলি করার জন্য। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, যেখানে আমাদের লেফট্ ফ্রন্টের প্রধান নেই, পঞ্চায়েৎ নেই সেখানে ঠিক মত বিলি করা হবে কিনা। আমাদের লেফট্ ফ্রন্টের প্রধানরা, কে কে এই শীত বস্ত্র পাবেন, তার লিষ্ট করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেবে। আমরা সুখময় বাবুর আমলে দেখেছি, ঐ রিলিফের টাকা যে আত্মীয় স্বজনকে পোষন করত। জনতা শাড়ির বেলায়ও দেখেছি, ওদের লোকই জনতা শাড়ি পেত। তাই আমার ভয় হচ্ছে, যেখানে যেখানে উপজাতি যুব সমিতির লোক প্রধান আছেন, তারাও হয়ত তাদের পেটোয়া লোককেই দেবেন। কাজে কাজেই মাননীয় সদস্যদের বলব, আপনারাও দেখবেন যেন দলবাজি না হয়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা জানেন, মে মাসে প্রচণ্ড দুর্যোগ চলে। তখন এখানে সব জিনিসেরই ক্রাইসিস। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ ত্রিপুরার একজন লোককেও না খেয়ে মরতে দেবেন না, একজন লোককেও উপোশ থাকতে দেবেন না। মাননীয় সদস্যদের আগেও আমি বলেছি, এখনও আবার বলছি, মার্চ মাসেও অসুবিধা হবে। এই অসুবিধার মধ্যেও আমাদের গণতান্ত্রিক ভাবে কাজ কর্ম করতে হবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সর্বশেষে মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং (তিনি অবশ্য এখন এখানে উপস্থিত নেই) বলেছেন জাতিসত্তার কথা। এই জাতি সত্বাই আসামে অসমীয়রা বাঙ্গালীদের খুন করছে। এই জাতি সত্বা মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে না। যে জাতি সত্বায় মানুষকে মানুষ খুন করে, এই জাতি সত্বা উগ্র

জাতিয়তাবাদ, এটা এক মাত্র শোষক গোষ্ঠীকেই শক্তি জোগাতে পারবে। কিন্তু মার্কসবাদ হচ্ছে সর্বহারার, এই মার্কসবাদ গরীব মেহনতী মানুষের। কাজে কাজেই মার্কসবাদের লাল ঝাণ্ডা সে আফ্রিকার জঙ্গলেই হউক, আর ত্রিপুরার পাহাড়েই হউক যেখানে গরীব মেহনতী মানুষ নিপীড়িত হবে, সেখানে সে হাজির হবে। এই পতাকা, আমরা আর কাউকে দিতে পারি না। এই পতাকা থাকবে, এই পতাকা উড়বে। এই পতাকে কোন প্রতিক্রিয়া শক্তিই দুর্বল করতে পারবে না। গরীব যেখানে আছে সেখানে সেই পতাকাও আছে, বামফ্রন্টও আছে। যারা আফিম খেতে চান না, তারা বিষ খান, বিষ খেয়ে মরুন। আফিম মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, বিষ মানুষকে হত্যা করে। এই আইনের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কাজ করেছে এবং এই আইনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু হাইকোর্টের প্রাথমিক যে রায়, সে রায় আমাদের পক্ষেই গিয়েছে। সেই দিক থেকে এই আইন আমরা কার্যকরী করতে পারব। হাইকোর্টের যে মন্তব্য, তাতে বলা হয়েছে—এই আইনটি সংবিধানের ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপ্যাল অনুসারেই করা হয়েছে। সুতরাং বাধার কোন প্রশ্ন আসে না। বিগত লোকসভা নির্বাচনের কোন কোন প্রার্থী মাঠে মাঠে বক্তৃতা করেছেন—আমাদের যদি তোমরা ভোট দাও, তাহলে পার্লামেন্টে গিয়ে আমরা তা বাতিল করে দেব। এই সব লোক যদি পার্লামেন্টে যায়, তাহলে তো বিপদ হবে। যাদের সঙ্গে কোন আইনের সম্পর্ক নেই, তারা পার্লামেন্টের সদস্য হবার প্রার্থী হচ্ছেন কি করে বুঝতে পারলাম না। যে আইন বিধানসভা পাশ করে, সেই আইন বিধানসভাই বাতিল করতে পারে, পার্লামেন্টের সেই অধিকার নেই বিধানসভার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। কাজেই ওনাদের এই সমস্ত অপপ্রচার ভিত্তিহীন। আমরা বিধান সভার নির্বাচন করেছি, পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছি, মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন করেছি, লোকসভার নির্বাচন করেছি এবং আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন আমরা করতে যাচ্ছি। সেই নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেইজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। এই আইনটিকে রোধ করার জন্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেই হেতু মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। এমতাবস্থায় মার্চ মাসে নির্বাচনের কোন প্রশ্ন আসে না। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি, উনি যেন ওনার প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করে নেন এবং মে মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার এই প্রস্তাবের যারা সমালোচনা করেছেন, তাতে এটাই স্পষ্ট যে বাস্তবকে অস্বীকার করার জন্যই এই সমস্ত সমালোচনা করেছেন। আমরা বিগত লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের দাবী করেছিলাম। তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

সরকারী ট্যাকনিক্যালের অসুবিধা, লোকসভা নির্বাচন একপ্রকার আর স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন আরেক প্রকার, ইত্যাদি বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই নির্বাচন উনারা চান না বা যদিও করতে চান, সেটা যে মাসে না হয়ে আরও বিলম্বে হলেও উনাদের পক্ষে ভাল হয়। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা এখানে বলেছেন যে আমরা সুখময় সেনগুপ্তের আমল থেকে এই দাবী নিয়ে লড়াই করেছিলাম। হ্যাঁ, উনি বাস্তবকে স্বীকার করেছেন। উনি আরও বলেছেন আমরা নাকি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট সদস্যদের পদত্যাগ দাবী করেছিলাম, কংগ্রেস সদস্যদের নাকি পদত্যাগ দাবী করিনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তেলিয়ামুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়াকে আমরা বলেছিলাম পদত্যাগ করার জন্য। উনি কিন্তু কংগ্রেসী। সুতরাং মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করেছেন, এটা ভিত্তিহীন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ৩১শে ডিসেম্বর এবং ২৬শে জানুয়ারী তারিখে উপজাতি যুব সমিতির যে ঘোষিত আন্দোলন, সেই আন্দোলনকে উনি সমালোচনা করেছেন। আমরা যখন বিধানসভায় প্রস্তাব এনেছিলাম যে ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল দিতে হবে, ১৯৬০ ইং সাল থেকে উপজাতিদের হস্তান্তরিত ভূমি ফেরত দিতে হবে, তখন উনারা আমাদের সেই প্রস্তাবকে বিরোধীতা করেছেন। বিধানসভার সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে উপজাতিদের এই সমস্ত ন্যায় সংগত দাবীগুলিকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য যখন আমরা ৩১শে ডিসেম্বর এবং ২৬ জানুয়ারী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলাম, তখন উনারা বাধ্য হয়ে বিধান সভায় এই বিল আনলেন। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে আমাদের আন্দোলনে ভীত হয়েই এই বিলটা আনতে বাধ্য হলেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দল নেতা শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং জাতিসত্বা বিকাশের দাবী করেছিলেন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাঁর এই বক্তব্যকে বিকৃত করে বলেছেন। একজন দায়িত্বশীল লীডার অব দি হাউস যদি এই ভাবে বিকৃত করে বলেন, তাহলে হাউসকে মিসলীড করা হবে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সংখ্যালঘুদের জাতিসত্বা বিকাশের যে প্রশ্ন তুলেছেন, সরকার পক্ষের সদস্যরা তাঁর এই বক্তব্যকে সমালোচনা করেছেন এবং তাঁরা দাবী করছেন যে এই বামফ্রন্টই সংখ্যা-লঘুদের জাতিসত্বা বিকাশের জন্য আন্দোলন করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে তারা আন্দোলন করেছেন, কিন্তু সে আন্দোলন তো সংখ্যালঘুদের জাতিসত্বা বিকাশের আন্দোলন ছিলনা. সেটা ছিল চালের দাম, ডালের দাম, ইত্যাদি পন্যাদির দাম কমাবার আন্দোলন। সুতরাং তাদের এই দাম কমাবার আন্দোলনকে তো সংখ্যালঘুদের জাতিসত্বা বিকাশের আন্দোলন বুঝায় না। উনারা মাননীয় বিরোধী দলের নেতার বক্তব্যের এই সত্যতাকে ঢাকবার জন্য, বিকৃত করে বলার একটা অপকৌশলের প্রয়াস চালিয়েছেন মাত্র। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,

এই প্রস্তাবের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম বাবু আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন যে এই আন্দোলন করতে গিয়ে নাকি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের বহু জেল খাটতে হয়েছে, বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল কংগ্রেসীদের অত্যাচারে। কিন্তু আজকে আমরা তো প্রশ্ন তুলতে পারি যে, উনারা সরকারের দলে থেকে দাবী করেছেন যে আন্দোলনের জন্য তাদের বহু জেল খাটতে হয়েছে কিন্তু আজকে উনারাই ক্ষমতায় এসে কি করে আজকে বিজয় রাংখলের বিরুদ্ধে হাজার হাজার পুলিশকে দিয়ে অত্যাচার করিয়েছেন ? সেই অমরপুরে যারা উপজাতি যুব সমিতির দাবী নিয়ে আন্দালন করেছে তাদের উপর পুলিশী আক্রমণ চালানো হচ্ছে। এমন কি আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে, তাদের একমাত্র অপরাধ ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী তারা করছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখছি যে, বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট সরকার শুধুমাত্র ৭ম তপশীল অন্তর্ভুক্ত করে যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল পাশ করেছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে, উপজাতি যুব সমিতিকে সীমাবদ্ধ রেখে তাদের যে ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী সেটাকে তাঁরা হীম ঘরে রেখে দিতে চাচ্ছেন কিন্তু তার জন্য আমরা প্রতিবাদ করছি। আজকে আমাদের এই লোকসভার নির্বাচনেও তাদের সঙ্গে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, আমরা তো কমিউনিজমের বিরোধীতা করিনি, আমরা তো জন-স্বার্থের জন্য এই হাউসে যে বিল এসেছে তার জন্য বিরোধীতা করিনি, তাহলে কেন আমাদের কর্ম্মীদের উপর হামলা করবেন, কেন আমাদের জনসভার উপর হামলা করবেন ? সেটার একমাত্র কারণ হচ্ছে ৬ষ্ঠ তপশীলকে আপনারা রুখতে চান, ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবীকে আপনারা মানতে চান না, সেটাকে আপনারা প্রতিরোধ করতে চান। এই উদ্দেশ্য থেকেই উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে এত বড় একটা প্রতিরোধ চলছে, এত বড় একটা অভিযান চলছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আরও একটি প্রস্তাব আছে। আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করতে চেষ্টা করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সেটা অত্যন্ত ভিত্তিহীন এবং আমি অত্যন্তঃ দুখিত যে এই জেলা পরিষদ বিলকে অত্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। এই মে মাসের মধ্যেও নির্ব্বাচন করতে ইচ্ছুক নন। আরও পিছিয়ে দিতে পারলেই ভাল হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। কাজেই আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এই নির্বাচন আরও পিছিয়ে যাবে কিনা ? কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলবো মে মাসে নয়, মার্চ্চ মাসেই, জনগণের স্বার্থে ত্রিপুরার গরীব উপজাতির স্বার্থে মার্চ্চ মাসকেই টারগেট করে, আপনারা সেইভাবে জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনে উদ্যোগ নিন। এই প্রস্তাবের উপর আমি পুনরায় আমার সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো ঃ--

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হউক"।

প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে বাতিল হলো।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---

"প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে তাঁর রিজলিউশনটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীবাদল চৌধুরী, মাননীয়, ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজলিউশনটা উত্থাপন করছি। রিজলিউশানটি হলো ঃ---

"সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স আগরতলা-কলকতা রুটের বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করায় এই বিধানসভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাজ্যের গরীব জনগণের স্বার্থে অবিলম্বে বিমান ভাড়া শতকরা ৩০ ভাগ কমানোর জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্‌কে নির্দ্দেশ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে"।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা আমাদের সবার জানা আছে যে, ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া রাজ্য। এখানকার যারা অধিবাসী তাদের শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্র্য রেখার নীচে বাস করেন এবং দেশ স্বাধীন হবার পর ৩০ বছর কংগ্রেসের একটানা রাজত্ব করার পরও এই দীর্ঘ রাজত্বের মধ্যে এই পিছিয়ে পড়া রাজ্যের জন্য যে ভাবে সামগ্রিক দিক থেকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল ঠিক সে ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে যাতে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও নিবিড় করা যায় এবং অতি দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়, তার জন্য যে উদ্যোগ, সে উদ্যোগ পূর্ব্বে নেওয়া হয় নি। ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করার পরও এখানকার জনগণের স্বার্থে, রেল লাইনকে বাড়িয়ে সাব্রুম পর্যন্ত যে করা উচিত ছিল, সেই রেল লাইনকে পর্য্যন্ত তাঁরা সম্প্রসারণ করেননি। একমাত্র বিমান পথই হচ্ছে সারা ভারত-বর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের মানষের একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা। আজকে আমরা যে কাজই করতে চাই না কেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসা এবং অন্য যে কোন কাজ আমরা করতে যাইনা কেন আমাদের যোগাযোগের একমাত্র কেন্দ্রস্থল হচ্ছে এই বিমান পথে কলকাতা হয়ে তার পর সারা ভারত বর্ষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করতে হবে, রেল হয়তো ধর্মনগর পর্য্যন্ত আছে কিন্তু এখান থেকে বাসে করে গিয়ে তারপর ধর্মনগরে রেলে উঠতে হবে এবং সেই রেলে করে যদি আমাদের সারা ভারত বর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় তাহলে আড়াই থেকে তিন দিন সময় লাগবে এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করে একটা কাজকে সম্পূর্ণ করা এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এটা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক যে দুরবস্থা সেটকারো কাছে অজানা নয়। এখানকার কৃষক বলুন, এখানকার ব্যবসা বলুন সমস্ত দিক থেকেই এই রাজ্যটা অনুন্নত। এখানকার যারা উপজাতি তারা কোন দিন ঐ বিগত দিনে যারা রাজত্ব করেছেন, তাদের কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি, শোষণের জাতা-কলে এখানকার মহাজনদের অত্যাচারে, শোধখোরদের অত্যাচারে তারা জর্জরিত। এখানকার

যারা অধিবাসী উন্নয়নশীল যে সমস্ত মানুষ আছে বাঙ্গালী, এখানকার শতকরা ৯০ ভাগই হচ্ছে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু সেই উদ্বাস্তুদের জন্য কংগ্রেস আমলে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি এবং তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন করার যে কথা ছিল সেটা পালন করা হয় নি। এই উপজাতি এবং বাঙ্গালী অধ্যুষিত রাজ্যে যারা অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে ভীষণ পিছিয়ে রয়েছে সেই রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং সামগ্রিক ভাবে এখানকার অধিবাসিদের আরও বেশী করে সাহায্য দেবার প্রশ্ন আসে সে দিক থেকে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে একটা দুরূহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখানকার কুটির শিল্পের কথা বলুন এই শিল্প এত দিন সমৃদ্ধ হয় নি, সেখানে আজকে এই শিল্প সারা ভারতবর্ষের বাজারে সমাদৃত হচ্ছে, ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে আজকে এই কুটির শিল্প। আজকে এই সমসদৃত শিল্পকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চালান দিতে হলে আমাদের বিমানের উপর নির্ভর করতে হয় কিন্তু সে জায়গায় এই বিমান ভাড়া বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই তার উপর চাপ আসবে। এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থার কথাই বলুন, পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও গড়ে তোলা যায় নি, এখানকার যারা কঠিন রোগী বিশেষ করে ক্যানসার, অনান্য দুরারোগ্য রোগী এবং আক্রমণ করা রোগী তাদের চিকিৎসার জন্য যদি বাইরে নিয়ে যেতে হয় তাহলে বাসে এবং রেলে করে সেই রোগীকে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কাজেই সে দিক থেকে যারা দুস্থ মানুষ এবং দুস্থ রোগী তাদের কাছে এই ভাড়া বৃদ্ধি অর্থনৈতিক বোঝা হিসাবে আসছে। এই অর্থনৈতিক বোঝা বহন করা ত্রিপুরা রাজ্যের মত পিছিয়ে পড়া মানুষের সেই ক্ষমতা নেই। কাজেই ত্রিপুরাকে কলকাতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়, বিশেষ করে ব্যবসায়ীদেরকে তাদের মালপত্র আনতে হয় এই বিমানযোগে। এই যে ব্যবসায়ী, তারা কোথা থেকে আনবে জিনিষ পত্র? এই যে বিমানের ভাড়া বেড়েছে, কোথা থেকে পাবে এই বেশী পয়সা? কাজেই এই বেশী পয়সাকে তারা জিনিষপত্রের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, আর সেই চাপটা পড়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উপর। অথচ এখানকার মানুষের যে অধিকার, সেই অধিকার তাদের সামাজিক অধিকার, এখানকার যারা অধিবাসী হিন্দু বলুন, খৃষ্টান বলুন, মুসলিম বলুন, তাদের যদি এখানে ধর্ম করতে হয়, তাদের যদি তীর্থ করতে হয়, আজকে যারা বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের অবলম্বি তাদের যদি আজকে শ্রাদ্ধ করে পিণ্ডি দিতে হয়' তাহলে তাদেরকে বিমান পথে যেতে হবে। স্বাভাবিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে সামাজিক জীবন দৈনন্দিন জীবন প্রভৃতি সমস্ত কিছুর সঙ্গে আজকে বিমানের যোগাযোগ। এই বিমান পথ কলকাতার সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ পথ, আর এটাই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের জীবন। এখানকার মানুষের জীবনের সঙ্গে এটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বাভাবিক কারণে আজকে যখন এই বিমান ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পক্ষে এটা একটা প্রচণ্ড চাপ হয়েছে, এটা সত্য যে, তেলের দাম বেড়েছে। এটাও আমরা দেখছি। কিছুদিন আগে যখন পার্লামেন্টে আণ্ডারটেইকিং

কমিটি হয় তখন তারা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের উপর রিপোর্ট প্রকাশ করলেন, যদিও এটা আণ্ডার টেইকিং কমিটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সংস্থা। তবুও আমরা দেখলাম যে সেখানে অনেক দুর্নীতি হয়েছে। তাদের সেই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য এখানকার মানুষের উপর যাত্রীর ভাড়া বাড়িয়ে চাপ সৃষ্টি করে সেটাকে তারা পোষায়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কাজেই এটা আজকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারের কাছে নয় দিল্লীতে যারা আছেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা জানেন, এখানকার মানুষের অবস্থার কথা জানেন, এখানকার ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, তারা লেখাপড়া জানে না, কাজেই এখান-কার সব কিছুর জন্য আমাদেরকে কলকাতার উপর নির্ভর করতে হয়। তাই কলকাতা ত্রিপুরার যে বিমান পথ সেটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেই দিক থেকে আমি এই বিধানসভার সামনে একটা প্রস্তাব রাখতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তার দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারে যারা নূতন-ভাবে ক্ষমতায় এসেছেন, যারা অনেক কথা বলেছেন মানুষের কাছে, আমি সেই সরকারের কাছে আজকে অনুরোধ রাইতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের এই অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা যেন এই বিমান ভাড়ার চাপটা কমান। আজকে সার! ভারতের সঙ্গে এখানকার মানুষের সামাজিক জীবনকে যেন সুষ্ঠু অবস্থার মধ্যে আনা যায়, আমরা আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার এই দিকে উদ্বেগ নেবেন। এই আশা রেখেই আমি এই প্রস্তাব বিধানসভার কাছে এনেছি। আমি আশা করি এই হাউস এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ এই প্রস্তাবের পক্ষে আপনারা আর কেউ কিছু বলবেন ?

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। স্যার, আমি দেখেছি মানুষ যখন সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, তখন তারা যে অঞ্চলে বাস করে, সেই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই যে তার সার্বিক বিকাশ হয় তা নয়। সেই অঞ্চলের বাহিরে তাকে যেতে হয় বিভিন্ন প্রয়োজনে, তার বাঁচার প্রয়োজনে। আর এই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যখন মানুষকে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তখনই তার যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা মানুষকে চিন্তা করতে হয়। সভ্যতার অগ্রগতির পথে এই জিনিষটা আমি লক্ষ্য করেছি। যখন এই দিকে আমরা লক্ষ্য করি এবং আমাদের এই ছোট্ট পাহাড় ঘেরা ত্রিপুরার দিকে তাকাই তখন তার এক বিপর্যস্ত অবস্থা আমরা দেখি। সেই বিপর্যস্ত অবস্থার কথা চিন্তা করে যারা ত্রিপুরার বিভিন্ন উন্নয়নের কথা আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, যেমন ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্রিপুরার মধ্যেই করা হবে এবং ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য অন্যান্য সকল ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এইসব কথা যখন আমরা শুনেছিলাম তখন আমরা ভেবেছিলাম যে ত্রিপুরার মানুষ তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যেমন পাবে তেমনি তার বেঁচে থাকার জন্য বাইরে যাওয়ার যে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেই ব্যবস্থাও তাদের সুগম ও সহজ

হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম ত্রিপুরাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগের একটা মাত্র পথ আছে, আসাম আগরতলা রোড, যে রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলাচল করে, কারণ রেলগাড়ী ধর্মনগর পর্য্যন্ত এসে থেমে গেছে। এর পরে সেই রেল গাড়ীকে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, কিন্তু গত ৩০ বছর ধরে আমরা দেখিনি ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ সুন্দর ও সম্প্রসারিত করতে। ত্রিপুরার মানুষ যে বিমান পথটাকে তাদের একমাত্র যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট পথ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, সেই পথটাকেও ক্রমে ক্রমে সংকুচিত করে আনা হয়েছে, অবশ্য এ কথাটা বলছি আমি এই কারণে যে কৈলাশহর, কমলপুর, খোয়াই এই অঞ্চলগুলিতে বিমান পথে যোগাযোগ করার যে সুযোগটা ছিল, সেই সুযোগটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, আগে বিমানের ভাড়া খুব কম ছিল, তাই ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষ অল্প পয়সা খরচ করে অন্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত, আর আজ সেই ভাড়া বাড়তে বাড়তে হয়েছে তার তিন গুণ। যা ত্রিপুরার ৭০ ভাগ মানুষের নাগালের বাইরে, আর আমরা দেখেছি যোগাযোগ ব্যবস্থার এই অপ্রতুলতার জন্য যখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রেলপথে আনা হয়েছে, তখনই আমাদেরকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে তাদের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সঠিকভাবে আনতে পারছেনা। আমি আরও দেখেছি যখন আসামে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে তখনই আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বেড়ে গেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি আপনার বক্তব্য আগামী দিন বলবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—ঠিক আছে স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ আজকে বিধানসভা এখানেই মুলতবী করা হল আগামী দিন ২১-১-৮০ইং সোমবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত।

PAPERS LAID ON THE TABLE.

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 16
by Shri Umesh Ch. Nath

প্রশ্ন

১। কাঁকড়ী নদীর উভয় পার বেঁধে কামেশ্বর মাঠ এবং পশ্চিম বটরশী মাঠকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে তার ফসল রক্ষা করা হবে কিনা ?

২। যদি করা হয় তবে কবে পর্যন্ত করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। যদি না করা হয়, তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। কাকড়ী ও জুড়ী নদী সহ ধর্মনগর সহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প রচনার কাজ চলিতেছে। উহা রচিত হইলেই এ সম্বন্ধে যথা যথ উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে।

২। আশা করা যায় আগামী আর্থিক বৎসরেই উক্ত কাজ আরম্ভ হইবে এবং ইহা শেষ হইতে অনুমানিক ৩-৪ বৎসর সময় লাগিবে।

৩। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 20
by Sri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার এ পর্যন্ত মোট কত সংখ্যক রাস্তা তৈরী করেছেন, এবং

২। এরমধ্যে পি, ডব্লিউ, ডি,র মাধ্যমে এবং গাঁওসভা সমূহের মাধ্যমে তৈরী রাস্তার সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। ১৯৮৭টি রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

২। পূর্ত বিভাগের মাধ্যমে ১৯৬টি রাস্তা। গাঁও সভার মাধ্যমে ১৬৯৩টি রাস্তা।

Admitted Starred Question No. 21
by Shri Umesh Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of Irrigation & Flood Control Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কদমতলাতে (ধর্মনগর) ওয়াটার সাপ্লাই এর কাজ পুনরায় শুরু হবে কিনা ?

২। যদি না হয় তবে তার কারণ কি ?

৩। যদি হয় তবে কবে পর্যন্ত আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, যদি জলের স্তর পাওয়া যায়।

২। প্রশ্ন উঠেনা। এক নম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। এক নম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সময় বলা সম্ভব হচ্ছেনা।

Admitted Starred Question No. 43
by Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে কাঞ্চনপুর-দশদা রাস্তা পিচ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তার কাজ শুরু হবে, আর

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। রাস্তাটি এম, এন, পি, প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ করা হইয়াছে। এই প্রকল্পে পীচ করার প্রস্তাব নাই।

Admitted Starred Question No. 45

By—Shri Drao Kumar Riang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৭৯ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ফুডফর ওয়ার্ক-এর মাধ্যমে কত মাইল নূতন কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে ?

২। উপরোক্ত কাজে এ যাবৎ ফুডফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কত টাকা খরচ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। পূর্তদপ্তরের অধীনে প্রায় ৪০ মাইল, বন দপ্তরের মাধ্যমে ৪৫'৫ মাইল এবং সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে (বিভিন্ন বি. ডি. ও দ্বারা) ৩০৯১ মাইল নতুন কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। নতুন কাঁচা রাস্তার সর্বমোট দৈর্ঘ ৩১৭১.৫ মাইল।

২। পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে ৯,৭৯,৫১৪ বন দপ্তরের মাধ্যমে ৫,২৩,৭১৮ এবং সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে ২,০৩১০১৭৮.৭৪ টাকা খরচ হইয়াছে। সর্বমোট খরচ ২১৮,১৩,৪১০.৭৩ টাকা।

Admitted Starred Question No. 86.

By Shri Harinath Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে, বিশালগড় ব্লকাধীন রামনগর গাঁওসভায় প্যাক্স স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ;

২) সত্য হইলে রামনগর গাঁওসভা উপজাতি অধ্যুষিত এবং সাব-প্ল্যান এলাকাভুক্ত হওয়া সত্বেও প্যাকস্ এর বদলে ল্যাম্পস্ চালু না করার কারণ কি ?

ANSWER

১) হ্যাঁ, বিশালগড় ব্লকাধীন রামনগর ও রংভমালা এই দুইটি গাঁওসভাকে নিয়া একটি প্যাকস্ স্থাপন করা হইয়াছে।

২) বাওয়া কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি ল্যাম্পস্ এলাকায় লোকসংখ্যা দশ হাজার হওয়া দরকার। কিন্তু রামনগর গাঁওসভার লোকসখ্যা অনেক কম এবং রামনগর গাঁওসভা নিকটববর্তী গ্রামবিকাশ ল্যাম্পস্ হইতে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত। এইসব কারণে রামনগর গাঁওসভাতে ল্যাম্পস গঠন করা সম্ভব হয় নাই এবং উক্ত গাঁওসভাকে অন্য কোন ল্যাম্পস্ এর সাথে যুক্ত করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 87
By Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleeased to state—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লকাধীন জাঙ্গালিয়া হতে সুতারমুড়া হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য উভয় পার্শ্বস্থ যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তাদেরকে অদ্যাবধি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে বর্তমান আথিক বছরের মধ্যেই তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

৩) না হলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) না।

৩) স্থানীয় গ্রামবাসীগণ এই রাস্তার উন্নতির জন্য বিনা ক্ষতিপূরণে জমি দিতে রাজী হওয়ায় এই রাস্তার এষ্টিমেটে ক্ষতিপূরণের জন্য টাকার কোন সংস্থান রাখা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 88
By Sri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিশ্রামগঞ্জের আদিবাসী কলোনী হতে তক্সা পাড়া পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তাটিকে সলিং করার কোনও সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। যদি থাকে তাহলে কবে পর্যন্ত তাহা কার্যে পরিণত করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। এই রাস্তার সলিং এবং মেটালিং এর কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 113

By Sri Subodh Ch. Das

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগর মহকুমার উত্তর-পদ্মবিল গ্রামে ছড়ার ভাঙ্গন রোধ করার কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন কিনা এবং	১। সরকারের হাতে আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।
২। পদ্মবিল বড় মসজিদের নিকট হইতে বৃহত্তর মাঠটি রক্ষার জন্য ছড়ার ভাঙ্গন রোধ করার কোন আবেদন এলাকাবাসী করিয়াছেন কিনা ?	২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 114

By Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ ইং সনের মধ্যে ত্রিপুরার কোন বিভাগে কতটি গ্রামে নতুন ভাবে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২। ১৯৮০-৮১ ইং সনে কোন বিভাগের কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারনের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ?

উত্তর

The Minister in-charge of the P. W. D :— Sri Baidyanath Majumder.

১। ১৯৭৯-৮০ ইং সনের মধ্যে ২০০টি গ্রামে নতুনভাবে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া লইল।

সদর মহকুমা	—	৪৩টি গ্রাম।
খোয়াই ,,	—	১৬ ,,
সোনামুড়া ,,	—	১০ ,,
উদয়পুর ,,	—	১৬ ,,
অমরপুর ,,	—	৯ ,,
সাব্রুম ,,	—	১২ ,,
বিলোনীয়া ,,	---	১৭ ,,
কৈলাসহর ,,	---	২৮ ,,
কমলপুর ,,	---	২৬ ,,
ধর্মনগর ,,	---	২৩ ,,

মোট ঃ- ২০০ টি গ্রাম।

২। ১৯৮০-৮১ইং সনে মোট ২৪০টি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের পরিকল্পনাধীন আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এখনও স্থির করা হয় নাই।

Admitted starred Question No. 145.
Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চম্পকনগর হইতে জুম্পুই বাজার রাস্তাটির কাজ কবে পর্যন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২। উক্ত রাস্তায় হাওড়া নদীর উপর ব্রীজ তৈরী করার পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। এই নামে কোন রাস্তা পূর্ত বিভাগের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তবে চম্পকনগর হইতে বেলবাড়ী রাস্তা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২। আপাতত নাই।

Admitted starred Question No. 147.
by Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া সহরের সংলগ্ন মুহুরী নদীর উপর আর, সি, সি, ব্রীজ এর কাজ কবে শুরু হয়েছিল ?

২। এই ব্রীজ এর কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১! ২-১-১৯৭৫ ইং হইতে।

২। ১৯৮২ ইং সনের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted starred Question No. 156.
by Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Irrigation & Flood Control Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। পদ্মবিল রামনগর ডাইভারসান স্কীম এর কাজ কবে পর্যন্ত শুরু হবে বলে আশা করা যায়।	১। বর্তমান আর্থিক বৎসরের (১৯৭৯-৮০) সনের শেষের দিকে উক্ত ডাইভারসান স্কীমের কাজটি শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
২। ১৯৭৯-৮০ ইং সনের কর্ম-সূচীতে গহীত এই প্রকল্পটি আজ পর্যন্ত রূপায়িত না হও-য়ার কারণ কি ?	২। জরীপ করার পর ডিজাইন নক্সা সহ বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনার কাজও চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 166
By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Minister In-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট কতটি পশু হাসপাতাল আছে ?

২। এর মধ্যে কতটি হাসপাতালে স্থায়ী ঘর করা হয়েছে ?

৩। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কতটি পশু হাসপাতাল করা হয়েছে, তার সংখ্যা ।

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট ৩টি পশু হাসপাতাল আছে ।

২। সব কয়টি হাসপাতালে স্থায়ী ঘর আছে ।

৩। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২টি জিলা পশু চিকিৎসালয়কে পশুহাসপাতালে রূপান্তরিত করা হইয়াছে ।

Admitted Starred Question No. 170
By—Shri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কতজন কনট্রাক্টর পি, ডব্লিউ, ডির কাজ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারেন নি,

২। কাজ শেষ করতে না পারার পেছনে ইচ্ছাকৃত কোন গাফিলতি আছে কি ?

৩। থাকলে এর বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ৪১৩ জন ।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে আছে ।

৩। চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে এবং নেওয়া হইতেছে ।

Admitted Starred Question No. 173
By—Shri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে কয়টি সীড্ ব্যাংক আছে ।

২। মহকুমাগুলিতে সীড্ ব্যাংকের শাখা আছে কি ?

৩। যদি না থাকে তবে প্রত্যেক মহকুমায় এই সীড্ ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারিত হবে কি ?

উত্তর

১। প্রকৃত অর্থে "সীড্ ব্যাংক" বলিতে যাহা বুঝায় সেই রকম কোন "সীড্‌ব্যাংক" সরকার স্থাপন করেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। বর্ত্তমানে এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

Admitted Starred Question No. 187
By—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার যে সমস্ত বাজারে সেড্ তৈরী হয়েছে সবগুলিতেই বৈদ্যুতিকরন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

২। যদি না হয়ে থাকে, তবে সে সমস্ত সেডগুলিতে বৈদ্যুতিকরণ করার কাজ সরকার হাতে নেবেন কি ?

৩। যদি নেন, তবে কবে পর্যন্ত উক্ত কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি চান তবে বৈদ্যুতিকরনের কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে।

৩। এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 190
Shri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperation Department be pleased to State—

১। জুট কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া নভেম্বর ১৯৭৯ পর্যন্ত ক্রীত পাটের পরিমান সরকার অবগত আছেন কি ?

২। এই পরিমান ত্রিপুরার মোট উৎপাদনের কত শতাংশ।

ANSWER

Minister in-charge of the Cooperation Department

১। হাঁ, ২৬,১১৫.৬৬ কুইন্টল।

২। প্রায় ৯% শতাংশ।

Admitted Starred Question No. :-191
By —Shri Rudreswar Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of Fisheries Department be pleased to state :

১। প্রশ্ন ঃ-গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যে সমস্ত জলাশয় আছে এগুলি মৎস্যজীবিদের হাতে তুলে দেবার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি?

১। উত্তর — না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 194

By—Shri Swarajjam Kamini Thakur Singh,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। শতকরা ৩৩ ভাগ ভর্তুকী দিয়া সার সরবরাহের খাতে বর্তমান আর্থিক সনে এই পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে,

২। ইহা কি সত্য গরীব কৃষক তার চাহিদা মত সার প্রয়োজন সময়ে পাননি,

৩। সত্য হইলে তার কারণ কি ?

৪। ইহাকি সত্য ৩৩ পারসেন্ট ভর্তুকীতে সররাহকৃত সার কোন কোন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করে মজুত করার ফলে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সারা ত্রিপুরায় সাধারণ গরীব কৃষক প্রয়োজন মত ইউরিয়া সার পান নি?

উত্তর

Minister in-charge of Agriculture (Shri Nripen Chakraborty)

১। শতকরা ৩৩⅓ ভাগ ভর্তুকীতে সার বিলি বাবত ১৯৭৯-৮০ সালের আর্থিক বছরে (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ পর্য্যন্ত আনুমানিক মোট ১০ লক্ষ ১৩ হাজার ৬ শত ২৪) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। সরকারের নিকট এ ধরণের কোন তথ্য নেই।

Admitted Starred Question No. 200
By—Shri Keshab Mazumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে কয়টি সমবায় সমিতি পাট ক্রয় করার কাজে অংশ গ্রহণ করেছে,

২। কত পরিমাণ পাট এই সমিতিগুলি ক্রয় করেছে এবং ইহা রাজ্যের মোট উৎপাদনের কত শতাংশ,

৩। সমবায় সমিতি ছাড়া আর কোন কোন সংস্থা রাজ্যে পাট ক্রয়ে অংশ গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

Minister in-charge of the Cooperation Department

১। ৬৯টি,

২। এই সমিতিগুলি ১৫-১-৮০ ইং পর্যন্ত ৭২,৭৫৪ কুইন্টল পাট ক্রয় করেছে এবং ইহা রাজ্যের মোট উৎপাদনের প্রায় ২৪% শতাংশ,

৩। সমবায় সমিতি ছাড়া ভারতীয় পাট নিগম ও রাজ্যে পাট ক্রয়ে অংশ গ্রহণ করেছে।

Admitted Starred Question No. 204
by—Shri Keshab Mazumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the C. D. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে মোট কয়টি "আদর্শ গ্রাম" (মডেল ভিলেজ) আছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

২। এই আদর্শ গ্রামগুলো কবে সৃষ্টি হয়েছিল ; এবং

৩। কিসের ভিত্তিতে এইগুলো নির্বাচন করা হয়।

উত্তর

(১, ২ ও ৩) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 209
by—Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperation Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জে.সি. আই শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পাট কেনার জন্য রাজ্য সরকারের সহিত কোন চুক্তি করেছিল কি ?

২। করে থাকলে চুক্তি অনুযায়ী জে.সি.আই. পাট কিনেছে কিনা ?

৩। না কিনে থাকলে বিস্তারিত বিবরণ।

ANSWER

Minister in-charge of the Cooperation Department

১। না,

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'B'

Admitted Unstarred Question No. 7
by— Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operation Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মৎস্যজীবি, তাঁতশিল্পী, কুম্ভকার এবং কাষ্ঠশিল্পীদের কয়টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে (পৃথক পৃথক হিসাব),

২) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির হাতে কয়টি জলাশয় এ বছর নুতন করে অর্পন করা হয়েছে (প্রতিটি সমবায় ভিত্তিক পৃথক হিসাব),

৩) অর্পিত জলাশয় গুলোতে উন্নয়নের কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় মৎস্যজীবী, তাঁতশিল্পী, কুম্ভকার এবং কাষ্ঠশিল্পীদের কো-অপারেটিভ সোসাইটির (১৫.১২.৭৯ইং পর্য্যন্ত) পৃথক পৃথক সংখ্যা এইরূপ :—

মৎস্যজীবী—	৫০টি
তাঁতশিল্পী—	৮৪টি
কুম্ভকার—	৯টি
কাষ্ঠশিল্পী—	৮টি

Minister In-charge of the Cooperation Department

২) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গুলির হাতে এ বছর নুতন করে ২৩টি জলাশয় অর্পণ করা হয়েছে। ইহার সমিতি ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

সমিতির নাম	জলাশয়ের সংখ্যা
১) উত্তর মহারাণী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি:	১
২) উদয়পুর সমাজ কল্যাণ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	১
৩) অমরপুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	১
৪) উদয়পুর তপশীলজাতী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	১
৫) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ বিলোনীয়া	৮
৬) আগরতলা মৎস্য বিক্রয় সমবায় সমিতি লিঃ	২
৭) আগরতলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	৪
৮) সোনামুড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	৫

৩) অর্পিত জলাশয় গুলিতে বর্ত্তমানে মাছের চাষ করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে অধিক পরিমানে মাছের চাষ করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Unstarred question No. 8
By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister In-charge of the A. H. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকার দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য সারা ত্রিপুরায় কয়টি সমবায় সমিতিকে নির্বাচন করেছেন। (সমবায় সমিতির নাম সহ)

২। ইহা কি সত্য, কোন কোন ক্ষেত্রে দুধ সরকারের কাছে না এসে অন্য ব্যবসায়ী-দের হাতে চলে যায়,

৩। সত্য হলে, ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি,

৪। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দুধের দাম সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হয় না এবং দুধের মাপে কার-চুপি করা হয় এরূপ অভিযোগ সরকারের জানা আছে কিনা,

৫। জানা থাকিলে তার প্রতিকার করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ডেয়ারী দপ্তর বর্তমানে মোট ২৬টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন করেছেন। সমবায় সমিতির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। (ক) দুর্গা চৌধুরী পাড়া দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ২। রানীরবাজার দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি, ৩। জিরানীয়া দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি ৪। মোহনপুর (পূর্ব) দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ৫। হাওয়াইবাড়ী দুগ্ধ সমবায় সমিতি। ৬। নেতাজী নগর দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ৭। কারইলং দুগ্ধ উৎ-পাদক সমবায় সমিতি। ৮। হরিহরদোলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ৯। বোরাখা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১০। টাকারজলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১১। মধুপুর দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১২। কমলাসাগর দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১৩। বিশালগর দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১৪। চড়িলাম (উত্তর) দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১৫। চড়িলাম (দাক্ষিণ) দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১৬। গুরুপদ কলোনী দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১৭। বাগমা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১৮। জামজুরি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১৯। কাকড়াবন দুগ্দ উৎপাদন সমবায় সমিতি। ২০। গর্জী দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ২১। ছেচুরিয়া দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ২২। জম্মেজয়নগর দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ২৩। রাধামোহন দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ২৪। বড়জলাঘাট দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ২৫। পূর্বনোয়াগাঁও দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি। ২৬। হোলাক্ষেত দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি।

২। যে সমস্ত অঞ্চলে দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহাদের সদস্যদের উৎপাদিত সমস্ত দুগ্ধ সরকার কর্তৃক সংগৃহীত হয়। যাহারা সদস্য নহেন তাহাদের উৎপাদিত কিছু দুগ্ধ হয়ত ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় হয়।

৩। সমবায় সমিতির কার্যকলাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে সমিতির সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে। আংশিক মূল্যে গো-খাদ্য সরবরাহ এবং সময়মত দুগ্ধের দাম পাওয়ায় কৃষকগন সরকারের নিকট সমবায় সমিতি মারফৎ দুগ্ধ বিক্রয় করিতে উৎসাহিত হইতেছেন।

৪। অত্র কার্য্যালয়ে দুগ্ধ উৎপাদকদের দুধের দাম মান অনুযায়ী পরদিন দিয়া থাকে। মাপের কারচুপি সম্পর্কীয় কোন অভিযোগ অত্র কার্যালয়ে জানা নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 18
By Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public works Denartment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মনপুই থেকে খেদাছড়া গ্রাম পর্যন্ত সড়ক নির্মানের পরিকল্পনা বর্তমান আথিক বৎসরে আছে কি ?

২। যদি না থাকে, এই রূপ পরিকল্পনা আর্থিক বছরে গ্রহন করা হবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। দামছড়া থেকে খেদাছড়া একটি রাস্তা নির্মানের প্রকল্প এন. ই. সির অধীনে আছে। সময়মত এন. ই. সির মঞ্জুরী পাওয়ামাত্র কাজটি আরম্ভ করা যাইতে পারে।

Admitted Un-starred Question No. 20

By—Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of PWD be please to state :—

প্রশ্ন

১। সাব্রুম মহকুমার ঘোড়াকাপ্পা-হরিনা রোডটি বিগত একবছর ধরে সংস্কারের অভাবে চলাচল অযোগ্য হওয়ার খবর সরকারের জানা আছে কি?

২। যদি থাকে, বর্তমান আর্থিক বছরেই সংস্কারের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা ?

৩। যদি না হয়ে থাকে, ইহার কারণ কি ?

উত্তর

The Minister in-charge of PWD Shri Baidya Nath Majumder.

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 26

by—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperation Department be pleased to state—

(১) সারা ত্রিপুরায় বৃত্তিমূলক কয়টি সমবায় সমিতি আছে ?

(২) এই সকল সমবায় সমিতির পরিচালনায় কতজন কর্মরত রয়েছেন ?

(৩) বৃত্তিমূলক আরও কয়টি সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব এখন বিবেচনাধীন রয়েছে ?

ANSWER

Minister in-charge of the Cooperation Department.

(১) ১১৭টি,

*(২) ৫৬৬ জন.

(৩) ৫টি

*৫৬৬ জনের মধ্যে ১৭ জন বেতনভোগী ও ৫৪৯ জন মজুরী ভিত্তিতে কর্মরত আছেন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 29

By Sri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরায় কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব),

২। ১৯৭৯ ইং সালে কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল,

৩। এরমধ্যে ৩০শে নভেম্বর ১৯৭৯ ইং পর্য্যন্ত কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৪। যদি পরিকল্পনাধীন সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ ?

উত্তর

The Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department :—Shri Baidyanath Majumder.

১। ষষ্ঠ পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় ত্রিপুরায় মোট ৭৯০টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :—

১।	সদর	২১৩টি
২।	খোয়াই	৬২টি
৩।	সোনামুড়া	৬০টি
৪।	উদয়পুর	৫২টি
৫।	অমরপুর	৫৮টি
৬।	বিলোনীয়া	৫৩টি
৭।	সাব্রুম	৩২টি
৮।	ধর্মনগর	১৩১টি
৯।	কৈলাসহর	১১০টি
১০।	কমলপুর	১৯টি
	মোট	৭৯০টি

২। ১৯৭৯-৮০ সালের আর্থিক বৎসরে মোট ২০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের বরাদ্দ রাখা হইয়াছিল।

৩। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এ বাবদ মোট ৪৫টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

১।	সদর	২৩টি গ্রাম
২।	খোয়াই	৫টি গ্রাম
৩।	উদয়পুর	১টি গ্রাম
৪।	অমরপুর	৩টি গ্রাম
৫।	বিলোনীয়া	১টি গ্রাম
৬।	সাব্রুম	২টি গ্রাম
৭।	ধর্মনগর	৩টি গ্রাম
৮।	কৈলাশহর	৫টি গ্রাম
৯।	কমলপুর	২টি গ্রাম
	মোট	৪৫টি গ্রাম

৪। ১৯৭৯ সালের বিগত মাসগুলিতে বিভাগীয় ষ্টোরে জিনিষপত্রের যোগানের অভাবে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। কাজের জিনিষপত্রের যোগান ত্বরান্বিত করার জন্য চেষ্টা নেওয়া হইতেছে। আশা করা যায়, ১৯৭৯-৮০ ইং সনের আর্থিক বৎসরে ৩১শে মার্চের মধ্যে ২০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পেঁীছে দেবার কাজ সম্পন্ন করা হইবে।

Admitted Un-Starred Question No. 31

By—Sri Shyamal Saha

প্রশ্ন	উত্তর		
(ক) ১৯৭৮-৭৯ ইং সনের আর্থিক বৎসরে সিজন্যাল বাঁধের জন্য মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)	(ক)	ব্লকের নাম	মোট ব্যয়
	(১)	খোয়াই	২১,৩৫০ টাকা
	(২)	মেলাঘর	১২,৩১২ ,,
	(৩)	মোহনপুর	৩১,৭৯৪ ,,
	(৪)	বিশালগড়	৪৪,৯৮৬ ,,
	(৫)	জিরানীয়া	৭১,৬৭৫ ,,
	(৬)	তেলিয়ামুড়া	২৯.৫৫৩ ,,
	(৭)	উদয়পুর	১৭,৭৭৮ ,,
	(৮)	বগাফা	১৭,১৮০ ,,
	(৯)	অমরপুর	৩০,০০০ ,,
	(১০)	পানিসাগর	১৯.২৪০ ,,
	(১১)	রাজনগর	৪১,৫২৪ ,,
	(১২)	কুমারঘাট	২৩,৩৪০ ,,
	(১৩)	সেলেমা	৪০.০০০ ,,
	(১৪)	সাঁতচান্দ	২৯,৮৩০ ,,
	(১৫)	ডুম্বুর নগর	২৫,০০০ ,,
	(১৬)	ছামনু	৪৯,০০২ ,,
	(১৭)	কাঞ্চনপুর	২৩,৯৫১ ,,
		মোট	৫,২৮,৯১৫ টাকা

প্রশ্ন		ব্লকের নাম	জমি চাষের আওতাভুক্ত হয়েছে
খ) এর ফলে কত একর জমি বোরো চাষের আওতায় আনা হইয়াছিল এবং তাতে কতজন কৃষক উপকৃত হয়েছিলেন। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)	১।	খোয়াই	৭৮২ একর
	২।	মেলাঘর	৮০৫ ,,
	৩।	মোহনপুর	১১১৩ ,,
	৪।	বিশালগড়	৬২৭৯ ,,
	৫।	জিরনীয়া	৩৩০৫ ,,
	৬।	তেলিয়ামুড়া	৩০০০ ,,
	৭।	উদয়পুর	৩৬৬৪ ,,
	৮।	বগাফা	২৬২৫ ,,
	৯।	অমরপুর	৪৭১ ,,
	১০।	পানিসাগর	১৩০ ,,

প্রশ্ন   উত্তর

ব্লকের নাম	জমি চাষের আওতাভুক্ত হইয়াছে	
১১। রাজনগর	১৮১৫	একর
১২। কুমারঘাট	২৫০০	,,
১৩। সালেমা	১৮৩২	,,
১৪। সাঁতচান্দ	২২০০	,,
১৫। ডুম্বুর নগর	৪৮০	,,
১৬। ছামনু	১৩২৫	,,
১৭। কাঞ্চনপুর	১৫৯৫	,,
	মোট ৩৩,৯২১	একর

শুধুমাত্র সিজেন্যাল বাঁধের জলে কতজন কৃষক উপকৃত হয়েছিল এই তথ্য নেই।

গ) এই বাঁধ দেওয়ার ফলে উৎপাদিত বাড়তি ফসলের (একর প্রতি পরিমাণ কত ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

গ) শুধুমাত্র সিজেন্যাল বাঁধ ছাড়া কত অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হইয়াছিল তাহা সংগ্রহ করা হয় নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 32
By—Shri Swaraijam Kamini Takhur Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। চলতি আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় আউস, আমন ও রবি শস্যের কি কি বীজ বিনামূল্যে কৃষকদের দেওয়া হয়েছে ?

২। মোট কত টাকার বীজ সরবরাহ করা হয়েছে এবং কোন্ বীজের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে ?

৩। ব্লক ভিত্তিক এই প্রকল্পে কতজন কৃষক উপকৃত হয়েছেন ?

৪। বন্টিত বীজ যথাযথভাবে কৃষকগণ রোপণ করেছেন কি ?

৫। এরদ্বারা কি পরিমাণ ফসল কৃষকের ঘরে উঠেছে, প্রত্যেক প্রকার উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ কত ?

ANSWER

১। চলতি আর্থিক বৎসরে ধান/গম/ভুট্টা/ভেলি/বাদাম/তিল/অরহর/আলু/মটর/ছোলা/সরিষা/পাট ও মেস্তা/আদা/হরিদ্রা/ধন্যে/জিরা/মেথি/মাসকলাই/কার্পাস বীজ বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২। আনুমানিক মোট ৩৪,৮২,০৬৬ (চৌত্রিশলক্ষ বিরাশীহাজার ছেষট্টি) টাকা মূল্যের বীজ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধান বীজ বাবদ ২২,২৩,৬০০ (বাইশলক্ষ তেইশহাজার ছয়শত) এবং অন্যান্য বীজ বাবদ ১২,৫৮,৪৬৬ (বারলক্ষ আটান্নহাজার চারিশত ছেষট্টি) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৩। এই প্রকল্পে যতজন কৃষক উপকৃত হয়েছেন তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

ব্লকের নাম	উপকৃত কৃষকের সংখ্যা
১। পানিসাগর	৬০৭৬
২। কাঞ্চনপুর	৩৭৩২
৩। কুমারঘাট	৬২৫০
৪। ছামনু	৩৭৪৮
৫। সালেমা	৪৮১৩
৬। খোয়াই	৪৮৭৬
৭। তেলিয়ামুড়া	৬৪৫০
৮। জিরানিয়া	৭৫৯২
৯। মোহনপুর	৬০৭৫
১০। বিশালগড়	১১,৮৮৭
১১। মেলাঘর	১৪,২০৯
১২। নন-ব্লক (সদর)	২০
১৩। উদয়পুর	৬৫৭৬
১৪। রাজনগর	২৭৫০
১৫। বগাফা	৪৭৩৮
১৬। অমরপুর	৫০৬৬
১৭। ডুম্বুরনগর	৪০০১
১৮। সাঁতচান্দ	৪৪৮৪
	১,০৩,৩৪৩

৪। হ্যাঁ।

৫। এখনই মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয়।

Admitted Un-Starred Question No. 33
By—Makhan Lal Chakraborty

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৯-৮০ সালে সারা ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প অনুযায়ী কতটি পাম্পসেট চালু করার পরিকল্পনা ছিল ?	১। ডিপ টিউবওয়েল---১৪টি। রিভার লিফট্ পাম্প---১০৫টি। শেলো টিউবওয়েল---৬০টি।
২। এর মধ্যে কতটি চালু করা সম্ভব হয়েছে ?	২। ডিপ টিউবওয়েল পাম্প---০টি। রিভার লিফট্ পাম্প----৪১টি। শেলো টিউবওয়েল---০টি।

প্রশ্ন	উত্তর
৩। খোয়াই মহকুমার আশারাম বাড়ী ও বাইজাল বাড়ীতে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর পরেও চালু না হওয়ার কারণ কি ?	৩। উক্ত দুইটি স্থানের খনন কার্য্য কেন্দ্রীয় ভূগর্ভ জল সংস্থা (Central Ground Water Board) করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে বাইজাল বাড়ী ডিপ টিউবওয়েলটি আমাদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। উহার পাম্প হাউসের কাজ চলিতেছে। আশারাম বাড়ী ডিপ টিউবওয়েলটি এখনও আমাদের নিকট হস্তান্তরিত হয় নাই।
৪। ১৯৮০-৮১ সালে খোয়াই বিভাগে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে কি কি স্কীম এবং কোথায় কোথায় চালু করার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে ?	৪। ১৯৮০-৮১ সালের পরিকল্পনা এখনও তৈয়ারী হয় নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 35
By—Sri Keshab Majumder

প্রশ্ন	উত্তর
১। কাকড়াবন হরিজলার বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	হ্যাঁ
২। থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে এরজন্য কোন ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে কিনা ?	বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই উদ্দেশ্যে একলক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।
৩। প্রাথমিক পর্য্যায়ের সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে কিনা ?	৩ হ্যাঁ
৪। এই জল সংস্কারের কাজ শেষ হতে কত সময় লাগবে ?	৪। আর্থিক সংকুলানের অভাব না হইলে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ রূপায়িত করিতে ৪।৫ বৎসর সময় লাগিবে।

Admitted Un-Starred Question No. 36

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর এবং সোনামুড়া বিভাগের মধ্যে যোগাযোগের জন্যে কাকড়াবনে গৌমতী নদীর উপর পুল তৈরী করার পরিকল্পনা আগামী আর্থিক (১৯৮০-৮১) বৎসরে নেওয়া হবে কিনা ?

২। ইহা কি সত্য যে, এই পুল তৈরী করার প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজ (সার্ভে নক্সা ইত্যাদি) অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে ?

৩। সত্য হলে, এখনও পুল তৈরীর জন্য আর্থিক বরাদ্দ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রাথমিক পর্য্যায়ের সার্ভের কাজ শেষ হয় নাই তবে একটি সাইট প্ল্যান তৈরী করা হইয়াছে।

৩। ভারত সরকারের অনুদানে ষ্ট্রেটেজিক সড়ক প্রকল্পে সোনামুড়ায় গোমতী নদীর উপর একটি পাকা পুল নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এষ্টিমেট তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভে ও নক্সা তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাকড়াবনে কোন সেতুর পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।

PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjaynta Palace), Agartala, on Monday the 21st January, 1980 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 5 (five) Ministers, the Deputy Speaker and 39 Members.

Questions & Answers

Mr. Speaker : আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার —কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চেন নাম্বার—১৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন ব্যাংক ত্রিপুরায় মোট লগ্নীর কত ভাগ কৃষি কাজের জন্য কৃষকদের দিয়েছে (ব্যাংক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক ভিত্তিক ঋণের সঠিক তথ্য সরকারের হাতে নাই।

ব্যাংক ভিত্তিক ঋণের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :

	মোট ঋণ	কৃষিকাজে প্রদেয় ঋণ
১। ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া (৩০-৯-১৯৭৯ ইং পর্যন্ত)	১,০৩,১১,০০০ টা :	৫০,৪৬,০০০ টা :
২। সেণ্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া (১৫-১২-৭৯ইং পর্যন্ত)	২২,৯২,৯০২ টা :	৫,০০০ টা :

	মোট ঋণ	কৃষি কাজে প্রদেয় ঋণ
৩। পাঞ্জাব ও সিন্ধ ব্যাংক লি :		
(১৫-১২-১৯৭৯ইং পর্যন্ত)	৯,৬৫,০০০ টা :	—
৪। এলাহাবাদ ব্যাংক		
(১৫-১২-১৯৭৯ইং পর্যন্ত)	৩,৮৯,১৪৬ টা :	—
৫। ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি :		
৩০-১১-৮৯ইং পর্যন্ত	৬০,৪০,০০০ টা:	৩৭,৪৮,০০০ টা :
৬। ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া		
(১৫-১২-১৯৭৯ ইং পর্যন্ত	১,৫০,০০,০০০ টা :	১২,০০,০০০ টা :
৭। ব্যাংক অব বরদা		
(১৫-১২-১৯৭৯ইং পর্যন্ত)	১৬,৪৩,৩০০ টা :	৯,৬৯,৮০০ টা :
৮। ইউনিয়ন ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া		
(৩১-৯-১৯৭৯ইং পর্যন্ত)	৫,১০,০০০ টা :	১,৬৬,০০০ টা :
৯। গ্রামীণ ব্যাংক		
(৩০-৯-১৯৭৯ইং পর্যন্ত)	২,৪৭,৯৮,০০০ টা :	১,৩৪,৭১,০০০ টা :
১০। ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক		
(১৫-১২-১৯৭৯ইং পর্যন্ত)	৪১,১০,০০০ টা :	৫,১৫,০০০ টা :
১১। ইণ্ডিয়ান ব্যাংক		
(১৫-১২-১৯৭৯ইং পর্যন্ত)	১৮,৭৩,৮১৩ টা :	
১২। বিজয়া ব্যাংক লি:	৫,২২.০০০ টা :	

২। প্যাকস্ ও ল্যাম্পস্‌কে প্রদেয় কৃষি ঋণের পরিমাণ :—

(ক) ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	৪,৬৮,০০০ টাকা
(খ) ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি:	৩৭,৪৮,০০০ টা :
গ) ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া—	৩,২৪,০০০ টাকা।
ঘ) ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া—	৭৭,০০০ টাকা।
ঙ) ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক—	৩৪,৭৮,০০০ টাকা।
চ) ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক—	২,৯০,০০০ টাকা।

৩। এ রকম কোন তথ্য সরকারের নিকট নেই।

শ্রী সুবোধ দাস—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, ইহা কি সত্য যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে যারা ঋণ পাচ্ছেন ওদের বেশীর ভাগই হচ্ছেন বড় কৃষক বা বেশী জমির মালিক ? এছাড়া আরও দেখা গেছে যে গ্রামের কৃষক তারা হালের বলদ নিয়ে জমিতে গেছে চাষ করতে আর এদিকে বন্যার জলে পরিবারের অন্যান্য লোক আটকে পড়ে আছে এবং জিনিষপত্র নষ্ট হয়ে গেছে, এসব ক্ষেত্রে এবং যাদের জমি, চাষ করা একমাত্র সম্বল তাদের ক্ষেত্রে হালের বলদ কেনার এবং গ্রামের

গরীব কৃষকদের ক্ষেত্রে আরও বেশী পরিমাণ কৃষি ঋণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রামের ব্যাঙ্ক আর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক দুটো আলাদা জিনিষ। গ্রামের ব্যাঙ্ক একটা বিশেষ ব্যাঙ্ক যে ব্যাঙ্ক অধিকাংশ গরীব শুধু নয় একজন জুমিয়াদেরও তারা ঋণ দেন। কাজেই এইটা ঠিক নয় যে তারা গরীব কৃষকদেরকে ঋণ দেন না। শুধু মাঝারি বা উচ্চ কৃষকদেরকে শুধু ঋণ দিচ্ছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে হালের বলদ কেনার জন্য টাকা দেওয়ার প্রশ্ন। সে ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বর্ডার এলকাগুলিতে আমরা এই টাকা দিইনা কারণ ওখানে কেটেল লিফটিং খুব বেশী হয় যার ফলে তাদের এই ঋণ পরিশোধ করার কোন সুযোগ সুবিধা তাদের থাকেনা। তৃতীয়তঃ অল্প জমির যারা মালিক তারা যদি আপনার কেটেল লোন নেয় তবে হালের বলদ ক্রয় করতে তাদের আজকাল বেশী টাকার দরকার কিন্তু অনেকেরই সে টাকা পরিশোধ করার কোন ক্ষমতা থাকেনা। তাই বেশী জমি যাদের আছে তাদের হালের বলদ কেনবার জন্য টাকা দেওয়া হয়। ২/১ কানি জমির মালিক যারা তাদেরকে টাকা দেওয়া হয় না কারণ টাকা দিলে তাদের টাকা দেওয়ার সুবিধা থাকেনা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বর্ডার অঞ্চলে ঋণ দেওয়া হয়না কারণ সেখানে কেটেল লিফটিং হয় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে বর্ডার অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী কেটেল লিফটিং হয় তাহলে আমি মনে করি সেখানে সবচেয়ে বেশী ঋণ দেওয়া প্রয়োজন, তা না হলে তাদের জন্য অলটারনেটিভ কি ব্যবস্থা সরকার নিচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্ডার এলাকার জন্য আমরা যেটা ভাবছি সেটা হচ্ছে শুধু বর্ডার এলাকা নয়, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে যারা প্রান্তিক চাষী তাদের যে বলদের টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয় সেটা ঠিক। সেজন্য তাদের হাল ভাড়া করে নিতে হয় এবং সে ভাড়া তারা মহাজনদের কাছ থেকেই করে এবং তার জন্য তাদের অনেক টাকা যায়। সেজন্য আমরা পাওয়ার টিলার ইণ্ট্রোডিউস করা যায় কিনা দেখছি। পঞ্চায়েতগুলিতে পাওয়ার টিলার দেওয়া যায় কিনা যাতে ঐ প্রান্তিক চাষীরা অন্ততঃ পক্ষে জমি চাষ করতে পারেন। এইটা আমরা প্রথমে বর্ডার এলাকাগুলিতে চালু করব তারপরে অন্যান্য পঞ্চায়েতগুলিতে চালু করার ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায় অনেক ব্যাঙ্ক কৃষি খাতে কোন টাকা দিচ্ছেনা, তা কিসের জন্য দিচ্ছেনা এবং কোন কোন ব্যাঙ্ক খুব কম কৃষককে ঋণ দিচ্ছে। কাজেই যাতে আরও ঋণের পরিমাণ বাড়ানো যায় তার জন্য সরকার থেকে ঐ ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে আলোচনা করার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা ঠিক নয় যে যেসব ব্যাংকের নাম আমি এখানে করেছি তাছাড়া যেসব ব্যাংক এখানে কাজ করছে তারা আরও বেশী কাজ গ্রামাঞ্চলে করতে পারেন কিন্তু তারা প্রশ্নটা বড় করে দেখেন সেটা হচ্ছে যে তাদের প্রয়োজনমত কর্মী যেই টাকাটা লগ্নী করলে টাকাটা কাজে লাগল কিনা সে টাকাটা ফেরৎ আসবে কিনা এবং ঠিক সময়ে সে টাকাটা পাওয়ার জন্য তদারকি করার কাজটির জন্য ষ্টাফ দরকার কিন্তু তাদের সে পরিমাণ ষ্টাফ নেই। সে দিক থেকে আমরা ঐসব ব্যাংকের কর্তৃপক্ষদের সাথে আমরা এটা আলোচনা করেছি যে আপনারা ষ্টাফ বাড়ান গ্রামাঞ্চলে ওরা যাতে বেশী কাজ করতে পারে। সে দিক থেকে কোন কোন ব্যাংক আগ্রহ দেখান নি সেটা ঠিক নয়। যেমন ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া তারা অনেকবার আমাদেরকে বলেছে যে আরও বেশী কাজ আমরা গ্রামাঞ্চলে করতে চাই। আর যে কয়েকটা ব্যাংকের নাম আমি এখানে করেছি তারা হয়ত গ্রামে যাননি বা তাদের গ্রামে অফিস নেই বা আগরতলাতেই কাজ করেন এবং ব্যবসায়ীদের বা ছোট ছোট শিল্পে তারা টাকা লগ্নী করে থাকেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ২নং প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমার কাছে প্রশ্নটি ঠিকভাবে পরিষ্কার হয়নি, মাননীয় মহোদয় উহা আবার পরিষ্কার করে বলবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত টাকা কোন প্যাকন্ ও ল্যাম্পসকে দেওয়া হয়েছে তার ব্যাংক ভিত্তিক হিসাব চাওয়া হয়েছে এবং তার ব্যাংক ভিত্তিক হিসাব এখানে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যক্ষ মহোদয়—মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোশ্চেন নাম্বার ১২৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোশ্চেন নাম্বার ১২৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সচিবালয়ে নিযুক্ত কতিপয় টাইপিষ্ট এল, ডি. এ্যাসিষ্ট্যান্টকে কনসোলিডেটেড পে দেওয়া হচ্ছে,

২। সত্য হলে তার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। নিয়োগ নীতি অনুযায়ী যাহারা টাইপ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন পরবর্ত্তী উত্তীর্ণ সময় সাপেক্ষে তাহাদিগকে কনসোলিডেটেড পে দেওয়া হইতেছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার সেক্রেটারিয়েটে যাদের টাইপিষ্ট হিসাবে নেওয়া হইয়াছে তাদের টাইপ টেষ্ট নেওয়া হইয়াছে। এই টাইপ টেষ্ট পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নি এমন কয়েকজন উপজাতি কেন্‌ডিডেটকে নেওয়া হইয়াছে কনসোলিডেটেড পে-তে এই সর্ত্তে যে তারা আবার টাইপ টেষ্ট উত্তীর্ণ হইলেই তাদের স্কেল অব পে দেওয়া হইবে। যেহেতু

উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলিপূরণ করা সম্ভব হইতেছে না উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়াতে সেই হেতু তাহাদের রাখা হইয়াছে। তবে আমরা আশা করিতেছি যে খুব শীঘ্রই তাহাদের স্কেল দেওয়া সম্ভব হইবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রকম কেসে পে স্কেল দিয়ে ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ রাখার কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার আমি আগেই বলেছি যে, উপজাতিদের মধ্যে সংরক্ষিত পদগুলি পূরণের জন্য কোন উপযুক্ত প্রার্থী না পেয়ে সরকার তাদের কনসোলিডেটেড পেতে নিয়োগ করেছেন যাতে তাদের উপযুক্ত করে নেওয়া যায়। তারা উপযুক্ত হলেই তাদের আমরা পে স্কেল দিয়ে দেব। আগের সরকার তো উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে তারা সংরক্ষিত আসনগুলি শূন্য রেখে দিতেন। আর ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ রেখে পে স্কেল দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, এই রকম ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ রাখিয়া পে স্কেল অন্য কোন বিভাগে সরকার দিয়াছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এটা জানা নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার এই রকম একটা কেস আছে ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের অফিসে। সেখানে শ্রীমতি কাবেরী দেববর্মা উনাকে পে স্কেল দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তার ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ রাখা হইয়াছে, এই রকম তথ্য সরকারের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই রকম তথ্য আমাদের জানা নাই, তবে এটা তদন্ত করে দেখা যেতে পারে।

স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী—স্যার কোশ্চান নাম্বার ১৬২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, কোশ্চেন নাম্বার ১৬২।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার যে দ্বিতীয় পে কমিশন গঠন করিয়াছেন তার সুপারিশ সহ রিপোর্ট কবেনাগাদ প্রকাশ হইতে পারে ?

২। ঐ রিপোর্ট প্রকাশের সাপেক্ষে সরকার কর্মচারীদের অন্তবর্ত্তীকালীন কোন আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করিবেন কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা পে কমিশনকে যত তারাতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

২। না মহাশয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পে কমিশন যেটি গঠন করা হইয়াছে তাহা কবে গঠন করা হইয়াছে এবং ঐ কমিশনে কতজন সদস্য নিয়া উহা গঠন করা হইয়াছে ; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উহা জানাইবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার পে কমিশনে একজন সদস্য নিয়া গঠিত হইয়াছে। শ্রীলালা এন, কে, দে, উনিই পে কমিশনের একজন মাত্র সদস্য। আর কবেনাগাদ কমিশন গঠিত হইয়াছে সেই তারিখ এখন দিতে পারিতেছি না।

স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৮৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার ,কোশ্চেন নাম্বার—১৮৩।

প্রশ্ন।

১ স্বামী পুত্র নেই বা ভরনপোষনের মত কেউ নেই এমন দুঃস্থ মহিলাদের নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য কোনরূপ পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকার নেবেন কি?

২। যদি নেন তবে কবে পর্যন্ত এ পরিকল্পনা কার্যকরী হবে ?

৩। এ বিষয়ে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর।

১।
২। বর্ত্তমানে সরকারের এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।
৩।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ রকম কোন পরিকল্পনা নেওয়ার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এইরূপ কোন অর্থ বরাদ্ধ করার জন্য কোন দাবী করবেন কিনা ?

(২) ত্রিপুরা রাজ্যে ঐরকম স্বামী এবং পুত্র হারা দুঃস্থ মহিলাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (২) নং প্রশ্নের জবাব এখই দেওয়া সম্ভব নয়। আর (১) নং প্রশ্নের উত্তরে বলছি যে এই সব কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছু টাকা দিয়াছিলেন। আমরা যারা বয়স্ক অর্থাৎ যারা ৮০ বৎসর বয়স্ক হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহাদের ভরণ পোষন করিবার মত কেহই নাই এমন লোককে বার্ধক্য ভাতা দেবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস এবং শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : মাননীয় স্পীকার স্যার, কোশ্চেন নাম্বার—১৮৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, কোশ্চেন নাম্বার ১৮৯।

প্রশ্ন।

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বর্তমান আর্থিক বছরে ৩০ শে নভেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরায় কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কত শ্রমদিবস করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। ইহা সত্য যে ১৯৭৯ ইং সনের ১ লা ডিসেম্বর হতে উক্ত প্রকল্পে শ্রমিকদের বর্দ্ধিত হারে মজুরী দেওয়ার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে তা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই এবং

৩। যদি সত্য হয় ইহার কারন কি ?

উত্তর।

১। বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে বর্তমান আর্থিক বৎসরের ৩০ শে নভেম্বর পর্যন্ত কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কত শ্রমদিবস কাজ করানো হয়েছে তাহার মহকুমা ভিত্তি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মহকুমার নাম	শ্রমদিবসের সংখ্যা।
(১) সদর,—	৫, ৭৯, ২৪৮
(২) সোনামুড়া—	৩, ৪৩, ৪৪৫
(৩) খোয়াই—	৮, ৭২, ১০২
(৪) উদয়পুর—	৭, ১০,৩৫১
(৫) অমরপুর—	৫, ৬৬, ৭১৫
(৬) বিলোনীয়া—	১১, ৭১, ১৫৫
(৭) সাব্রুম—	৬, ২৮, ৪৫৫
(৮) কৈলাসহর—	১০, ০১, ৭৮৮
(৯) ধর্ম্মনগর—	১২, ৯৮, ৮০০
(১০) কমলপুর—	৫, ৬৬, ৭৩৭।

(২) প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ১লা ডিসেম্বর হইতে বর্দ্ধিত হারে শ্রমিকদিগকে মজুরী দেওয়া হইতেছে তবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় সালেমা ব্লকে যে সমস্ত প্রকল্প নভেম্বর মাসে আরম্ভ করিয়া কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই এবং ডিসেম্বরের কিছু সময় পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইতে হইয়াছে, একমাত্র সেই ক্ষেত্রে পুরাতন হারে মজুরী দেওয়া হইয়াছে।

(৩) যেহেতু প্রকল্পের বাবদ (এস্টিমেট) ৫ টাকা মজুরী হারে তৈয়ার করা হইয়াছিল, কাজেই ৬ টাকা হারে সম্পূর্ণ কাজের জন্য মজুরী দেওয়া অন্তরায় বিধায় ঐ সব ক্ষেত্রে পুরাতন হারে ডিসেম্বরের কয়েকদিন মজুরী দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানিয়েছেন যে একমাত্র সালেমা ব্লকে এখনও শ্রমিকরা দৈনিক ৫ টাকা হারে মজুরী পাচ্ছেন। কিন্তু আমি জানি যে কাঞ্চনপুর ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে দামছড়া এলাকা যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সেখানে প্রায় ক্ষেত্রেই ৫ টাকা করে মজুরী দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খুঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীদীনেশ চন্দ্র দেববর্মা—এই ধরণের ঘটনা ঘটলে নিশ্চয় আমরা সেটা দেখব।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানিয়েছেন যে ১লা ডিসেম্বর হইতে বর্ধিত হারে শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি যে অনেক ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে মজুরী দেওয়া হচ্ছে না বরং পুরানো হারেই দেওয়া হচ্ছে, এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ চন্দ্র দেববর্মা—স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বিভিন্ন মহকুমায় বিভিন্ন ধরণের শ্রম দিবস সৃষ্টি হওয়ার কারণ জানতে পারি কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—এটা পপুলেশান ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে বর্ধিত হারে মজুরী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার জন্য সরকারকে কত টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে জানতে পারি কি?

শ্রীদীনেশ চন্দ্র দেববর্মা—এটা এক্ষুনি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বিভিন্ন পঞ্চায়েতে যেখানে উপজাতি প্রধান অথবা কংগ্রেস (আই) প্রধানেরা আছে, সেখানে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে কাজ দেওয়া হচ্ছে না এবং এই রকম বহু অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি ব্যবস্থা নিবেন জানতে পারি কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—এই ধরনের কোন ঘটনা যদি ঘটে থাকে, তাহলে আমরা তার তদন্ত করে দেখব।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে প্রত্যেক মহকুমার পপুলেশানের ভিত্তিতে এটা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমার খোয়াই মহকুমা থেকেও অন্য কোন কোন মহকুমায় পপুলেশান কম থাকা সত্ত্বেও সেই সব মহকুমায় অনেক বেশী শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়েছে। এটা হওয়ার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই প্রকল্পটা হচ্ছে গ্রামে যারা বেকার আছে, কাজ পায় না দুঃস্থ অথচ এ্যাবাল বডি, তাদের কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য এখন গ্রামের মধ্যে কারা কারা কাজ পাওয়ার উপযুক্ত, সেটা ঠিক করেন গ্রাম প্রধান এবং তার মেম্বারেরা, কাজেই কোন কোন পঞ্চায়েতে যেখানে এই ধরনের বেশী লোক আছে, তাদের জন্য বেশী টাকা খরচ হচ্ছে। তবে এটা কি ঠিক যেসব পঞ্চায়েতকে কাজ করার জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এমন অনেক অভিযোগ আসছে যে পঞ্চায়েতের মধ্যে যারা নীডি তারা নাকি অনেকেই কাজ পাচ্ছে না, তাই আমরা এই ব্যাপারে বি, ডি, ওকে হস্তক্ষেপ করতে বলেছি এবং তিনি স্ক্রুটিনি করে এই ধরনের একটা লিষ্ট আমাদের কাছে পাঠাবেন, যাতে করে আমরা সেটার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই উপজাতি যুব সমিতির কিছু সমর্থক যারা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, তারা অনেক জায়গাতে প্রচার করছে যে এটা কেন্দ্রের টাকা, কেন্দ্রের কাছ থেকে এই টাকা আসছে, কাজেই কোন কাজ না করেই এ টাকা পাওয়া যাবে। ফলে এই প্রকল্পের দ্বারা আমাদের যে সমস্ত কাজ করার কথা, সেটা নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এই রকম কোন তথ্য সরকারের রেকর্ডে আছে কিনা, জানতে পারি কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—এই ধরনের কোন স্পেসিফিক অভিযোগ আমাদের সরকারী রেকর্ডে নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪, স্যার,

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে রাজ্যে মোট কয়টি আদর্শ গ্রাম মেডেল ভিলেজ আছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

২) এই আদর্শ গ্রামগুলি কবে সৃষ্টি হয়েছিল? এবং

৩) কিসের ভিত্তিতে এগুলি নির্বাচন করা হয়?

উত্তর

১, ২ ও ৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৬।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৬, স্যার,

প্রশ্ন

১) পূর্ব্বতন কংগ্রেস সরকারের আমলে কয়টি গাঁও পঞ্চায়েতকে অফিস ঘর তৈরীর জন্য সরকার থেকে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, ব্লক ভিত্তিক হিসাব?

২) তার মধ্যে কয়টা গাঁও পঞ্চায়েত অফিসগৃহ নির্মাণ করেছে এবং কয়টা গাঁও পঞ্চায়েত অফিসগৃহ নির্মাণ করে নাই, ব্লক ভিত্তিক হিসাব?

উত্তর

১) কংগ্রেস সরকারের আমলে ১৭টী ব্লকে মোট ২৮০টী গাঁও পঞ্চায়েতকে অফিস ঘর তৈরীর জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছিল। ব্লক ভিত্তিক হিসাব ২নং প্রশ্নের উত্তরের সাথে প্রদত্ত হইল।

২)

	ব্লকের নাম	অফিস ঘর তৈয়ীর জন্য অনুদান প্রাপ্ত গাঁও পঞ্চায়েতের সংখ্যা	প্রাপ্ত অনুদানের সাহায্যে নির্মিত অফিস ঘরের সংখ্যা	কয়টী গাঁও পঞ্চায়েত প্রাপ্ত অনুদানের সাহায্যে গৃহ নির্মাণ করে নাই।
১)	জিরানীয়া	১৭টী	১৭টী	—
২)	মোহনপুর	১৩টী	১৩টী	—
৩)	তেলিয়ামুড়া	১৯টী	১৫টী	৪টী
৪)	মেলাঘর	৩৫টী	৩৫টী	—
৫)	বিশালগড়	৩৩টী	৩৩টী	—

২) ব্লকের নাম	অফিস ঘর তৈরীর জন্য অনুদান প্রাপ্ত গাঁও পঞ্চায়েতের সংখ্যা	প্রাপ্ত অনুদানের সাহায্যে নির্মিত অফিস ঘরের সংখ্যা	কয়টি গাঁও পঞ্চায়েত প্রাপ্ত অনুদানের সাহায্যে গৃহ নির্মাণ করে নাই।
৬) খোয়াই	১৯টী	১৯টী	—
৭) কুমারঘাট	১৫টী	১৫টী	—
৮) পানিসাগর	১৮টী	১৮টী	—
৯) ছামনু	৯টী	৬টী	৩টী
১০) কাঞ্চনপুর	৭টী	৬টী	১টী
১১) কমলপুর	১৮টী	১৮টী	—
১২) উদয়পুর	৩১টী	২২টী	৯টী
১৩) ডম্বুরনগর	২টী	২টী	—
১৪) সাতচাঁদ	৭টী	৭টী	—
১৫) অমরপুর	১১টী	১১টী	—
১৬) বগাফা	১৩টী	৮টী	৫টী
১৭) রাজনগর	১৩টী	১৩টী	—
মোট—	২৮০টী	২৫৮টী	২২টী

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যেসমস্ত গাঁও সভাগুলিতে টাকা নেওয়ার পরেও অফিস ঘর তৈরী করে নাই সেই সমস্ত টাকা কে গ্রহণ করেছে এবং কেন ঘর তৈরী করে নাই এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খোঁজ করে দেখা হবে। কংগ্রেসী আমলে অনেকেই ঘর তৈরী করার জন্য টাকা আর ঘর তৈরী করে নাই অথচ কমপ্লিশান রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে সেগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যেসমস্ত পঞ্চায়েত টাকা নিয়েছিল এবং ঘর তৈরী করে নাই সেই সমস্ত পঞ্চায়েতে মঞ্জুর করা টাকাগুলি আছে কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য সরকারের কাছে নাই।

শ্রীগোপাল দাস : —মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ইহা কি সত্য যে সমস্ত পঞ্চায়েত ঘরএর কমপ্লিশান রিপোর্ট দিয়েও ঘর তৈরী করে নাই সেই সব ঘটনাগুলির সঙ্গে কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী এবং ওভারশিয়ারও যুক্ত আছে এবং উপযুক্ত তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যে ঘরগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল সেই ঘরগুলি এখনও আছে কি না এবং থাকলে সেগুলি মেরামত করা হবে কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে ঘরগুলি ভেংগে গিয়েছে সেগুলি মেরামত করা হবে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কুমারঘাট ব্লকের পাবিয়াছড়ার প্রাক্তন গাঁও প্রধান কংগ্রেসী আমলে ঘর তৈরীর জন্য টাকা পেয়ে নিজের বাড়ীতে ঘর তৈরী করেছিল এই রকম তথ্য জানা আছে কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য সরকারের জানা নাই।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, কংগ্রেসী আমলে ঘর তৈরী করার জন্য যে সমস্ত টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং ঘরও তৈরী হয়েছিল, সেই রকম পঞ্চায়েতের কতগুলি ঘর সারা ত্রিপুরায় আছে?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যা হয়েছে সেটা হচ্ছে ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে ১১০টির জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য ২৪২টি ঘর তৈরীর জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলির কাজ চলছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, কংগ্রেসী আমলে যে সমস্ত পঞ্চায়েতে অফিস ঘর করার জন্য টাকা নিয়েছিল এবং ঘর করে নাই সেই পঞ্চায়েতের জন্য যখন বাজেট দেওয়া হল তখন জানান হল যে সরকারী সার্কুলার আছে যে আগে যাদের টাকা দেওয়া হয়েছে এখন আর তাদের টাকা দেওয়া হবে না—কিন্তু বর্তমানে তাদের কোন ঘর নাই। সেই সব পঞ্চায়েতগুলিকে টাকা দেওয়ার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেসী আমলে যাদের ঘর করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং ঘর করে নাই-এখন পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর সেই পঞ্চায়েতগুলিকে যদি টাকা দেওয়া না হয় তাদের ডাবল করে টাকা দেওয়া হয় তাহলে সেখানে নিশ্চয় প্রতিক্রিয়া হবে। সেজন্য নূতন যে সব পঞ্চায়েত হয়েছে তাদেরই প্রথম দেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, রাজনগর ব্লকে সরসীমা, বাঁশবেতী প্রভৃতি গাঁওসভাগুলিতে কংগ্রেসী আমলে ঘর তৈরীর বরাদ্দ করা হয়েছিল কিন্তু সেখানে এখনও কোন পঞ্চায়েত অফিস হয় নাই। সেই টাকাগুলি কারা নিয়েছিল। সে ব্যাপারে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার. আমি আগেই বলেছি যে স্পেসিফিক কোন নোটিশ দিলে আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, জানেন কি যে রাধানগর গাঁও সভার প্রাক্তন প্রধান কংগ্রেসী আমলে ঘর তৈরীর জন্য টাকা নিয়েছিল এবং নিজের বাড়ীতে দুইটা কোঠা করেছেন লাগিয়ে আর বাকী টাকা নিজে রেখে দেয় এবং ঘরের কাজ

শেষ করা হয় নাই। এই তথ্য সরকারের জানা আছে কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য সকারের জানা নাই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েতের ঘরের জন্য যে অনুদান দেওয়া হয়েছে তার সবগুলি কমপ্লিট হয়েছে কিনা এবং ঘর কমপ্লিট করার নামে কোন সি, পি, এম, প্রধান টাকা নিয়েছে কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা নোটিশ চাই।

মি: স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নং ২১৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ২১৭

প্রশ্ন

১। সরকার অবগত আছেন কি মাধববাড়ীর আর, ই, ডি, ইট ভাটার শ্রমিক প্যায়ারী কেরট এবং তার ভাইকে মালিক শ্রীশঙ্কর রায় প্রচণ্ড মারধোর করার ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে হয়েছে?

২) অবগত থাকলে অত্যাচারী মালিকের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়।

২) জিরানীয়া থানায় পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫/১৪৭ ধারায় মামলা নং ৬(১২)৭৯ নথীভুক্ত করিয়াছে। ইট ভাটার মালিক শঙ্কর রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মি: স্পীকার :—শ্রীসুমন্ত দাস।

শ্রীসুমন্ত দাস :—কোয়েশ্চান নং ২৩৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ২৩৪

উত্তর

১) ইহা কি সত্যি যে গত ৯-৯-৭৮ ইং তারিখে সোনামুড়া বিভাগে দুর্লভনারায়ণ গ্রামের ক্ষেত মজুর শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ পিতা শ্রীরমণী মোহন দেবনাথ, থানা সোনামুড়া জিলা প: ত্রিপুরা—তাহাকে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী প্রকাশ্য মাঠে বেদম মারধোর করে এবং পরে শ্রীদেবনাথকে সোনামুড়া থানায় পাঠানো হয় এবং দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়?

২) সত্য হইলে এই সম্পর্কে পুলিশ কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রশ্ন

১) হ্যাঁ মহাশয়।

২) সোনামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সোনামুড়া আদালতে শ্রীহারাধন দেবনাথ,

লালমোহন দেবনাথ ও শ্রীসুনীল দেবনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে শান্তি রক্ষার্থে এবং পুন দুষ্কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১০৭/১১৩ ধারায় আদেশ প্রদানের জন্য আদালতে প্রার্থনা করেছেন। বিষয়টি এখন আদালতের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীসুমন্ত দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ৯-৯-৭৮ ইং তারিখের ঘটনার পর শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ গুরুতর আহত হয়ে সোনামুড়া হাসপাতালে যায় এবং তারপর তাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। সেখানে তাকে সার্টিফিকেট দেওয়া যে সে মারাত্মক ভাবে আহত এবং জি, বি, হাসপাতাল থেকে এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে সে কর্ম ক্ষমতা হারিয়েছে। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল যে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে কোন মামলা নাই—এই ঘটনা আমি ৮/৯ মাস পরে জানতে পারলাম। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দুষ্কৃতকারীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা তদন্ত করে দেখা হবে। যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে পুলিশ বলেছে যে, সে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছে এবং যারা আক্রমণকারী তারা অত্যন্ত সাংঘাতিক রকমের লোক এবং তাকে খুব নির্দয় ভাবে আঘাত করেছে। দুষ্কৃতকারীরা যাতে শাস্তি পায় সে দিকে সরকার নজর রাখবেন।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেখা যায় তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে এবং হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়েছে, সেখানে পুলিশ কি ভাবে তার বিরুদ্ধে ৩২৩।৩২৫ ধারায় অভিযোগ না এনে শুধু মাত্র শান্তি রক্ষার ১০৭ ও ১১৩ ধারায় মামলা দায়ের করেছে এর কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি বলছি, সমগ্র ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, গত ১১ই আগষ্ট, '৭৯ ইং উদয়পুর বিভাগের কিল্লা থানার অন্তর্গত ছয় ঘরিয়া গাঁও সভার প্রধান শ্রীদাৰে বাহাদুর মলছমের ঘরে ডাকাতি হয়েছিল ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
২। যদি সত্য হয়, তাহলে কত টাকা	নগদ ৩০০০ টাকা, একটি এস. বি. এস. এল

বা কি কি জিনিষ ডাকাত কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল এবং পুলিশ কর্তৃক কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?	বন্দুক, একটি হাত ঘড়ি, একটি রেডিও নিয়ে গেছে। এই সব জিনিষের মোট মূল্য হবে ৪০০০ টাকা। কিল্লা থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। অভিযোগকারী অপরাধীদের সনাক্ত করিতে পারেন নাই। এই অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, ডাকাতি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে জমাতিয়া মলুকের সর্দার শ্রীশিব কুমার জমাতিয়া এবং কিল্লা এলাকার ৩টি গাঁওসভার সরপঞ্চ শ্রীবিজয়লাল জমাতিয়া—গ্রাম—তুলাবাড়ী এবং শ্রীবিশ্বেশ্বর জমাতিয়া, পবিত্ররামবাড়ী, শ্রীপদ্মমনি জমাতিয়া, পবিত্ররাম বাড়ী শ্রীমলছুমের বাড়ীতে গিয়ে কেস উইথড্র করার জন্য সাদা কাগজে সই দিতে বলে এবং যদি কেস উইথড্র করে, তাহলে বন্দুক ফেরৎ দেওয়া হবে বলে এটা সত্য কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা খুবই গুরুতর অভিযোগ মাননীয় সদস্য এনেছেন। নিশ্চয়ই আমি পুলিশকে বলব, এই সম্পর্কে তদন্ত করে সত্য সত্য কিনা সেটা নিশ্চিত করতে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের নাম শ্রীদান্তে বাহাদুর পুলিশের কাছে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ তাদের ধরছে না। ঘটনা যতটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায়, ঘটনার দিন রাত্রিতে শ্রীদান্তে মিটিং করে বাড়ী ফিরছিলেন। ডাকাতরা তার বাড়ীর সামনেই বসেছিল। শ্রীদান্তে বাড়ী ফিরলে পর তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকে এবং তাকে মারধর করে ও জিনিসপত্র নিয়ে যায়। এইসব লোকগুলি এখনও গ্রামেই আছে। পুলিশ তাদের কেন এখনও গ্রেপ্তার করছে না মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমি আগেই বলেছি, মাননীয় সদস্যরা যে সব অভিযোগ করছেন এগুলি খুবই গুরুতর অভিযোগ। আমি পুলিশের উচ্চ পর্য্যায়ে তদন্তের জন্য নির্দেশ দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি, শ্রীবিশ্বেশ্বর জমাতিয়া, পবিত্ররাম বাড়ী, শ্রীপদ্মমনি জমাতিয়া, পবিত্ররাম বাড়ী উপজাতি যুব সমিতির লোক এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি, গত ৮ই আগষ্ট, ১৯৭৯ইং তারিখে অমরপুরে মিজো নাম ধারী যে হামলা হয়েছিল তার সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, ২য় প্রশ্নের কোন জবাব এখানে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ১ম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলছি, ডাকাতরা যে কোন দলেরই হউক না কেন, তাকে ধরা হলে শাস্তি দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার পুলিশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সরকারের স্বীকৃত কয়টি সমিতি আছে (সমিতির নাম সহ)	১টি। ত্রিপুরার নন্-গেজেটেড পুলিশ এসোসিয়েশন।
২। এই স্বীকৃত সমিতি সমূহ সরকারের নিকট যে সকল দাবী পেশ করেছেন, সরকার সেগুলোর মধ্যে এ পর্য্যন্ত কতটা বিবেচনা করেছেন ?	মোট ৭৪টি দাবীর মধ্যে ২২টি বিবেচনা করা হয়েছে।
৩। অর্থনৈতিক ও একান্ত নিজস্ব চাকুরী-গত দাবী ছাড়া সমিতিগুলো আর কি কি দাবী পেশ করেছেন ?	৭টি দাবী পেশ করেছেন, যথা :— (১) পুলিশ হাসপাতালের আধুনীকরণ ও সম্প্রসারণ, (২) এসোসিয়েশনের দুই জন সদস্যকে ওয়েলফেয়ার এমেনিটিস্ ফাণ্ড কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা। (৩) পুলিশের ক্রীড়া সংস্থাকে পুনরায় ঢেলে সাজানো হউক এবং পুরাতন খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্ত করা হউক। (৪) মৃত পুলিশ কর্মচারীকে তাহার সৎকারের পূর্বে পদ মর্যাদা ব্যতিরেকে একই প্রকার সম্মান প্রদর্শন করা হউক। (৫) পুলিশ ড্রাইভারগণকে সর্বভারতীয় পুলিশ ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হউক। (৬) প্রত্যেকটি জেলা এবং মহকুমা হেড কোয়াটারে খেলাধুলা করার জন্য ক্লাবের ব্যবস্থা করা হউক। (৭) পুলিশের ফ্যামেলী ওয়েলফেয়ার সেণ্টারকে পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করা হউক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সব দাবী বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে, যথা :—

(১) রেশন এলাউন্স বাড়ানো।

(২) পুলিশ হাসপাতালকে বাডানো এবং আধুনিকরণ করা।

(৩) পুলিশ ওয়ারলেসের রিক্রুটমেণ্ট রুলস্‌ সংশোধন করা।

(৪) যারা এস. বি., সি. আই. ডি., ডি. আই. বি., পি. টি. সি., এম. টি. এ., ফিটারস, এনফোর্সমেণ্ট এবং এন্টিকরাপসনে কাজ করেন তাদের স্প্যাশাল পে এবং টেকনিক্যাল পে দেওয়া ব্যবস্থা।

৫) যে সব ভ্যাকেন্সি আছে সেগুলি পূরণ করা।

৬) সমস্ত নন-গেজেটেড পুলিশ পারসনকে পোশাক ধোলাইয়ের জন্য এ্যালাউন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৭) অন্তত ২ জন মনোনীত সদস্যকে ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড অ্যামিনিটিস ফাণ্ড কমিটির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮) যে সব পুলিশ ডেপুটেশনে বিভিন্ন জায়গায় জরুরী কাজকর্ম করতে যান, তাদের অগ্রিম ডেপুটেশান এ্যালাউন্স দিতে হবে।

৯) যে সমস্ত অমার্স পুলিস পার্সন আছেন, সেগুলি ইরেসপেকটিভ অব র‍্যাঙ্ক সমানভাবে দেওয়া।

১০) নায়েকস, হেড কনেষ্টবল, এস, আই, আছেন আর্মড ব্রাঞ্চে তাদের আর্মড এ্যালাউন্স দিতে হবে।

১১) নাইট ডিউটি গার্ডদের জন্য রেষ্ট রুমের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২) পুলিশ ড্রাইভারদের সর্ব্ব ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দিতে হবে।

১৩) ড্রাইভার এবং ফিটারসদের জন্য ড্রাঙ্গির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪) ফটোগ্রাফিতে যারা আছেন, এবং যারা ফিঙ্গার প্রিণ্টে আছেন, তাদের টেকনিক্যাল পে দিতে হবে।

১৫) প্রমোশনের জন্য যে টেষ্ট পরীক্ষা দিতে হয়, সেগুলির প্রশ্নপত্র বাংলা এবং ইংরেজীতে ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬) প্রতিটি গার্ডের জন্য মিনিমাম ষ্ট্র্যান্থ হবে ১:৪।

১৭) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে লিভের কথা তারা লিখেছেন সেই লিভ ৩৯ দিন করে তারা পাবেন।

১৮) তাদের যে পোশাক সেটা নিয়মিত ভাবে দেওয়া হবে।

১৯) আই-সি-সি কোর্স দিতে হয়, সেটা ৪ সপ্তাহের মধ্যে হবে।

২০) পুলিশে যে সমস্ত লোয়ার র‍্যাঙ্কের কর্মী আছেন, তাদের মেডেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

২১) পুলিশ ওয়ারলেসের জন্য ষ্টোরের ব্যবস্থা করতে হবে।

২২) ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার আরো বাড়াতে হবে এবং মডিফাইড করতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের ৪৪টি দাবীর মধ্যে আমরা এই ২২টি দাবী মেনে নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস—কোয়েশ্চান নং ১৮৫ স্যার।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং ১৮৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরায় কত নূতন টিউবওয়েল ও রিংওয়েল বসানোর কাজ সরকার হাতে নিয়েছেন (আলাদা হিসাব)।

২। কবে পর্য্যন্ত উক্ত কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরায় ৩,০০০টি নূতন টিউবওয়েল ও ৯৭৫টি রিংওয়েল বসানোর কাজ সরকার হাতে নিয়েছেন।

২। বর্তমান আর্থিক বছরেই প্রয়োজনীয় সিমেন্ট, রড, পাইপ ইত্যাদি ঠিকমত পাওয়া গেলে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার—শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী—কোয়েশ্চান নং ২১৮ স্যার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নং ২১৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ১৯শে ডিসেম্বর খোয়াই মহকুমার তুইবিন্দ্রাইয়ে বামফ্রন্টের একটি নির্বাচনী জনসভায় কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী ঢিল ছুড়ে জনসভা ভাঙ্গতে চেষ্টা করে এবং এর ফলে দুইজন মহিলা সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন?

২) সত্য হলে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীদের সনাক্ত করতে না পারায় পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। তবে পুলিশ তদন্ত করিয়া দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ২০৩ স্যার।

শ্রী যোগেশ চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নং ২০৩ স্যার।

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত

কতজন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ?

২) মুক্তি প্রাপ্ত কয়েদীদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এবং

৩) তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরী পেয়েছেন কি ?

উত্তর

১) ১২ জন।

২) কারাগারে শাস্তি ভোগের সময় কয়েদীদের বৃত্তি শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। মুক্তির পর এইসব বৃত্তিমূলক শিল্পকার্য্য অবলম্বন করিয়া সমাজ জীবনে সৎভাবে থাকিয়া আয় দ্বারা নিজেদের এবং পারিবারিক ভরণপোষণ করিতে তাহাদের সহজতর হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে সেলাই, তাঁত, ছাপাখানা, বহি বাঁধানো বাঁশবেতের কাজ, অম্বর চরকা, কৃষি গোপালন, মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, দোকানদারী, রুগী পরিচযা ও সেবার কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। অধিকন্তু কয়েদীরা যাহাতে মুক্তির পর অর্থাভাবে ব্যবসা বা শিল্পকার্যে নিযুক্ত হইতে অসুবিধা ভোগ না করে সেজন্য কারাগারে "ওয়েজ পেমেন্ট স্কীম" চালু আছে, এই স্কীমে তাহারা কাজ করার জন্য বেতন পায়। সেইবেতনের এক তৃতীয়াংশ আবশ্যিক হিসাবে জমা থাকে সেই অবশ্যিক জমা টাকা তাহাদের মুক্তির পরে কোন শিল্প সংস্থা, ব্যবসা ইত্যাদিতে নিয়োজিত করিয়া আয়ের পথ সুগম করিতে পারে।

৩) হ্যাঁ, ২ জন সরকারী চাকুরী পাইয়াছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ১২ জন কয়েদীর মধ্যে মাত্র ২ জন সরকারী চাকুরী পেয়েছে। বাকী যারা আছে এবং যে সমস্ত কয়েদী বৃত্তিশিক্ষা করছে তারা মুক্তি পাওয়ার পর যাতে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারে, তার জন্য সরকার থেকে লোন বা অন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী যোগেশ চক্রবর্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ১২ জন কয়েদীকে মুক্ত করেছেন। এই ১২ জনের মধ্যে ৩ জনকে বিশেষ ছাড় দিয়া মুক্ত করা হয়েছে, আর বাকী ৯ জনকে মেয়াদের অংশ মুকুব করিয়া সমাজ জীবনে সৎভাবে থাকিয়া আয় দ্বারা নিজেদের এবং পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে পারে সেজন্য আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদীদের সেলাই, তাঁত, ছাপাখানা, বহি বাঁধানো বাঁশবেতের কাজ, অম্বর চরকা, কৃষি, গোপালন, মুরগী পালন, মস্যচাষ, দোকানদারী, রুগী পরিচর্য্যা ও সেবার কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রী উমেশ নাথ :- সাপ্লিমেন্টার স্যার, যে ১২ জন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী যোগেশ চক্রবর্ত্তী :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি নাম গুলি পড়ছি।

Name of convicted prisoners whose remaining portion of sentences have been remitted on premature release and released from the Central Jail, Agartala.

Sl. No.	Name of convicts with address	Date of sentence	Period of sentence	Remission earned. Yr. M. Days	Date of release	Trade learnt in Jail	Amount of wage paid on release.
1.	Sri promode Debnath S/o prakesh Debnath of Bamanchara ps Kamalpur.	28 4.69	Life	2 10 19	26.1.78	Agriculture	Rs 456.53
2.	Sri Ramsingh Gour S/o Lt. Kania Gour of Alpasa (Kalyanpur) ps. Khowai.	4.10.72	"	3 8 23	26.1.79	Agriculture	Rs. 254.01
3.	Sri Laxman Das S/o Hriday Das of Ichachara ps. R. K. Pur.	29.4.72	"	4 1 17	26.1.79	Agriculture	Rs. 283,20
4.	Sri Haradhan Saha S/o Lt, Kailesh Saha of Basanta Nagar ps. R.K. pur.	30.1.70	"	2 8 17	26.1 78	Book-Binding	Rs. 225.39
5.	Sri Bijan Dey S/o Lt. Bajadulal Dey of Durgachowmubani. ps. west Agt.	9.4.70	"	2 6 15	26.1.78	Press	Rs 156.9
6.	Sir Mukul Mohan Deb S/o Madan Deb of Sonatal Padmabill. ps. Khowai	30.11.70	"	2 9 10	26.1.78	Tailoring	Rs. 269 24

Name of convicted prisoners whose remaining portion of sentences have been remitted on premature relese and releasen from the Central Jail, Agartala.

Sl. No.	Name of convicts with address	Date of sentence	Period of sentence	Remission earned Yr. M. Days	Date of release	Trade learnt in Jail	Amount of wage paid on release.
7.	Andhahari Tripura S/o Kshirode Joy Tripura Ramraibari,Belonia.	11-12.70	"	2 11 20	26.1.78	Busketry.	Rs. 236.19
8.	Sri Dinesh Namasudra S/o Lt. Digambar Namasudra of Singhichara ps. Khowai.	4.10.69	"	2 8 26	26.1.78	Godown	Rs. 17.25
9.	Sri Dhananjoy Namasudra s/o Lt Digambar Namasudra of Singhichara. ps. Khowai.	4.10.69	"	2 10 25	26.1.78	Busketry/ kitchen	Rs. 379.76
10.	Sri Abinash Dutta S/o Lt. Prakash Dutta of Rabindra Nagar ps. Sonamura.	4.1.71	.	2 8 1	26.1.78	Teacher of Jail School	Rs
11.	Sri Gagan Debbarma S/o Lt. Chandra Kr Deb Barman of Churaibari ps. Dharmanagar.	11 5 71	..	2 6 29	26.1.78	Agriculture	Rs. 278.69
12	Sri Ramji Sahani So Lt Bhujangi Sahani of Churaibari ps. Dharma nagar	11 5.71	.	2 6 10	26.1.78	Hair cutting	Rs. 316.27

মিঃ স্পীকার :- কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত স্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বার মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং আনষ্টার্ড কোশ্চোন নাম্বারের উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ

মাননীয় অধ্যক্ষ :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।

১। শ্রীশ্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং।

২। শ্রীসমর চৌধুরী।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"গত ১৫ই জানুয়ারী রাত অনুমান ৮ ঘটিকায় দুষ্কৃতিকারীগণের দ্বারা অগ্নি সংযোগের ফলে খোয়াই তহশীল অফিসের সমস্ত রেকর্ড ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, ২৫-১-৮০ইং তারিখে আমি এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :—দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এনেছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : —

"বিগত ১৯৭৯ইং সনের ১৪ই ডিসেম্বর রাত অনুমান ২ ঘটিকায় খোয়াই-এর জাম্বরা সিনিয়র বেসিক স্কুলের সব কয়টি গৃহ দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা অগ্নি সংযুক্ত হইয়া ভস্মীভূত হওয়া এবং ২৯শে নভেম্বর অমরপুর হাইস্কুল গৃহটিও আগুনে ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮০ইং তারিখে আমি এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১১ই জানুয়ারী ধর্মনগরের নদীয়াপুর গ্রামে পুলিশের উপর গুলীবর্ষণ এবং তজ্জনিত ঘটনাবলী সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ১১-১-৮০ ইং তারিখ নদীয়াপুর টি. এ. পি. ভারপ্রাপ্ত দারোগা শ্রীতপন দেবরায় রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় নয়জন কনেষ্টবলসহ নিয়ম মাফিক টহল দিতেছিলেন তখন হঠাৎ তাহারা ১০।১২ জনের সশস্ত্র রাইফেল বন্দুক এবং দা ইত্যাদি সজ্জিত একদল নকশালকে গ্রামের দিকে যাইতে দেখিতে পান। পুলিশের টহলদারী দল তৎক্ষণাৎ নকশালদিগকে চ্যালেঞ্জ করে ধাওয়া করে করিলে তাহারা দৌড়াইয়া নদীয়াপুর গ্রামের শ্রীজিতেন্দ্র দেবনাথ, পিতামৃত নন্দলাল দেবনাথের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। তখন পুলিশ দল সেই বাড়ী ঘেরাও করে নকশালদিগকে আত্মসমর্পন করিতে বলে। কিন্তু নকশালেরা আত্ম-সমর্পনের পরিবর্ত্তে পুলিশকে লক্ষ্য করে ১২।১৪ রাউণ্ড গুলি ছুড়ে। প্রত্যুত্তরে পুলিশদল ৩৮ রাউণ্ড গুলি ছুড়েন। কিছুক্ষণ পর নকশালেরা সে বাড়ী হইতে পলাইয়া যায়। পুলিশ তল্লাশীর সময় নদীয়াপুর গ্রামের রনজিৎ দেবনাথ, পিতা শ্রীরমন কুমার দেবনাথকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জিতেন্দ্র নাথের বাড়ীতে পায়। তাহাকে গ্রেপ্তার করে ঐ দিন রাত্রেই ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে অবহিত করা হয়। সে বর্ত্তমানে ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। রনজি দেবনাথ ছাড়াও পলায়নের সময় নিম্নলিখিত দুষ্কৃতকারীকেও গত ১১।১।৮০ ইং তারিখ রাত্রিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

(১) শ্রীজীতেন্দ্র নাথ, পিতামৃত নন্দলাল নাথ, নদীয়াপুর, ধর্মনগর থানা।

(২) শ্রীকমলচন্দ্র বর্দ্ধন. পিতা শ্রীকানাই লাল বর্দ্ধন, নদীয়াপুর, ধর্মনগর।

(৩) শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ, পিতামৃত শিবন নাথ, নদীয়াপুর, ধর্মনগর থানা।

গত ১২।১।৮০ ইং তারিখ তাহাদের সবাইকে আদালতে হাজির করা হইলে মাননীয় আদালত তিন দিনের জন্য তাহাদের পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ দেন। পরবর্ত্তী সময়ে ধীরেন্দ্র নাথ, পিতামৃত নন্দলাল নাথকে পুলিশ ১২।১।৮০ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে এবং ১৩।১।৮০ ইং তারিখ আদালতে হাজির করে। সে বর্ত্তমানে আদালতের আদেশে ধর্মনগর জেল হাজতে আটক আছে। প্রথমোক্ত ৩ ব্যক্তিকে মাননীয় আদালতের আদেশে ১৫।১।৮০ইং তারিখ হইতে পুনরায় ২৭।১।৮০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ধর্মনগর জেল হাজতে আটক রাখা হইয়াছে।

গুলি বিনিময়ের সময় পুলিশ পক্ষ কেহ হতাহত হন নাই। ১২।১।৮০ ইং তারিখ নদীয়াপুর পুলিশ ক্যাম্পের দারোগা শ্রীতপন দেবরায়ের অভিযোগক্রমে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩০৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭(১)৮০ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্ত কার্য্য আশানুরূপভাবে চলিতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই সমস্ত মামলায় গরীব কৃষক এবং কৃষকদের জমি থেকে জোর করে ধান কেটে আনা এবং এটা পুলিশের নজর পড়ার পর, পুলিশের উপরে নির্বিচারে গুলি চালায়, এই ঘটনা ঘটবার কতদিন আগে থেকে এটা আরম্ভ হয়েছিল,

সে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—ঐ সমস্ত এলাকার মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে যারা জোর করে ধান কেটে নিয়ে যায়। সরকার এই ঘটনা জানবার সে স্থানে একটা বিশেষ আউট-পোষ্ট বসিয়েছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা:—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তিনজনকে এরেষ্ট করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কোন রকম রাইফেল বন্দুক বা অন্যান্ত অস্ত্রসস্ত্র পাওয়া গেছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, কোন রাইফেল পাওয়া যায় নি, তবে অন্যান্য কিছু মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র তাদের বাড়ীতে পাওয়া গেছে।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা:—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যারা এরেষ্ট হয়েছে তাদের কাছ থেকে তদন্তে কোন খবর পাওয়া গেছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করেছেন এবং কি উত্তর পেয়েছেন, সেটা আমাদের পক্ষে এখনও জানা সম্ভব হয় নি।

শ্রীসুবোধ দাস:—১১ই জানুয়ারী ধর্মনগরের নদীয়াপুর গ্রামে পুলিশের উপর গুলি বর্ষন হয়েছে, সেই গুলিতে কতজন পুলিশ হতাহত হয়েছে তাছাড়া ঐ অঞ্চলে একটা ব্যাপক কৃষক আন্দোলন চলছে, কৃষক বর্গাদার হয়ে জমি রক্ষার একটা আন্দোলন চলছে. রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে একজন জমিদার সেখানে থাকেন তাছাড়া এর আগে এই রকম বহু ঘটনা ঘটে ঘটছে, এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কিছু জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, এই সম্পর্কে তিনটী প্রশ্ন মাননীয় সদস্য করেছেন, এটা হচ্ছে যে, পুলিশ কেউ হতাহত হয়েছে কিনা? এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে পুলিশ কেউ হতাহত হন নি।
দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে ওখানে বর্গাদারদের কোন আন্দোলন আছে কিনা? বর্গাদার যেখানে আছে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে আন্দোলন করার। বর্গাদারদের জন্য যে আইন আমরা তৈরী করেছি, তার মধ্যে যে সমস্ত অধিকার আমরা দিয়েছি, সরকার নিশ্চয় দেখবেন যাতে সেই অধিকারগুলি তারা প্রয়োগ করতে পারেন। সেই দিক থেকে বর্গাদারদের প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল। কিন্তু কোন জোতদার যদি অন্যায় ভাবে বর্গাদারদের উপর আক্রমণ করে থাকে, তাহলে সেইসব সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে এলে, সরকার নিশ্চয় এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু কাউকে নিজের হাতে আইন দেওয়া যায়না। সেইদিক থেকে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যারা বর্গাদারদের স্বার্থের নাম করে অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে, তাদের কোন রকমেই তা করতে দেওয়া হবেনা। কাজেই সেইদিক থেকে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন, তার জবাবে আমি বলছি, বর্গাদারদের স্বার্থের নাম করে তারা কি করছে, বর্গাদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। ন্যায়সঙ্গত এবং বৈধ আইনে তাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে, সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য যে কোন

আন্দোলন আমরা সমর্থন করব। তৃতীয়তঃ যে প্রশ্নটা করা হয়েছে সেই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—অন পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেগুলি বিনিময় হয়েছে, তাতে নকশালিষ্টদের কোন পলিটিকেল শ্লোগান আছে কি না। বর্গাদারদের রক্ষার নাম করে উনারা যে আক্রমণ করেছে, পুলিশ রিপোর্টে তা নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তা জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, নকশাল একটা রাজনৈতিক সংস্থা যারা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। তারা কয়েকটি খুন করেছে। তারা নিরীহ গরীব মানুষকে খুন করেছে, বন্দুক ছিনতাই করেছে, এই রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। মাননীয় সদস্য দেখেছেন যে তারা বে-আইনী ভাবে কিভাবে বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। এরা সবাইর কাছেই বিপজ্জনক। তাদের যে সমস্ত পলিটিকেলি ডিমাণ্ড আছে তা তাদের ইস্তাহার থেকে মাননীয় সদস্য জেনে নেবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—নকশালদের কোন পলিটিক্যাল শ্লোগান ছিল কি না, তা জানতে চেয়েছিলাম।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—এরা কোন বৈধ সংস্থা নয়। এদের বক্তব্য কি এটা আমরা জানিনা। সি-পি-আই এম-এল যে সংগঠন তারা নকশাল বলে পরিচিত। কিন্তু সম্ভবতঃ তারা শ্লোগান গত নির্বাচনের সময় দিয়েছিল, তাতে নির্বাচনের কোন রকম ক্ষতি করতে পারেনি। ত্রিপুরার মানুষ তাতে সাড়া দেয়নি। ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মানুষ এবার ভোট দিয়েছে।

অধ্যক্ষ মহাশয়—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতিরাম দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটীর উপর বিবৃতি দেন।

নোটীশটীর বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৯শে নভেম্বর ১৯৭৯ইং রাত্রে উরুয়াবাড়ীর নিকট ও মোহনপুর বাজারে আগরতলা সি-পি-আই (এম) মিছিলের যাত্রী গাড়ীর উপর হামলা ও আক্রমণ সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—বিগত ২৯।১১।৭৯ ইং তারিখে দ্বিপ্রহর ঘটিকায় বরকাঠাল (উরুয়াবাড়ী) গ্রামের মঙ্গল দেবরর্মা পিতা মনীন্দ্র দেববর্মা আরও ১০০ জন সি. পি, আই (এম) সমর্থক লইয়া টী-আর-টিসির টি. আর, এল—১৪১৫ নং ট্রাকে করিয়া পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সভায় যোগদানের জন্য আগরতলায় আসিয়াছিলেন। সভাশেষে সন্ধ্যাবেলায় অনুমান ৩০০ জন সি, পি, আই (এম) পার্টির সমর্থক টি, আর, টিসির ১৪১৫ এবং১২৭৮ নং ট্রাকে করিয়া তাবাদের গ্রাম বরকাঠালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় তাহারা উরুয়াবাড়ী পৌছেন এবং কতিপয় লোককে নামাইয়া দিবার জন্য গাড়ী থামান। কতিপয়

লোক নামাইয়া দিয়া গাড়ী আবার ছাড়িবার উপক্রম করিলে মনোরঞ্জন দেববর্মা নামীয় এক ব্যক্তি চীৎকার দিতে দিতে বলেন যে সুবল দেবনাথের দোকানের সামনে পাথর নিক্ষেপের দ্বারা তাহার মাথায় আঘাত পাইয়াছেন। তৎক্ষনাৎ গাড়ী থামাইয়া পাথর নিক্ষেপের উৎসস্থলের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ইহাতে সুবল দেবনাথের গাড়ীর কতিপয় লোকের সঙ্গে বচসা হয়।

তর্কাতর্কি চলিবার সময় তথায় উপস্থিত হইয়া (১) সর্ব্বশ্রী মঙ্গল দেববর্মা (২) মতিলাল বাহার (৩) মথুরা দেববর্মা (৪) সম্পারাই দেববর্মা এবং (৫) সন্তোষ দেববর্মাকে প্রহার করে। তৎপর তাহারা বরকাঠাল পুলিশ ক্যাম্পে গিয়া তথা হইতে হেড কনেষ্টবলের যাহায্যে মোহনপুর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে আসিয়া চিকিৎসা লাভ করেন। তাহাদের অভিযোগের ভিত্তিতে সিধাই থানায় ২০(১১)৭৯ ইং মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫ ধারামতে ৩০।১১।৭৯ ইং তারিখে নথিভুক্ত করা হয় এবং অনুসন্ধান শুরু হয়।

অনুসন্ধানের কালে ইহা প্রতীয়মান হয় যে মঙ্গল দেববর্মা এবং তাহার অপর গ্রামবাসীগণ যখন "আমরা বাঙ্গালী" সমর্থক সুবল দেবনাথের দোকানের সামনে গাড়ী থামাইয়া কতিপয় লোককে নামাইয়া দিতেছিল তখন অন্ধকারের সুযোগে একটী পাথরের ঢিল মনোরঞ্জন দেববর্মার মাথায় আসিয়া আঘাত করে, ইহাতে মঙ্গল দেববর্মা এবং গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি আসিয়া আমরা বাঙ্গালী সমর্থক সুবল দেবনাথের উৎসস্থল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সুবল সুবল দেবনাথ ক্রুদ্ধ হয় এবং আমরা বাঙ্গালী সমর্থক অপর ৫।৬ ব্যক্তি সহ লাঠি নিয়া মঙ্গল দেববর্মা এবং কয়েকজন উপর চড়াও হর; ফলে তাহারা আঘাতপ্রাপ্ত হন। এই কেইসে এই পর্য্যন্ত (১) সুবল দেববনাথ পিতা আনন্দ দেবনাথ, উরুয়াবারী (২) সত্যজিৎ দেবনাথ পিতা শ্রীবঙ্কবিহারী দেবনাথ, উরুয়াবাড়ী, (৩) বঙ্কবিহারী দেবনাথ পিতা কালীচরণ দেবনাথ, উরুয়াবাড়ী, (৪) হরিধন দেবনাথ পিতা জয়চন্দ্র দেবনাথকে (সকলেই সিধাই থানায়) গ্রেপ্তার করিয়া ১।১২।৭৯ ইং তারিখে কোর্টে হাজির করা হয় এবং তথা হইতে তাহারা জামিনে মুক্ত হয়। আহত ব্যক্তিগণকে মোহনপুর প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র হইতেঘটনার রাত্রে এবং পরের দিন ছাড়ি দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় সুবল দেবনাথ ঐ এলাকায় ২০।২৫ জন উপস্থিত যুবকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭।১৪৮।৩২৫।৪৪৮।৩৮০।৪২৭ ধারা মতে ১৯(১১)৭৯ নং পাল্টা কেইস দায়ের করিয়াছেন। দুইটি মামলারই অনুসন্ধান চলিতেছে।

অপর একটি ঘটনায় বিগত ২৯।১১।৭৯ ইং তারিখে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিঃ নারায়ণ চন্দ্র বণিক পিতা জিতেন্দ্র চন্দ্র বণিক সাং পূর্ব্ব শিবনগর শিশু উদ্যানের সভাশেষে সভায় আগমনকারী কিছু লোকের সহিত টি, আর, এস—৩১৮ নং বাসে সিমনা গিয়াছিলেন। সভায় আগত লোকদের নামাইয়া দিয়ে যখন তিনি আগরতলা আসিবার পথে মোহনপুর বাজারে পৌছেন তখন দেখেন যে, দুইটি ট্রাক রাস্তা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি গাড়ী থামাইবা মাত্র ৫০।৬০ জন লোক তাহাকে গাড়ী হইতে জোরপূর্ব্বক নামাইয়া নির্যাতন করিতে থাকে।

কতিপয় লোক গাড়ীর সামনে আয়না, জানালার আয়না ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং শ্রীবণিকের হাত-ঘড়ি এবং ৩০০ টাকা ছিনাইয়া দেয়। দুর্বৃত্তদের মধ্যে তিনি আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক জগৎ ও রতন নামে দুই ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে পারেন। তাহার অভিযোগ ৩০।১১।৭৯ ইং তারিখে সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৫ ধারা মতে ২২(১১)৭৯ ইং কেইস নথিভুক্ত করা হইয়াছে। এই ঘটনাটির অনুসন্ধান আরম্ভ হয়।

অনুসন্ধানের ফলে (১) শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, পিতা মদনমোহন পাল, তারানগর (২) সুবলচন্দ্র দেবনাথ পিতা আনন্দ মোহন দেবনাথ উরুয়াবাড়ী (৩) সত্যজিৎ দেবনাথ শ্রীবঙ্কবিহারী দেবনাথ, উরুয়াবাড়ী (৪) নিতাই দেব, পিতা সরদাচরণ দেব, তারানগর এই চারজনকে গ্রেপ্তার করিয়া ১।১২।৭৯ তারিখে কোর্টে হাজির করা হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ সকলেই আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক বলে জানা যায়। কোর্ট হইতে তাহারা জামিনে মুক্ত হয়। এই ঘটনা পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার ফল, যাহা সিধাই থানায় ৩০।১১।৭৯ ইং তারিখে ১৪৮।১৪৯। ৩২৬ ধারামতে ২৪(১১)৭৯ ইং তারিখে মামলা হিসাবে নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

মামলাটির অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, রতন দেবনাথকে এরেষ্ট করা হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, রতন দেবনাথকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি, এবং এটা কেন হয় নি সেটা তদন্ত করে দেখা যাবে।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—স্যার, এই ঘটনাতে যারা লিপ্ত ছিল পুলিশকে তাদের সম্পর্কে খবর দেওয়া সত্বেও পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নি কেন এটা করা হয় নি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, উনি কি খবর পেয়েছেন, সেটা আমাদের জানা নাই, তবে আসামীদের যাতে গ্রেপ্তার করা হয়, সেই ব্যবস্থা আমরা করব, আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

শ্রীখগেন দাস :— ২৯ তারিখের সেই ঘটনার সঙ্গে যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারী লিপ্ত ছিল, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা এবং তাদের মধ্যে রতন দেবনাথের মত কিছু লোক এখন জনসাধারণের সামনে ঘোরাফেরা করছে, তাদের কথা পুলিশের জানা থাকা সত্বেও তাদেরকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আগেও বলেছি তাদেরকে কেন গ্রেপ্তার করা হয় নি, আমি তা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—"বিগত ৪।১।৮০ ইং বেলা অনুমান ৪ ঘটিকায় ধর্মনগরের ব্রজেন্দ্র নগরের সি, পি, আই, (এম) এবং নির্বাচনী মিছিল ও অফিস" আমরা বাঙ্গালী "দল কর্তৃক আক্রমণ সম্পর্কে—"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—গত ৪।১।৮০ ইং তারিখে প্রায় ৬-৩৫ মি: কদমতলার পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত দারোগা শ্রীএ. বিশ্বাস টহলদারীর কাজে ব্রজেন্দ্রনরে আসিলে ধর্মনগর থানার অন্তর্গত ব্রজেন্দ্রনগরের শ্রীচীররঞ্জন দাস এই মর্মে অভিযোগ করেন যে গত ৩।১।৮০ ইং তারিখে প্রায় ৪ ঘটিকার সময় আমরা বাঙ্গালীর একটি মিছিল তাহার মুদি দোকানের সামনে আসে এবং মিছিলকারীর শ্রীঅজিত মালাকার তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে যেখানে সি, পি, আই, (এম)এর পার্টি অফিস অবস্থিত সেখানে, আমরা বাঙ্গালীর প্রতিক চিহ্নযুক্ত একটি পোষ্টার সি, পি, আই (এম) পোষ্টারের উপর লাগায়। ইহাতে অভিযোগকারী আপত্তি করিলে শ্রীরতন দাস নামে আমরা বাঙ্গালীদলের একজন সমর্থক চপ্পলদ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে চেষ্টা করে, অভিযোগকারী আমরা বাঙ্গালী দলের দ্বারা প্রহৃত হওয়ার ভয়ে ঘরে চলিয়া যান, কিছুক্ষণ পর বাহিরে আসিয়া ৫০-৬০ জন অপরিচিত ব্যক্তিকে তাহার দোকানে দেখিতে পান। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন তাহাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেয়। যাহা হউক শ্রী ধীরেন্দ্র দাস পিতা মৃত কেদার দাস নামে আমরা বাঙ্গালী দলের একজন সমর্থকের হস্তক্ষেপে আমরা বাঙ্গালী দলের লোকেরা চলিয়া যায়। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর দেখা যায় যে, দুইটি পতাকা ও ২০০ টাকা সি, পি, আই (এম) অফিস হইতে এবং ৬০ টাকা অভিযোগকারীর দোকান হইতে খোয়া গিয়াছে। ৬০ টাকা অভিযোগকারীর দোকানের ক্যাশ বাক্সে ছিল। ক্যাশ বাক্সটি তালা লাগানো ছিল না। ২০০ টাকা অভিযোগকারীর ভাই সি, পি, আই (এম) সমর্থক শ্রীরতন দাসের বিছানার নীচে সি, পি, আই, (এম) অফিসে। এই ঘটনাটি গত ৪-১-৮০ইং তারিখে রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকায় সি, পি, আই (এম) সমর্থক শ্রী চীরঞ্জন দাসের অভিযোগক্রমে আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক সর্বশ্রী অজিত মালাকার, রতীষ দাস উভয়েই ধর্মনগর থানার অন্তর্গত বামটিয়ার এবং ব্রজেন্দ্রনগরের অপর ৫০-৬০ জন অপরিচিত আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭-৪৪৮-৩৭৯ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ২(১)৮০ নথীভুক্ত করা হয়। ঘটনার পরই পলাইয়া যাওয়ার ফলে শ্রী অজিত মালাকার ও রতীষ দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। ঘটনার তদন্ত চলিতেছে। গত ৩-১-৮০ ইং তারিখে ব্রজেন্দ্র নগরে সি-পি-আই (এম) নির্বাচনী মিছিল আক্রমণের কোন সংবাদ পুলিশের নিকট নাই। একমাত্র আমরা বাঙ্গালী দল গত ৩-১-৮০ ইং তারিখে একটি মিছিল বাহির করে।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ৩ তারিখে যখন এই ঘটনাটি ঘটেছিল, তার আগের দিন ২ তারিখে বামফ্রন্টের একটা মিছিল আক্রান্ত হয়েছিল আমরা বাঙ্গালী দল দ্বারা, এই ঘটনাটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই দৃষ্টি আকর্ষণীর মধ্যে এই ঘটনাটার উল্লেখ নাই।

শ্রী সুবোধ দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ৩রা জানুয়ারীতে ধর্মনগরের ব্রজেন্দ্র

নগরে সি, পি, আই. (এম) এর নির্বাচনী অফিস আক্রমণের কথা উল্লেখ করা আছে, ঐ দিন ধর্মনগরে আর কোন বামফ্রণ্টের মিছিলের উপর আক্রমণের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা দৃষ্টি আকর্ষণীর অন্তর্ভুক্ত নয় বলে বলতে পারছি না।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে দৃষ্টিআকর্ষণী প্রস্তাব এসেছে, সেই প্রস্তাব ছাড়াও ধর্মনগরের ব্রজেন্দ্রনগরে আমরা বাঙ্গালী দল বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন জায়গায় মানুষের উপর বর্তমানে যে আক্রমণ চলছে, এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা, সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি যদি এইভাবে হত যে কোথায় কোথায় আমরা বাঙ্গালী দল নির্বাচন উপলক্ষে হামলা করছে তাহলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হত। এইসব ঘটনাগুলি যদি সুনির্দিষ্টভাবে সরকারের দৃষ্টিতে আনেন, তবে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :—স্যার শুধু ব্রজেন্দ্রনগরকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরের বিভিন্নস্থানে আক্রমণ হচ্ছে তা নয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ হচ্ছে। কিন্তু এস-ডি-ওকে জানানো সত্বেও এমনকি নামধাম দেওয়া সত্বেও কোন কাজ হচ্ছেনা। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

(নো রিপ্লাই)

মিঃ স্পীকার :—একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুনিল চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"৪ঠা ও ৫ই জানুয়ারী সাবরুম মহকুমায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাব্রুম মহকুমার ঘোড়াকাপ্পার বিপরীত দিকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে গত ৪-১-৮০ তারিখ দক্ষিণ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত সাব্রুম মহকুমার আমতলীর নিকটবর্তী বগাচতল গ্রাম দিয়ে প্রায় ৩ হাজার বাংলাদেশী চাকমা অনুপ্রবেশ করে। তাদের সকলেই গত ৫-১-৮০ তাং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আলুতলা ও উচ্ছা বাজার প্রভৃতি গ্রাম থেকে বাড়ীঘর ছেড়ে এখানে আসে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে কিন্তু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং এই অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বরাবরই অবহিত করে রাখছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি তারা যেন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাতে এইভাবে এই সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন সেখানে না হয় এবং আমাদের এখানে যেন আইন ও শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার সৃষ্টি না করে তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। আবার এদিকে বাংলাদেশের সাথেও আমাদের বি. এস. এফ-রা আলোচনা চালিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে যে সমস্ত চাকমা অনুপ্রবেশ করছে বাংলাদেশে তাদের জায়গা জমি এবং কৃষিক্ষেত্র সব কিছু মুসলমানেরা দখল করে নিচ্ছে? বাঁধা দিতে গিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে তারা গুলিবিদ্ধ হচ্ছে এবং অমানুষিক ভাবে নির্যাতিত হয়ে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য তারা এখানে এসেছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্য জানেন যে, যেখানে বুর্জোয়া জমিদাররা দেশ শাসন করছে, সেখানেই সংখ্যালঘুরা নিযাতিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের মধ্যেও সংখ্যালঘু আছেন। অতএব তার অর্থ এই নয় যে তাদেরকে অন্য রাজ্যে চলে যেতে হবে। কাজেই এ ব্যাপারে, আমাদের সহানুভূতি আছে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাই। ভারত সরকার যদি বলেন নিশ্চয়ই আমরা আশ্রয় দেব, এটা ভারত সরকারের নীতির অন্তর্ভুক্ত। তারা এখানে কেন, যে কোন জায়গায় তাদের আশ্রয় দিতে পারেন। কাজেই সেটা ভারত সরকারের উপর নির্ভর করছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, এর আগে যখন মগ উদ্বাস্তুরা এখানে আসেন আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তখনকার প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাদের যেন ত্রিপুরা থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে এই টাকা আমরা দেব না। আপনারা যে তাদের জন্য স্কুলে ক্যাম্প করছেন তার জন্যও আমরা কিছু করতে পারব না। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বি. এস. এফ-এর প্রধানকে এখানে পাঠিয়েছিল এবং আমাদের এখানে আশ্রয় প্রার্থী যারা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা পুলিশ ব্যবহার করি নি। তাদেরকে বুঝিয়ে এবং তারা যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, তারপরে আমরা তাদেরকে ফেরৎ পাঠিয়েছিলাম। কাজেই সেদিক থেকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বামফ্রন্ট সরকার তাদের প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য, তা পালন করতে প্রস্তুত আছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এটা ট্রাইবেল বা বাঙালী প্রশ্ন নয়, উদবাস্তু আমরা আদৌ রাখতে পারি কিনা এই ত্রিপুরাতে, সে কথা মাননীয় সদস্যদের চিন্তা করে দেখতে হবে। দেখতে হবে যে আমরা আরও লোক যদি নিই, যারা এখানে ঢুকবার চেষ্টা করছেন, তাদের অবস্থা কি হবে? যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গত ৩০ বছর বা ২৫ বছর আগে এসেছিলেন তারা আজকে চীৎকার করছেন যে আমাদের এখনও পুনর্বাসন হয় নি। কাজেই একবার যদি ছিন্নমূল হয়ে আসেন, তবে তার অস্তিত্ব রক্ষা করা বড় কঠিন। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এখনও ডুম্বুরের উদ্বাস্তুদের আমরা পুনর্বাসন দিতে পারছি না। কাজেই এরকম একটা রাজ্যের মধ্যে ছিন্নমূল ভর্তি রয়েছে কি ট্রাইবেলদের মধ্যে কি বাঙালীদের মধ্যে, এখন আরও ছিন্নমূল লোক আমরা এখানে আশ্রয় দিতে পারি কিনা তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব আমরা নিতে পারি কিনা এটা মাননীয় সদস্যদের চিন্তা করতে হবে। সহানুভূতি থাকলেই সব কাজ করা যায় না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এক্ষুণি বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা কেন এদের উপরে নির্যাতন চলছে, তাদের জমিজমা

ইত্যাদি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের যাতে সত্বর সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তারজন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে বি. এস এফ দ্বারা যাদেরকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল, তাদের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল কিনা? না বাংলাদেশে তাদেরকে গুলির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমরা দেখেছি যে বি এস-এফ দিয়ে যাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের ভিতরে, তাদের সেখানে কোনরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেই বি-এস-এফ বাহিনী তাদেরকে ফেরৎ পাঠিয়েছিল। নিরাপত্তার কোন আলোচনা সেখানে করা হয়নি। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য একেবারে অসত্য কথা বলছেন। এটা ঠিক নয় যে বাংলাদেশে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে ফেরৎ নেওয়ার জন্য সীমান্তে অভ্যর্থনা শিবির খুলে ছিল এবং ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য তাদেরকে অগ্রাম টাকা দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় সদস্য যে তথ্য এখানে উপস্থিত করেছেন তা ঠিক নয়

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বাংলাদেশের হয়ে ওকালতি করছেন এবং করতে চেষ্টা করছেন। যেখানে বাংলাদেশে ঐ উদবাস্তুদের সমস্ত জমিজমা দখল করা হয়েছে, গ্রামকে গ্রাম লুঠ করে মানুষের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে তাদের পুরো নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। তা কি করে হয়?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন যে রিফুজিদের উপর অত্যাচার অবিচার চলছে, তা ঠিক নয়। আর আমরা বলিনি যে আগে তাদের উপর অত্যাচার অবিচার চলেনি। মাননীয় সদস্য আরও বলছেন যে তাদেরকে তখন বাংলাদেশে গুলির মুখে ঠেলে দেওরা হয়েছে। এটা একেবারে ভিত্তিহীন।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হল : ১৯৮০ইং সন্ধ্যা ৭টার সময় বটতলার কারমাইকে ব্রীজের (জহর) সামনে অগ্নিকাণ্ড হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৬-১-৮০ইং সনের প্রায় ৬টা ৪৯ মিনিটে

বটতলায় জহর ব্রিজ সংলগ্নে একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। শ্রী পি, ভট্টাচার্য্য নামে একজন ব্যক্তি টেলিফোনে আগরতলা দমকল বাহিনীকে আগুন লাগার প্রথম খবর দেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই দমকল বাহিনী দুইটি জলবাহী গাড়ি ও দুইটি পেট্রোল পাম্প নিয়ে ৭টা ২ মিনিটের সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়।

৬টি ডেলিভারী পাইপ দিয়ে তিনদিক থেকে অনবরত কাজ করে মাত্র ২১ মিনিটে আগুনটি নিবানো হয়। দমকল বাহিনীর কর্মীদের সঠিক কাজের ফলে পার্শ্ববর্তি দোকানগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে নাই।

শ্রীবলাই চন্দ্র দে'র লাকড়ীর দোকানের জ্বলন্ত মোমবাতি হইতে অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে।

আনুমানিক ২,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি ধ্বংস হয় এবং ৯৫০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হয়। প্রায় ৬ লক্ষ টকোর পার্শ্ববর্তি সম্পত্তি যাহার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

দমকল বাহিনী অগ্নিস্থল হইতে ৭টা ৩৫ মিনিটে ষ্টেশনে ফিরে আসেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীস্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ১৫ই জানুয়ারী রাত অনুমান ৮ ঘটিকায় দুষ্কৃতিকারীগণ দ্বারা অগ্নিসংযোগের ফলে খোয়াই তহশীল অফিসের সমস্ত রেকর্ড ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৫-১-৮০ ইং বেলা প্রায় ৪ ঘটিকায় খোয়াই তহশীল অফিসের তহশীলদার শ্রী জে, পাল তহশীল অফিসের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া এবং দরজা তালা বন্ধ করিয়া তহশীল কাচারীর বাহিরে যান। তাহার যাওয়ার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তহশীল অফিসে যথারীতি কাজকর্ম চলে এবং জনসাধারণ তাহাদের নিজস্ব কাজের জন্য অফিসে যথারীতি আসেন। সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকায় সময় বন্ধ তহশীল অফিস হইতে আগুনের ধূয়া বাহির হইতে দেখিয়া জনসাধারণ আকৃষ্ট হন ও আগুন নিবানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে আগুন তহশীল অফিসের ভিতরে ছড়াইয়া পড়ে ফলে অফিসের সমস্ত নথিপত্র এবং কাঠের জিনিসপত্র পুড়িয়া যায়। ৭·৫৫ মি: খোয়াই অগ্নি নির্ব্বাপক অফিস হইতে টেলিফোনে জানিয়া খোয়াই থানা ঘটনাটি জেনারেল ডাইরী নং ৪৪২ নথীভুক্ত করে ও পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

খোয়াই অগ্নি নির্ব্বাপক কর্মীগণ ইতিপূর্বেই ঘটনাস্থলে পৌছান এবং তহশীল অফিসের বন্ধ জানালা ভাঙ্গিয়া তহশীল অফিসে প্রবেশ করেন ও আগুন নিবাইয়া ফেলেন।

তদন্তে জানিতে পারা যায় আগুন তহশীল অফিসের ভিতর হইতে লাগে এবং ইহা দুর্ঘটনাজনিতও হতে পারে। অথবা অন্য কিছুও হইতে পারে। এই সংবাদ জানিয়া তহশীলদার শ্রীজে; পাল প্রায় ৮ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং দেখেন যে অগ্নি

নির্ব্বাপক কর্মীগণ ততক্ষণে আগুন নিবাইয়া ফেলিয়াছেন। এই ঘটনায় ক্ষতির পরিমান প্রায় ১৫,০০০ টাকা। এস. ডি. ও মারফত তহশীলদার শ্রীজে, পালের লিখিত অভিযোগক্রমে গত ১৬-১-৮০ ইং খোয়াই থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ৬(১)৮০ নথিভুক্ত করা হয়। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেই বাহির করা যায় নাই। ঘটনার তদন্তের কার্য চলিতেছে।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত কিছুদিন যাবৎ কংগ্রেস (আই) কর্মীদের দৌড়াত্মপনা এবং গত ১৬-১-৮০ইং অপরাহ্নে বিশালগড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হামলা এবং একজন চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীকে আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ বিশালগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা এবং টেষ্ট পরীক্ষার ফলাফল বাহির হওয়ার পর অকৃতকার্য্য কিছু কংগ্রেস (আই) সমর্থক ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ ঐ বিদ্যালয়ের ত্রিপুরা টিচার্স এসোসিয়েশনের কতিপয় শিক্ষকের কিছুসংখ্যক ছাত্রের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শের অভিযোগ করে।

গত ১০ই জানুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখ বেলা প্রায় সাড়ে বারটার সময় বিশালগড় ব্লক কংগ্রেস (আই) এর সেক্রেটারী শ্রীপরিমল সাহা বিশালগড় বাজারের মৃত মাখন সরকারের ভাই শ্রীউষা সরকারকে নিয়ে বিশালগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার মহোদয়ের সহিত তাহার অফিসে দেখা করে অকৃতকার্য্য ছাত্রদের উত্তরপত্রগুলি নিরপেক্ষ পরীক্ষক দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করার দাবী জানান। তাহার এই দাবী মানা না হইলে তিনি বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন। ঐ দিনই বেলা প্রায় ১টা হইতে দেড়টার মধ্যে চারজন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য ছাত্র সর্ব্বশ্রী (১) রাধাবল্লভ সাহা ঐ বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্র শ্রীকিংকর সাহা এবং শ্রীউত্তম কুমার সাহা সহ আরও দশ বার জন ছাত্র এবং স্কুলের বাহিরের কিছু ছেলে নিয়ে হেড মাষ্টারের সাথে দেখা করে অকৃতকার্য্য ছাত্রদের উত্তরপত্রগুলির পুনঃ পরীক্ষার দাবী জানায়। ঐ সময় তাহারা হেড মাষ্টারের সহিত অশালীন ব্যবহার করে। পরিশেষে ঐ ছাত্ররা হেড মাষ্টারের অফিস ঘর হইতে চলিয়া যায়। পরে ছাত্র সংসদের সহঃ সভাপতি শ্রীনিখিল রায়, সম্পাদক সুব্রত মহলানবিস হেড মাষ্টার মহোদয়ের নিকট একটি দাবী পেশ করে।

গত ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখ বেলা প্রায় ১১টা বা ১১টা ৩০ মিনিটের এর সময় বিশালগড়ে শ্রীপরিমল সাহা আরো কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে পুনরায় স্কুলে আসেন এবং

ভাইপোকে কেন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা হেডমাষ্টার মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য হেডমাষ্টার এর অফিসের ঘরে ঢুকার চেষ্টা করেন। দ্বাররক্ষী অনুমতি পত্র দেখাতে বলিলে শ্রী সাহা দ্বাররক্ষী শ্রীরবীন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে বলেন যে, অনুমতি পত্রের দরকার নাই হেড মাষ্টারকে খবর দিলেই হবে। এমন সময় বিদ্যালয়ের সহঃ শিক্ষক শ্রীসুনিল দাস হেড মাষ্টারের অফিস ঘরে প্রবেশ করেন। শ্রীপরিমল সাহাও সেই সাথেই জোর করে প্রবেশ করতে চাহিলে দ্বাররক্ষী তাহাকে বাধা দেন। তখন শ্রী সাহা দ্বাররক্ষীকে ঠেলে হেড মাষ্টারের অফিস ঘরে প্রবেশ করেন। সেই সাথেই শ্রীরাধাবল্লভ সাহা, ছাত্র সংসদের সম্পাদক শ্রীসুব্রত মহলানবীশ প্রভৃতি টীচার্স রোমে প্রবেশ করে। শ্রীপরিমল সাহা হেড মাষ্টার মহোদয় এবং অন্য কয়েকজন শিক্ষক মহোদয়কে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে স্কুল হইতে চলিয়া যান।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষীতে বিদ্যালয়ের সহঃ প্রধান শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখ সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় বিশালগড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগটি থানায় নথিভুক্ত করে ভারপ্রাপ্ত দারোগা পর্য্যন্ত রক্ষার জন্য সদর এস, ডি, এম-এর কোর্টে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে শ্রীপরিমল সাহার উপর আদেশ জারি করিতে প্রার্থনা করেন। ঘটনাটি এখন আদালতের বিচারাধীন আছে।

পরের দিন অর্থাৎ ১৭ই জানুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখ বেলা ৫টা ৩০ মিঃ এর সময় ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজীতেন্দ্র দাস বিশালগড় থানায় এসে উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে এবং যাহাতে পুনরায় ঐ প্রকার গোলযোগ ঘটিতে না পারে সেজন্য অনুরোধ করেন। পুলিশ ঐ অঞ্চলে টহলদারী জোরদার করে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন।

বিদ্যালয়ের প্রহরী শ্রীরবীন্দ্র চক্রবর্তী ঐ ঘটনায় হাতে চোট পান। বিশালগড প্রাথমিক চিকিৎসালয় হইতে তিনি নিজেই গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

গত ১৮ই জানুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখ ছাত্র সংসদ সহকারী প্রধান শিক্ষকের নিকট আর একটি স্মারক লিপি পেশ করে দাবী করে যে তাহাদের পূর্ব দাবীগুলি পূরণ করিতে হবে। অন্যথায় তাহারা ২১শে জানুয়ারী ধর্মঘটের হুমকী দেয়।

গত ১২ই জানুয়ারীর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক সংসদের অনুমোদনক্রমে শ্রীশংকর সাহা ও শ্রীউত্তম কুমার সাহাকে (উভয়েই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র) নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করা হয়।

পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার এবং সদর মহকুমা শাসক গত ১৮ই জানুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখ বিশাবগড় পরিদর্শন করে সমস্যা অনুধাবন করেন। তাহারা শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথেও যোগাযোগ করেন। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিদ্যালয়ের নিকট একটি পুলিশ শিবির স্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীগৌতম দত্ত :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, স্যার। যে সব ছেলেরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েছে তাদেরকে প্রধান শিক্ষক মহোদয় আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে তারা যদি ...

সম্পর্কে একটি পিটিশন করে, তাহলে তাদের সেই পিটিশন বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তারা সেই দিকে না গিয়ে প্রতিদিনই স্কুলের মধ্যে নানাভাবে হামলা করছে, যাতে করে স্কুলের সুষ্ঠ পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এই ছেলেদের যিনি নেতৃত্ব করছেন, সেই পরিমল সাহা যার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন, তাকে পুলিশের একটা অংশ সাহায্য করছেন। তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে গত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে এস, পি এবং এস ডি ও বিশালগড গিয়েছিলেন পরিদর্শন করতে, সে দিনই বিশালগড় থানার কম্পাউণ্ডের মধ্যে একজন এ, এস, আই'র কোয়ার্টারের মধ্যে পরিমল সাহাকে সারা দিন দেখতে পাওয়া যায় এবং ঐদিন রাত্রি দশটা অথবা সাড়ে দশটার সময় সে এবং ঐ এ, এস, আই মদমত্ত অবস্থায় থানা কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা, আমি তা জানতে চাই?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার এখানে মাননীয় সদস্য দুইটি প্রশ্ন রেখেছেন। প্রথমটি হচ্ছে পরীক্ষায় ফেল করলে তাকে পাশ করিয়ে দিতে হবে. এই দাবী আজকে নূতন নয়, অতীতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগেও এই কংগ্রেস সমর্থক যে সব ছাত্র সংগঠন আছে তাদের একটা কাজই ছিল যে হয় পরীক্ষা ভণ্ডুল কর, না হয় পরীক্ষা নিয়ে দিয়েই পাশ করিয়ে দাও, আর পরিক্ষা ফেল করলে পাশ করিয়ে দাও। এটাই ছিল তাদের আন্দোলনের একটা প্লেট ফরম। আমি খুবই উদ্বিগ্ন যে সেই আগেকার প্লেট ফরমকে আবার ত্রিপুরাতে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই আমি তাদেরকে, বিশেষ করে কংগ্রেস (আই) বন্ধুদের অনুরোধ করব যে তারা যেন এটা থেকে বিরত হন, কারণ ত্রিপুরাতে এই আন্দোলন আর চলবে না, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ অভিভাবক, ছাত্র এবং শিক্ষক সবাই মিলে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করবে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার আসার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছি। মাননীয় সদস্যরাও দেখেছেন যে এখন পরীক্ষা হলে যারা নকল করছে তাদের ধরা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে বের করে দেওয়া হচ্ছে এবং কাউকে কোন রকম খাতির করা হচ্ছে না। পরীক্ষার ফল আগে থেকে বিক্রি করা হত খাতির করা হত এই রকমের বিভিন্ন দুর্নীতি ছিল কিন্তু আমরা এখন চেষ্টা করছি যে এই সমস্ত দুর্নীতি থেকে আমাদের শিক্ষা প্রাঙ্গণকে মুক্ত করতে। যদি কোন ছাত্রের অভিযোগ থাকে তবে সে লিখিত ভাবে তার অভিযোগ দিলে তার বিচার পাওয়ার যথেষ্ট জায়গা আছে। তার জন্য কোন উচ্ছৃঙ্খলার দরকার নাই। শিক্ষকদের প্রতি অশালীন ব্যবহার করার দরকার নাই, কারো প্রতি কোন রকম জবরদস্তি করার কোন দরকার নাই। তার প্রতিকারের যথেষ্ট জায়গা আছে। সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি সেই ব্যবস্থা না করেন তাহলে ইন্সপেক্টরেট আছে, ইন্সপেক্টরেট যদি না করেন তাহলে ডাইরেক্টরেটে আছে, আর ডাইরেক্টরেট যদি না করেন তাহলে শিক্ষামন্ত্রী আছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন ছাত্ররা জানেন এবং সবাই জানেন যে আজকাল মন্ত্রীদের কাছে যাওয়া খুবই সহজ, যা অতীতে ছিল না। কাজেই

প্রতিকারের জায়গা যেখানে রয়েছে, সেখানে উৎশৃঙ্খলতার সাহায্যে শিক্ষককে অপমান করাটা খুবই দুঃখজনক। পুলিশ নিশ্চয় এই সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক এবং সজাগ থাকবে। শুধু পুলিশই নয় ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র, তাদের অভিভাবক তাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে তারা যেন এই ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ জানান। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে তিনি অভিযোগ করছেন আর সেটা যদি তিনি লিখিত ভাবে আমাদের কাছে দেন তাহলে আমরা নিশ্চয় সেটা দেখব। সে যদি কোন অভিযুক্ত লোক দারোগার সংগে গিয়ে মদ খেয়ে এই রকম ঘটনা ঘটায় তাহলে সেটার তদন্ত করা হবে এবং পুলিশ অফিসারের বিরোদ্ধে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার সেটা নেওয়া হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—যেসব ছেলে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেল করানো হয়েছে অথবা নাম্বার কম দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে, তারা এর আগে অন্যান্য পরীক্ষাতে প্রায় সব বিষয়ে ফেল করেছিল, এই ধরণের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা হতে পারে, তবে এই তথ্য এক্ষুনি আমর কাছে নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার :—শিক্ষক ধনঞ্জয় কুমার দাস এর বিরুদ্ধে যে ছাত্রকে দিয়ে পরীক্ষায় কম নাম্বার দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, সেই ছাত্রই পরে স্বীকারোক্ত দিয়েছে যে তার কোন অভিযোগ নাই, ভুল বুঝিয়ে তাকে দিয়ে অভিযোগ করানো হয়েছে, এই ধরণেয় কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার এটাও হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এরকম কোন তথ্য নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার :—বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে নকল করার অভিযোগে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র অমূল্য দেবনাথকে বহিষ্কার করায় ছাত্র সংসদের সম্পাদক যিনি কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক এবং তার বাবা কংগ্রেস (আই) এর সমর্থণপুষ্ট একজন শিক্ষক, তারা উভয়ে নকল ধরার সম্পর্কে প্রতিবাদ করেছিল, এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা কাছে জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই তথ্যও আমার কাছে নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার :—শিক্ষক শ্রীজয়ন্ত কুমার দাস বিশালগড় এলাকায় পরীক্ষা বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক, তার জন্যই তাকে প্রতিক্রিয়াশীলচক্র সহ্য করতে পারছেন না। এবার বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রদের নকলের পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে, আর এজন্যই বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর ছাত্র এর বিরোধীতা করছেন। এমন কি একটা ছাত্র যার নাম নিরঞ্জন রায়, তাকে পরীক্ষায় নকল করার জন্য বের করে দেওয়া হয়, পরে এই ছেলেটি ক্রুদ্ধ হয়ে রাত্রির অন্ধকারে-ঐ' দিন ধনঞ্জয় দাসের উপর হামলা চালায় এবং সেই হামলার রিপোর্টও পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছিল। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই রকম ঘটনা বা হামলা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে শ্রীধনঞ্জয় দাসের উপর হামলার রিপোর্ট পুলিশের কাছে গিয়েছে কিনা এবং কখন, কে তাঁর উপর আক্রমণ করেছে. আমি এক্ষুনি তা বলতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ, এই হাউস বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

আফটার রিসেস

Laying of the Report of the Tripura Public Service Commission.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"লেয়িং অব দি ফিফ্থ রিপোর্ট অব দি ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ফর দি পিরিয়ড ফ্রম এপ্রিল ১, ১৯৭৬ টু মার্চ ৩১, ১৯৭৭।" আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি "দি ফিফথ্ রিপোর্ট' অব দি ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ফর দি পিরিয়ড ফ্রম এপ্রিল ১ (ফাষ্ট), ১৯৭৬ টু মার্চ ৩১, (থার্টি ফাষ্ট),১৯৭৭ সভার সামনে পেশ করছি।

Consideration and Passing of the Tripura Security Bill, 1980.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :-- সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮০) এই বিবেচনা হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮০), বিবেচনার জন্য হাউসের সামনে প্রস্তাব রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে "দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮০) উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর আগে আমরা বিভিন্ন সময়েতে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট অব ১৯৫০ ত্রিপুরাতে এক্স্টেণ্ড করে আসছি এবং এই এক্স্টেনশানের পিরিয়ড এই মাসের শেষ দিকে শেষ হবে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সরকার মনে করলেন যে এই আইনটাকে আর এক্স্টেণ্ড করা ঠিক হবে না। এই আইন যখন তৈরী করা হয়েছিল, তখনকার সরকার এই আইনকে প্রধানত: রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমন করার কাজে ব্যবহার করার জন্য তৈরী করলেন। কাজেই এই আইনের মধ্যে এমন কতগুলি ধারা আছে, যে ধারাগুলি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী বলে মনে করা যেতে পারে এবং আমরা বিভিন্ন সময়েতে এই বিধান সভার ভিতরে এবং বাইরে এই আইনের সমালোচনা করেছি। মাননীয় সদস্যদের হয়তো মনে থাকতে পারে—এই আইনকে ব্যবহার করা হত উপজাতিদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য, আমার মনে আছে ১৯৬৪ | ৬৫ইং সালে যখন আমরা জেলে ছিলাম, সেই সময় বিভিন্ন যায়গায় পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছিল। এ রকম একটি ক্যাম্প করা হয়েছিল অমরপুরে ট্রাইবেল দের জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য। এই আইনকে ব্যবহার করে আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অভিযোগ আনা হয়েছিল—তাঁরা একটা পাল্টা সরকার গঠন করেছিলেন এবং তৎকালীন বিধায়ক মাননীয় শ্রীবুলু কুকীকে এই আইনের আসামী বলে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই সমস্ত কাজে এই আইনকে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই জন্য আমরা এই আইনটাকে হুবহু

একষ্টেও করতে চাইনা। আজকের এই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কিছু অব্যবস্থার জন্য রাজ্যে কিছু সমাজবিরোধী রয়েছে যারা আইন শৃংখলার পক্ষে বিপর্জ্জনক হতে পারে এবং অপরদিকে কিছু মুনাফাখোর আছে যারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র লুকিয়ে রেখে চোরা পথে পাচার করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জ্জন করছেন, এই সমস্ত দুর্নীতি চক্রগুলিকে আঘাত করার জন্য এই আইনটির প্রয়োজনীয়তা আছে। আরেকটা বিপদ আছে যা দেশের সামনে ক্রমশ: বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেটা হল সাম্প্রদায়িকতা। একই রাজ্যের অধিবাসীর একটি অংশ অপর একটি অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য দাংগা হাংগামা সৃষ্টি করছে যা আজকের দিনে অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই সব কাজ কর্ম করতে গিয়ে কতগুলি নাশকতা মূলক কাজেরও ঝোক দেখা গেছে। সেই সব নাশকতা মূলক কাজ যারা করেন, তাদের দমন করার জন্য এই আইনের প্রয়োজন রয়েছে। এই সব প্রয়োজনের পথ ধরেই আজকে এই বিলটা আনা হয়েছে। আজকের এই বিল এবং আগেকার বিলের মধ্যে পার্থক্য হল—আগেকার আইনে যদি কাউকে ধরা হত, তাহলে তার সুবিচার পাওয়ার কোন অধিকার ছিল না। একটা অ্যাডভাইসরী কমিটী গঠন করা হত, সেই অ্যাডভাইসরী কমিটি তার বিচার করে যে সুপারিশ করতেন, ডি, এম, সেই সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা নিতেন। কিন্তু আমাদের এই আইনের মধ্যে জুডিসীয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অভি-যুক্ত বিরুদ্ধে আটকাদেশ আইন সম্মত কিনা, সেটা পরীক্ষা নীরিক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ জেলা এবং সেসন জাজ আদালতে আপীল করার অধিকার থাকবে। যার ফলে ব্যক্তি নিজেকে ডিফেণ্ড করতে পারবে। তবে এই আইন কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক কর্মী, ট্রেড ইউনিয়-নের কর্মী বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্রতী কোন কর্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না, এই ব্যবস্থা এই আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যারা সমাজ বিরোধী বা এই ধরনের কাজ কর্মে যারা হেবিচ্যুয়েল অফেনডারস, বার বার একই ধরনের অপরাধ যারা করে যায় তাদের কোর্টে হাজির করেও তাদের শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না। কোর্ট তাদেরে ছেড়ে দিচ্ছে। তাদের অফেন্স সম্পর্কে জনসাধারণের জানা আছে সেই সব সমাজ বিরোধীদের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য, অর্থাৎ তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সেই এলাকাতে যারা তাদের সংগে ষড়যন্ত্রে বা একই চক্রে লিপ্ত হয়ে ঐসব কাজ করছে, তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা এই আইনে রয়েছে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, বর্ডারে যে সমস্ত ক্রাইম সংগঠিত হয়—বিশেষ করে ক্যাটেল লিফটিং স্মাগলিং ইত্যাদি, সেই সম্পর্কে এই বিলের মধ্যে কোন প্রভিশান রাখা হয় নাই। আমা-দের ইচ্ছা আছে তার উপর আলাদা বিল আনব। আমরা আশা করছি যে আগামী অধিবেশনে একটা বিল এনে এই ক্যাটেল লিফটিং সম্পর্কে যাতে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায় সরকার তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। কিন্তু এটার মধ্যে ইকনমিক অফেণ্ডার্সদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রভিশান আছে। আমি মনে করি যে এই প্রভিশানগুলি

কঠোরভাবে কার্যকর করতে হলে, জনসাধারণের সহযোগীতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমরা এই আইনের মধ্যে সমাজ বিরোধীদের এবং ইকনমিক অফেণ্ডার্স' এর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। এই আইনে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার পিউনিটিভ মেজার্স'এর উপর বিশ্বাস করে না। তারা প্রধাণতঃ জনসাধারনের সহযোগীতা এবং জনসাধারণের হস্তক্ষেপের উপর বিশ্বাস করে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আজকে আসামে এবং মেঘালয়ে কিছু দিন যাবত যেসব ঘটনা ঘটছে, সেগুলি প্রচলিত আইনের দ্বারা ট্যাকেল করা যাচ্ছে না, তা নয়। সেখানে মিলিটারীও হস্তক্ষেপ করছে তা সত্বেও সেখানে দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। স্বাভাবিক জনজীবন সেখানে শুব্ধ। ব্যহত হয়েছে বিমান চলাচল, রেল নিয়মিত ভাবে চলছে না। এই সব ঘঠনা কোন একটা আইন বা কোন প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে দমন করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা যদিও এই আইন করার চেষ্টা করছি, এই আইন যদি স্পেয়ারলী ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ যেখানে ব্যবহার না করলে চলে, সেখানে আমরা এটা ব্যবহার করব না। কতগুলি ক্ষেত্রেতে আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে যা এই আইনে প্রভিশান আছে। কতগুলি নিষিদ্ধ এলাকা সেখানে অন্য লোক চলাফেরা করতে পারবেন না। যেমন যতনবাড়ী সেখানে ডুম্বুর প্রজেক্ট আছে এবং সীমান্তে অবস্থিত সেখানে অনেক উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটছে। কাজেই সেই এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকে হিসাবে ঘোষণা করে সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য সেগুলি আমাদের চালু করতে হবে। এই ব্যবস্থায় আছে যে প্রশাসনিক মূল্যবান সম্পত্তি যেখানে আছে, সেই সব জায়গায় আমাদের এই আইনকে কার্যকরী করতে হবে। এই বিল আমরা এখানে এনেছি। এই বিল পাশ হলে আমরা মাননীয় রাজ্যপালের কাছে পাঠাব এবং রাজ্যপালের অনুমোদন পেলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে এটা চালু হয়, সেই ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। ২৫ তারিখ থেকে যাতে এই বিল চালু হতে পারে সেই ব্যবস্থা আছে। এই আইন ৫ বছর চালু থাকবে। ৫ বছর পর যদি সরকার প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আরও কিছু সময়ের জন্য চালু করবে পারেন। তবে কোন অবস্থায়ই ১০ বছরের বেশী চালু রাখা যাবে না। আর শাস্তির ক্ষেত্রে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যক্টে বিধান ছিল সর্বোচ্চ ৭ বছরের শাস্তি। আমরা সেখানে দুই বছর করেছি এবং কোন ধারায়ই যাতে এর বেশী না হয়। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা এই বিলটাকে সমর্থন করবেন এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই বিল কোন অবস্থায়ই কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যবহার করা হবে না বা কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। এটা প্রধানতঃ সমাজ বিরোধী, ইকনমিক অফেণ্ডার্স', সাম্প্রদায়িক দল, বিচ্ছিন্নতাবাদী—যারা হিংসাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত' তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহারকরা হবে। এই বলে এই বিল হাউসের সমর্থনের জন্য উপস্থিত করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সরকার পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী যে এমেণ্ডমেণ্টগুলি উপস্থিত করেছেন, সেই এমেণ্ডমেণ্টগুলি সহ আমি বিলটিকে সমর্থর জানাচ্ছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা সিকিউরিটি এ্যাক্টের প্রয়োগ অতীতে দেখেছি। কাজেই সিকিউরিটি এ্যাক্টের নামে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে প্রশ্ন উঠে এই ভাবে যে আবার সিকিউরিটি এ্যাক্ট কেন ? কিন্তু গত দুই বছর বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টী ভঙ্গী, যে দৃষ্টি ভঙ্গীতে সমাজের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গত ২ বছরে বাম ফ্রন্ট স্বচেষ্ট ছিলেন, যে ভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করেছেন, ত্রিপুরার জনগণ তার ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। আমরা আরো দেখেছি, গ্রামের সমস্ত রাস্তা-ঘাট, অভাব অভিযোগ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করিয়েছেন। এটা নিশ্চয়ই খুব আনন্দের কথা যে, যে সিকিউরিটি বিল এখানে আনা হয়েছে, এই বিলের দ্বারা সমাজ বিরোধী যারা, যারা এন্টি স্যোসাল, যারা রাজ্যে অশান্তি ঘটায়, এবং সমাজকে অন্ধকারে ফেলে দিতে চায়, তাদের হাত থেকে দেশকে, দেশের জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্যই নির্দ্দিষ্টভাবে এই আইনটা এখানে আনা হয়েছে। এই সব লোকদের এই আইনের আওতায় আনার দরকার বলেই, এই বিল এখানে এনেছেন।

স্যার, আমি নিজে বিভিন্ন গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি বলতে পারি, আমাকে কত বার এই সিকিউরিটি অ্যাক্‌টে ফেলা হয়েছে অতীতে। কোন বিচার নেই। বিচার চাওয়ার কোন জায়গা নেই। শুধু আমি কেন, আমার বন্ধুরা, গণ-আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন, উপজাতিদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার আন্দোলন, সংখ্যা লঘুদের আন্দোলন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেই একই ব্যবস্থা চালু ছিল। সিকিউরিটির প্রশ্নে অগ্রসর হতে হতে কোন বিচার ব্যবস্থা নেই, বিনা বিচারে আটক থাকতে হয়েছে। আমরা মিসাকে দেখেছি, দেখেছি সেখানে বিচার বলে কোন জিনিসের স্থান ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার জনগণের কথা বিবেচনা করে শান্তি শৃঙ্খলা আনার জন্য কত সজাগ, কত সচেতন এটা দেখে আমি আনন্দ বোধ করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলে এন্টি স্যোসাল করা হবে নির্দ্দিষ্টভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই এন্টি স্যোসালের ডিফিনেশনে বলা হয়েছে কোন রাজনৈতিক কর্মী, কোন গণ আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে এই আইন একেবারেই প্রয়োগ করা হবে না। এটা মুখের কথা নয়। এটা নির্দ্দিষ্টভাবে লেখা রয়েছে ক্লজ টাতে। এখানে এন্টি স্যোসাল করা হবে তা পরিষ্কার লেখা রয়েছে।

"anti-social means a person who,

(a) is generally reputed to be desparate and dangerous to the community ;

Provided that a person shall not be deemed to be desparate and dangerous to the community only becouse of his participation in democratic movement, trade union activities, labour or peasent movement ;

এই আইনের মধ্যে তা লেখা রয়েছে। কে বা কারা হবে তার নির্দ্দিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। জনগণের অধিকার, সংবিধানের স্বীকৃত অধিকার, কথা বলার অধিকার, সমালোচনা করার অধিকার এবং দেশকে গড়ে তোলার যে অধিকার. সমস্ত অধিকারকে আইনগত ভাবে

সুরক্ষিত রাখা এই আইনে তার উল্লেখ রয়েছে' এণ্টি সোসাল বলা হচ্ছে নির্দিষ্টভাবে ডেনজারাস টু দি কমিউনিটি। এছাড়াও আরো যে সমস্ত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, মা বোনদের উপরে যারা পাশবিক অত্যাচর করে সমাজ বিরোধীরা, যে সমস্ত সরকারী আইন কানুন ভেঙ্গে জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়ে চলছে যে ব্যক্তিরা, বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা যারা সমাজের অমঙ্গল করার চেষ্টা করে, যে সমস্ত ব্যক্তিরা বার বার অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়েছেন, তাদের ধরে সমাজটাকে সুস্থ রাখার জন্য, পুলিশের হাতে কোন সুনির্দ্দিষ্ট—এত পরিষ্কার আইন ব্যবস্থা আগে ছিল না। এই বিল অসুবিধাগুলি সমস্ত দূর করে দিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে, পুলিশের হাতে এই আইন তুলে দিচ্ছে। এই আইনে আমরা দেখছি, পুলিশ জনগণের বন্ধুর ভূমিকায় নেমেছে। গত ২ বছরে দেখেছি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশ কোন আঘাত করে নি। আইনগত মজুরী পাওয়ার আন্দোলন, কৃষকদের তার জমি থেকে উচ্ছেদ না করার আন্দোলন, বর্গা সত্বের আন্দোলন এই সব আন্দোলনের উপর পুলিশী আক্রমণের ব্যবস্থা গত ২ বছরের মধ্যে আমরা দেখি নি। বরং দেখেছি, তাদের সহযোগী হিসাবে। পুলিশকে আমরা দেখছি, কৃষককে সাহায্য করতে, ক্ষেত মজুরদের সাহায্য করতে, ভূমিহীনদের সাহায্য করতে। এই ভূমিকাতেই পুলিশকে আমরা দেখছি। যে পুলিশ অতীতে জনগণের স্বার্থ যাতে রক্ষিত না হয় এই কাজে লিপ্ত ছিল, আজকে সেই পুলিশই জনগণের স্বার্থে এই আইন ব্যবহার করবে। যারা দুর্নীতি পরায়ন, যারা একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার একই অপরাধ ঘটিয়ে যাচ্ছে, সমাজের মধ্যে দুর্নীতির বিষ ঢুকাচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ ঢুকাচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছে, আমরা বিগত বছরগুলিতে তাই দেখেছি, এই সমাজ বিরোধীদের প্রতিরোধ করার জন্য, এই আইন ব্যবহার হবে, দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। যদি অপরাধী চিহ্নিত করতে গিয়ে ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তার অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে, এটাও আমরা দেখছি। তাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার চাইবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যারা সত্যিকারের অপরাধী, যারা এখানকার উপজাতি সংখ্যালঘু ও অ-উপজাতিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায়, যারা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যারা হামলা সৃষ্টি করে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে, যারা সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিরোধ সৃষ্টি করতে চাইছে, যারা সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করতে চাইছে, এই সমস্ত লোককে প্রতিরোধ করার জন্য এই আইন ব্যবস্থা নিতে পারবে।

এ ছাড়াও আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ এ আইনে আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রএর যে বণ্টন জনসাধারণের সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের আছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পৌঁছে দেওয়া। ইতিমধ্যে গত দু' বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে ব্যবস্থাগুলি নিয়েছে সেটা আমরা দেখেছি। প্রতিটি গাঁও সভাতে রেশনের দোকানের মাধ্যমে শুধু খাদ্য নয়, সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহের জন্য সাধ্যমতো সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছেন। এই সরকার প্রতিটি রেশন দোকানকে পরিচালনা করার জন্য রেশন দোকানের গাঁও সভা ভিত্তিতে একটা সাব-কমিটি গঠন করে দিয়েছেন, যাতে এই সমস্ত রেশনের দোকানে

ঠিক ঠিক মতো সব কিছু বিলি-বটন হয়। এই যে উদ্যোগ সমস্ত মানুষের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পৌঁছে দেওয়া এবং এসেনশিয়াল কমোডিটিজের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই উদ্যোগকে বানচাল করার জন্য মুনাফাখোর, যে সমস্ত দুষ্কৃতকারী এবং পরগাছারা যারা মেহনত না করে এই সমস্ত লুটপাট করে, এই সমস্ত লোকগুলি যদি হেবিচুয়্যাল অফেণ্ডারের ভূমিকায় এইগুলি বার বার লুটপাট করে খাওয়ার চেষ্টা করে এবং এসেনশিয়্যাল কমোডিটিজের সার্ভিসগুলি যারা বন্ধ করে দিতে চায় তাদের যাতে প্রতিরোধ করা যায় এবং তাদের যাতে সেই সুযোগ না দেওয়া হয়, সে ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এবং তারই জন্য এই আইন গত ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে। তাছাড়া ষ্টেটের সিকিউরিটির প্রয়োজনে কতগুলি জিনিষ দরকার এবং সেটা খুব জরুরী, কতগুলি নির্দিষ্ট এলাকাকে প্রটেকটেড করতে হয়, প্রটেকটেড এরিয়া রাখতে হয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন সময়ে। যেমন বর্ডার এরিয়ার কথা বলি, বর্ডারকে প্রটেকটেড রাখার জন্য কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সেদিক থেকে এই আইনগত ব্যবস্থা আছে। যে ব্যবস্থাগুলি জনসাধারণের স্বার্থে, সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থে এবং এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থাগুলির স্বার্থে সব চাইতে বড় কাজ হচ্ছে সমস্ত দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য হেভিচুয়ারি অফেণ্ডারদের প্রতিরোধ করার জন্য এবং ইকনমিক অফেণ্ডারদের প্রতিরোধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা, এবং বিচারের ব্যবস্থা ইত্যাদির উল্লেখ করতে চাই। এই ব্যবস্থা হচ্ছে নূতন ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা ত্রিপুরায় আমরা প্রথম দেখেছি। স্যার, অতীতের সঙ্গে তুলনা করতে চাই আপনার কাছে, কি সাংঘাতিক অবস্থা গত ত্রিশ বছরে সৃষ্টি হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে অফেণ্ডার আরও বাড়ছে, বিভিন্ন দুষ্কৃতকারীরা, এন্টি সোস্যাল বা সমাজ বিরোধীরা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে, যতই দিন যাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা সংকট আরও গভীর হচ্ছে কাজেই এই সমস্ত অফেণ্ডারেরা বাড়ছে। ইদানিং কালে আগরতলা শহরে কয়েকটা গুণ্ডা-গুণ্ডায় মারামারি করে খুন হয়েছিল, ব্ল্যাক-স্মাগলার খুন হয়ে গেল বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত ঘটছে নানা ভাবে। এদের প্রতিরোধ করার জন্য এই আইনগত ব্যবস্থা অন্ততঃ সাবধানে বামফ্রন্ট সরকার নিচ্ছেন। ঠিক যারা অফেণ্ডার, যারা খুনি, যারা হেভিচুয়্যাল খুনি এদের যেন প্রতিরোধ করা যায় তার জন্য তাদের সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়ে, তাদের বিচারের ব্যবস্থা রেখে, তাদের কি বক্তব্য আছে, তাদের কি আর্জি আছে এবং তাদের নিজেদের সপক্ষে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেখেই এখানে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই আইন সঠিক প্রয়োগে বামফ্রন্ট সরকারের হাতে পুলিশ ব্যবস্থায় এই আইনের সাহায্য করবে। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষকে এমন কি যারা সারা ত্রিপুরায় একটা সুষ্ঠু রাজনীতি গড়ে তুলতে চায় ত্রিপুরার সামগ্রিক জন-জীবন অগ্রসর করতে চায়, রাজনৈতিক দিক থেকে এবং সামাজিক দিক থেকে এই আইনটা সাহায্য করবে এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী "ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্ট-১৯৮০" বিধানসভায় উপস্থিত করেছেন, সেই বিলকে আমি সমর্থন করছি।

মাননীয়, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এটা নূতন কোন আইন নয়, পশ্চিমবঙ্গের যে সিকিউরিটি এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে এ্যাকসটেণ্ড করা হয়েছিল সেটা এই মাসের ২৬ তারিখে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে সেই আইনটা আজ বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিল পেশ করার সময় এই কথাও বলেছেন যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মী, গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করার যে আন্দোলন হবে এবং যে কোন রাজনৈতিক সংগঠন বা দলের কর্মীদের এই আইনে গ্রেপ্তার করা হবে না সুস্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই বিলকে উপস্থাপিত করার সময়ের কথাও তিনি বলেছেন যে, অতীতে যেটা ছিল. নূতন ভাবে যেটা সংশোধন করেছেন এই আইনের আওতায় নির্ভর করা হবে সেই সমাজ বিরোধী এবং অন্যান্য সাব-ভারসিভ এ্যাক্টের হাতে যারা জড়িত তাদেরও আইনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই বিলকে আমি সমর্থন করি এই কারণে যে যারা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করতে চান, যারা জন-জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান, যারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটিয়ে জনকল্যানমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চান সেই সমস্ত সমাজ বিরোধীদের এই আইনের আওতায় এনে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ফিরিয়ে দেবার জন্য সরকার এই বিল এনেছেন তার জন্য। আমি এই প্রসঙ্গে এখানে আর একটা কথা বলতে চাই, ১৯৭৭ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল, আজকে যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন সে সময় তিনিই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলন। তখন ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দল, গণসংগঠনের নেতা এবং আই. জি. পি. সহ এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের নিয়ে একটা মিটিং ডেকেছিলেন। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা কিভাবে রক্ষা করা যায়, শান্তি পরিবেশ কিভাবে বজায় রাখা যায় ইত্যাদি ব্যাপারে তদানিন্তন আই. জি. পি. একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন দিনের পর দিন এক দল লোক বিভিন্ন ধরণের সমাজ বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করছে কিন্তু ওদেরকে বার বার ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? পুলিশ আই. জি. পি. একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে বললেন যে, কৈলাশহরের একটা লোক প্রথমে সে গরু চুরি করে বাংলাদেশ পালিয়ে গেল, বাংলাদেশে গিয়ে সে ধরা পড়ল, কৈলাসহর জেলে ৫/৭ দিন থাকার পর সে ছাড়া পেল, তার ১৫ দিন পর সেই সমাজ বিরোধী একটা মেয়ের শ্লীলতা হানি করলো, আবার সে ধরা পড়লো পুলিশের হাতে এবং আবার ছাড়া পেয়ে গেল ১৫ | ২০ দিন পর, সেই সমাজ বিরোধী আবার একটা ডাকাতি কেসে ধরা পড়লো এবং কয়েক দিন পর সে আবার ছাড়া পেয়ে গেল সুতরাং এই সমাজ বিরোধী যারা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করছে তাদের ধরবার এবং বিচারের কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং কোন আইন তাদের হাতে ছিল না। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটা কথা মনে পড়লো ১৯৪৭ সাল খুব সম্ভবতঃ সদরের এস. ডি. ও. এখন নেই, তিনি দিল্লীতে আছেন। একজন আই. এস. অফিসার সদরের এস. ডি. ও. ছিলেন। মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমরা আগরতলা শহরে আন্দোলন সংগঠিত করে ছিলাম।

যারা চোরাকারবারী, কালোবাজারী তারাই বাজারে চড়া দামে মানুষের কাছে জিনিসপত্র বিক্রি করে। আমরা বাজারে বড় বড় দোকানগুলিতে দেখলাম, আমরা

তাদের কাছে জিনিসপত্রের রেইট জানতে চাইলাম। কিন্তু রেইট জেনে আমরা দেখলাম বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন রেইট। বড় দোকানদাররা চড়া দামে ছোট দোকানদারের কাছে বিক্রী করছে আর ছোট ছোট দোকানদার চড়া মূল্যে জনসাধারণের কাছে বিক্রী করছে। আমরা এস. ডি. ও-র কাছে জিজ্ঞাস করলাম, যে আপনারা এই চোরাকারবারীদের, কালোবাজারীদের ধরছেন না কেন? আপনাদের কাছে আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি অভিযোগ দিয়েছি। তবুও আপনারা ধরছেন না। তখন এস. ডি. ও. বলল আমরা তাদেরকে রাতের অন্ধকারে ধরে নিয়ে তাদের কিছু মারধোর করে ছেড়ে দিতে হবে। তাদেরকে একদিনের বেশী জেলখানায় রাখা যাবে না। তাদেরকে কোর্টে চালান দিতে হবে। এমন কোন আইন নাই যাতে করে তাদেরকে জেলখানায় পুরে রাখা যায়। সুতরাং কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পরিবহন ব্যবস্থার জন্য মাঝে মাঝে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। এই সমস্ত চোরাকারবারী এবং কালোবাজারীদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য এই বিল সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আমরা গত নির্বাচনের সময় দেখেছি যে, যারা জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য রামদাও নিয়ে, নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মচারীদের উপর আক্রমণ করেছে, তাদেরকে খুন করেছে, তাদেরকে যখন ধরিয়ে দেওয়া হল তখন কিছু কিছু রাজনৈতিক দল সেইসব সমাজ বিরোধীদের পক্ষে পুলিশের কাছে গিয়েছিল এবং বলেছিল, ওদেরকে ছেড়ে দিন, ওরা আমাদেরই কর্মী। এবং পূর্ব কোতোয়ালী, পশ্চিম কোতোয়ালীতে ত্রিপুরার বিভিন্ন থানাতে দীর্ঘদিন ধরে সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত আছে তাদের ছবি থানায় আছে। আমরা থানায় গিয়ে তাদের সেই ছবি দেখিয়ে বললাম, ঐ ত আপনাদের এখানে সমাজ বিরোধীদের ছবি আছে এদের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না কেন? ওরা বলল ওরা হচ্ছে কংগ্রেস আই-এর লোক, ওরা হচ্ছে আমরা বাঙ্গালীর দলের লোক। সুতরাং এই নরকের কীটগুলির উপর, যারা সমাজ বিরোধী, যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, যারা গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যা করছে তা বাধা দিচ্ছে, যারা গরীব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এই বিল কার্যকরী হবে। আমি এখানে একটি ঘটনা বলতে চাই। কিছুদিন আগে ১নং হোষ্টেলের সামনে একটি ১৪ বছরের যুবতীকে ৪/৫টা গুণ্ডা বলাৎকার করেছে। পুলিশ জানে তাদের কথা। তাদের জেলখানায় পুরে রাখার মত কোন আইন নাই। এখনও তাদেরকে দেখা যায় প্রকাশ্যে ঘুরতে। এত ৩/৪ বছর আগের কথা। কিন্তু খুন, সমাজবিরোধীকে একের পর এক সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এই অগণতান্ত্রিক পরিবেশ যদি বাড়তে থাকে তাহলে পরে সমাজের কোন কল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং সমাজবিরোধীদের জেলখানায় পুরে রাখার জন্য কোন আইন যখন নাই, তখন আমাদেরকে এই বিল গ্রহণ করতেই হবে। যারা ২৯শে নভেম্বর ঐ বাসে আক্রমন করেছিল তাদের পুলিশ জানে। তারা একই লোক। দিনের পর দিন মোহনপুর এলাকায় সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপ বেড়েই যাচ্ছে। কিন্তু জেলখানায় পুরে রাখার মত কোন ব্যবস্থা নাই। তেমনি তেলিয়ামুড়াতে

মানুষের ঐক্য যেখানে আরো বাড়ছে, গরীব মানুষ যেখানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে, পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে ঐক্য যেখানে বাড়ছে সেই ঐক্যকে নষ্ট করবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্ররা দাঙ্গার সৃষ্টি করছে। কারণ তারা এই ঐক্য দেখে ভয় পেয়েছে। তারা তাই গরীব মানুষের মধ্যে দাঙ্গা এবং ষড়যন্ত্র লাগিয়ে দিয়ে সেই ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই সমাজবিরোধীরা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করতে চান, এই বিল তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করতে চায় যারা এবং গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, সেই সমস্ত কাজে যারা বাধা দিচ্ছে তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে কিছু কিছু জায়গায় যেমন অমরপুর আনন্দবাজারে মিজোরা এসে যখন অন্যায়ভাবে হামলা করেছে, মানুষ খুন করেছে, সরকারী জিনিসপত্র লুটপাট করছে সেইসব দুর্গম এলাকায়। ঐ দুর্গম এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় কিনা, জনগণ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারেন, তার জন্য ঐ দুর্গম এলাকাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঐখানে যাওয়ার সময় স্পেসিফিক অফিসারের পারমিশান ছাড়া তারা সেখানে যেতে পারবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে অনেকগুলি সিনিয়ার বেসিক স্কুল, জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। যাতে করে গরীব মানুষের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা পায় সেখানে দেখা যাচ্ছে সমাজবিরোধীরা সেই স্কুলগুলিকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, সেই আন্দোলনের নাম করে পুল পুড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এই ধ্বংসাত্মক কাজ, গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য যে কাজ বামফ্রন্ট সরকার করছেন, সেই স্কুলগুলি, সেই রাস্তা, সেই পুল তারা পুড়িয়ে দিচ্ছে। এইভাবে সমাজবিরোধীরা সমাজবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে। এই সমাজবিরোধীদের এইসব কাজ বন্ধ রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তার জন্য নতুন করে আইন করা হয়েছে। এই আইনে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হল আগে আইনের কোন নিয়ম ছিল না।

মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী বলেছেন যে আমরাও ভিক্‌টিম ছিলাম, বিভিন্ন সময় আমাদেরকে জেলে নিয়ে পুরে রেখেছিল। আমরা কোর্টের দরজায় যেতে পারি নি, আমরা জানতেও পারিনি কেন আমাদেরকে জেলে পুরে রাখা হয়েছে। কিন্তু এখানে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে কে কি কাজ করেছে লিখিতভাবে তাকে তা দেওয়া হবে এবং তার জবাব দেওয়া হবে। তার স্বপক্ষে যদি কোন সাক্ষী থাকে, তবে তাকে উপস্থিত করার সুযোগ দেওয়া হবে। এই নোটীশ পাওয়ার পরে ১৫ দিনের মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট সেশানে যারা জাজ আছেন, তাদের কাছে গিয়ে আইনের আশ্রয় চাইতে পারবে এবং এখানে পরিষ্কারভাবে আরও বলা আছে যে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশান জজ, তার সব কিছু বিচার বিবেচনা করে সুচিন্তিত অভিমত তিনি সেখানে দেবেন। তিনি সেটাকে বাতিলও করতে পারেন, আবার সেটাকে বহালও রাখতে পারেন। সুতরাং আইনের সমস্ত সুযোগ তাদের আছে। যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেন, যারা গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করেন, যারা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চান,

যারা সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, আমরা বিশ্বাস করি তারা এই আইনকে সমর্থন করবেন। এই বিধানসভার সমস্ত সদস্যরা এই বিলকে সমর্থন করবেন। কারণ বিলে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে এখানে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী'কে গ্রেপ্তার করা হবে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মিকে গ্রেপ্তার করা হবে না। সুতরাং এই বিলে যারা আতঙ্কিত হবেন তারা সমাজের বিরোধীদেরকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেবেন। কাজেই আমি এই বিলকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার : মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, যে বিলকে বিধানসভার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সমাজ বিরোধীদের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হবে এবং বিভিন্নভাবে সমাজে যারা সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজে মানুষকে উৎসাহিত করে, এই বিল তাদের জন্য। আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার কোন দমন পীড়নের মধ্য দিয়ে নির্য্যাতনের পক্ষপাতি না, এরা নির্য্যাতনকে সমর্থন করে না। কিন্তু একটা রাজ্যের সম্পদ আছে, সম্পত্তি আছে, জনগণের বাঁচার অধিকার আছে, তাদের বাঁচার অধিকারে নিজেদের সম্পত্তি আছে, এই সব জিনিস নষ্ট হয়ে যাওয়ার দিক থেকে এই সরকার নিশ্চয়ই চুপ করে থাকতে পারেন না। আমি দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সব সমাজ বিরোধীরা নানা চক্রান্তমূলক কাজ করেছে, যেমন বাস পুড়িয়ে দেওয়া, আবার কোন আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে, গণতান্ত্রিক অন্দোলন করার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু ঐ সমাজ বিরোধী লোকেরা এই সব আন্দোলনের উপর আক্রমণ করে। কিছু লোক বিভিন্ন নাশমূলক কাজ করতে লিপ্ত হয়েছে, তারা একদিকে যেমন দোকানপাট লুট করেছে, ঘর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, অন্য দিকে তেমনিভাবে সাম্প্রদায়িক তার সৃষ্টি করে দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগাবার চেষ্টা করেছে, এইভাবে তারা সমাজের মানুষের শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কাজেই এই ধরণের দুষ্কৃতকারী লোকদের জন্য এই ধরণের একটা বিলের প্রয়োজন ছিল, আমি দেখেছি কোন কোন এলাকায় দেখা যায় একই লোক আজ হয় ত কাউকে দা দিয়ে কোপ দিয়েছে, সেই হয়ত কালকে আর একজনের মেয়ের উপর অত্যাচার করেছে, তৃতীয় দিন হয়ত সে একটা দোকান লুট করছে। এই ধরনের লোকের নাম ও পুলিশের খাতায় বারে বারে যায় পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে যে তাদের জন্য তো কোন শাস্তি দেওয়া নাই, আদালতে গেলেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এই জন্যই আমার মনে হয় তারা বার বার সমাজ বিরোধীতা মূলক কাজ করে যাচ্ছে। এই বিলে শুধু এদের কথাই বলা হয়েছে, কোন রাজনৈতিক দলের কর্মিদের কথা বলা হয় নি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আরও দেখেছি যখন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব দেখা যায়, দোকানে যখন অল্প দামের জিনিষ পাওয়া যায় না। কালোবাজারে তখন বেশী দাম দিয়ে জিনিষ পাওয়া যায়। এইভাবে তারা জিনিষ সরিয়ে

রেখে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব সৃষ্টি করে, যারা সমাজের জন্য এই অভাবের সৃষ্টি করে তাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এই প্রতিরোধের ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই সমস্ত দিক থেকে যাতে সমাজের শান্তি রক্ষা করা যায় এই বিলে সেই কথা আছে। যারা সমাজ বিরোধী তাদের জন্য এবং যারা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রয়োজন সেই জিনিষের অভাব সৃষ্টি করে তাদের জন্যও এই বিলের ধারার প্রয়োজন আছে। এই সব দিক থেকে আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। এটা একটা দমনমুলক ব্যবস্থা নয়। এখানে এ ধারাতে আমরা দেখছি যে এখানে যথেষ্ট বক্তব্য রাখবার সুযোগ আছে। এখানে ৯ নম্বর ধারায় আপিল করতে পারবে এবং তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সে অভিযোগ পুনরায় বিবেচনা করার ইত্যাদি সুযোগ সেখানে আছে। আমি আরও দেখছি যে এই রকম ব্যবস্থা আছে যে যাকে এমন একটা এলাকার বাহিরে ছেড়ে দেওয়া হবে যাতে সেখানে আবেদন করে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট থেকে অনুমতি নিয়ে আবার এলাকার ভিতরে ঢুকতে পারে। কাজেই এই দিক থেকে যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আর যাতে এসব লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই বিলটিতে বিভিন্ন সংযোজন রয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলতে চাই যে এটা প্রতিহিংসা মূলক নয় এবং যারা সুষ্ঠু সবল মানসিকতা নিয়ে সমাজে বাস করতে চান এবং যারা সমাজকে সুন্দরভাবে চলতে দিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে কোন ভয় নেই। কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যখন কোন সমাজ বিরোধী ধরা পড়ে, এটা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে কোন কোন রাজনৈতিক দল গিয়ে সুপারিশ করে যে এত সমাজ বিরোধী নয় এত আমাদের দলের লোক। সে সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আমরা আহ্বান রাখব যে যারা সমাজের উচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় বা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায় এবং যারা বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজে জড়িয়ে মানুষের কাছে অতি পরিচিত বা যারা বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজে অতি পরিচিত এবং লিপ্ত তাদেরকে কোন রাজনৈতিক দল সার্টিফিকেট দিবেন না। সমাজে ভাল লোক আছে যে সমাজে গণতন্ত্র সম্পন্ন লোক আছে এবং সমাজে যারা গণতান্ত্রিক পথে চলতে চায়, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চলতে চায় তারা রাজনৈতিক দলে স্থান পেতে পারে কিন্তু ঐ সমাজ বিরোধীরা নয়। এর মধ্যে দেখছি কিছু সমাজ বিরোধী লোক সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান দেয়, বাঙালীর বিরুদ্ধে আবার ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দিয়ে যখন যেখানে পারে আশ্রয় নিচ্ছে। সমাজের ব্যাভিচারকে রোধ করার জন্য এই বিলের উপযোগীতা আছে কাজেই এই বিলকে এবং এখানে যে সংশোধন আনা হয়েছে তা সহ এই বিলকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং এই হাউস এই বিলকে সমর্থন করবে এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলটিকে আমাদের আরও ভাল করে দেখতে হবে তাই আগামী ২৪ তারিখ পর্য্যন্ত সময় বাড়ানো হউক কারণ এখানে মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় শুধু মাত্র এমেণ্ডমেন্ট বিল এনেছেন কিন্তু ইহার জন্য ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড ইত্যাদি আমাদের দেখতে হবে তাই আলোচনা আগামী ২৪ তারিখে হউক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আলোচনা চলছে চলুক যদি শেষ না হয় তবে ২৪ তারিখ হতে পারবে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্ট বিল যেটা এখানে উপস্থাপিত হল—দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ১৯৭০, ট্রেন্সফার করা হচ্ছে তাই নয় কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা এখনও চালু আছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— স্যার, এখানে যে বলা হল—যে দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ১৯৭০ এজ ওয়াজ এক্সটেণ্ডেড টু দা ইউনিয়ন টেরিটরি অব ত্রিপুরা অ্যাণ্ড সাবসিকোয়েণ্টলি এনেকটেড, বাই দা ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট, ত্রিপুরা রি-এনেকটেড, ১৯৭৭ ইজ নাউ এনফোর্সড ইন দা ষ্টেট অব ত্রিপুরা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটাই ত্রিপুরাতে চালু আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— হাঁ স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় বিলটি ("দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০) (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮০) পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। সমর্থন করি এই কারণে যে, আজকে আমরা দেখছি এই বিলের মাধ্যমে যারা সমাজ বিরোধী কার্য্যে জড়িত যারা সমাজের শান্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চাইছে, যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করতে চাইছে এবং অন্যান্য যে সমস্ত বুর্জোয়ারা আছে যারা সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার কাজে জড়িত আছে তাদের দমনের জন্যই আনা হয়েছে। কাজেই এই যে আইন এটা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার স্বার্থেই প্রযোগ করা হবে তাই এই আইনের সমর্থন না করে আমি পারি না। এই আইনের মধ্যে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সমাজের যারা দুষ্কৃতকারী এবং সমাজ-বিরোধী, তারা বিভিন্ন ভাবে আমাদের সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই সমস্ত সমাজ বিরোধী—এন্টি সোস্যালিষ্ট ছড়িয়ে রয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নাম নিয়ে সাধারণ মানুষের শান্তি শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করছে। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে এই সব দুষ্কৃতকারীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তাকে এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে, তাদের সংহতিকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। কাজেই আজকে এখানে যে বিলটি আনা হয়েছে তা সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তাকে রক্ষা করবে. গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে যারা বাঁধা সৃষ্টি করছে, এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে এই

আইন প্রয়োগ করা হবে। আর যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিশ্বাস করে, তাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তবে কারা ভয় পাচ্ছে, যারা দুষ্কৃতকারী, এবং সেই সকল রাজনৈতিক দল যারা এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের পুষ্ট করে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে চায় তারাই।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি এই হাউসে যখন এই বিলটি আনা হয়, যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি ঠিক তখনই কেন্দ্রের নতুন সরকারের প্রধান, আমাদের ভারতের নতুন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আসামের এবং সমগ্র উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি এক দায়িত্ব জ্ঞানহীন এক মন্তব্য করেছেন যে, ত্রিপুরার মতন আসামে এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে নাকি প্রকৃত অধিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে পড়ছেন। উনার এই বক্তব্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামাকে আরো বৃদ্ধি করবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তিনি কোন রাজনৈতিক দলের নীতির প্রতি বিশ্বাসী। এই যে ধনতান্ত্রিক এবং ধনবানগুষ্টির প্রতিও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আজ কেন্দ্রের দুই-তৃতীয়াংশ সীট দখল করছেন, তিনি আজ যে সব মন্তব্য করছেন তা সাধারণ মানুষের গরীব মানুষের সংহতিকে, তাহাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করবে। আজকে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার পাহাড়ী বাঙ্গালী ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য যে কর্মযজ্ঞে নেমেছেন তাকে বাঞ্চাল করবার জন্য কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, নানা রকম উস্কানীমূলক মন্তব্য করছেন। আজকে উপজাতি যুব সমিতি নামে একটি দল এবং আমরা বাঙ্গালী নামে আরেকটি দল এই ত্রিপুরায় আছে যারা পাহাড়ী বাঙ্গালীদের গরীব মানুষের ঐক্যকে, সংহতিকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করছে ঠিক সেই সময় কেন্দ্রের নুতন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাদের উস্কানী দিচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আইনের দ্বারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যারা বিশ্বাসী তাদের বিরুদ্ধে আনা হচ্ছে না, যারা এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধীতা করছে তাদের বিরুদ্ধে উহা আনা হয়েছে। এই আইনে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের সাধারণ মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে—সমাজে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই করা হয়েছে। আজকে যারা রাজ্যে এন্টি সোস্যালিষ্ট এবং যারা স্মাগলিং করে এই দেশের দ্রব্যাদি অন্য দেশে পাচার করে দেয় তাদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হবে। রাজ্যের কালোবাজারী যারা সাধারণ গরীব মানুষের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে অধিক মুনাফা লুটছে তাদের বিরুদ্ধে এই আইনটি প্রয়োগ হবে। কাজেই এই যে জীবন্ত এবং এত সুন্দর এই যে আইন তাকে সমর্থন না করে আমি পারছি না। আমি এই বিলটাকে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মাননীয় ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বিলটি এনেছেন অর্থাৎ দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮০)

এবং যে সংশোধনী এখানে পেশ করেছেন আমি এটানে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে, এইবিলে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে এই রাজ্যে যারা শান্তিকামী মানুষ যারা গণতান্ত্রিক মানুষ তারা নিশ্চয়ই এই বিলের বিভিন্ন ধারা উপধারা দেখে খুসী হবেন এবং প্রকৃতই যারা সমাজবিরোধী কালোবাজারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার উস্কানীমূলক কার্যো জড়িত তারা এই বিলটি দেখে ক্ষুব্ধ হবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলটির উপসংহারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সেটা হচ্ছে—

"As such, it is deemed desirable that a law shall be enacted taking into account the requirements of Tripura, providing for suppression of Anti-Social activities, subversive movements, acts endangering communal harmony or the safety or stability of the State and to prevent economic offences, smuggling of commodities in the border areas illegal acquisition, possession and use of arms and for maintenance of public order."

সেটাকে বিভিন্ন সময়ে তখনকার সরকার বিশেষ করে আমরা যারা বামপন্থিরা ছিলাম, আমরা যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছিলাম, তাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করেছিল। আবার অন্য দিকে যারা সমাজদ্রোহী ছিল, দুষ্কৃতিকারী ছিল, যারা মুনাফা লুঠতো অথবা সীমান্তের এপার থেকে ওপারে চোরাকারবারী করত তাদের বিরুদ্ধে এক দিনের জন্য এটাকে প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু ত্রিপুরাতে এটা এনেছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে, কেন না ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ত্রিপুরার মানুষ অত্যন্ত গরীব, এখানকার মানুষের জন্য এক বেলা খাওয়ার জোগার না হউক, অন্ততঃ তারা যাতে এক বেলা মোটা ভাত মোটা কাপড় পড়ে বাঁচতে পারে অথবা তাদের জন্য যাতে একখানা শুকনা রুটি আর এক গ্রাস জলের ব্যবস্থা করতে পারে, তার ব্যবস্থা আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার করতে চান। তারা সারা দিন পরিশ্রম করছেন কল কারখানায় অথবা চা বাগিচায়, সেই পরিশ্রমের পর শান্তিতে রাত্রির বেলায় একটু ঘুমুবেন, অথবা রাস্তাঘাটে চলবেন অথবা একটু আমোদ আহ্লাদ করবেন, এটাও তাদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না ঐ সমাজবিরোধীদের জন্য। আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি যে রাস্তাঘাটে মা বোনেরা চলার সময়ে ঐ সব সমাজবিরুধীরা তাদের প্রতি নানা রকম টিটকারী দিয়ে থাকেন, অনেক সময়ে তারা মা বোনদের শীলতা হানি করবার চেষ্টা করেন। সমাজ বিরোধীদের এই সব উপদ্রব থেকে মা বোনদের রক্ষা করার জন্যও এই বিল বিশেষ প্রয়োজন। আবার এই সব সমাজ বিরোধীরা অনেক সময়ে দেখা যায়, যে তারা চোরাকারবারী এবং চুরি ডাকাতির সংগে সংশ্লিষ্ট থাকেন। অথচ পুলিশ তাদের এই ধরণের কাজ কর্মকে চেক আপ করতে পারছে না। কারণ আমরা পুলিশ প্রশাসনের সংগে আলাপ আলোচনা করে জেনেছি এবং তারা আমাদেরকে বলেছে যে বর্ত্তমানে যে সব আইন আছে, সেগুলি দ্বারা তারা এই সব সমাজ বিরোধী কাজ কর্মকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে পারছে না, কেন না ঐ সব আইনের মধ্যে কোথাও কোথাও ফাঁক রয়ে গেছে।

আমরা আরও দেখি যে এমন অনেক লোক আছে যারা কোন কাজ কর্মই করেন না, তাদের অবশ্য অধিকাংশরই জায়গা জমি নেই, তারা হাল চাষ করতে পারেন না, তারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন না, অথচ তাদের পকেটে অনেক সময়ে শতি নোটের তোরা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের কাছে এত টাকা কোথায় হতে আসে, তাও আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না, বর্ত্তমান যে আইন আছে, সেই আইনের মাধ্যমে তাদের জন্য কিছু করতে হলে যে পরিমাণ প্রমাণাদির দরকার, তাদেরকে ধরা হলে অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যদিও জিনিসপত্রের দিক থেকে আমরা ভারতের অন্যান্য অংশের উপর নির্ভরশীল, যেহেতু আমাদের এখানে সরাসরি কোন রেল লাইন নাই, সেহেতু আমাদের তাদের উপর বেশী করে নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং সেই অসুবিধাকে পুজি করে মুনাফাখোর যারা আছে, তারা তখন গোদাম বন্ধ করে দিয়ে মাল নেই, মাল নেই বলে একটা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে আর এই সুযোগে চোরা পথে মাল পাচার করে দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা লুটার চেষ্টা করে। যে জিনিস খোলা বাজারে পাওয়া যায় না, সেটা বেশী দাম হলে গোপনে পাওয়া যায়। আমরা আরও দেখি যে রেশন সপের মাধ্যমে চাউল এবং কেরোসিন জনসাধারণের মধ্যে ডিষ্ট্রিবিউট হয়ে থাকে, সেই কেরোসিনও অনেক সময়ে পাওয়া যায় না, অথচ ৫/৬ টাকা দামে তাও গোপনে পাওয়া যায় আমরা এই ধরণের বহু অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে ধরে দিয়েছি এবং পুলিশ তাদেরকে থানায় নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেখা গেল যে এক রাত রেখে দিয়ে পরের দিন কোর্টে হাজির করা হল অথবা থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ তাদেরকে কোন শাস্তিই দেওয়া হল না। আমরা এই বিষয়ে এস, ডি, ওর সংগে আলাপ আলোচনা করেছি, তিনি বললেন আমাদের বর্ত্তমানে যে আইন আছে, তা দিয়ে কিছু করা যায় না। অথচ আমরা জানি যে রেশন সপ থেকেও চাউল এবং কেরোসিন পাচার হয়ে যাচ্ছে অথবা গোপনে বিক্রি হচ্ছে। যারা এসব করছে, তারা অবশ্য জনসাধারণের কাছে চিহ্নিত। কিন্তু জনসাধারণের কাছে সেই ক্ষমতা নাই, কারণ প্রশাসনে যে আইন আছে, তা দিয়ে ঐ সব চোরাকারবারীদের দমন করা সম্ভব নয়। তাই আজকে যে সিকিউরিটি বিলটা এখানে এসেছে, তার মাধ্যমে বর্ত্তমানে দেশের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি হচ্ছে, দেশের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা হচ্ছে, দেশের ঐক্য নষ্ট করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৯০ জন গরীব মানুষ আছে। তাদের মধ্যে নির্য্যাতীত উপজাতিরা আছে, উদ্বাস্তুরা আছে, তপশীল জাতি আছে এবং আরও অন্যান্য অংশের গরীব মানুষেরা, প্রতিবেশী হিসাবে ত্রিপুরাতে বসবাস করছি। তাদের সুখ দুঃখে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবন সংগ্রামে এগিয়ে চলছি। এবং ত্রিপুরাতে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য রেখেছি বলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মানুষ হতাশাগ্রস্ত, তাই, তারা আজকে এই ত্রিপুরায় ঐক্য নষ্ট করতে চাইছে। কিন্তু আজকে লক্ষ্য

করার বিষয় এই যে ত্রিপুরার গরীব মানুষের ঐক্য এই গণতান্ত্রিক সচেতনার সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য ঐ কায়েমী স্বার্থের লোকেরা সমাজ বিরোধীদের নিয়ে এই সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য নষ্ট করার জন্য, ঐ পাহাড়ীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালীকে এবং বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে পাহাড়ীকে, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে, এই ভাবে এই ত্রিপুরাতে গত ৩০ বছর যাবত যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে নষ্ট করে ত্রিপুরাতে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং দৃষ্টি ভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরার গরীব মানুষের মধ্যে অনৈক্য গড়ে তোলার 'ন্য, ঐ সব সমাজ বিরোধীদের দমন করার জন্য যে বিল এটাকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলে পরিষ্কার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বক্তব্যে বলেছেন যে এই বিলকে কোন গণ-আন্দোলন দমন করার জন্য এই আইন প্রয়োগ করা হবে না বা কোন রাজনৈতিক দল বা কোন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী'র উপর এই আইন প্রয়োগ করা হবে না। কাজেই যারা সমাজ বিরোধী যারা সমাজের শান্তি বিনষ্ট করতে চায় তাদের বিরুদ্ধেই এই আইন প্রয়োগ করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কোন নির্দিষ্ট এলাকা থেকে অন্য কোন এলাকায় সমাজ বিরোধীদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত যদি করা হয় তাহলে গণতান্ত্রিক মানুষ এবং শান্তিকামী মানুষ নিশ্চয় বিক্ষুদ্ধ হবেন না। এবং ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ নিশ্চয় খুশী হবেন। এই জন্য এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—শ্রী স্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার,

'The Tripura Security Bill, 1980 (Tripura Bill No. 4 of 1980) এটাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে এই বিলের প্রারম্ভে ৩টা বিষয়ের উল্লেখ আছে। 'the security of the State, maintence of public order and maintenance of supplies and service essential to the life of the community in the State of Tripura. এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও স্কুল ঘর পুড়ছে কোথাও বা ব্রীজ ভাংছে। কোথাও বা টি, আর, টি, সি,র বাস ট্রাক অবরোধ করে জন জীবন অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এইগুলি আমরা লক্ষ্য করছি। এর মধ্যে আমরা একটা জিনিষ সব সময় অনুভব করছি এই কাজের দ্বারা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। তাই অনুরূপ অধিকার রক্ষার জন্য এই বিল আজকে এই সভায় উপস্থিত করা হয়েছে। অনুরূপ বিল অনুরূপ আইন ত্রিপুরায় ছিল। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী "STATEMENT OF OBJECT AND REASONS". সেখানে বলেছেন 'With the expiry of the aforesaid Act, there will be no law in the State to deal with several matters covered by the West Bengal Security

Act, and still needing to be so covered" আগামী জানুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্টের মেয়াদ শেষ হবে এর পর ত্রিপুরায় এই আইন আর চালু থাকছে না। আমরা জানি যে এই রাজ্যের ক্ষেত্রে—কি রাজ্যের ক্ষেত্রে কি দেশের ক্ষেত্রে—আইন ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থা এবং পুলিশ ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। আমাদের এখানে পুলিশের হাতে অস্ত্র আছে কিন্তু সেই অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রনের জন্য আইন যদি না থাকে তাহলে সঠিক ভাবে পুলিশ কাজ করতে পারবেন না। এবং সেই কাজ আইন সংগত হল কি না সেজন্য আইনের মধ্যে একটা সীমা বেধে দেওয়া হয়েছে। এখানে সীমা বেধে দেওয়া হয়েছে যে Where the question arises whether a person was duly informed of an order made in pursuance of this Act, compliance with the requirements of sub-section (1) shall be conclusive proof that he was so informed, but failure to comply with the said requirements shall not preclude proof by other means that he was so informed or affected the validity of the order পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু পুলিশের হাতে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে তাদের হাতে রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই তাকে সংগে সংগে একজন মেজিষ্ট্রেটের কাছে তুলে দিতে হবে। অন্য দিকে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে পূর্ব্বে আমি এই কথা উল্লেখ করেছিলাম যে ট্রাক এবং টি, আর, টি সির বাস ইত্যাদি অবরোধ এবং ব্রীজ পুড়ানো, স্কুল ঘর পুড়ান এই অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বন্ধ না করলে ত্রিপুরার জন জীবন ব্যহত হবে। এই সব কাজ বন্ধ করার জন্য কতগুলি ব্যবস্থা এই আইনের মধ্যে নেওয়া হয়েছে। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে 'any building vehicle, machinery apparatus or other property used or intended to be used, for the purpose of Government or any local authority, any road canal,empankments, protective bounds, sluice-gates, lockgates, bridge, culvert, air-field, air-trip, or any installation thereon, or any telegraph line or post (as defind in the Indian Telegraph Act, 1885) or any wireless instrallation; এই ভাবে আরও অনেক কিছু বলা হয়েছে। যেগুলি ক্ষতিসাধন করার প্রবনতা আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ্য করছি। এবং তাদের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে "If any person commits any subversive act he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine or with both'. এই কথাগুলি বলা হয়েছে।

এই আইনের প্রথম দিকে 'সাবভারসিভ অ্যাক্ট' এর মধ্যে এই কথা ডেফিনেশনে বলা হয়েছে।

(a) to endanger—
(i) Communal harmony, or
(ii) the safety of stability of the State,

আজকে ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। পাশা পাশি এই সাম্প্রদায়িক সংহতি যাতে বিঘ্নিত হয় এবং এক সম্প্রদায়কে আর এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেওয়া, উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধার সৃষ্টির জন্য তৎপর আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই অবস্থায় যদি প্রতিরোধ

করা না হয়, তাহলে আজকে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের আসামে যে আগুন জ্বলছে সেই আগুন ত্রিপুরাতেও পেয়ে বসবে। তাই আমরা সময় থাকতে এখন থেকে এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য আমরা প্রয়োজন মনে করি। এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে আজকে এই বিল একটা হাতিয়ার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর এক জায়গায় বলা হয়েছে,

"to impede, delay of restrict—

(i) any work of operation,

প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা, কোন কাজ দেরী করে করাই হউক এবং কাজের বাধার সৃষ্টি করাই হউক এই ধরণের কিছু কাজ ইতিমধ্যেই হয়েছে। এই কাজের ফলে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গত ২ বছরে যে অগ্রগতির সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, কি গ্রামে কি শহরে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের কাজ কর্মে বাধা দেওয়ার জন্য, এবং বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলে বা সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়িয়ে দিয়ে ঐক্যের মধ্যে ফাটল আনার জন্য তৎপর আমরা লক্ষ্য করেছি। এই অবস্থাটাও বরদাস্ত করা যায় না। করা যায় না এই কারণে যে, গত ৩০ বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি গ্রাম অবহেলিত হয়েছে। শুধু গ্রাম নয় শহরেও সাধারণ মানুষ অবহেলিত হয়েছে। গত ৩০ বছরে যত জন শিক্ষিত বেকার নাম রেজেষ্ট্রি করিয়েছেন, তাদের নামের হিসাব যদি নিই এবং সেই হিসাব যদি আমরা পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে দেখব, গ্রামে শিক্ষিতের হার শহরের চেয়ে নগণ্য। কারণ কি এর? কারণ, এই শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গ্রামের জন্য যে ব্যবস্থা এত ৩০ বছরে যা করেছেন, তা শিক্ষার নামে জালিয়াতি করে গেছেন। এমন স্কুল এখনও রয়েছে, যেখানে একজন মাত্র মাষ্টার। একজন মাষ্টারই শুধু নন, বহু স্কুল ঘর ভেঙ্গে পড়ে আছে।

(ভয়েস অব শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—সিকিউরিটির উপর বক্তব্য না রেখে অন্য বিষয়ের অবতারনা করা হচ্ছে।)

(ভয়েস অব শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় সদস্য বলছেন, কোন দুষ্কৃতকারীর দ্বারা এ সব হচ্ছে)

এই স্কুল ঘর করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার গত ২ বছরে বহু চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু পাশাপাশি এই স্কুল ঘরগুলি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এক চক্রান্ত চলছে। অন্য দিকে বামফ্রন্টের কাজকে বাধা দেওয়ার জন্য এই যে সক্রিয় হাত সেগুলি আজকে আমাদের বন্ধ করতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি অন্য দিক দিয়ে বলতে চাই, গ্রামের সাধারণ মানুষের কথাই বলছি না, বলছি, ত্রিপুরায় সামগ্রিক যে অর্থ নৈতিক বনিয়াদ সেই বনিয়াদকে রক্ষা করার জন্য যে টুকু এই সরকার কাজ করছেন, তাকে ধ্বংস করার জন্য আজকে একটা শ্রেণী তৎপর হয়ে আছে। এই শ্রেণীর কণ্ঠস্বর আজকে এই বিধান সভায়ও শুনা যায়। আমার একটা কথা মনে পড়ে —"আমাবস্যার মধ্য রাত্রিতে প্যাঁচা চিৎকার করে, যুগ যুগ জিও। কিন্তু যেই মাত্র ভোর হয়ে যায় তখন সেই প্যাঁচার দল চিৎকার করে একে রুখতে হবে।" অনুরূপ ভাবে বিধান সভায় এই কণ্ঠস্বর শুনা যায়। বামফ্রন্ট সরকার যে ২ বছর যত গণমুখী কাজ করছেন, সেই ২ বছরের কার্যকলাপের উপর যখন আমরা বক্তব্য রাখতে যাই, তখনই সেই বক্তব্যের বিরোধীতা করে

বিরোধীরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধীতা করছেন—অপর দিকে সুখময় বাবুদের প্রশংসা করতে শুনা যায়। এই জন্য আমি আজকে এই বিল সমর্থন করতে গিয়ে এই কথাই বলছি, যারা বিধান সভার ভেতরে এবং বাইরে চক্রান্ত করছেন, বামফ্রণ্টের কার্য্যকলাপকে মানুষের সামনে বিকৃত করে তুলে ধরছেন, তাদের বুঝা উচিত, এই কাজে তাদের আওয়াজ ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের কাণে পৌছুবেনা। আর এই বিল সারা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য, ১৭ লক্ষ মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই বিল হাতিয়ার হিসাবে বামফ্রণ্ট তুলে ধরতে পারবে। এই বলেই আমি বিলকে সম্পুর্ন সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী "ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরার বিল নং ৪ অব ১৯৮০) বিবেচনার জন্য হাউসে পেশ করেছেন তার উপরে আমি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে সমস্ত উদ্দেশ্য-এর কথা বলা হয়েছে,

"Maintenance of public order and maintenance of supplies and services essential to the life of the community in the State of Tripura.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই কথাটার সঙ্গে ভেতরের কত গুলি জিনিসের কোন সংহতি খুঁজে পাই নি। এবং এই অসংগতির মধ্যে এই বিলের উদ্দেশ্য আমি বুঝে উঠতে পারি নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে সমস্ত উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, এটা সাধারণভাবে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত কথা বলেছেন তার সঙ্গে মনে হয় এটার যে কার্য্যকরী করার সময়েতে ঠিক সেই কথা থাকবে না। ১৭নং এর উপরে বলা হয়েছে প্রটেক্টেড এরিয়া। আমরা দেখেছি প্রটেক্টেড এরিয়া সম্পর্কে আগে কংগ্রেস আমলে প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই এরিয়ার লোকের মধ্যে একটা আতঙ্ক, একটা অভিযান এবং ধর-পাকড় এই সমস্ত চলতো। আজকেও এখানে বলা হয়েছে যে প্রটেক্টেড এরিয়ার মধ্যে যে কাউকে ইচ্ছা করলে পুলিশ ধরে সাচ করবে, তার পকেটে কি আছে এবং তার ঝুড়িতে কি আছে এইগুলি শুরু হয়ে যাবে এবং বলবে পারমিশান দেখাও? কিন্তু ট্রাইবেলরা তো জানে না পারমিশান কোথায় পাওয়া যাবে কাজেই তখনই ধড়-পাকড় শুরু হয়ে যাবে, জেলে পুড়বে দু'বছর তাদের কারাদণ্ড হয়ে যাবে এই সমস্ত দিনের শেষে আজকে কি সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাসও সেটা উল্লেখ করেছেন। পুলিশের জন্য টাকা ব্যয় না হতে পারে কিন্তু যে সমস্ত নিরীহ মানুষের উপর বল প্রয়োগ করা হবে, পুলিশের কাষ্টডিতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদের পকেট থেকে হাজার হাজার টাকা উড়বে সে কি খরচা নয়? সরকার দেখছেন খরচ হলো না কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে গেল। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা পুরাপুরি একটা দমননীতি, কি সাংঘাতিকভাবে অর্থ শোষণ করে গরীবদের হেস্তনেস্ত করার একটা পরিকল্পনা এখানে চাপিয়ে বসেছেন। এটা প্রটেক্টেড প্রেস বললেই চলে? যেখানে মাইক থাকবে, যেখানে বাঁধ থাকবে, যেখানে স্লুইস গেইট থাকবে, সরকারী সম্পত্তি টেলিগ্রাফ

টেলিফোন, একচেঞ্জ থাকবে সেগুলিতে কিছু বেড়া দিলেই প্রটেক্টেড প্লেস হয়ে গেল আসলে এটার দরকার হয় না, একটা বিরাট অঞ্চলকে নিয়ে প্রটেক্টেড এরিয়া পুলিশী রাজত্ব চলছে। সেখানে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে না, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চলতে পারে না, এই অবস্থার সৃষ্টি করে এই দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? এই বিল প্রয়োগ করে আজকে সাধারণ মানুষকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই? এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেছেন যে, আসামে যে পরিস্থিতি দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে সেটা নাকি এই সিকিউরিটি এ্যাক্ট না থাকার দরুণ হয়েছে? এটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর, তাহলে আসামে তো এটা নূতন কথা নয়, এই বিগত বছরগুলিতে এবং এর আগের বছরগুলিতে তো আসাম শান্তিপর্ণ ছিল। তাহলে হঠাৎ করে আজকে এই দাঙ্গা হাঙ্গামা এটা কি ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্টের জন্য, এটাই কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে চান যে সেখানে একটা রাজনৈতিক সমস্যা গজিয়ে উঠেছিল, আজকে সেটা এন্টিসোসিয়ালদের হাতে চলে গেছে এবং সেই জনাই আজকে অবনতির পথে যাচ্ছে কাজেই সেখানে এই ত্রিপুরাবাসী সিকিউরিটি এ্যাক্ট জড়িত করে এবং এটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত বলে মনে করি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ ছাড়াও আমরা দেখেছি যে এখানে অবশ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে দু'বছরের বেশী কারাদণ্ডের ব্যবস্থা নেই কিন্তু ৫ | ৭ বছর উনারাই করেছিলেন। ৩০ নাম্বারের উপর এ্যামেণ্ডমেণ্ট অবশ্য এনেছেন, উনি বলেছেন এনি পুলিশ অফিসার নট বিলো দি রেংক অব ইন্সপেক্টার অর্থাৎ ইন্সপেক্টরের নীচে নয় এমন পুলিশ অফিসার বিনা ওয়ারেণ্টে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে পারবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পুলিশের হাতে, পুলিশের উপর নির্ভর করে আজকে প্রশাসনকে চালাবার যে ইঙ্গিত এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে ইতিপূর্ব্বে উপজাতি যুবসমিতির যারা এই বামফ্রণ্টের প্রধানদের বিরুদ্ধে চাউল পাচার এই সমস্ত ধরে নিয়ে পুলিশের কাছে কেস দিয়েছিল কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনি। আর এখানে বলা হয়েছে নট বিলো ইন্সপেক্টার তারা যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারবে এই যদি অবস্থা হয় তাহলে বলতে হয় যে এটা পুলিশী এডমিনিষ্ট্রেশান। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলটা পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে যারা উপজাতি যুব সমিতি করবে, যারা অন্যান্য বামফ্রন্ট বিরোধী করবে তাদের গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যাবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের তাই বার বার বলছেন উপজাতি যুব সমিতি সাম্প্রদায়িক, কেন না একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মবিকাশের দাবী সত্বাধিকারের জন্য তারা দাবী করছে কাজেই এই উপজাতি যুব সমিতিকে একবার সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে, এবং একবার মিজো আখ্যাদিয়ে শত শত লোককে ধর্মনগরের জেলে রাখা হয়েছে মাসের পর মাস। আজকে এই বিল পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে হাজার হাজার উপজাতি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এই মাসের ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্ব্বাচন বৈতরনী পার হবার একটা বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, হয়তো এখানে প্রশাসনের উপরে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কারণ তাদের কর্মীরা যাকে সন্দেহ

করবে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট' দিতে পারবে এবং সেই রিপোর্ট' এর উপর ভিত্তি করে এরেষ্ট করা হবে এবং তারপর যদি এপিল করা হয় তাহলে আর পক্ষে এভিডেন্স এনে তার হয়তো একটা রায় হবে কিন্তু এই যে একটা হয়রানি, এইভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করে তোলা এটাও একটা বিরাট ষড়যন্ত্র কারণ তাতে সাধারন মানুষ নিপীড়িত হচ্ছে এবং সাধারন মানুষকে কোর্টে' দাঁড়াতে হচ্ছে এই আইনের ফলে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আগামীদিনের জন্য যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই স্পষ্ট কাজেই সাধারণ মানুষ এই বিলকে সমর্থন করতে পারবে না এবং এই বিলকে আমিও সর্ব্বান্তরকরনে বিরোধীতা করছি কারণ আমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিলকে সমর্থন করেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিলের উপর যে সমস্ত এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন সেই সংশোধনীগুলি এমন কিছু নয় যে সেটাকে সমর্থন করতে হবে। সংশোধন মূলত একই হয়ে গেছে, কাজেই আমি সবগুলি সংশোধনীর বিরোধতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয়— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল ১৯৮০ যে বিলটা এসেছে আমি তাকে সমর্থন করছি। আমরা এর আগেও দেখেছি, বিভিন্ন সিকিউরিটি ভারতে তথা এই ত্রিপুরার সিকিউরিটি এক্ট কি ভাবে মানুষের জীবনকে অশান্তিতে ভরে তুলত, সেই জিনিষটি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা এটা দেখেছি। সেই সমস্ত এক্টগুলিতে রাজনৈতিক কোন কার্যকলাপের উপর অথবা ট্রেড ইউনিয়নের মোভমেণ্টের ব্যবহার করা হবে না এমন ধরনের কোন কথা বিলের মধ্যে লেখা থাকছে না। কোন আইনের মধ্যে বা স্পষ্ট ভাষায় লেখা নেই যে ট্রেড ইউনিয়নের কোন মুভমেণ্টে রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এটা ব্যবহার করা হবে না। আমরা পরে এর আগেও পার্লামেণ্টারী ক্ষেত্রে দেখেছি, যে সিকিউরিটি এক্ট এসেছে, তা ইণ্টারনেল সিকিউরিটি মেণ্টেনেন্স এক্ট ইন্দিরা গান্ধীর আমলে দেখেছি যারা পার্লামেণ্টে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাচ্ছেন, যারা বিরোধী দলের তাদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রযুক্ত হবে এমন কোন বিধান সেই আইনে ছিল না। ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, যে কোন বিরোধী দলের কোর সদস্যের উপর যারা রাজনৈতিক কার্যকলাপ করেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহাব করা হবে না। কিন্তু পরে দেখা গেল যে এটা শুধুমাত্র এসেছে বিরোধী দল, যারা এই ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন, মানুষ তার অবস্থা বুঝে সেই অবস্থা অনুযায়ী তার নিশ্চিত যে দাবীদাওয়া সেইটুকু আদায় করতে যাতে এগিয়ে যেতে পারে সেই অবস্থায় আন্দোলন করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে সেটা প্রয়োগ করেন। সেই বিলের মধ্যে কোন বিধান ছিল না যে রাজনৈতিক একটিভিটি যারা করেন, যারা ট্রেড ইউনিয়ন করেন, যারা আন্দোলন করেন, এটা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না, এমন কোন ধরণের বিধান সেখানে অন্ততঃ পক্ষে দেখা যায় নি। এই বিলেয় মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। সেই জন্য মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ যারা করছেন, যারা উপজাতি যুবসমিতি করছেন এটা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত করা হবে। কিছুদিন আগে লোকদলের

আমলে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, যেটা বিল আকারে এসেছে এবারের পার্লামেণ্টে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে বিনা বিচারে আটক আইন। সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কার্যকলাপ যারা করেন এদের বিরুদ্ধে এটা ব্যবহৃত হচ্ছেনা এমন কোন গ্যারাণ্টি এটাতে থাকছে না। আমাদের ত্রিপুরাতে ইন্টারনেল সিকিউরিটি এক্ট-এ আমরা দেখেছি, সেই এক্টের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি এক্টে কোথায় কোন গ্যারাণ্টি আছে তার উপর নির্ভর করছে যে কি ভাবে সাধারন মানুষের শক্তি কেড়ে নেবার জন্য এই এক্ট নয়। যারা তাদের ন্যায্য দাবীদাওয়ার জন্য আন্দোলন করছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের উপর এই বিলটি ব্যবহার করা হবে না। এটা স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। তাহলে উপজাতি যুব সমিতির আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নাই, তবে তারা আতঙ্কিত হচ্ছেন কেন ? যে কমিউন্যাল হারমোনি সেই কমিউন্যাল হারমোনিকে যারা বিনষ্ট করতে চান এই বিল তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। আমরা দেখেছি একদিকে আমরা বাঙ্গালী কমিউন্যাল হারমোনিকে বিনষ্ট করার জন্য অন্যদিকে উপজাতি যুব সমিতির কিছু অংশ এই কমিউন্যাল হারমোনিকে বিনষ্ট করার জন্য প্রয়াস নিয়েছে। বাঙ্গালী পাহাড়ীদের মধ্যে এবং বাঙ্গালী এবং অ্যান্য ধরনের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বাধিয়ে কি ভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা যায় তার জন্য বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। কমিউন্যাল হারমোনিকে যারা বিনষ্ট করতে চায় এই বিল তাদের বিরুদ্ধ প্রয়োগ করা হবে। কোন সংবিধানেত এটা বলেনি যে কমিউন্যাল হারমোনিকে বিনষ্ট কর। সংবিধান স্বীকার করে যারা কমিউন্যাল হারমোনিকে বিনষ্ট করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা যদিও আমরা দেখি কংগ্রেসী শাসনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন সময়ে এটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা প্রয়াস নিয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি কি ভাবে শাসক দলগুলি রাজনৈতিক কার্যকলাপের চরিতার্থ করার জন্য বিরোধী দলগুলির প্রভাব খর্ব্ব করার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য মানুষের মধ্যে কি ভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরায় যে সিকিউরিটি বিল এসেছে তাতেত আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নাই। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন অবজেকটিভের মধ্যে আছে তা অবজেক্টের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলছেন যে, অবজেক্টের মধ্যে। সাপ্রেশান অফ এণ্টি সোশিয়েল এক্টিভিটিস সাবভারসিভ মুভমেণ্টস এক্টস এক্টস এনভেলুটিং এণ্টি কমিন্যাল হারমোনি অর দি সেফ্টি অফ ষ্টেবিলিটি অফ দি ষ্টেট এণ্ড টু প্রিভেণ্ট দি প্রিভেণ্ট অফ ইকনমিক অফেনসেস্ স্মাগলিং অফ কমোডিটিস, ইন দি বর্ডার এরিয়াস, ইলিগেল একুইজিশান পজেশান এণ্ড ইউস অফ আরমস্ এণ্ড ফর মেনটেনেনস্ অফ পাবলিক অর্ডার।" যেখানে যারা অফেন্স করছেন, যারা এণ্টি সোসিয়েল যারা কমিউন্যাল হারমোনিকে বিনষ্ট করতে চান এটা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হবে। আমরা এও দেখেছি প্রোটেকটেড এরিয়ার কথা তারা বলেছেন। সেই প্রোটেকটেড এরিয়াতেও ঘোষণার প্রয়োজন আছে। শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিটি অঞ্চলের লোকই চায়। শান্তি শৃঙ্খলা কোন অঞ্চলে বিঘ্নিত

হতে পারে না। কিছু অংশের সমাজবিরোধী লোক এই শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চায়। তারা সেখানে উপদ্রব সৃষ্টি করে, উৎপাত করে। তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সমাজে যারা বাস করেন, তাদের বেশীর ভাগ লোক শান্তি চায়, স্বস্তি চায়। খুব কমসংখ্যক লোকই এই অশান্তির সৃষ্টি করে। এই কমসংখ্যক লোকই জনসাধারণের মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। তারা ভয়ে ভীত হয়ে তারা যদিও উপদ্রব, উৎপাত কিছুই পছন্দ করে না তবু তারা মুখ খোলার সাহস পায় না। সেই বোবা মুখেও ভাষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই সিকিউরিটি বিলে মানুষ যাতে মুখ খুলে কথা বলতে না পারে এই রকম সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আমরা ভারতবাসীর বেশীর ভাগ মানুষ দরিদ্র, শ্রমজীবি মানুষ। এদের সংখ্যাই বেশী। দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষরাই বিভিন্ন সময়ে আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে তাদের উপর আক্রমন এসেছে। আমরা জানি ধনিক গোষ্ঠী যারা, তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য, নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করবার জন্য তারা দরিদ্র মানুষের উপর আক্রমণের জন্য তারা সমজেবিরোধীদের সাহায্য নিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের উপর তারা এইভাবে আক্রমণ চালিয়েছে। শেলী বলেছিলেন—"তোমার উপর যে শিশিরবিন্দু পড়ছে তোমার সুপ্তির গলে, তুমি যখন উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দেবে তখন শিশির বিন্দু পড়ে যাবে। ঠিক তেমনি তুমি তোমার শিকলটিকেও ছিড়তে পার। কারণ তুমি ত অগনন আর এরা হচ্ছে মুষ্টিমেয়।" কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মুষ্টিমেয়রা অধিকাংশ লোকের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য সরকারকেও এগিয়ে যেতে হবে। তা না হলে সরকার থাকা না থাকা এক কথা।

কংগ্রেস শাসনে আমরা যেমন দেখেছিলাম যে বেশীর ভাগ দরিদ্র কৃষক, দরিদ্র মানুষ, তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, আক্রমণ হয়েছে। আবার তাহলে সেই অত্যাচারের স্তর ত্রিপুরার মধ্যে নেমে আসবে, এটাকে রোধ করা যাবে না। কারণ ত্রিপুরায় এমন কতগুলি ঘটনা আমরা লক্ষ্য করেছি। যে ঘটনাগুলি ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে সংগঠিত হয়েছে, যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার নামে আমরা দেখেছি সাধারণ মানুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, বা কিভাবে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে এবং সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে জনজাগরণের কথাটা একটা অন্য দিক এবং এই ব্যাপারে সরকার থেকে সরকারী যে ব্যবস্থা সেটা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই সিকিউরিটি এক্ট সেই বিধানগুলি আমাদের সামনে নিয়ে আসছে। আমি এই বিলে দেখেছি যে সমাজবিরোধীদের কথা বা বিভিন্ন কার্য্যকলাপের সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং সমাজবিরোধী কারা তাদের সংখ্যাও এখানে নির্ণয় করা হয়েছে। তাদের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে প্রথমেই তাকে জেলে নিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার পর থেকে সে যে অঞ্চলে আছে সেই অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে আরও বলা হয়েছে যে পুলিশ তাকে কোন অবস্থাতে গ্রেপ্তার করতে পারবে। এটা কোন দমন নীতি নয়। আমি দেখেছি এখানে বিচার ব্যবস্থা পাওয়ার মত তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যে সুযোগ কোন দিন কোথাও ছিল না।

ভারতবর্ষে এই পর্য্যন্ত যত সিকিউরিটি এক্ট এসেছিল তাতে কোথায়ও এমন সুযোগ থাকতে আমরা দেখি নি। এখানের এই আইনের বিচার ব্যবস্থার উপর অন্য কোন লোকের কোন হাত নাই, এখানে বিচারে আসামী মুক্তিও পেতে পারে আবার নাও পেতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি যখন দেখেছি যে সমাজবিরোধীদের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে এখানে একটা সিকিউরিটি বিল আনা হয়েছে, যে সিকিউরিটি বিলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত, এখানে বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের শান্তি রক্ষা করতে চান বা শান্তির ব্যবস্থা করতে চান এবং এই প্রয়োজনে এটাকে স্মরণ রেখেই আমি বিলকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছি। তা ছাড়া ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ভাবে কলিং এটেনশান আসছে, তাতে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে জনজীবনের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, কাজেই এইসব ক্ষেত্রে জনগণের শান্তির রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই এই আইনের প্রয়োজন আছে। এই জন্যই আমি এই বিলকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং সমর্থন জানিয়েই আমি এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল ১৯৮০ইং যে বিলটাকে এই হাউসের সামনে এনেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং সমর্থন জানাতে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলছি যে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ৩২ বছর হয়েছে এবং এই ত্রিপুরা রাজ্য ৩০ বছর ধরে কংগ্রেসের শাসন ক্ষমতায় ছিল, যেখানে আমরা ভারতবর্ষের সংবিধানে পেয়েছিলাম যে ভারতবর্ষ হবে প্রজাতান্ত্রিক দেশ, যখন আমরা শুনেছিলাম ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজকে সরাতে পারলে দেশ হবে স্বাধীন, এই রকম অনেক কথা, কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়েছে ৩২ বছর, কিন্তু দেশের মানুষ কি সত্যিই স্বাধীন হয়েছে, তারা কি সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছে। তারা যদি সত্যিই আজ স্বাধীন হত তাহলে এই সিকিউরিটি এক্টের প্রয়োজন হত না। উপরন্তু এই ৩০ বছর ধরে তাদের উপর নানা ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, নানা অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে গুণ্ডা তৈরী করা হয়েছে, নানা রকমের শোষন ও শাসন হয়েছে দেশের মধ্যে। দেশের লোক শান্তিতে থাকতে পারে নি, দেশের লোকের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করা হয় নি। দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। যার জন্য আজ বাম রাজত্বে বলতে হয় সমাজের শান্তি যারা নষ্ট করছে, যারা সমাজের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছে তারা সমাজবিরোধী, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আজ এই সিকিউরিটি এক্টের প্রয়োজন হয়েছে। সামাজিক মানুষের সুখ শান্তি রক্ষার জন্য এই আইনের প্রয়োজন, আর এই জন্যই আমি এই আইনকে সমর্থন করি। আমরা দেখেছি ৩০ বছর ধরে মানুষের উপর কি অত্যাচার হয়েছে, মানুষের বাঁচার অধিকার মানুষ হারিয়েছে, যারা ভবিষ্যতে মানুষ হিসাবে বাঁচার জন্য জন্ম গ্রহণ করেছিল। আর এইসব করতে গিয়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আজ এই অবস্থা হয়েছে। আজ এই ৩০-৩২ বছর পরে বলতে হয় সমাজ বিরোধীদের জন্য আজ এই আইনের প্রয়োজন আছে। যারা দরিদ্র কৃষক, মেহনতী মানুষ, কর্মচারী তাদের জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এই আইনের প্রয়োজন।

এই যে অস্থিরতা দেশের মধ্যে তাকে কিছু পরিমাণে শিথিল করা যাবে, প্রিভেণ্ট করা যাবে, তার মূলোচ্ছেদ করা যাবে এবং সেজন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করি। সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে শুধু ত্রিপুরার মানুষ নন, শুধু ত্রিপুরার এই বিধান সভার সদস্যরা নন, গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে একদিন ভাবতে হবে যে এই ধরনের সিকুরিটি বিল হওয়ার দরকার আছে। কিন্তু বিরোধীরা যারা এখানে বিরোধীতা করছেন তাদের কাছে আমার এই অনুরোধ যে যদি এই ধরনের বিলের মধ্যে কোন অমঙ্গল তারা দেখতে পান তাহলে যাতে এ ধরনের বিল না আনতে হয় এই সমাজ ব্যবস্থায়, এই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় তা যেন তারা দেখেন কিন্তু যতদিন না সমাজ ব্যবস্থায় আইন শৃঙ্খলা আসে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কায়েম হবে ততদিন পর্যন্ত এই ধরনের বিলের প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং এই বিলটি বামফ্রন্টের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। এই বিলে যে জিনিষটা রয়েছে তাতে সেটাকে একটু দেখার ব্যাপার যে বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে চিন্তা করেন তা, আর কংগ্রেস আমলে যে সব আইন ছিল, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমলে যে সব আইন ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেকুরিটি অ্যাক্ট সুখময় বাবু আনলেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে সেটাকে আইনে পরিণত করলেন তাতে মনস্তাত্বিক দিক থাকার দরকার ছিল কিন্তু তা ছিল না অথচ এই আইনে তা আছে। এই চিন্তা আছে যে একটা মানুষ ত জন্মিয়াই বিরোধী হয় না তাকে সমাজ বিরোধী করে দেওয়া হয়। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে সমাজ বিরোধী করে দেয়। সমাজের মধ্যে থেকে তার কারেকশন হতে পারে, সংশোধন হতে পারে। সমাজের মানুষ হিসাবে যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য এই আইনে ধরে নিয়ে জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এই আইনে প্রভিশন রাখা হয়েছে যে সমাজে থেকে গোলমাল ঘটানোর চেষ্টা করবে, সেবেটেইজ করতে চাইবে তাকে একটা জায়গা থেকে ধরে নিয়ে রাজ্যের মধ্যে, মানুষের মধ্যে সমাজের মাধ্য রেখে দেওয়া হবে এ ব্যাপারটা এখানে আছে। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকুরিটি অ্যাক্ট-এর মধ্যে দেখেছি কোন বিচার নেই, মানুষকে ধরে নিয়ে জেলখানায় রেখে দেওয়া হত। এটাত আজকে আমাদের জানতে বাকী নেই। আজকে হাউসের মধ্যে যিনি ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রী, যিনি হাউসের নেতা তাঁকেও বহুবার ঐ বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছে কংগ্রেস আমলে ঐ জেলখানার কারাস্তরালে। তাঁকে ত একাধিকবার জেলখানায় থাকতে হয়েছে। যাকে টোটেল সেব্রিকেশান বলে। তারা তার এত অপব্যবহার করেছে যে মানুষকে এখানে মানুষ করার কোন পরিকল্পনা নেই, তার ভুল ভ্রান্তিকে সংশোধন করে তাকে গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা নেই শুধু ছিল তাকে সমাজ থেকে বহির্ভূত করে দেওয়া, তাকে শেষ করে দেওয়া কিন্তু এখানে এটা অত্যন্ত বলিষ্ঠ দিক এই আইনে কেউ অপরাধ করলে তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে মানুষের মধ্যে থাকবে, সেখানে সংশোধনের সুযোগ পাবে। তার পরেও যদি সংশোধন না হয় তাহলে অন্য ব্যবস্থা তাদের রয়েছে এবং শুধু তাই নয় আরও অনেক সুন্দর দিকও এই আইনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে রয়েছে। নগেন বাবুরা যারা বললেন যে এখানে রাজনীতি যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে এসব করা হবে। কিন্তু আইনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে যে যারা রাজনীতি করবে, যারা ট্রেড ইউনিয়ন

করবে, যারা আন্দোলন করবে এ ধরনের কারো বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হবে না। সাধারণতঃ যদি কেউ দেশের সম্পদ যেমন স্কুল ঘর পুড়বে, পুল ভাঙ্গবে এবং এরকম কাজে যারা উৎসাহ দিবে এবং সম্পত্তি নষ্ট করতে চাইবে তাদের বিরুদ্ধে এটা প্রয়োগ করা হবে। আর যারা কালোবাজারী করবে, যারা চুরি করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা সমাজ জীবনের বিশ্বাসঘাতক, যারা এন্টি সোসিয়েল যারা সমাজের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কাউকে নিয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার রিট এই আইনটিতে রয়েছে। আর সমাজ বিরোধীরা যারা আজকে চীৎকার করছে যে রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে. রাজনৈতিক কর্মির বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হবে, তা যদি কোন সমাজ বিরোধী রাজনৈতিক দলে থাকতে চায় কোন রাজনৈতিক দল যদি সমাজ বিরোধী দলে পরিণত হতে চায়, কোন রাজনৈতিক দল যদি সাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হতে চায়, কোন রাজনৈতিক দলে যদি মুনাফাখোর গিয়ে আশ্রয় চায় সেটাত এই আইনের জন্য হবে না। সেটা ত হবে রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব বোধের উপরে। কোন রাজনৈতিক দলে যদি সমাজ বিরোধী থাকে সে ত রাজনৈতিক কর্মি হিসাবে চিহ্নিত হবে না সমাজ বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হবে। এমন ত বিধান হতে পারে না যে কংগ্রেস-ই-এর লোক হয়ে যদি খুন করে তাহলে সে খুনী হতে পারবে না, যদি কোন উপ-জাতি যুব সমিতির লোক হয়ে চুরি করে, যদি স্কুল ঘর পুড়িয়ে দেয় তাহলে তাকে রাজনৈতিক কর্মি বলতে হবে, তাকে দোষী বলা যাবে না এই ধরণেরও কোন ব্যাপার ঘটতে পারে না। সে জন্য আইনটির মধ্যে যেসব জিনিষ রয়েছে, যেভাবে সেটা উপাস্থপিত করা হয়েছে তাতে আমরা মনে করছি যে যেহেতু সমাজে এখনও এরকম বিস্তর লোক রয়েছে যে সমাজে এখনও এণ্টি সোশিয়েল বলতে যা বুঝায়, এই যারা ফটকারী করে, বাটপারী করে, মুনাফা করে তাদের সংখ্যা ত কম নয়। এমনিই ত ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে ৩ দিক থেকে বর্ডারে ঘেরা, এক দিকে শুধু আসামের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ জিনিষ পত্র আনার জন্য, কোন রাস্তা নেই। আবার ত্রিপুরা রাজ্যে যেসব জিনিষপত্র আসছে অনেক কষ্ট করে এবং সেগুলি মাঝে মাঝে স্টোর করে রেখে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে মানুষের দুঃখ দৈন্য ইত্যাদি বাড়ানো হচ্ছে সেজন্য এরকম মুনাফাখোর যারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবাস্থা নেওয়া এই আইনের মধ্যে সমস্ত বিধান রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে কি করা যাবে এবং এখন তাদের হাতের পুতুল যদি কেউ হয়ে যায়, কোন লোক যদি কালোবাজারী যারা আছে তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে যায় তাহলে সে লোকের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে এবং বিধান রয়েছে। আজকে আমাদের গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে পরিস্থিতি দেখছি সে পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের চিন্তা করার ব্যাপার, ত্রিপুরার মানুষের আশংকিত হওয়ার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিধান সভায় আমরা আলোচনা করছি ; কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা আহ্বান জানিয়েছি, প্রস্তাব করেছি এবং প্রস্তাব করে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে আপনারা অন্তত: আসামে যা চলছে তার হাত থেকে ওখানে যে রকম ভাতৃঘাতী দাঙ্গা হচ্ছে ওখানে যেরকম মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মানুষের সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু থাকছে না, দীর্ঘদিন

যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে এটা শুধু আসামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, গোটা উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে এমনকি ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গায় সেটা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই আশংকা আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি। এখন দেখছি ঐ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বলতে বাধ্য হচ্ছেন, কেন্দ্র থেকে যারা সেখানে গেছেন, যে এটা এখন শুধু আসামের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আর শুধু কয়েকটা আন্দোলন কারীর মধ্যেসেটা নেই, কর্মচারী যারা সেখানে আছেন, পুলিশ বাহিনী আছেন তাদের একটা অংশের, মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। এই আমরা সেদিন দেখলাম যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন যে এটা শুধু আসামের ব্যাপার নয় আস্তে আস্তে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে এ ধরণের দাঙ্গা। আমরা দেখছি ত্রিপুরার কাছে মেঘালয়, মিজোরাম আছে সেই মেঘালয়ে ও মিজোরামে এ ধরণের কাণ্ড কারখানা চলছে, বর্ত্তমানে শুধু তা নয় এই ত্রিপুরা রাজ্যেও আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে, এ বিপদ আজকে সব জায়গায় দেখা দিচ্ছে। যা ত্রিপুরায় আগে ছিল না। যখন ত্রিপুরায় শুধু উপজাতিরা থাকতেন তখন অতি অল্প কিছু বাঙ্গালী ছিল তখনও এ ধরণের কোন ব্যাপার ত্রিপুরায় ছিল না। এটা ত্রিপুরার সংস্কৃতির মধ্যে আছে, তাকিয়ে দেখেন যদি ধর্ম্মের দিকে তাহলেও আমরা দেখতে পাই যে এই উদয়পুরের মাতার বাড়ীতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দিয়ে হাজার হাজার উপজাতিরা শত শত বছর ধরে এখানে পূজা দিয়ে আসছে অথচ এখানে জাতি উপজাতির মধ্যে কোন বিভেদ নেই।

আজকে ত্রিপুরায় যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমরা দেখছি তাকে নষ্ট করার জন্য দুটি সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দীর্ঘদিন থেকেই চেষ্টা করে আসছে। তারা বাঙ্গালী ও উপজাতিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগিয়ে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের শান্তি ভঙ্গ করে ত্রাসের সঞ্চার করতে চেষ্টা করছে।

স্যার, এটা অত্যন্ত পরিচিত ব্যাপার, এটা আমরা জানি, আমরা বিশ্বাস করি এই যে, শোষণ ব্যবস্থা, এই যে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা এটা ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এরা তাদের বুর্জোয়া অর্থনীতিকে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়েছে, সাধারণ মানুষকে শোষণ করেছে—আর আমাদের এই ত্রিপুরা এর থেকে বাদ যায় নি। অর্থনৈতিক সংকটের কালো ছায়া এই ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উপরও পড়েছে। এই বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সম্প্রীতি এবং ঐক্য। এবং এই সম্প্রীতি এবং ঐক্যের মাধ্যমে সংগ্রামের নুতন চেতনার বিকাশ হয়। তার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখেছি এই ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বকে ত্রিপুরার মানুষ ছুড়ে ফেলে ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকারের সৃষ্টি করেছে। এই যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই যে, গরীব মানুষের মধ্যে ঐক্য ত্রিপুরার জাতি উপজাতিদের মধ্যে যে ঐক্য এই ঐক্যকে বিনষ্ট করবার জন্য আজকে ত্রিপুরার সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি এখানে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই যে উপজাতি যুব সমিতি এইসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এরা দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক শ্লোগান তুলে ত্রিপুরায় একটা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে। এরা ত্রিপুরার সাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌম ঐক্যকে বিনষ্ট করতে

চেষ্টা করছে। এইভাবে যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে এই আইন ব্যবহার করা হবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ত্রিপুরা গড়তে চাই তাহলে পরে ত্রিপুরায় এই যে জাতি উপজাতিদের সম্প্রীতি ও ঐক্য তাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আর ইহাকে রক্ষা করতে গিয়ে এই মুহূর্ত্তে যারা ত্রিপুরার জাতি উপজাতিদের ঐক্যকে নষ্ট করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তার জন্য একটি আইনের দরকার আর সেই ব্যবস্থা এই আইনের মধ্যে রয়েছে।

আমরা দেখেছি অতীতে যেসব সিকিউরিটি আইন ছিল তার মধ্যে কোথাও উপযুক্ত বিচা-রের সুযোগ ছিল না। অপরাধীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তা অপরাধী জানতে পারত না। বিনা বিচারে তাকে সেই কংগ্রেসী শাসকরা জেলে আটক রেখে দিতেন। আজকে এই হাউসেই অনেকে আছেন যারা সদস্য অথবা মন্ত্রী তাঁদের মধ্যেও অনেকেই কংগ্রেসের সেই কালো আইনের কবলে পড়েছিলেন, তাঁদের বিনা বিচারে দীর্ঘদিন জেলে আটক করে রাখা হয়। কিন্তু আজকে এখানে যে আইন আনা হয়েছে সেই আইনের মধ্যে রয়েছে যারা অপরাধী তারা তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা জানতে পারবেন। এবং তারা ইচ্ছে করলে বিচার প্রার্থী হতে পারবেন। বিচারে যদি তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়ে তারা নিরপরাধ বলে প্রমাণিত হন তবে তারা সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি পাবেন। আর অনেক সময় আইনের প্রয়োগের ভুল হতে পারে। তবে তার জন্য বিচার রয়েছে। আর ভুল থাকতে পারে কারণ, এখানে কংগ্রেস শাসকরা ৩০ বছরে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছে তাতে আমরা দাবী করতে পারিনা যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ২ বছরের মধ্যেই প্রশাসনের দুর্নীতিকে বন্ধ করতে পেরেছেন। প্রশাসনে যারা রয়েছেন, পুলিশ প্রশাসনে যারা রয়েছে এমনকি সাধারণ প্রশাসনে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে এখনো কোন অন্যায় দুর্নীতি নেই এরকমতো আমরা বলতে পারি না। প্রসাসনের এসব লোকেরা এখনো চেষ্টা করছে যাতে করে আবার তারা সেই কংগ্রেস আমলের প্রশাসনের ব্যবস্থা নিয়ে আসতে পারে। যাতে করে এই বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। সুতরাং এইসব কারনে যদি কোন ভুল হয়ে যায় তবে তার জন্যতো বিচার পাবার সুযোগ রয়েছে। ফলে এটাতো মানুষের পক্ষে ক্ষতির কোন কারন হতে পারে না। আমরা জানি এখানে মানুষের হাজার রকমের সমস্যা রয়েছে যে সমস্যাগুলি কংগ্রেস বিগত ৩০ বছরের শাসনের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়, সুতরাং তারা কিভাবে শান্তিতে থাকতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আর মানুষের শান্তিতে থাকার জন্য যে ব্যবস্থা তাতে যদি আঘাত পড়ে তবে মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। আমরা দেখেছি ত্রিপুরার মানুষ তা সহ্য করতে পারে নি। ত্রিপুরার মানুষ বার বার এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। আজ ত্রিপুরার মানুষের জীবনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে এসেছে।

আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আজ বলছেন যে এই আইনের ফলে নাকি রাজ্যে অত্যা-চার হবে, অবিচার হবে। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের তো ভয় পাবার কোন কারণই নেই। এই আইনের মধ্যে রয়েছে যে প্রোটেকটেড এরিয়ার মধ্যে মানুষ তো থাকবেই তারা যাতে শান্তিতে

থাকতে পারেন, তাদের শান্তিভঙ্গ না হয়, বাইরের লোকেরা সেখানে গিয়ে যাতে গোলমাল করতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশের সম্পত্তিকে রক্ষা করার জন্যই এই আইনের মধ্যে ব্যবস্থা রয়েছে। এই ডুম্বুরে আমাদের যে সম্পত্তি রয়েছে বাইরে থেকে কোন গুণ্ডা সেখানে গিয়ে যদি এটাকে সাবোটেজ করবার চেষ্টা করে, সেখানে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই বাঁধ যদি নষ্ট করবার চেষ্টা করে তাহলে এটাতো ত্রিপুরার মানুষ সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং সেখানে প্রোটেকটেড এরিয়া করার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে প্রোটেকটেড এরিয়ার মধ্যে যে সব মানুষ রয়েছে তাদের উপর অত্যাচার হবে। যারা বাইরে থেকে সেখানে গিয়ে গোলমাল বাঁধাতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধেই এই আইন প্রয়োগ হবে। আজকে আমরা দেখেছি যে, মেঘালয় থেকে, মিজোরাম থেকে দুষ্কৃতকারীরা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় হামলা করছে—তাদের হাত থেকে শান্তিকামী মানুষকে রক্ষা করবার জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আর এইসব বাইরের দুষ্কৃতকারীদের যে আক্রমণ এটা শচীনবাবু যখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন থেকেই চলছে। সুতরাং ডুম্বুর এলাকায় সাধারণ মানুষের শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য এই দেশের সম্পত্তি রক্ষার জন্য এই আইন আনা হয়েছে।

আর আমাদের নগেন বাবুরা এই আইনকে ত্রিপুরার শান্তির বিঘ্ন ঘটাবে বলে যে প্রচার করছেন তাতে তারা শুধু ত্রিপুরাতে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করতে চাইছেন। আরো তারা বলেছেন যে, এই আইন প্রয়োগের ফলে নাকি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের অর্থ নষ্ট হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অর্থ নষ্ট হবে কেন ? যারা দুষ্কৃতকারী তাদের এবং যারা দুষ্কৃতকারীদের হয়ে ওকালতি করতে যাবেন তাদেরই অর্থ খরচ হতে পারে। কিন্তু তার জন্য তো আর সাধারণ মানুষের অর্থ ব্যয় হচ্ছে না। আসল কথা হলো এরা যতই জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ততই তারা আবুল তাবুল বকছে।

আজকে যারা সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে, সাধারণ মানুষের শান্তি ভঙ্গ করতে চেষ্টা করছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধাবার চেষ্টা করছে এবং যারা চোরাকারবারী চোরা-চালানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেই এই বিল এখানে আনা হয়েছে। যারা বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই বিল আনা হয়েছে।

জেনে রাখুন যে এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনও দমন করেন নাই, একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবহার করেন নাই, এমনকি একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মিও ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আমরা কংগ্রেস আমলে দেখেছি যে সব শ্রমিক তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছেন, সেইসব শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, কৃষক আন্দোলনের নেতাদের কিভাবে তারা মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ঐ জেলখানায়, অথবা কারান্তরালে নিয়ে রাখা হয়েছে। এই কংগ্রেস আইর নেতৃত্বে সেই দিন এই ধরনের অনেক ঘটনাই ত্রিপুরাতে হয়ে গিয়েছে এবং এটা কোর্টেও প্রমাণিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের কাছেও তারা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন যে ঐ কংগ্রেসের লোকেরাই এখানে

সেখানে গোলমাল করেছেন, আর ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির লোকেরাই হত্যা করেছেন. আমাদের কালীদাস দেববর্মা তারই একমাত্র প্রমাণ। তাই তো গ্রামের মানুষ ঐ সব খুনিদের ধরিয়ে দিয়েছে। অথচ এই সমস্ত খুনের ঘটনাগুলি প্রমাণ হযে যাওয়ার পরেও আমরা কংগ্রেস (আই)র কোন নেতার বিরুদ্ধে অথবা উপজাতি যুব সমিতির কোন নেতার বিরুদ্ধে কোন রকম প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কোন ব্যবস্থা নেই নাই। কিন্তু সেই জরুরী অবস্থার সময়ে, সুখময় বাবুর সময়ে আমরা দেখেছি যে উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করা হয়েছে তা সত্ত্বেও তারা এখানে বলেছেন যে কংগ্রেস আমলটা ভাল ছিল, সুখময় বাবুর আমলটা ভাল ছিল। সুখময় বাবুর আমলে আমরা আরও দেখেছি যে এই সভার সদস্য অভিরাম দেববর্মার বিরুদ্ধে রেডিও ষ্টেশান দখল করার অভিযোগ এনেছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে টেলিফোনের তার কাটার অভিযোগ এনেছিল আর এইসব অভিযোগ এনে, তাদের জেলখানায় রাখা হয়েছে, যদিও এর জন্য আন্দোলন করা হয়েছে। আর যারা কংগ্রেসের লোক, যাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, উপজাতি যুব সমিতির লোকদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তবুও এই সরকার তাদের প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, এমনকি উপজাতি লোকদের এরেষ্ট পর্যন্ত করা হয় নি। আমাদের প্রতিহিংসাতে কোন বিশ্বাস নেই, আমাদের বিশ্বাস হল যারা এসব নিয়ে চক্রান্ত করে, তাদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, আর এটাই আমরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। ঠিক এই একই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আমরা এই কথাই বলতে চাই যে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বিলটা এনেছেন, তা দেখে কারো যদি শংকিত হতে হয়, তারা হচ্ছে ত্রিপুরাতে যারা লুঠেরা আছে, ত্রিপুরাতে যারা মুনাফাখোর আছে, ত্রিপুরাতে যারা সমাজবিরোধী রয়েছে, ত্রিপুরাতে যারা ব্লেক মার্কেটিয়াস রয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডারে বর্ডারে যারা স্মাগলিঙ্গ করছে, আর ত্রিপুরাতে এখানে-সেখানে যারা গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছে অথবা ত্রিপুরাতে যারা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারাই আজকে এই বিল দেখে শংকিত হতে পারে। এতে উপজাতি যুব-সমিতির শংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কংগ্রেস (আই)র শংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই অথবা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলেরই শংকিত হওয়ার কারণ নেই। অথচ এখানে নগেন বাবুরা যেটা বললেন, তাতে বুঝা গেল যে বিলটা আনা হয়েছে, সেটা নাকি তাদের মতে খারাপ, কিন্তু তাদের বক্তব্য থেকে এটা বুঝা গেল না যে এর বিরোধীতা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তাদের আছে। তবে বিরোধীতা করতে হবে, তাই হয়তো বিরোধীতা করেছেন, কেন না এর মধ্যে কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ, সেটা বুঝার মত সুবিধা তাদের নেই, কারণ তারা তাদের ব্রেইন, ইন্দিরা গান্ধীর ব্রেইন ব্যাংকে আগে থেকে জমা দিয়ে রেখেছেন। কাজেই মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, ওদের বলার যদি কিছু থাকতো, কারণ ত্রিপুরাতে সুখময় বাবুর আমলে তো দেখেছি ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এখানে চালু হয়েছিল, আর ওরা এখানে সেটাকে বলছেন খারাপ, তা তো আর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হয় নি, সেই আইনের মধ্যে বিচারের সুযোগ পাওয়ার মতো কোন কথা ছিল না, সেই আইনটাকেই ঐ সুখময় বাবু ত্রিপুরাতে চালু করেছিলেন, কই

তখন তো তাদের মুখ দিয়ে এটার বিরোধীতা করার মত কোন কথা আমরা শুনিনি, এমন কি দল হিসাবেও সেই আইনের বিরোধীতা করার কথা আমরা মাননীয় উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের মুখ দিয়ে শুনি নি। তাই বুঝতে হবে যে এখন যখন সেই আইনটাকে পরিষ্কার করে এখানে আনার চেষ্টা হচ্ছে, সেই আইনটার মধ্যে আগে যা কিছু খারাপ ছিল, সেইগুলিকে বাদ দিয়ে নতুন করে নানা রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে সেটাকে আনার চেষ্টা হচ্ছে কারণ আইনের মধ্যে বিচার পাওয়ার মতো কোন সুবিধা ছিল না যে কি অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে আগে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাকটে ধরে সোজা নিয়ে যাওয়া হত জেলখানায় কিন্তু নূতন ভাবে ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাকট বলে যেটা আসছে তাতে বিচার পাওয়ার সুযোগ রয়ে গেছে আর তা সত্বেও তারা এই বিলটার বিরোধীতা করছেন। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা পরিস্কার ভাবে বুঝতে হবে যে শুধু বলার জন্যই বলা, আর বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা এর মধ্যে অন্য কোন কারণ নেই। পরিশেষে আমি হাউসের কাছে এই কথাই বলতে চাই এবং এই হাউসের বাইরে ত্রিপুরার যে ১৭ লক্ষ মানুষ আছে, তাদের কাছেও আবেদন রাখতে চাই ত্রিপুরাতে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে, সেই সব দলের কাছেও আবেদন রাখতে চাই যে এটাকে আপনারা সেভাবে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না—ত্রিপুরাতে যারা সমাজবিরোধী রয়েছে, ত্রিপুরাতে যে সাম্প্রদায়িক শক্তি রয়েছে ত্রিপুরাতে যে মুনাফাখোর এবং কালাবাজারী রয়েছে অথবা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন জীবনকে বিপন্ন করে তোলার চেষ্টা করছেন অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাদের বিরুদ্ধে মিলিত ভাবে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই আইনকে সমর্থন করেন যাতে চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় আর এই আশা রেখে আমি বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার—এখানে আমি একটা ঘোষণা করছি যে মাননীয় সদস্যদের কাছে যে সংশোধনীগুলি দেওয়া হয়েছে তাতে মূল বিলের মধ্যেই একটা ভুল রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে ক্লজ ১৪ সাব-ক্লজ ৬ পেইজ ১০ এর লাষ্ট লাইনে যেখানে "the words may extend to" আছে তারপরে the words 'two years or with fine' ইনসার্ট করতে হবে।

বিলের উপর আলোচনা অসমাপ্ত রইল। হাউস আগামী ২৪শে জানুয়ারী ১৯৮০ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—'A'

Admitted starred question No. 128.
By Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Minister in charge of the Secretariat Administration be pleased to state—

প্রশ্ন ১। ইহা কি সত্য রাজ্য সচিবালয়ে নিযুক্ত কতিপয় টাইপিষ্ট এল. ডি, এ্যাসিষ্টেন্টকে

কনসোলিডেটেড পে (consolidated pay) দেওয়া হচ্ছে,

প্রশ্ন ২। সত্য হলে, তার কারণ।

উত্তর

উত্তর ১। হ্যাঁ।

উত্তর ২। নিয়োগ নীতি অনুযায়ী যাহারা টাইপ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন পরবর্ত্তী উত্তীর্ণ সময় সাপেক্ষ তাহাদিগকে কনসোলিডেটেড্ পে (consolidated pay) দেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 175
By Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of (Home Department A. R. Department) be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দুর্নীতির মাধ্যমে গড়া সম্পত্তির তদন্তের জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

২। নিয়ে থাকলে জানুয়ারী ১৯৭৮ইং থেকে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ং পর্য্যন্ত দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পত্তি গড়েছেন এরকম কতটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ? এবং

৩। এই সম্পত্তির মালিকদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। দুর্নীতির মাধ্যমে গড়া কোন সম্পত্তির খবর সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে পাওয়া গেলে E. and A. Organ- এর মাধ্যমে তদন্ত করা হয়।

২। জানুয়ারী ১৯৭৮ইং থেকে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং পর্য্যন্ত মোট ২৩টি দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পত্তি গড়নের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

৩। এই ২৩টি দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পত্তি গড়নের ঘটনার মধ্যে ১টি মাত্র ঘটনার তদন্ত করা শেষ হইয়াছে। কিন্তু অভিযোগটি তদন্তের পর সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। অবশিষ্ট অভিযোগ-গুলি তদন্তাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 216.
By Shri Samar Choudhury M. L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৪ই নভেম্বর খোয়াই মহকুমার জাম্বুরা সিনিয়র বেসিক স্কুলটি দুষ্কৃতকারীদের হাতে আগুণে ভষ্মীভূত হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকলে এই সকল দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করা এবং তাদের বিরুদ্ধে

ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকার কি কি করেছেন ?

উত্তর

১। হাঁা।

২। খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (নং ৪(১২)৭৯)। পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য জোর তদন্ত করিতেছেন।

Admitted Starred Question No. 235.

By Shri Harinath Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সপ্তম লোকসভা নির্বাচনী প্রচার কার্যে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করার জন্য রাজ্যের কোন্ মন্ত্রীর কত টাকা বিল উঠেছে ?

উত্তর

১। সপ্তম লোক সভা নির্বাচনী প্রচার কার্য্যে রাজ্যের মন্ত্রীরা সরকারী গাড়ী ব্যবহার করার জন্য যতটাকা বিল হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

মন্ত্রীদের নাম	দপ্তর	যতটাকা বিল উঠেছে
১	২	৩
১। শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী	মুখ্যমন্ত্রী	টা: ২,২২৯/৭৫ প:
২। „ দশরথ দেব	শিক্ষামন্ত্রী	টা: ২,৬৭১/৫০ প:
৩। „ বীরেন দত্ত	রাজস্বমন্ত্রী	টা: ১,৫০৩/৭৫ প:
৪। „ অনিল সরকার	শিল্পমন্ত্রী	টা: ৩,০১৪/২৫ প:
৫। „ দীনেশ দেববর্মা	পঞ্চায়েত মন্ত্রী	টা: ১,৮৩৩/০০ প:
৬। „ আরবের রহমান	বনমন্ত্রী	টা: ২,২১৭/০০ প:
৭। „ যোগেশ চক্রবর্তী	কারামন্ত্রী	টা: ১৬/৫০ প:
৮। „ ব্রজগোপাল রায়	পরিসংখ্যান মন্ত্রী	টা: ১,৮৯০/০০ প:
৯। „ বৈদ্যনাথ মজুমদার	পূর্তমন্ত্রী	টা: ৩২১/০০ প:
১০। „ বিবেকানন্দ ভৌমিক	স্বাস্থ্যমন্ত্রী	টা: ২,০৩০/৫০ প:
১১। „ বাজুবন রিয়াং	প্রাক্তন মন্ত্রী	টা: ১৩২/০০ প:
	মোট :—	টা: ১৭,৮৫৯/২৫ প:

Admitted Question No. 259

Shri Niranjan Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased

to state ;—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, গত ৮ই ডিসেম্বর ৭৯ ইং তারিখে রাত আনুমানিক ১০টার সময় টাকার জলা পদ্মমোহন পাড়ার শ্রী গিরীন্দ্র দেববর্মার ঘরে একদল দুষ্কৃতিকারী প্রবেশ করে- তাহাকে আক্রমণ করে ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে, পুলিশের তরফ থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। না, ৮ই ডিসেম্বর, ৭৯ ইং এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "B"

Admitted unstarred question No 34.

By Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গরীব ও প্রান্তিক চাষীদের ব্যাঙ্ক হইতে সুলভে ঋণ দেওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

২। কোন ব্যাঙ্ক ত্রিপুরার কোন্ এলাকায় ঋণ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়াছেন তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এবং কোন্ এলাকায় কত টাকা ঋণ দিয়াছেন ? বিভাগ ভিত্তিক হিসাব কি ?

৩। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ঐ সকল ব্যাঙ্ক হইতে বিলিকৃত মোট ঋণের পরিমাণ কত এবং বর্ত্তমান সরকারের আমলে কোন্ কোন্ এলাকায় ব্যাঙ্ক সম্প্রসারিত হইয়াছে, ঐ সকল এলাকার নাম।

উত্তর

১। যে সমস্ত চাষীর শস্য খরায় নষ্ট হইযাছে তাহাদের নূতন করিয়া ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান ও পূর্ব্বের ঋণ যাতে সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সরকার ষ্ট্যাম্প ডিউটি মকুব করিয়া দিয়াছেন।

২। ঋণ দানের সুবিধার জন্য গাঁও সভাগুলিকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আওতায় দেওয়া হইয়াছে। কোন্ গাঁওসভা কোন্ ব্যাঙ্কের আওতায় আছে তাহা সঙ্গীয় "ক" তালিকায় দেওয়া গেল। (এই তালিকা অবশ্য) সংশোধনের অপেক্ষায় আছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে ৩০-৯-৭৯ ই পর্য্যন্ত

প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ৭,১৩,৬৯,০০০ টাকা। উক্ত টাকার বিভাগ ভিত্তিক, এলাকা ভিত্তিক হিসাব সরকারের হাতে নাই।

৩। ৩০-৯-৭৯ ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কৃষি শিল্প ও কর্ম্ম সংস্থান খাতে মোট ৭,১৩,৬৯,০০০ টাকা ঋণ দিয়াছেন।

বর্ত্তমান সরকারের আমলে নিম্নলিখিত এলাকা সমূহে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হইয়াছে।

১। সদর
- বিক্রমনগর
- খয়েরপুর
- যোগেন্দ্রনগর
- শালবাগান

২। খোয়াই
- খোয়াই
- তেলিয়ামুড়া

৩। সোনামুড়া
- নলছর
- বক্সনগর

৪। বিলোনিয়া
- বিলোনিয়া
- ঋষ্যমুখ
- বড় পাথারি

৫। উদয়পুর
- শালঘরা
- গোকুলপুর

৬। অমরপুর
- অমরপুর
- নূতন বাজার

৭। সাবরুম
- মনু বাজার
- শিলাছড়ি

৮। ধর্ম্মনগর
- ধর্মনগর
- মাছমারা

৯। কৈলাসহর
- কৈলাসহর

তালিকা—ক

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁও সভার নাম

ব্যাঙ্কের নাম	ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম
(১)	(২)	(৩)
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	মোহনপুর	১। ইন্দ্রনগর
		২। কুঞ্জবন
		৩। দেবেন্দ্র নগর
		৪। তমাকারি
		৫। ধুমরাই কারি
		৬। তৈচুংখান বাড়ী
		৭। চাঁদপুর
		৮। বৈকুণ্ঠপুর
		৯। কনকছড়া
		১০। সুরেন্দ্র নগর
		১১। বড় কাঠাল

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁও সভার নাম

১	২	৩
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	বিশালগড়	১২। ভুকলি
		১৩। বাধারঘাট
		১৪। যোগেন্দ্র নগর
		১৫। আনন্দনগর
	পানিসাগর	১৬। দেওয়ান পাশা
		১৭। হাফলং
		১৮। রাজনগর
	কুমারঘাট	১৯। পাবিয়াছড়া
		২০। বেতছড়া
		২১। কাঞ্চন ছড়া
		২২। পূর্ব্ব করমছড়া
		২৩। পশ্চিম করমছড়া
		২৪। পূর্ব্ব মাছলি
		২৫। পশ্চিম মাছলি
ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	মোহনপুর	১। সুবল সিং
		২। মেঘলি বন্দ
		৩। বালুরবান্দ
		৪। চাঁদখোলা
		৫। উত্তর দশ ঘরিয়া
		৬। দক্ষিণ দশ ঘরিয়া
		৭। বগাবিল
		৮। মনতলা
		৯। মণ্ডাই
		১০। শিবনগর
		১১। পাটনি পাড়া
		১২। আশীগড়
		১৩। মন্দাই নগর
		১৪। ওয়াকি নগর
		১৫। খেংরাই
		১৬। হরবং

	ব্যাঙ্কভিত্তিক গাঁওসভার নাম	
	২	৩
		১৭। দীন কোবরা পাড়া
		১৮। কাশীরাম বাড়ী
	বিশালগড	১৯। মধ্য ঘনিয়ামারা
		২০। পাথালিয়া ঘাট
		২১। অমরেন্দ্র নগর
		২২। গোলদাউ বাড়ী
		২৩। প্রমোদ নগর
		২৪। লক্ষ্মীবীল
		২৫। কৃষ্ণকিশোর নগর
		২৬। গোপী নগর
		২৭। গোলাঘাটি
		২৮। বড়জলা
		২৯। রামনগর
		৩০। আমতলী
ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	বিশালগড	৩১। পদ্মনগর
		৩২। প্রতাপগড়
		৩৩। কাঞ্চন মালা
	মেলাঘর	৩৪। শানমুড়া (রাজস্ব মৌজা)
		৩৫। চন্দ্রপুর ,,
		৩৬। ভাটি অভয় নগর ,,
		৩৭। উজান অভয় নগর ,,
		৩৮। ধলেশ্বর ,,
		৩৯। বেলুয়ারচর
		৪০। রহিমপুর
		৪১। বক্সনগর
		৪২। কলম চোরা
		৪৩। কলসী মুড়া
		৪৪। আনন্দ নগর
		৪৫। নিদয়া
		৪৬। বীরেন্দ্র নগর

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁওসভার নাম

তালিকা—ক

১	২	৩
ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক	মেলাঘর	৪৭। কাঠালিয়া
		৪৮। মহেশ পুর
		৪৯। বিরামপুর
		৫০। পাহাড় পুর
		৫১ ধনপুর
		৫২। চনডুল
	খোয়াই	৫৩। পশ্চিম লক্ষীছড়া *
		৫৪। পূর্ব্ব বাচাই বাড়ী
		৫৫। পশ্চিম বাচাই বাড়ী
		৫৬। শিকারী বাড়ী
		৫৭। পূর্ব্ব চাম্পাছড়া
		৫৮। পশ্চিম চাম্পাছড়া
		৫৯। পূর্ব্ব রাজ নগর
		৬০। পশ্চিম রাজ নগর
		৬১। আশারাম বাড়ী
		৬২। বেহালা বাড়ী
		৬৩। পূর্ব্ব সিংহিছড়া
		৬৪। পশ্চিম সিংহি ছড়া
	মাতাবাড়ী	৬৫। কাকড়াবন
		৬৬। পালাটানা
		৬৭। রাণী
		৬৮। শিলাঘাটি
		৬৯। পূর্ব্ব মিরজামঠ
		৭০। ধূপতলি
		৭১। গঙ্গাছড়া
		৭২। মিরজা
		৭৩। উত্তর মহারাণী
		৭৪। লক্ষীপতি
		৭৫। উত্তর ব্রজেন্দ্র নগর
		৭৬। দক্ষিণ ব্রজেন্দ্র নগর
		৭৭। কিল্লা
		৭৮। ছয় ঘরিয়া

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁওসভার নাম

		৩
মাতাবাড়ী	৭৯।	উত্তর বড়মুড়া
	৮০।	কাচিগাং রিজার্ভ ফরেষ্ট
	৮১।	কুপিলং
	৮২।	শালঘরা
	৮৩।	আমতলী
	৮৪।	গোকুলপুর
	৮৫।	পিত্রা
অমরপুর	৮৬	অম্পি নগর
	৮৭।	ছনগাং
	৮৮।	তৈডু
	৮৯।	তৈছালং
	৯০।	জামবুক ছড়া
	৯১।	ভাগীরথ পাড়া
	৯২।	দলপতি পাড়া
	৯৩।	রতন নগর
	৯৪।	পশ্চিম গণ্ডাছড়া
	৯৫।	জগবন্ধু পাড়া
	৯৬।	তৈচাকমা
	৯৭।	পূর্ব পোটাছড়া
	৯৮।	লক্ষীপুর
	৯৯।	বুলংবাশা
	১০০।	কমলা খাল
	১০১।	মুকছড়ি
	১০২	রামনগর
	১০৩।	পূর্ব্ব রাইমা
	১০৪।	পশ্চিম রাইমা
রাজনগর	১০৫।	রাজনগর
	১০৬।	শ্রীরামপুর
	১০৭।	কমলপুর
	১০৮।	বরপাথারি

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁও সভার নাম

রাজনগর	১০৯। পিপাড়িয়া খোলা
	১১০। পাইখোলা
	১১১। রাঙ্গামুড়া
বগাফা	১১২। পূর্ব্ব পিলাক
	১১৩। মধ্য পিলাক
	১১৪। পশ্চিম পিলাক
	১১৫। জোলাই বাড়ী
	১১৬। কলসী
	১১৭। বীরেন্দ্রনগর
	১১৮। লক্ষীছড়া
	১১৯। পূর্ব্ব চরকবাই
সাতচাঁদ	১২০। শিলাছড়ি
	১২১। ঘোড়াকাপা
	১২২। শ্রীনগর
	১২৩। আমলিঘাট
	১২৪। কৃষ্ণনগর (বিলোনীয়া)
	১২৫। মাধবনগর
	১২৬। কৃষ্ণনগর (সাবরুম)
পানিসাগর	১২৭। কদমতলা
	১২৮। ফুলরাড়ী (চোরাইবাড়ী)
	১২৯। সরসপুর
	১৩০। কুর্তি
	১৩১। ব্রজেন্দ্রনগর
	১৩২। সরলা
	১৩৩। লক্ষীনগর
	১৩৪। শনিছড়া
	১৩৫। বাগপাসা
	১৩৬। পানিসাগর
	১৩৭। পেচুছড়া
	১৩৮। জলেবাসা

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁও সভার নাম।

১	২	৩
ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক	পানিসাগর	১৩৯। রউয়া
		১৪০। বিলথৈ
		১৪১। তিলথৈ
		১৪২। দেওছড়া
		১৪৩। রামনগর
		১৪৪। উত্তর পদ্মবিল
		১৪৫। দক্ষিণ পদ্মবিল
		১৪৬। উপথাপালি
		১৪৭। পেচারথল
		১৪৮ আন্ধারছড়া
		১৪৯। নবীন ছড়া
		১৫০। নলকাটা
		১৫১। করালছড়া
		১৫২। ধনিছড়া
		১৫৩। উত্তর মাছমারা
		১৫৪। দক্ষিণ মাছমারা
	কাঞ্চনপুর	১৫৫। লালজুড়ি
		১৫৬। উজান মাছমারা
		১৫৭। শিবনগর
		১৫৮। শান্তিপুর
		১৫৯। জমারাইপুর
		১৬০। হামপুই
		১৬১। সাবুল
		১৬২। ভাংসাং
		১৬৩। কাঞ্চনছড়া
		১৬৪। কাঞ্চনপুর
		১৬৫। ভাংমুন
		১৬৬। সাতনালা
		১৬৭। মনুছৈলেংটা রিজার্ভ ফরেষ্ট
		১৬৮। দশমনিপুর
		১৬৯। ভাশদা

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁওসভার নাম

১	২	৩
ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক	কাঞ্চনপুর	১৭০। তৈছামা
		১৭১। খসিরামপাড়া
		১৭২। লম্বাছড়া
		১৭৩। কালাপানিয়া
	কুমারঘাট	১৭৪। ফটিক রায়
		১৭৫। কুমারঘাট
		১৭৬। রাধানগর
		১৭৭। রাজকান্দি
		১৭৮। কৃষ্ণনগর
		১৭৯। গোকুলনগর
		১৮০। সোনাইমুড়ি
		১৮১। পূর্ব রাতাছড়া
		১৮২। পশ্চিম রাতাছড়া
		১৮৩। দুধপুর
		১৮৪। মাছলি
		১৮৫। পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী
	ছামনু	১৮৬। লালছড়া
		১৮৭। ছৈলেংটা
		১৮৮। ময়নামা
		১৮৯। গয়নামা
		১৯০। দুর্গাছড়া
		১৯১। জয়চন্দ্রপাড়া
		১৯২। উত্তর লংতরাই
		১৯৩। পশ্চিম ছামনু
		১৯৪। মানিকপুর
		১৯৫। পূর্ব ছামনু
		১৯৬। সেণ্ট্রাল ক্যাচমেণ্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট
		১৯৭। মনু ছৈলেংটা রিজার্ভ ফরেষ্ট
		১৯৮। দেও রিজার্ভ ফরেষ্ট

ব্যাঙ্কভিত্তিক গাঁওসভার নাম

১	২	৩
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	মোহনপুর	১। বড়জলা
		২। লঙ্কামুড়া
		৩। বামুটিয়া
		৪। কলকলিয়া
		৫। বিজয়নগর
		৬। তারানগর
		৭। পূর্ব দেবেন্দ্র নগর
		৮। চম্পক নগর
		৯। বেলবাড়ি
		১০। চাম্পাবাড়ি
		১১। জিরানিয়া খোলা
		১২। ভৃগুদাস পাড়া
		১৩। তুলাকোণা
		১৪। বৃদ্ধনগর
		১৫। মজলিসপুর
		১৬। রাধাকিশোর নগর
		১৭। পূর্ব বড়জলা
		১৮। জয়নগর
		১৯। বন্‌কিম নগর
		২০। রাধামোহনপুর
	বিশালগড	২১। শ্রীনগর
		২২। প্রভাপুর
		২৩। রতনপুর
	মেলাঘর	২৪। উত্তর রামনগর (রাজস্ব মৌজা)
		২৫। রণজিত নগর ,,
		২৬। রামপুর ,,
		২৭। মিনাবাড়ী ,,
		২৮। কালিকাপুর ,,
		২৯। জয়নগর ,,
		৩০। পশ্চিম জয়নগর ,,
		৩১। রাজনগর ,,

ব্যাঙ্কভিত্তিক গাঁওসভার নাম

১	২	৩	
	মেলাঘর	৩২। রামসুন্দর নগর	রাজস্ব মৌজা
		৩৩। দক্ষিণ রামনগর	,,
		৩৪। চান্দিনামুড়া	,,
		৩৫। নবদ্বীপচন্দ্র পাড়া	
		৩৬। খেদাবাড়ী	
		৩৭। আড়ালিয়া	
		৩৮। ফুলুবাড়ী	
		৩৯। মতিনগর	
		৪০। বেজিমারা	
		৪১। শোভাপুর	
		৪২। বড়দোয়াল	
		৪৩। দুর্লভ নারায়ণ	
		৪৪। মেলাঘর	
		৪৫। গ্রাণতলি	
		৪৬। তেলকাজলা	
		৪৭। রুদিজলা	
	খোয়াই	৪৮। দক্ষিণ পদ্মবিল	
		৪৯। উত্তর রামচন্দ্র ঘাট	
		৫০। বেলছড়া	
		৫১। উত্তর পদ্মবিল	
		৫২। গণকি	
		৫৩। সোনাতলা	
		৫৪। চেবরী	
		৫৫। পাহাড়মুড়া	
		৫৬। গৌরাঙ্গ নগর	
		৫৭। পূর্ব রামচন্দ্র ঘাট	
	মাতাবাড়ী	৫৮। বাগমা	
		৫৯। মগপুষ্করিনী	
		৬০। গর্জি	
		৬১। বগাবাসা	
		৬২। বৈষ্যাবাড়ী	

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁওসভার নাম

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	মাতাবাড়ী	৬৩। দক্ষিণ বড়মুড়া
		৬৪। দক্ষিণ মহারণী
		৬৫। বিলপাড়া
		৬৬। জামজুরি
	অমরপুর	৬৭। মালবাসা
		৬৮। ডুলুমা
		৬৯। রাজপ্রসাদ চৌধুরী কলোনী
		৭০। করবুক আদর্শ কলোনী
		৭১। লেঙ্গাছড়া
		৭২। জলেয়া
		৭৩। নূতন বাজার
		৭৪। চেলাগাং
		৭৫। লাবচা চৌধুরী পাড়া
	বিলোনীয়া	৭৬। কলাবাড়িয়া
		৭৭। সোনাইছড়ি
		৭৮। ঋষ্যমুখ
		৭৯। সরসিমা
		৮০। বাঁশপতুয়া
		৮১। ঈশান চন্দ্র নগর
		৮২। মতাই
	বগাফা	৮৩। রতনপুর
		৮৪। কাঠালিয়াছড়া
		৮৫। পূর্ববগাফা
		৮৬। পশ্চিম চরকবাই
		৮৭। পশ্চিম বগাফা
		৮৮। লাউগাং
		৮৯। বেতাগা
		৯০। মুহুরীপুর
	শাঁতচাদ	৯১। চালিতা বংকুল
		৯২। দক্ষিণ মনুবংকুল

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁও সভার নাম।

১	২	৩
	সাঁতচাদ	৯৩। বিষ্ণুপুর
		৯৪। সোনাইছড়ি
		৯৫। বৈ॰ বপুর
		৯৬। পশ্চিম লুদুয়া
		৯৭। পূর্ব্ব সাক্রুম
		৯৮। রাজধরপুর
		৯৯। হরিণা
		১০০। ব্রজেন্দ্রনগর
		১০১। পূর্ব্ব জলেফা
		১০২। পশ্চিম জলেফা
		১০৩। দলুবাড়ি
		১০৪। গোরাচাঁদ
	নিসাগর	১০৫। ইছাইলালছড়া
		১০৬। কামেশ্বর
		১০৭। ভাগ্যপুর
		১০৮। হুরুয়া
		১০৯। প্রত্যেকরায়
		১১০। বরুয়াকান্দি
		১১১। রাধাপুর
		১১২। যুবরাজনগর
		১১৩। ধুপিরবান্দ
		১১৪। রাগনা
		১১৫। গঙ্গানগর
	রঘাট	১১৬। শ্রীরামপুর
		১১৭। সামরুপাড়
		১১৮। জারুলতলি
		১১৯। ফুলতলি
		১২০। বিলাসপুর
		১২১। কাউলিকোরা
		১২২। গৌরনগর

ব্যাঙ্কভিত্তিক গাঁও সভার নাম।

১	২	৩
	কুমারঘাট	১২৩। ঈশানপুর
		১২৪। চনতাই
		১২৫। উত্তর ধুমাছড়া
		১২৬। গোলধারপুর
		১২৭। দক্ষিণ ধুমাছড়া
		১২৮। কাঠালছড়া
		১২৯। মনু
		১৩০। লংতরাই রিজার্ভ ফরেষ্ট
	সেলেমা	১৩১। কমলপুর
		১৩২। ছোট সুরমা
		১৩৩। হালাহালি
		১৩৪। নওয়াগাঁও
		১৩৫। লেম্বুছড়া
		১৩৬। মাণিক ভাণ্ডার
		১৩৭। বিলাসছড়া
		১৩৮। কালাছড়ি
		১৩৯। নাগবংশি
		১৪০। ছনকুপ
		১৪১। দুরাই
		১৪২। দেবীছড়া
		১৪৩। হালাহালি
		১৪৪। অপরেশ কর
		১৪৫। বড়লুথমা
		১৪৬। কাঞ্চনপুর
		১৪৭। কমলাছড়া
		১৪৮। কুলাই
		১৪৯। নালিছড়া
		১৫০। লালছড়া
	তেলিয়ামুড়া	১৫১। তেলিয়ামুড়া
		১৫২। মোহরছড়া

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক গাঁওসভার নাম

১	২	৩
	তেলিয়ামুড়া	১৫৩। দক্ষিণ পুলিনপুর
		১৫৪। সরদুকরকরাই
		১৫৫। উত্তর গোকুলনগর
		১৫৬। কৃষ্ণপুর
		১৫৭। লক্ষ্মীপুর
		১৫৮। তেলিয়ামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট
		১৫৯। কমলনগর
		১৬০। ঘিলাতলি
		১৬১। উত্তর পুলিনপুর

PROCEEDING OF TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace, Agartala on Thursday, the 24th January, 1980 at 11-00 a. m.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in rhe Chair, Chief Minister, 8 (eight) Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

STARRED QUESTION

Mr. Speaker :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—কোশ্চেন নং ৪০।

শ্রী দশরথ দেব :—কোশ্চেন নং ৪০।

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় সুনির্দিষ্ট (ফিক্সড) বেতনে কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত আছেন?

২। সুনির্দিষ্ট বেতনের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়মিত বেতন হারের আওতায় আনার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

৩। যদি কোন পরিকল্পনা থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় ১,৭২৭ জন শিক্ষক শিক্ষিকা সুনির্দিষ্ট বেতনে কর্মরত আছেন।

২। হ্যাঁ

৩। সুনির্দিষ্ট বেতনে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে যাহাতে নিয়মিত বেতনের আওতায় আনা যায় সরকারের সেইরূপ পরিকল্পনা আছে। বর্তমান আর্থিক বছর থেকে

পর্য্যায়ক্রমে এই নীতি রূপায়ণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। হাউসের অবগতির জন্য জানান হচ্ছে যে বর্তমান আর্থিক বছরে মাধ্যমিক স্তরে সুনির্দিষ্ট বেতন কর্মরত ৩০০ শিক্ষক শিক্ষিকাকে নিয়মিত বেতনক্রমের আওয়াতায় আনার জন্য সরকারী অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। এই কাজ শীঘই শুরু করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—কোশ্চেন নং ১০৯।

শ্রী দশরথ দেব :—কোশ্চেন নং ১০৯।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে কতটি হাইস্কুল ও দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের ছাত্রাবাস ও খেলার মাঠ নির্মাণের পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন ?

২। রাজ্যের দুর্গম ও সীমান্তবর্তী স্থানে নবনির্মিত দামছড়া হাইস্কুলের জন্য উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ২টি হাইস্কুল এবং ২টি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের ছাত্রাবাস ও খেলার মাঠ নির্মাণের সরকারী পরিকল্পনা আছে।

২। এটা নাই—তবে দামছড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুলের '৮০ সালে নবম শ্রেণী আরম্ভ করার কথা আছে। সেখানে একটি ছাত্রাবাস আছে এছাড়া আর কোন নূতন ছাত্রাবাস খোলার কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন্ কোন্ হাইস্কুলে এবং কোন্ কোন্ দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য সরকারী পরিকল্পনা আছে জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পদ্মপুর ১২শ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিলথৈ ১২শ শ্রেণী বিদ্যালয়ের জন্য এবং কালাছড়া হাইস্কুলের খেলার মাঠের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ করা হইলেও খেলার মাঠ করতে বিলম্ব হবে। দুর্গারাম রিয়াং হাইস্কুলের খেলার মাঠের কাজ কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। কাঞ্চনপুর ১২শ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস, কদমতলা ১২শ শ্রেণী বিদ্যালয়ের জন্য দুইটি ছাত্রাবাস, জম্পুই হাইস্কুলের এবং পেচারথল হাই স্কুলের ছাত্রাবাস একসটেনশানের জন্য প্রস্তাব আছে। পূর্ত দপ্তরের এষ্টিমেট পাওয়ার পর প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হবে।

শ্রী নকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে মোট ক'টি হাইস্কুলে এবং ক'টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ছাত্রাবাস আছে এবং ক'টিতে ছাত্রাবাস নাই ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার এর জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :– মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জবাবে বুঝা যায় বিলথৈ ১২শ শ্রেণীর বিদ্যালয় ধর্মনগরের মধ্যে যেখানে সব চেয়ে বেশী ছাত্রছাত্রী আছে, সেখানে কোন ছাত্রাবাস-এর পরিকল্পনা নাই। সেখানে কতদিনের মধ্যে এই পরিকল্পনা নেওয়া হবে ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা পরে দেখা যাবে। তবে এখন কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন কোন স্কুলের খেলার মাঠের জন্য ফুড্‌ফর ওয়ার্কের টাকা মঞ্জুর হওয়ার পরও সেখানে খেলার মাঠ হচ্ছে না, এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নির্দিষ্ট স্কুলের নাম যদি মাননীয় সদস্য জানান তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চন্দ্রাইপাড়া স্কুলের জন্য ৩৫ হাজার টাকা স্যাংশান করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে খেলার মাঠ হয় নাই, এই সম্পর্কে জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে জবার দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুমন্ত দাস।

শ্রীসুমন্ত দাস :—কোয়েশ্চান নং ১৩৮।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১৩৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ১২১ জন কংগ্রেসীকে খুন করেছেন—এই মর্মে ২রা অক্টোবর কমিটি নামক একটি সংস্থার অভিযোগ গত ১২ই নভেম্বর সন্ধ্যা আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়েছিল—এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি ?

২। থাকলে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

৩। আকাশবাণী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে বিভ্রান্তিমূলক খবর প্রচার করছেন এই মর্মে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কি ?

উত্তর

১। এই সংবাদ সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত আছেন।

২। একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সরকার থেকে এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করা হয়েছে।

৩। হঁ্যা।

শ্রীসুমন্ত দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গত ১১ই নভেম্বর নলছড়ে ২রা অক্টোবর কমিটির একটা সভা হয়েছিল যার কথা জনগণ জানেন না। অথচ পাশাপাশি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায় একই দিন সেখানে একটা সভা করেছেন এবং প্রায় ১ হাজার লোক সেখানে

উপস্থিত ছিলেন সেই খবর আকাশবাণী থেকে প্রচার না করে একটা বিভ্রান্তিমূলক খবর প্রচার করলেন যার সংগে একজন সরকারী কর্মচারীর নাম জড়িত—এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী কিছু বলবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে বলার কিছু নাই। মাননীয় সদস্য এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, আকাশবাণী থেকে এই ধরনের অসত্য সংবাদ পরিবেশনের পর সরকার থেকে আপত্তি জানান হয়েছে বলেছেন। এর পর মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে কি না যে আকাশবাণী থেকে কোন বিষয় সংবাদ পরিবেশনের আগে রাজ্য সরকার থেকে কন্‌ফারমেশান নিয়ে নেওয়া হবে?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে সরকারী খবর যেটা দেওয়া হয়, সেই সম্পর্কে সরকার থেকে কন্‌ফারমেশন নেওয়া উচিত, কিন্তু কন্‌ফারমেশন নেওয়া হয় বলে কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীবিমল সিংহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোন্ কোন্ সময় সরকারের প্রেস রিলিজকে ডিসটার্ট করে আকাশবাণী থেকে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এই সম্পর্কে কোন ষ্টেপ নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই যে আকাশবাণী তো রাজ্য সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি এই হাউসের বক্তব্য তারা বিকৃত করে পরিবেশন করছেন। এই সব ব্যাপারে কয়েকবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখানকার একজন স্পেশিয়েল অফিসার রয়েছেন ; কিন্তু কোন প্রতিকার হয়েছে বলে আমি মনে করি না। বিষয়টি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আনবার জন্য চেষ্টা করব। এখন নূতন সরকার হয়েছে, যেভাবে তারা সংবাদ বিকৃত করছেন সেটা খুবই দুঃখজনক। এটা করা উচিত নয়। এই বিষয়ে আমি মাননীয় সদস্যদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে বিষয়টি আমরা তুলব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আকাশবাণী থেকে খবর প্রচারিত হয় যে ত্রিপুরা যুব সমিতি থেকে বামফ্রন্টে যোগ দিয়েছে। অথচ আমরা এই রকম কোন ব্যক্তি খুঁজে পাই না। এই বিভ্রান্তিকর সংবাদ সরকার বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে বিকৃত প্রচারের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা কি রাজ্য সরকারের সংস্থা, যে রাজ্য সরকার বললেই এইটা আকাশবাণী পড়ে দেবে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা নয়। আমি এইগুলির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই হাউসের সামনে আমি তথ্য পরিবেশন করেছিলাম যে খরার সময়ে ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে অতিরিক্ত খরচ করার জন্য দিয়েছেন। আকাশবাণী থেকে আমি নিজে শুনলাম যে এক কোটি বাদ পড়ে একুশ লক্ষ হয়ে গেল। এখানে এত দায়িত্বশীল লোক আছেন কিন্তু এক কোটি বাদ দিয়ে একুশ লক্ষ পড়া হল এটা তাদের কাছ থেকে আশা করি নাই। এই ধরনের সংবাদ তারা পরিবেশন করছেন।

শ্রীবিমল সিংহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আকাশবাণীতে এই বিধান সভার কমেণ্টে দেখা যায় যে ত্রিপুরাতে অনেকগুলি সংবাদ পত্র ছোট, মাঝারী সেখানে আছে এবং ন্যাশনাল ডেইলীজের সংবাদ দাতারাও আছেন কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় বিশেষ দুই একজন ভাগ্যবান সমস্ত কমেণ্টারী করে বাকী সমস্ত রকমের সাংবাদিকদেরকে বঞ্চিত করার পেছনে কোন রকমের কারণ আছে কি না এবং যদি থেকে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ২রা অক্টোবর কমিটির একজন কর্মচারী এই সংবাদটা পরিবেশন করেছিলেন এবং সরকার এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীশিবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২রা অক্টোবর কমিটির সম্পাদক তিনি এই বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন। তার এক্সপ্লেনেশন কল করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এই ১২১ জনের নাম তুমি দাও।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫৫, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৫৫।

প্রশ্ন

১) বেকওয়ার্ড কম্যুনিটির অন্তর্গত জনসাধারণ কি কি বিশেষ সুযোগ সুবিধা সরকার হইতে পাইতে পারেন?

২) এই সুযোগ সুবিধাগুলি তাহারা পাইতেছেন কি?

৩) যদি না পান তবে এই সুযোগগুলি বেকওয়ার্ড কম্যুনিটির লোকদের যথাযথভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করিবেন কি?

উত্তর

১) তপশিলীজাতি ও তপশিলী উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় ছাড়াও রাংখল, মণিপুরী, নাগরচি বা শঙ্খকর, তাঁতী, যোগী বা নাথ এবং কাপালী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীগণকে শিক্ষাগত

সুযোগ সুবিধা সরকার হইতে দেওয়া হইতেছে। এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীগণকে এই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

ক) পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ, (খ) প্রিমেট্রিক স্কলারশীপ, (গ) বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড, (ঘ) এটেনডেন্স স্কলারশীপ, (ঙ) পোষাক সরবরাহ, (চ) বুক গ্র্যাণ্ট, (ছ) টিউশন ফিস।

২) হ্যাঁ।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বেকওয়ার্ড কম্যুনিটির জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন কোটা আছে কি না?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক ঠিক এই ধরণের কিছু নেই। কারণ চাকুরীর ব্যাপারটা কনষ্টিটিউশনে যেটা দেওয়া হয়েছে সেইভাবে রিজার্ভেশন থাকে। বেকওয়ার্ড কম্যুনিটির জন্য ভারতবর্ষে কনষ্টিটিউশনে চাকুরীর জন্য কোন রিজার্ভেশন নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এদেরকে সিডিউল্ড কাষ্ট হিসাবে ট্রিট করার কোন সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করতে পারেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :—আমরা সরকারে আসার পর এই কাপালী এবং শব্দকর এদেরকে সিডিউল্ড কাষ্ট হিসাবে গণ্য করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছি। এখন পার্লামেণ্টে রাষ্ট্রপতির অর্ডার যখন তারা অ্যামেণ্ডমেণ্ট করবেন তখন এটা হতে পারে কিন্তু আমাদের পক্ষে এটাকে ইনক্লুড করা সম্ভব নয়।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই বেকওয়ার্ড কম্যুনিটির যারা আছেন তাদেরকে যে সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া হয় সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়? এটা কি জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে না অন্যান্য কোন বিষয় আছে। যদি জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয় তাহলে জনসংখ্যার কত পার্সেনটেজ অনুযায়ী তাদেরকে সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মনিপুরী—এদেরকে বেকওয়ার্ড কম্যুনিটি না ধরে সিডিউল কাষ্ট হিসাবে ধরার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মণিপুরী সিডিউল্ড কাষ্ট নয়, তারা নিজেরাই সিডিউল্ড কাষ্ট মনে করেন না।

শ্রীগোপাল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বেকওয়ার্ড কম্যুনিটিতে যারা আছে, তারা পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ বা প্রিমেট্রিক স্কলারশীপ পায়। তাদের স্কলারশীপ কত হারে দেওয়া হয় সেটা জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—এটা দু রকম আছে। পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ যেটা সেটা হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রী যারা আছে ১১ শ্রেণী উত্তীর্ণ তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুসারে পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ দেওয়া হয়। তবে এ ব্যাপারে কিছু বার আছে। ঐ সব স্কলারশীপ নিতে গেলে ঐ ফ্যামিলির মাসিক ইনকাম ৭৫০ টাকার মধ্যে হতে হবে। তারপর আছে প্রিমেট্রিক স্কলারশীপ। যারা ৯ম এবং ১০ম শ্রেণী উত্তীর্ণ তাদের মাসে ৩০ টাকা করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া আছে দৈনিক ৩ টাকা হারে। আর অ্যাটেনডেন্স দেখে বছরে যে ১০ টাকা করে দেওয়া হয় এটা শুধু মাত্র ছাত্রীদের জন্য। যে সব ছাত্রী বছরে শতকরা ৭৫ দিন উপস্থিত থাকবে তাদের উৎসাহিত করার জন্য এই টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। আর অষ্টম শ্রেণীর ছাত্ররা যারা শতকরা বছরে ৫০ দিন উপস্থিত থাকে তাদের উৎসাহিত করার জন্য ২ সেট জাঙ্গিয়া ও ফ্রক দেওয়া হয়। আর বুক যেরূপ হয় সিডুল কাষ্টস্ ও সিডুল ট্রাইবসের ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হয় ঠিক সেরূপ তাদের দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীগোপাল দাস :—এই যে সুযোগ সুবিধা এটা কবে থেকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—এটার ডেট আমার কাছে নেই। তবে আমরা এটা চালু করেছি।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইসব সুযোগ সুবিধা ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তবে সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবসের ছেলে মেয়েরা সে সুযোগ সুবিধা ঠিকই পাচ্ছে। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—হতে পারে। তবে শুধু মাত্র ব্যাক ওয়ার্ড কমিউনিটির ছেলে মেয়েরা এ সুযোগ পাচ্ছে না তা নয়। সিডুল কাষ্টস এবং সিডুল ট্রাইবস ছেলে মেয়েরাও এ সুযোগ সুবিধা থেকে কিছু বাদ যাচ্ছে। এটা আমরা ভাল করে দেখব, যাতে সবাই ঠিক ভাবে সুযোগ সুবিধা পেতে পারে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ব্যাক ওয়ার্ড কমিউনিটির ছেলে এবং মেয়েদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে দেওয়ার কথা সে সম্বন্ধে সার্কুলার ডিপার্ট-মেণ্ট থেকে স্কুলগুলিতে পাঠানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—আমি খোঁজ করে দেখবো।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩।

প্রশ্ন

১। আগরতলায় পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে কি কি কারণে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় চালু করতে বিলম্বিত হচ্ছে ?

৩। এ ব্যাপারে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। আছে।

২। উপযুক্ত বাড়ীঘর, শিক্ষক, ছাত্র এবং আর্থিক বরাদ্দের অভাবে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এখনই চালু করা সম্ভব নয়।

৩। আগরতলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পোষ্ট গ্রেজুয়েট সেণ্টারটি আছে তাহর উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে উহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা যায়।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এ ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে যে সব পর্য্যবেক্ষকরা আসিয়াছিলেন তারা তাদের রিপোর্ট রেখেছেন। এছাড়া রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাবেন কি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় করার জন্য ?

শ্রীদশরথ দেব :—এর রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নি। তবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বরাবরই দাবী করে যাচ্ছে।

ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনায় আগরতলা পোষ্ট গ্রেজুয়েট সেণ্টারের জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য হইয়াছে ৬০ লক্ষ টাকা। এই টাকায় সূর্য্যমনি নগরে প্রস্তাবিত পোষ্ট গ্রেজুয়েট সেন্টার কেম্পাস নির্মাণ সম্ভব নয় বলিয়া কলেজ টিলায় বর্ত্তমান কেন্দ্রে অতিরিক্ত স্থান সঙ্কুলানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ইহা ব্যতীত সূর্য্যমনি নগরে জমি দখল, কাঁটা তারের বেড়া এবং পরিকল্পনা ও নক্সা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৮।

প্রশ্ন

১। বাসে ছাত্র কনসেশন্ চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমান সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত ইহা চালু করা সম্ভব হবে ?

৩। এ বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পরিকল্পনাটা এখন তৈরী করা হচ্ছে।

৩। এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—বাসে ছাত্র কনসেশন্ দিলে আনুমানিক কত টাকা খরচ হতে পারে সরকারের তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—পরিকল্পনা তৈরী হলে পর বলতে পারব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—বে-সরকারী বাসগুলি যাতে ছাত্রদের কনসেশন্ দেয় সে জন্য সরকার থেকে কোন অনুরোধ রাখা হবে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—টি. আর. টি. সি.তে এটা চালু হলে তখন অনুরোধ রাখব। আগে পরিকল্পনা রূপায়িত হউক, তারপরে আমরা বে-সরকারী বাসগুলির কাছে অনুরোধ রাখব

মিঃ স্পীকার—শ্রী স্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রী স্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৫।

শ্রী দশরথ দেব—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খোয়াই শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এর টাকা একত্রে খোয়াই পোষ্ট অফিসে জমা ছিল?

২। সত্য হলে উক্ত ফাণ্ডের সম্পূর্ণ টাকা কি বর্ত্তমান উক্ত পোষ্ট অফিসে জমাকৃত অবস্থায় আছে?

৩। না থাকলে উক্ত টাকা কে, কখন, কি কারণ বশতঃ ব্যবহার করিয়াছিলেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। উক্ত স্কুলের প্রাক্তন সম্পাদক মহাশয় তৎসময়ে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দেওয়া বাবতে ঘাটতি পূরণের জন্য মোট ৩৫,৪৮০ টাকা ব্যবহার করেছিলেন।

প্রশ্ন

৪। কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ স্কুলের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকগণে-এর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা কি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে?

৫। না দেওয়া হলে কবে পর্যন্ত উক্ত টাকা শিক্ষকগণকে ফেরৎ দেওয়া হবে?

৬। উক্ত পোষ্ট অফিসে একত্রে জমাকৃত উপরোক্ত স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মোট টাকার পরিমাণ কত?

৭। শিক্ষক কর্মচারীদের প্রত্যেকের নামে ইণ্ডিভিজুয়েল এ্যাকাউন্ট খোলার কি কোন অন্তরায় আছে?

৮। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই অন্তরায় দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

৪। না।

৫। জমাকৃত প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পূর্ব্ব বর্ণিত ঘাটতি পূরণ হইলেই অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

৬। মং ১০,৫৩৪.৯৯ পয়সা।

৭। না।

৮। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীস্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে ১৯৭১-৭২ ইং সালে

পোষ্ট অফিসে ঐ স্কুলের জমাকৃত টাকার মধ্যে কিছু টাকা তোলা হয়েছিল এবং বাকী টাকা তোলা হয়নি। কিন্তু ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় সম্পূর্ণ টাকা তোলা এবং ব্যয় হয়েছে বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই, তবে আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীবাদল চৌধুরী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন কোন বে-সরকারী স্কুলে এই রকম প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়ে নয় ছয়ের ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং ঐ টাকাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য বে-সরকারী স্কুলগুলিকে সরকার অধিগ্রহণ করার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, বে-সরকারী স্কুলগুলির শিক্ষকরা যাতে রীতিমত বেতন পান তার জন্য বামফ্রণ্ট সরকারে আসার পর বে-সরকারী স্কুলগুলির সেণ্ট পার্সেণ্ট গ্র্যাণ্ট সরকার বহন করেছেন। আগে ঐ স্কুলগুলিকে ৯০ পার্সেণ্ট সরকার দিতেন এবং বাকী ১০ পার্সেণ্ট ম্যানেজমেণ্টকে দিতে হত। কাজেই, যেহেতু সেণ্ট পার্সেণ্ট টাকা গভর্ণমেণ্ট দিচ্ছেন, সেহেতু ঐ সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের বেতন না পাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। আর প্রাইভেট স্কুলগুলিকে গভর্ণমেণ্ট টেক-আপ করার বিষয়ে চিন্তা করছেন। তবে সব স্কুল বে-সরকারী স্কুল গুলিকে আমরা টেক-আপ করাব, এমন কোন সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছাই নি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সরকারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পান বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঐ সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার,সরকারী এবং বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সুযোগ সুবিধার মধ্যে যাতে কোন রকম পার্থক্য না থাকে, তার জন্য গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড রুলসের পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। যদি এরকম কোন পার্থক্য থাকে তাহলে সরকারের দৃষ্টি আনলে সেটা তদন্ত করে দেখা যাবে।

শ্রীমতিলাল সরকার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্যে দেখা যায় যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করেন। কাজেই ঐ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কিনা। কারণ কনসেণ্ট ছাড়া প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা তোলা আইনতঃ শুদ্ধ হয় না, সুতরাং এসম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নেবেন জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭১-৭২ ইং সালে। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠেছে, সে তথ্য আমার কাছে নাই। ডিপার্টমেণ্ট থেকে খোঁজ নিয়ে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীখগেন দাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ঘাটতি পূরণ হলে মাষ্টার মহাশয়দের টাকা পয়সা দেওয়া হবে। কিন্তু আমি এমন জানি শিক্ষকও আছেন যারা দিন

এনে দিন খাচ্ছেন না উপবাসও থাকছেন। তাহলে কবে এই ঘাটতি পুরণ হবে এবং এখন যে ৭০ হাজার টাকা আছে, তা থেকে যারা রিটায়ার করেছেন তাদেরকে টাকা দেওয়া হবে কিনা মাননীয়মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। তবে গ্র্যান্ট-ইন-এইড রুলস অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট একবার টাকা দিলে, পুনরায় টাকা দিতে পারে না। তবে এই পরিস্থিতি-টাকে কিভাবে এডযাষ্ট করা যায়, সে সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীস্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন বাদ বাকী টাকা তৎকালীন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর তুলে নিয়ে খরচ করেননি এবং ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় সম্পূর্ণ খরচ হয়েছে বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। এই বত্রিশ হাজার টাকা বাদে বাকী টাকা স্কুল কমিটির সেক্রেটারী তুলেছিলেন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে, এটা কি সত্য ?

শ্রীদশরথ দেব—এটা আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নং ১২৭ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নং ১২৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে সারা ত্রিপুরায় টি. আর. টি. সির কতটি সার্ভিস বাস চালু আছে ?

২। বিভাগ এবং রুট ভিত্তিক হিসাব কি ?

৩। বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে এর সংখ্যা কত ছিল ?

৪। খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুরে টি. আর. টি. সির কোন অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করছেন কিনা ?

৫। হয়ে থাকলে কবে নাগাদ এর কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১। বর্তমানে মোট ৯০টি নির্দ্দিষ্ট বাস সার্ভিস (উভয় দিকে) আছে।

২। ক) উত্তর ত্রিপুরা— ২৬টি (উভয় দিকে) নির্দ্দিষ্ট।

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা— ১৪টি (উভয় দিকে) নির্দ্দিষ্ট।

গ) পশ্চিম ত্রিপুরা ৫০টি (উভয় দিকে) নির্দ্দিষ্ট।

৩। মোট ৭৪টি (উভয় দিকে) নির্দ্দিষ্ট।

৪। না।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এবং রুট ভিত্তিক হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে চেয়েছিলাম ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, একটা বাস তো আর একটা বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকে না, সেই জন্য এইভাবে হিসাবটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, কোন রুটে কতটি বাস চলছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কি বলতে চাইছেন সেটা পরিষ্কার না, তবে আমার কাছে যে তথ্য আছে আমি তা হাউসে পরিবেশন করেছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ন্যাশনাল রোডগুলিতে কোন বেসরকারী বাস চলাচল করছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটাতো প্রশ্নেই জবাব দেওয়া আছে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, শর্ট ডিস্টেন্স প্যাসেঞ্জারদিগকে টি. আর. টি. সির কোন টিকিট দেওয়া হয় না। সেটা অত্যন্ত ভীরের জন্য হতে পারে অথবা অন্যান্য অসুবিধার জন্যও হতে পারে। এই ব্যাপারে সহজতর পদ্ধতিতে যাত্রীদিগকে টিকিট দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এ বিষয়টি সরকারের গোচরে আগেও এসেছে। এই ভাবে রাস্তার মাঝখানে টিকিট কাটা খুব ভাল ব্যাপার নয়। কলকাতাতে ট্রামগুলিতে আগে থেকেই টিকিট ছাপা থাকে, সে টিকিট কণ্ডাক্টর হিসাব করে নিয়ে যায় এবং তার পর সেই টিকিট কেটে দেয়। এই পদ্ধতিটা অনেক সহজ। তাতে কত টিকিট কাটা হল না হল, তার হিসাব করা যায়। আমরা জানি অনেক যাত্রী পয়সা দেন অথচ টিকিট পান না অথবা কেউ টিকিট ছাড়াই যাতায়াত করেন। কাজেই এইগুলি কমাবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি অন্য কোন পদ্ধিত উদ্ভাবন করা যায় কি না।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, টি, আর, টি, সির. যে বাসগুলি রাস্তায় বিকল হয়, রাস্তার মধ্যে ষ্টেপেজগুলিতে যদি সারাইয়ের ব্যবস্থা থাকে তাহলে সে বাসগুলিকে আবার চালু করা যায়। কিন্তু দেখা গেছে যে এই বাসগুলিতে ঠিক করার জন্য আগরতলা থেকে ম্যাকানিকস আনতে হয় যার ফলে বাস চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশন গুলিতে কোন ম্যাকানিকসের বা পারটসের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে এরকম করতে পারলে সুবিধা হবে কিন্তু সব সুবিধা এতে হবে না। কারণ সব পার্টস তো আর সব জায়গাতে রাখা সম্ভব নয়। দূর পাল্লার যে সমস্ত বাসগুলির রাস্তার মাঝখানে যদি এরকম সেণ্টার করা যায় তাহলে সুবিধা হয় কুমারঘাটে কোন বাস যদি বিকল হয় তাহলে সেটাকে ধর্মনগর অথবা আগরতলায় টেনে আনতে হয়, এই অসুবিধাকে অতিক্রম করা যায় কিনা সেটা নিশ্চয়ই পরীক্ষার ব্যাপার।

শ্রী নিরঞ্জন দেব :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী কি জানাবেন এই ৯০টি বাস যথেষ্ট কিনা। যদি না হয় তাহলে এই সংখ্যা আরও বাড়াবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী স্যার, আমরা আরো কিছু বাস শীঘ্রই রাস্তায় দিচ্ছি, কিছু অর্ডারও চলে গেছে। খুব সম্ভবতঃ আমরা প্রায় ৪০টির মত নতন বাস দিতে পারবো। রেলওয়ের সঙ্গে আমরা

টি, আর, টি, সি, এখন সুরু করেছি। রেলওয়ের কাছে আমরা বেশ কিছু টাকা চেয়েছি, এটা পেলেই আমরা আরো কিছু বাস চালাতে পারবো। কাজেই মাননীয় সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো যে, আরো কিছু বাস আমরা রাস্তার দিতে পারবো।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ৪১নং প্রশ্নে খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুরে কিছুদিন আগে সেখানকার মহকুমা শাসক বাস ষ্ট্যাণ্ড স্থাপন করার জন্য সেখানে একটা জায়গা নির্দিষ্ট করেছিলেন, সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কোন তথ্য এসেছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা ঠিক যে, খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থেকে যে বাসগুলি আগরতলায় আসে, তাতে কল্যাণপুরের যাত্রীদের পক্ষে সে বাসে উঠা একটু অসুবিধা হয়। সে জন্যই সরকার থেকে এটা পরীক্ষা করে দেখা হবে যে, খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুরে অন্ততঃ ২/১ টা বাস চালু করা যায় কিনা এবং সেটা যখন স্কীম নেওয়া হবে তখন হয়তো কল্যাণপুরে একটি বাস ষ্ট্যাণ্ড স্থাপন করা হবে।

শ্রী বিদ্যা দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সারা ত্রিপুরায় ৯০টা বাস আছে, তার মধ্যে কয়টা নূতন এবং কয়টা পুরাণ এবং এটা কি সত্য খোয়াই মহকুমায় সমস্ত কনডেম বাস চালানো হয়ে থাকে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার গাড়ীগুলি অত্যন্তঃ পুরানো তা ঠিক, সেগুলি মেরামত করার পর খুব বেশী দিন চালু রাখা সম্ভব হয় না। মাননীয় সদস্যরা জানেন এইগুলি মেরামত করার ভাল ব্যবস্থা নেই। এইগুলি আমাদের কলকাতায় পাঠিয়ে মেরামত করতে হয় এবং তাতে প্রচুর টাকা পয়সা খরচ হয়। কাজেই এটা ঠিক নয় যে, খোয়াইয়েই সমস্ত খারাপ বাস পাঠানো হয়, বিভিন্ন রাস্তার সেইসব বাস চালানো হয়ে থাকে।

শ্রী বিদ্যা দেববর্ম্মা :—স্যার, আমার তো আর একটা প্রশ্নের উত্তর বাকী রয়ে গেছে, এই ৯০টা বাসের মধ্যে কয়টা নূতন এবং কয়টা পুরানো ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার,, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২।

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২।

প্রশ্ন

১। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে সাব জোনেল ও জোনেল স্পোর্টস এর জন্য কত টাকা সরকারী বরাদ্দ আছে,

উত্তর

২। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে বর্ত্তমান বৎ হইতে প্রতিটি সাব-জোনেল স্পোর্টস এর জন্য ৭৫ টাকা হারে মোট ১৫০ টাকা শরৎ ও শীত কালীন ক্রীড়া বাবত বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রত্যেক জোনাল স্পোর্টস সেণ্টারের জন্য ১৫০ টাকা হারে মোট ৩০০ টাকা শরৎ ও শীত কালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বাবত বরাদ্দ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন	উত্তর
২। সাধারনতঃ কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে সাব জোনেল স্পোর্টস' ও কয়টি সাব জোন নিয়ে একটি জোনেল স্পোর্টস' সংগঠিত হওয়ার নিয়ম বর্ত্তমানে আছে ?	২। বর্ত্তমানে সাধারনতঃ ৫ থেকে ১০টি জুনিয়ার বেসিক এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুল নিয়ে একটি সাব জোন হয় এবং দূরত্ব ভেদে ২ থেকে ৫টি সাব-জোনেল স্পোর্টস' সেণ্টার হইয়া থাকে।

শ্রীকেশব মজুমদার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৫ থেকে ১০টি জুনিয়ার বেসিক এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুল নিয়ে একটি সাব-জোন হয় এবং তাতে অনেক প্রতিযোগিতা থাকে এবং তাতে ইভেণ্ট থাকে ২৭টার উপরে কিন্তু যখন প্রাইস বিতরন করা হয় তখন দেখাযায় চুলের কাটা থেকে আরম্ভ করে চিরুণী এবং আলপিন পর্যন্ত থাকে কারণ এই ৭৫ টাকা দিয়ে তার চাইতে আর ভাল জিনিষ দেওয়া যায় না এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে মনে হয় যে খেলার উন্নতি খুব বেশী হবে না। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই টাকার অংক আরো বাড়িয়ে দেওয়া হবে কি না যাতে খেলোয়াড়দের ঐকান্তিকতার ভাব বাড়ানো যায় ?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন টাকা কম, এটা আমরা বুঝি। ১০০ টাকা যেখানে ছিল সেখানে বাড়িয়ে এখন ডাবল করা হয়েছে। টাকা বাড়াতে হলে তো বাজেটের দরকার। বাজেটের অংক যদি কম থাকে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও বাড়ানো যাবে না। দামী দামী পুরস্কার দিতে পারলেই কি খেলাধুলার উন্নতি হবে। তবে সরকার এদিকে ভাল নজরই রাখছেন যাতে খেলাধুলার মান উন্নত করা যায় এবং বাজেটে টাকার অংক বাড়ানো গেলেই সেটা করা সম্ভব হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, একটা সাব-জোনেল খেলা কিন্তু সেখানে আমরা দেখেছি খেলার পরিবেশ থাকে না এবং আগে খেলার মধ্যে যে কমলালেবু বিতরণ করা হতো এখন সে সমস্ত কিছুই করা হয় না কাজেই খেলা-ধূলার পরিবেশ থাকে না। কাজেই সেই দিক থেকে পুরানো পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং টাকার অংক বাড়ানো হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা পুরানো দিনের দিকে যাব না। আমরা সামনের দিকে যাব। এখানে টাকার অংক বাড়ানো সত্বেও বর্ত্তমানে জিনিষ পত্রের যে দাম বেড়েছে এবং আমাদের যে বরাদ্দ আছে, তার চেয়ে বেশী আর করা সম্ভব নয়। তবে আমরা চেষ্টা করবো কতদূর উন্নতি করা যায়।

শ্রীকেশব মজুমদার—স্যার, আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের জন্য। বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা যখন খেলতে যায় তখন তাদের সাধারণতঃ প্রাইজের দিকে নজর থাকে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১২।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১২।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ ইং এর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরায় কেরোসিন তেল সংকটের কারণ কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় কেরোসিন তৈল সংকটের কারণ সমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল :—

(ক) আসামের বর্তমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এবং এজন্যে তিনসুকিয়া, ডিগবয় প্রভৃতি স্থানে কারফিউ বলবৎ থাকায়,

(খ) উত্তর সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃক ডিগবয় ও তিনসুকিয়া হইতে কেরোসিন বুকিং এর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হওয়ায়,

(গ) ডিগবয় ও তিনসুকিয়া হইতে তেল প্রেরণের ব্যাপারে রেল কতৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনের তুলনায় অল্প সংখ্যক পাহাড় অঞ্চলের জন্য তেল বহনকারী রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করায়।

২। ক) আসাম অয়েল কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী উভয়কেই যথেষ্ট অনুরোধ করা হইয়াছে, যাহাতে ত্রিপুরায় কেরোসিন তৈল পাঠানোর ব্যাপারে তাহারা তৎপর হয়।

(খ) উত্তর সীমান্ত রেল কতৃপক্ষকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা হইয়াছে যাহাতে তাহারা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তেল আসার জন্য ধর্মনগর পর্যন্ত তেল বহনকারী প্রচুর সংখ্যক রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করেন।

(গ) ভারত সরকারের পেট্রোল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে যাহাতে ত্রিপুরায় কেরোসিন তেল সংকট দুর করার ব্যাপারে তেল পাঠানোর কাজে ত্বরান্বিত করা হয়।

(ঘ) ধর্মনগর উদ্দেশ্যে যে সমস্ত তেল বহনকারী রেল ওয়াগন পাঠানো হইয়াছিল সেইগুলিকে ধর্মনগর রেল ষ্টেশন পর্যন্ত পৌছার ব্যাপারে রেল কতৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য এখানকার খাদ্য বিভাগ হইতে অফিসার পাটানো হয়েছিল।

(ঙ) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এই বিষয় হাতে নিয়াছেন ও রাজ্যপালের এবং প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করিতেছেন।

শ্রীতরনীমোহন সিন্‌হা— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে তেল সংকট, এই সময়ে বাজারে অধিক মূল্যে তেল ব্ল্যাকে বিক্রি করা হত। এই তেল কোথা থেকে আসত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব— না, এটা জানা নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— এই তৈল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যাতে সংকট সৃষ্টি না হতে পারে তার জন্য সরকার বাফার ষ্টক গড়ে তোলার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা এই বিধান সভাতে বলেছেন, তা এই সময়ে বাফার ষ্টক করা হচ্ছে নাকি আদৌ বাফার ষ্টক গড়ে উঠে নাই, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—বাফার ষ্টক আমাদের আগে ছিল। নির্ব্বাচনের আগে কিছু ষ্টক করা হয়েছিল। কিন্তু গত ২ মাসের মধ্যে কোন তেল আমাদের ত্রিপুরাতে আসে নাই। এখনও আমরা গাড়ী ঘোড়া চালাচ্ছি। এটা বাফার ষ্টক না থাকলে হত না। তবে মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য আমি একটা হিসাব দিচ্ছি। নভেম্বর ১৯৭৯-৮০ সালে যে পরিমাণ তৈল খরচ হয়েছে তা হল ৭৮০ কিলোলিটার, আমাদের বরাদ্দ ছিল ১২৬৩ কিলোলিটার, ডিসেম্বরে ১১১২ কিলোলিটার এবং আমাদের বরাদ্দ ছিল ১২৫০ কিলোলিটার। কাজেই আমাদের যা ব্যয় হয়েছে তার চেয়ে কম পেয়েছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরাতে এই তৈল কোন কোন সংস্থা কর্তৃক আনা হয় তেল সংকট দূর করার জন্য সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং কি কি ব্যবস্থা ছিল?

শ্রীদশরথ দেব :—তেল আনে আই, ও, সি, ও এ, ও, সি, তাদের নিজস্ব বিভিন্ন জায়গায় এজেন্ট আছে। সিভিল সাপ্লাই ডাইরেক্টলি কোন তেল আনে না। একটা হিসাব থাকে। তারা ডিষ্ট্রিবিউশানের সময় নজর রাখে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—শ্রী অখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৩৭।

শ্রীঅনিল সরকার :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৩৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে তাঁত শিল্প ডবি বসানোর কোন স্কীম আছে কি?

২। যদি থাকে তবে গত ২ বৎসরে কত সংখ্যক তাঁতে বসান হইয়াছে?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে তাঁত শিল্পে কেবলমাত্র ডবি বসানোর কোন স্কীম নাই। তবে অন্যান্য উন্নতমানের সরঞ্জামের মধ্যে ডবিও সরবরাহের স্কীম সরকার তৈরী করেছেন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—গত আড়াই বৎসর যাবৎ ত্রিপুরায় তাঁত শিল্প, শ্রমিক ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন আছে। তারা এই দাবী করে আসছেন কেন সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না, তার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—ত্রিপুরাতে তাঁত শিল্পের কেবলমাত্র ডবি বসানোর জন্য কোন স্কীম ছিল না। ৭৫ ভাগ ভর্ত্তুকীতে উন্নতমানের তাঁতশিল্পের যন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য স্কীম আছে তাতে যদি কেউ সেই ডবির জন্য আবেদন করে তাহলে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। আগামী

২ বছরের মধ্যে আমি চেষ্টা করছি ডবি চালু করার যে প্রশিক্ষণ তাদের যে অভিজ্ঞতা দরকার তার জন্য তাদেরকে পশ্চিম বাংলায় যেখানে ডবি প্রচলিত আছে সেখানে ট্রেনিং এর জন্য পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা বরাবর আবেদন রাখছি এখানে যাতে উইভারস সেণ্টার খোলা হয়। আমরা উইভারস সেণ্টার খোলার অনুমোদন পেয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি ইতিমধ্যে খোলার জন্য। আমরা চেষ্টা করছি এই সেণ্টার ত্রিপুরাতে ১৩ টি খোলার জন্য। সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনগুলির মধ্যে এই ডবিটা চালু করা যায়। আগে কোন ডবি ছিল না।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—বহুদিন যাবৎ ত্রিপুরাতে ডিজাইন সেণ্টার নামে ডবি বসানো হয় এবং গত আড়াই বৎসর যাবত সেখানো ৫ জন এক্সপারট সেটাকে পরিচালনা করছেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরে সেখানে ডবি বসানোর কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই এর কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উঠে না। কাজেই আমি ত বললাম বিগত দিনে বিভিন্ন কারণে এই ডবি চালু করা সম্ভব হয় নাই। তবে আমরা এখন চেষ্টা করব।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—আগামী ২ বছরের ডবি বসানোর যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন, সেই সময় সীমাকে কমিয়ে আনা যায় কিনা তা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই মাননীয় সদস্য বুঝে নিতে পারেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৪৯

শ্রীদশরথ দেব :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৪৯

প্রশ্ন

১। রাজ্যে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি উন্নয়ন নিগমের কাজ চলতি বছরের মধ্যে ব্লক পর্য্যায়ে সম্প্রসারিত হবে কিনা,

২। হলে কবে পর্য্যায় হবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আগরতলাতে যদি এটা বলা থাকে এবং এটা যদি ব্লক পর্য্যায়ে না হয়ে থাকে তাহলে সামগ্রিকভাবে যেসমস্ত কর্মসূচী আছে, যেমন সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবদের জমি রাখা বা অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করা তা আগরতলাতে বসে বসে কি করে সম্ভব এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবদের জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের দপ্তর আছে। বোর্ড অফ ডাইরেক্টর করপোরেশনের যে সিদ্ধান্ত নেবেন তার ভিত্তিতেই দপ্তরগুলি এই ব্যাপারে সাহায্য করবে।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কর্পোরেশান তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য যেসমস্ত করছেন কর্পোরেশান তাতে চলতি আর্থিক বছরে কতজন তপশিলী জাতি এবং উপজাতিকে সহায়তাদানে সাহায্য করবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—২টি কর্পোরেশানের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের প্রথম মিটিং হয়। সেই বোর্ড অফ ডাইরেক্টরই মিটিং করে ঠিক করবে কতজনকে দেওয়া যায়।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাসের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি। প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হল :- "গত ২১শে জানুয়ারী রাত্রে কমলপুরের হালাহালিতে সি. পি আই (এম) অফিস ঘরে হরমোহন নমশূদ্রকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত সম্পর্কে" আমি মাননীয় সদস্যকে এই প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই প্রস্তাবের উপর বিবৃতি রাখার জন অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার আমি এ সম্পর্কে ২৫শে জানুয়ারী বলব।

মিঃ স্পীকার--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই প্রস্তাবের উপর ২৫শে জানুয়ারী বিবৃতি দেবেন। আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আমি পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহার কাছ থেকে। নোটিশের বিষয়বস্তু হল :-

"গত ১৭. ১. ৮০ ইং রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় গণ্ডাছড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে এবং ক্ষয়-ক্ষতির সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্যকে এই প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই প্রস্তাবের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজকে উত্তর দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে উত্তর দেওয়ার পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি এটার উপরও ২৫শে জানুয়ারী বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই প্রস্তাবের উত্তর ২৫শে জানুয়ারী দেবেন। আমি আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাসের কাছ থেকে। নোটিশের বিষয়বস্তু হল :- "সম্প্রতি জিরাণীয়া বাজারে (সদর) অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্যকে এই প্রস্তবটি উত্থাপনের জন্য সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে আমি এই প্রস্তাবের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজকে এই প্রস্তাবের উত্তর দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে এ সম্পর্কে উত্তর দেওয়ার পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যর, আমি এটা সম্পর্কে ২৫শে জানুয়ারী বলব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে কালকে বলবেন। আজ দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাসের আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশের উপর বিবৃতি দেন। নোটীশের বিষয়বস্তু হল : "ত্রিপুরা ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার্স' এসোসিয়েশন কর্তৃক আহূত ২৮শে জানুয়ারী ১৯৮০ সাল থেকে ওয়ার্ক টু রুল সম্পর্কে।" এই সম্পর্কে বলার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার্স' এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবী বিশেষ করে পে স্কেল. নিয়োগনীতি এবং ইঞ্জিনীয়ার্স'দের অন্যান্য চাকুরী সংক্রান্ত দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি রাজ্য সরকার পেয়েছেন। এই স্মারকলিপি প্রেরণের পূর্ব্বে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নন-প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্স সহ সমতুল্য বিভিন্ন দাবী রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত হয়েছিল।

আমি গত ৬ই ডিসেম্বর ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার্স' এসোসিয়েশনের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে-ছিলাম। তখন তাদের সমস্ত দাবী দাওয়াগুলো বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছিল। মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন—বামফ্রন্ট সরকার সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবীদাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। সেই অনুসারে আমি সরকারের পক্ষ থেকে ইঞ্জিনীয়ার্স'দের বিভিন্ন সমস্যা সহানুভূতি সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলাম।

সকল স্তরের কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সংক্রান্ত সকল সমস্যা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খতিয়ে দেখার জন্য সরকার ইতিমধ্যে একটি পে কমিশন গঠন করেছেন। পে কমিশনের শর্ত্তাবলী ব্যাপক।

ইঞ্জিনীয়ার্স' এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিষয়গুলি মূলতঃ পে কমিশনের নিকট উপস্থাপিত করার বিষয়। এটি হলো এ উদ্দেশ্যে গঠিত স্বাধীন সংস্থা। অতএব এ মুহূর্ত্তে কোন বিশেষ শ্রেণীর কর্মচারীর বিশেষত ইঞ্জিনীয়ারদের বেতন কাটামো সংশোধন বা পুনর্গঠন সম্ভবপর সমীচীন নয়।

মাননীয় সদস্যগণ, এতে একমত হবেন যে—এজাতীয় কার্য্যাবলীতে শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম-চারীদের পক্ষ থেকে অনুরোপ দাবী দাওয়া উত্থাপিত হবে না, উপরোক্ত এই উদ্দেশ্যে গঠিত পে-কমিশনের আসল উদ্দেশ্যও ব্যাহত হবে।

প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজস্ব নিয়োগনীতি পদোন্নতির পদ্ধতি, বেতন কাঠামো এবং সকল শ্রেণীর কর্মচারী বেতন কাঠামোতে সমতা রক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দ্দেশাবলী রয়েছে। মনে হয়, বাস্তবিক পক্ষে ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমাহোল্ডার ইঞ্জি-নীয়ারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। আমার পরামর্শ হবে সে সকল বিরোধ এড়িয়ে চলা। কোন দল কিম্বা প্রশাসনিক মান অথবা কারিগরী দক্ষতারও

মান যাতে কোন ভাবে ব্যাহত না হয় সেটা দেখা সরকারের আসল দায়িত্ব।

প্রারম্ভে আমি যে সকল দাবী দাওয়ার উল্লেখ করেছি, সেগুলোর আর বিস্তৃত আলোচনা করতে চাইনা—কারণ সেগুলি পে কমিশনই খতিয়ে দেখবেন। পে কমিশনের সুপারিশের পরেও, যদি কোন অসামঞ্জস্যতা থাকে তা সংশোধনেরও সুযোগ রয়েছে। সরকার পরিচালনে প্রকৃত পক্ষে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাদের প্রতি যাতে সুবিচার হয়, তা দেখাই হবে সরকারের লক্ষ্য। কিন্তু জনগণের স্বার্থ রক্ষাই হলো সবচেয়ে মুখ্য কাজ। জনগণের সেবার জন্যই হচ্ছে সকল শ্রেণীর কর্মচারী।

আমার বিশ্বাস ইঞ্জিনীয়ারদের সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান যথা সময়ে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশনকে আমি অবহিত করেছি। আমি আশা করি, ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশন এমন কোন পন্থা অবলম্বন করবেন না যাতে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্রশ্রেণীর লোকদের কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর রূপায়ণ ব্যাহত হয়।

শ্রী খগেন দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে যে ওয়ার্কস টু রুলের কথা বলা হয়েছে, তার মানে কি নিয়ম মাফিক কাজ? নিয়ম মাফিক কাজের কথা যদি বলা হয় তাহলে সে ৮ ঘণ্টা কাজ করার জন্য তারা চাকুরীতে বহাল হয়েছেন, তাহলে তারা কি নিয়ম মাফিক কাজ বলতে বুঝাতে চান যে তারা নিয়ম মাফিক কাজ করেন না, আর এই জন্যই কি তারা সরকারকে হুমকী দিচ্ছেন! আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এটা জানতে চাই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার নিয়ম মাফিক কাজ বলতে তারা ঠিক কি বুঝাতে চান, সেটা আমার জানা নাই। তবে ইঞ্জিনীয়ারদের যে কাজ, সেটার কোন সময় ঠিক করা নাই, তাদের কাজ কোন সময় বেশী থাকে, আবার কোন সময় কম থাকে। তাই সমতা রক্ষা করে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ছুটাছুটি করতে হয়। সেই দিক থেকে তারা যদি নিয়ম মাফিক কাজ করেন তাহলে সরকারের কিছু অসুবিধা ঘটতে পারে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, অনেক সময় দেখা যায় তারা প্রাইভেট প্রেকটিস করছেন, এই প্রাইভেট প্রেকটিসের মানেটা কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রাইভেট প্রেকটিস বলতে ওরা কি বুঝাচ্ছেন আমার জানা নাই তবে আমার সঙ্গে আলোচনার সময়ে ওরা বলেছিলেন যে ডাক্তারদের যদি প্রাইভেট প্রেকটিস না করার জন্য নন্-প্রেকটিসিং এলাউন্স দেওয়া হয়, তবে ওরাও পেতে পারে আর না হয় ওদেরকেও প্রাইভেট প্রেক্টিস করার জন্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত।

শ্রী বিমল সিনহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, প্রাইভেট প্রেকটিস বলতে ইঞ্জিনীয়াররা যা বুঝাচ্ছেন তাতে আমার মনে হচ্ছে যে আগে পি, ডাব্লিও-র একটা রুলস ছিল সে রুলস অনুযায়ী ২ বা ৩ লক্ষ টাকার কোন কাজ কোন কন্ট্রাক্টার যদি করেন' তাহলে তাদের একটা আন-এমপ্লয়মেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারকে রাখতে হত। ইদানিং দেখা যাচ্ছে কাজের বহর যতই

বাড়ছে সে রুলসটা ধামা-চাপা পড়ে যাচ্ছে এবং বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের এমপ্লয়মেণ্ট পটেনশিয়েলিটি যতটা হওয়া দরকার তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি নিজেরাই সেটা নিতে চান কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমার জানা নাই।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে ইঞ্জিনীয়াররা কত বেতন পান এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার তুলনায় তারা কম বা বেশী পাচ্ছেন কিনা ? দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এইযে ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে যারা প্রধানতঃ ডিগ্রিহোলডার, তারা এই কথাটা বলেন কিনা ? এবং ডিপ্লোমা হোল্ডার ইঞ্জিনীয়ার যারা আছেন, তাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে তা সত্বেও তারা কাদের কথা বলছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ১ম প্রশ্নের জবাবটা এখন আমার কাছে নেই তাই দুঃখিত। তবে আমরা খতিয়ে দেখেছি যেমন পশ্চিমবঙ্গ বা আরও কয়েকটা স্থানের সঙ্গে তুলনা করে মূল যে বেতন কাটামো আমরা দেখছি সেটা খুব বেশী তফাৎ নয়। কোন কোন রাজ্যের সঙ্গে তুলনায় মোটেই তফাৎ নয়। ২য় প্রশ্নের জবাব যেটা মাননীয় সদস্য করেছেন ডিপ্লোমা হোলডারদের এবং ডিগ্রী হোল্ডারদের মধ্যে যে মত পার্থক্য আছে সেটা আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি। সেটা হচ্ছে যে প্রমোশন অপারচুনিটিজ-এর দিক দিয়ে বর্তমানে যে রেশিও আছে তারা সেটার পরিবর্ত্তনের পক্ষে ;

শ্রী বিমল সিনহা :— পয়েণ্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ারস এসোসিয়েশান দাবী করেছেন ওদের নন-প্রেকটিসিং এলাউন্স ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু দেখা গেছে যে এম. আই, এফ, সিতে হাজার হাজার পাম্প কেনা হচ্ছে কিন্তু সেগুলি পরীক্ষা করছেন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার অর্থাৎ সংস্কৃতের অধ্যাপকহয়ে পড়াচ্ছেন ফিজিক্স্। এই ধরনের ব্যাপার হচ্ছে অথচ তাদের দাবি-দাওয়ার কোথাও আমরা দেখলাম না যে প্রতি বৎসর ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়াররা বেরুচ্ছেন তাদের সম্পর্কে কোন কথা তারা বলতে পারেন নাই কেবল মাত্র এক তরফা তারা দাবি করে যাচ্ছেন এ সম্পর্কে তাদের দাবি সনদের মধ্যে কোথাও লেখা আছে কিনা যে মেকানিকেল ইঞ্জিনীয়ারদের প্রভিশন করার জন্য এমপ্লয়মেণ্ট পটেনশিয়েলিটি বাড়ানোর জন্য এমন কোন কিছু দাবি তারা করছেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সেটা সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য নেই কারণ যা দাবিতালিকা আছে সেটা সম্পর্কে যদি মাননীয় স্পীকার অনুমতি দেন তবে আমি সংক্ষেপে তা উত্থাপিত করব। মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে প্রশ্ন এখানে তুলেছেন যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্যের স্কেল কি দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে আমরা দেখেছি যে আমাদের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের যে পে স্কেল আছে এবং পশ্চিম-বঙ্গের যে পে স্কেল আছে তা একই। এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ারের যে পে স্কেল আছে এবং পশ্চিমবঙ্গে যে পে স্কেল আছে তাতে আমাদের আছে ১৫,০০—১৮,০০ আর স্পেশাল পে ২০০ রিভাইজড্ স্কেল ১৬,০০—১৯০০ স্পেশাল পে ২০০ আর পশ্চিমবঙ্গে রিভাইজড্ আছে

১৯,০০—২১,০০ স্পেশাল পে ২০০ আমাদের এখানেও ১৯,০০—২১,০০ রয়েছে। সুপারিন-টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে রিভাইজড্ হচ্ছে ১৬,০০—১৯০০ আর পশ্চিমবঙ্গে রিভাইজড্ আছে ১৬,০০—১৯০০। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আছে ৮০০—১৫,০০ আর পশ্চিমবঙ্গে আছে ৮২৫—১৪,৭৫। এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আছে ৫০০—১৩,০০ পশ্চিমবঙ্গে আছে ৪৭৫—১১,০০। এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনামূলক পে স্কেল যেখানে খুব একটা পার্থক্য নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং অনেকক্ষণ চেষ্টা করছেন, এবার আপনি বলুন।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডাক্তারদের ক্ষেত্রে নন-প্রেকটিসিং এলাউন্স বলতে যা বুঝায় এবং তাদের কি কাজ তাতে আমার একটা ধারণা আছে যে ডাক্তাররা বাহিরে গিয়ে রোগী দেখেন সেটা যেমন আমরা বুঝি তেমন ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে নন-প্রেকটিসিং এলাউন্সের ক্ষেত্রে যে কথাটা উঠেছে ধরুন কোন এক ব্যক্তি বাস ভবন তৈরী করবেন তার নক্সা তৈরী করে দেওয়া এবং সেখানে গিয়ে কাজের দেখাশোনা করা যে রাজমিস্ত্রিরা কিভাবে কাজ করছেন তা দেখা। এটা কি প্রাইভেট প্রেকটিসে পড়ে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : - মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই ত বলেছি যে এ সম্পর্কে ওদের দাবিটা আমার ঠিক জানা নাই। তবে নিশ্চয়ই ওদের সার্ভিস যাতে প্রাইভেট কাজে ওরা এক্সপেণ্ড করে সেটা হচ্ছে নন-প্রেকটিস। কোন সরকারী কর্মচারী যাতে তার সার্ভিস কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে দেন তবে সেটা তার প্রাইভেট প্রেকটিস বলে গণ্য করা যেতে পারে। হয়ত সেটাই তারা বুঝে থাকবেন কিন্তু ঠিক কি তারা বলতে চাইছেন সেটা আমাদের জানা নেই।

শ্রীখগেন দাস :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, আমি যতদূর জানি যে ডিপ্লোমা হোল্ডারদের চেয়ে ডিগ্রি হোল্ডারদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওরা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। এটা কি সত্য যে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই ৭ বৎসর ১১ জন ডিগ্রি হোল্ডার ইঞ্জিনিয়ারের প্রমোশন হয়েছে ইন কম্পেরজিন টু ৭ জন ডিপ্লোমা হোল্ডার। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ১৯৭৮ সালে ১৭ জন ডিগ্রি হোল্ডার ইঞ্জিনিয়ার প্রমোশন পেয়েছেন। তুলনামূলকভাবে সে ১৯৭৮ সালে ৩ জন ডিপ্লোমা হোল্ডার প্রমোশন পেয়েছেন, ১৯৭৯ সালে ২ জন ডিগ্রি হোল্ডার প্রমোশন পেয়েছেন এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক মাননীয় সদস্যদেরকে আমি বলতে চাই যে বিষয়টা এই নয় যে কোন অংশের কর্মচারীদের দাবী আমরা উড়িয়ে দিতে চাই। কারণ ক্রমবর্দ্ধমান যে মূল্য বৃদ্ধি তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক অংশের কর্মচারী কি অফিসার প্রত্যেকের আগেকার তুলনায় তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমছে কারণ এটা হচ্ছে তাদের একটা বাঁধা আয় যে আমরা যে কথাটা ইঞ্জিনিয়ারদের বুঝবার চেষ্টা করেছি যে বামফ্রন্ট সরকার তারা একটা

প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা সরকারে এসেছে যে প্রতিশ্রুতিটা হল গরীব অংশের মানুষের কথাটা আগে বলা। তবুও যেটুকু ক্ষমতা আমাদের আছে তাতে কিছু দিতে পারি কিনা আমরা দেখব। আমাদের একটা আলাদা নীতি আছে এবং সে নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা দেখছি যে সেটাও আমরা পুরোপুরি করতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— অনেক সায়েন্স গ্রেজুয়েট আছেন যারা ফিক্সড পে তে আছেন। এমন অনেক আছেন যারা মেট্রিক পাশ করে ১৫০ টাকা বা ২০০ টাকা বেতনে কাজ করছেন যাদের উপরে একটা পরিবার-এর ভরণ-পোষণ নির্ভর করছে, তাদের এই বেতনের দ্বারাই তাদের পরিবারের লোকজনের ভরণ-পোষণ চলে, আমাদের তাদের কথাই আগে ভাবতে হবে। এই রকম ১৫০ টাকা বা ২০০ টাকা বেতনে চাকুরী যারা করছেন তারা আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুদের আত্মীয়ও হতে পারেন, বা তাদের প্রতিবেশীও হতে পারেন, এইভাবে অত্যন্ত স্বল্প বেতনে যারা চাকুরী করছেন তাদের আমরা কি বলব ?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইঞ্জিনিয়াররা আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করে বলছেন যে, রাজ্য-সরকার ডাক্তারদের অধিক বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন আর আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার আছি তাদের কেন এসব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন না ? তাদের কথার উত্তরে আমি বলেছি যে, প্রথমতঃ ডাক্তারদের পে স্কেল রিভাইজ করা হয়নি। এবং যেহেতু ডাক্তাররা অধিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করছেন এবং এরকম অনেক স্পেশালিষ্ট ডাক্তার রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন, সেহেতু আমরা ডাক্তারদের একটা অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ ডাক্তারের হাতের মধ্যে মানুষের জীবন, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের হাতের মধ্যে মানুষের জীবন নয়। অসুখ-বিসুখ হলে যথাসময়ে ডাক্তার না পাওয়া গেলে মানুষকে বিপদে পড়তে হবে কিন্তু দালান তৈরী করতে হলে ইঞ্জিনিয়ার পরে পেলেও চলবে। ডাক্তারদের হাতে মানুষের জীবন মৃত্যু নির্ভর করে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে মানুষের জীবন মৃত্যু নির্ভর করে না। এটা ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা না ভাবলেও, এই ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষ তা ভাববে। আমরা দেখেছি যে ২৫ জন ডাক্তারের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হলে, ঠিকভাবে ১০ জনও পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যেই দুইজন স্পেশালিষ্ট ডাক্তার অধিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে রাজ্যান্তর হয়েছেন। আরো কিছু ডাক্তার রাজ্য ছেড়ে চলে যাইতে চাইছেন। সুতরাং ডাক্তার-এর অভাব থাকার জন্য আমাদের বাধ্য হয়েই তাদের অধিক সুযোগ সুবিধা দিতে হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য যদি রাজ্যের সকল কর্মচারীই দাবী করেন যে ডাক্তারদের সমান সুযোগ সুবিধা তাদের দিতে হবে, তাহলে তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ আমাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

আমি মাননীয় সদস্যদের এটা বুঝবার জন্য অনুরোধ করছি। তবে এটা আমাদের গর্বের বিষয় যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার দুই বৎসরের মধ্যে কোথাও কখনো কর্মচারীদের সঙ্গে কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ হয়নি। আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষে কর্মচারী আন্দোলন হলো, পুলিশ আন্দোলন হলো, সি, আর, পি, আন্দোলন হলো, কিন্তু আমাদের রাজ্যে তো আর

তা হয়নি। সেদিন একজন বি, এস, এফ, কমাণ্ডেন্ট আমাকে বললেন যে, বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশ ধর্মঘট হলো. সি, আর, পি, ধর্মঘট হলো, কিন্তু কৈ আপনাদের রাজ্যেতো তা আর হলো না? উত্তরে আমি বললাম যে, আমরা যাদু জানি, গরীব মানুষকে বশ করতে যাদু জানি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা পারলামনা শুধু আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুদের। আমরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে ইঞ্জিনিয়ারদের ইনভাইট করে ঘটার পর ঘটা তাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম, আমরা জানিনা কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এরকম ভাবে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বা করেছেন। কারন আমরা এখানে কোন কর্মচারীকে হুকুম দিয়ে কাজ করাইনা। কর্মচারী তিনি পিওন হতে পারেন, তিনি ক্লার্ক হতে পারেন, বা কোন সেক্রেটারী হতে পারেন অথবা কোন বড় অফিসার হতে পারেন কিন্তু সকলেই সরকারের নিকট সমান অধিকার পাবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারের সকল প্রকার কাজকর্মে রাজ্যের সকল শ্রেনীর কর্মচারী এগিয়ে এসেছেন, আর আমার ইঞ্জিয়ার বন্ধুরা তা করবেন না কেন? তারা কি এই রাজ্যে থাকেন না? তারা এই রাজ্যের ১৯ লক্ষ লোকের জন্য কাজ করতে চান না? আমি শুনেছি ইঞ্জিনিয়াররা নাকি এই মার্চ মাস থেকে তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেবেন। তারা যদি কাজকর্ম বন্ধ করে দেন তবে আমরা রাজ্যের ১৯ লক্ষ লোকদের বলব যে আমরা কাজ করতে চাইছি আর ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের সহযোগিতা করছেন না। আমরা ফুড-ওয়ার্কের মাধ্যমে যতটুকু পারি কাজ করতে চেষ্টা করবো। তবে আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা জেনে রাখুন যে, তারা গণতান্ত্রিক ভাবে এবং ন্যায় সঙ্গত ভাবে আন্দোলন বা ধর্মঘট করতে পারেন, তার জন্য এই সরকার অন্যান্য রাজ্যের মতন তাদের উপর কোন প্রকার দমন পীড়ন নীতি চালাবেন না। বৈধ্য এবং আইনসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা তাদের দেওয়া হবে। তবে আমরা ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষকে বোঝাব যে, বামফ্রন্টের কাজকর্মগুলি রূপায়িত করার জন্য আমরা তাদের আমাদের সঙ্গে পাচ্ছি না, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য আমি আবার আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুদের অনুরোধ করবো যে, তারা যেন তাদের এই সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করেন। রাজ্যে যে পে-কমিশন বসানো হয়েছে এই পে কমিশনের রিপোর্ট বের না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন অপেক্ষা করেন। পে কমিশন তাদের যদি কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা না দিয়ে থাকেন তবে আমরা তাদের দাবীগুলি বিবেচনা করবো। আর আমি এই সরকারের পক্ষ থেকে, রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে তাদের কাছে অনুরোধ রাখবো যে তারা যেন কনফ্রন্টেশন এর পথে না যান। তারা যেন তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MOTION FOR EXTENTION OF TIME FOR PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT.

অধ্যক্ষ মহাশয় : এখন সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো-প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক কমিটির রিপোরট পেশ করার জন্য আরো সময় চেয়ে প্রস্তাব উথ্থাপন। আমি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Amarendra Sharma : Mr. Speaker sir, I beg to move that the time for pressentation of the Report of the Cammittee on previlleges on the question of alleged breach of privillege given notice of by Snri Keshab Majumder M. L A. against the Editor of the " CHINIKOK" a local weekly newspaper as referred to the Committee on the 25th January 1979 for investigation, examination and report to be extended up to the next Session.

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

Consideration & Passing the security Bill—Conted.

মিঃ স্পীকার : এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো-গত ২১-১-৮০ইং তারিখে আনিত দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ এর উপর আলোচনা অসমাপ্ত ছিল, তার উপর আলোচনা শুরু। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়কে এর উপর আলোচনা করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে 'দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ এনেছেন এটা সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এই বিল আগেও ছিল ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নামে। সেটাকে কিছু সংশোধন করে ত্রিপুরার উপযোগী করে এটাকে বিধান সভায় পেশ করা হয়েছে। তবে এই বিলের মধ্যে কতগুলি সংস্থান যে রাখা হয়েছে তার মধ্যে একটা আছে যে যে কোন পুলিশ অফিসার বিনা ওয়ারেণ্টে যে কোন লোককে ধরতে পারবেন। আমরা মনে করি এটা গণতন্ত্রের এবং রুল অব ল'এর পরিপন্থী। কারণ এর দ্বারা অনেক নির্দোষ লোককেই ধরা হবে এবং আমরা জানি যে কোন আইনই তৈরী হোক না কেন সরকার এটা তাঁদের নিজেদের সুবিধার জন্যই করে থাকেন এবং বামফ্রণ্ট সরকারও যে এটাকে নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করবেন না সেটা আমরা মনে করতে পারি না। তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এটাকে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন না। তবে আমরা মনে করি আইন আইনের পথেই চলবে। তবুও এর মধ্যে আমরা একটা ইঙ্গিত দেখি যে বামফ্রণ্ট সরকার প্রয়োজন পড়লে তাঁদের পার্টির স্বার্থে বা সরকারের স্বার্থে প্রয়োগ করতে পারেন। আর একটা দেখেছি যে যে কোন জয়গাকে সরকার মনে করলে প্রটেকটেড এরিয়া বা রেস্ট্রিক-টেড এরিয়া বলে ঘোষণা করতে পারেন এবং সেখানকার লোকের জিনিষপত্র, গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি চেক করার অধিকার পুলিশ অফিসারদের দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা মনে করি গ্রামের লোকের এবং পাহাড়ী লোকের স্বার্থের পরিপন্থী। আমরা এমনিতেই দেখি পুলিশ আইনের ফাঁকে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলে। আর এই আইন যদি সত্যই করা হয় তাহলে এই অত্যাচার আরও বাড়বে। আর একটা হল ফরসিবল রিমুভ্যাল। যদিও উনারা বলেন গণতন্ত্রে তাঁরা বিশ্বাসী এবং জনগণের সরকার, তবুও কি করে যে পুলিশের উপর এত ক্ষমতা তাঁরা অর্পণ করলেন তা আমরা বুঝতে পারি না। কাজেই এই যে বিল আনা হয়েছে এটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার পরিপন্থী

হবে বলে মনে করি। কারণ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ অফিসারের উপরই সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে যে কোন ব্যক্তিকে তারা বিনা ওয়ারেন্টে আটকাতে পারবেন। সেইজন্য আমরা মনে করি এই বিলের দ্বারা জনগণর কোন কল্যাণ

সাধন করতে পারবে না এবং পুলিশের আরও দৌড়াত্ম্য বাড়বে। কাজেই এটা একটা পুলিশি সরকার হয়ে উঠবে। আর একটা জায়গায় আছে যে গভর্ণমেণ্ট এই আইনকে কাজে লাগানোর জন্য যখন খুশী পরিবর্ত্তন করতে পারবেন। কাজেই আমরা মনে করি পুলিশকে এর দ্বারা আগের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কাজেই মানুষের চলাফেরার যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটাকে এর দ্বারা সংকোচিতই করা হবে। কাজেই এই বিলের প্রতি পুরোপুরি আমাদের সমর্থন নাই এবং এই বিলের দ্বারা জনগণের কোন উপকার হবে না সেটা আমরা ভাল করে জানি।

মি: স্পীকার :--শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০' যে বিলটি এসেছে আমি তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে এই যে বিলের মধ্যে যতগুলি দিক আছে, সেগুলি ত্রিপুরার মানুষের, ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট সরকার আজকে এই বিল—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত করেছেন। এই বিলকে আমি এই হাউসে নিজে সমর্থন করছি এবং অন্যান্য যারা এই হাউসে সমস্ত এম, এল, এ, বিরোধী দল সহ আছেন, তাঁরা সবাই এটাকে সমর্থন করবেন। কারণ দীর্ঘকাল যাবত আমরা দেখে এসেছি যে কংগ্রেসী আমলে যে তাঁরা একটা বিল পাশ করেছিল এবং কংগ্রেসী রাজত্বে আমরা দেখেছি যে সমস্ত রাজনৈতিক দল-গুলিকে এবং ব্যক্তিকে ঢুকিয়ে রাখত। তার থেকে এই বিল প্রশংসনীয়। সেজন্য আমি মনে করি ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ এটাকে স্বাগত জানাবেন। কারণ যারা স্বৈরতন্ত্রী, যারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে এবং সাম্প্রদায়িক তাদের কাজকর্ম দমন করবার ব্যবস্থা এই বিলে রয়ে গেছে। আগে তৈরী করা যে কিছু অসামাজিক লোক তারা আজও অসামাজিক কাজে লিপ্ত আছে। সেটা আমরা সমস্ত ত্রিপুরার রাস্তাঘাটে দেখতে পাই। ৬ই জানুয়ারী যখন লোকসভার নির্বাচন হল তখন যখন রেজাল্ট আউট হতে আরম্ভ করল তখন সেই কংগ্রেসী গুণ্ডারা মেয়েদের সামনে এসে অশ্লীল কথাবার্তা আরম্ভ করল। মেয়েরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, মেয়েদের গায়ের উপর বাজী ছুঁড়ছে। কিন্তু উপায় নেই। আরও অসামাজিক কর্মে এরা লিপ্ত আছে।

মেয়েদের ঘাড়ের উপর আশে পাশে সমস্ত দিক দিয়ে তারা বাজি পোড়াচ্ছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তাদের সেই উপদ্রব কিছুটা কমেছে। আমরা দেখেছি যে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে নানাভাবে এসব অসামাজিক কাজ কর্ম ঐসব সমাজ বিরোধীরা করে আসছে, আজকে তারাই এই বিলের জন্য আতঙ্কিত হচ্ছে। আজকে একজন অভিভাবক তার মেয়েকে স্কুলে কলেজে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তিত হতে পারছেন না, কারণ তারা ঠিকমত কলেজে অথবা স্কুলে যেতে পাচ্ছেন কিনা অথবা তারা তাদের ইজ্জত সম্মান নিয়ে ঠিক মত কলেজে যেতে

পারছেন কিনা, এই সবের চিন্তা করতে হচ্ছে। চিন্তাতো করতেই হবে, কারণ আমিও তো একজন মা. আমি যদি আমার মেয়েকে কলেজে পাঠাই, তাহলে এমনি ভাবে আমাকেও চিন্তা করতে হবে। কাজেই আজকের এই যে বিল হাউসের সামনে এসেছে, এসব দিক চিন্তা করে আমাকেই তাকে সমর্থন জানাতে হচ্ছে। তবে সমাজের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা এটাকে সমর্থণ জানাতে পারেন না। কারণ এই বিল হলে যে লোকগুলি সাম্প্রদায়িক উস্কাণি দিত, তারা আর সেটা করতে পারবে না, তাই আজকে এই বিলের নামে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এই বিল পাশ হলে এখন যে ভাবে আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মিদের উপর হামেশাই হামলা হচ্ছে অথবা আক্রমণ হচ্ছে, সেটা আর তারা করতে পারবেন না। যেমনি করেছিল ঐ কালীদাস দেব বর্মার বেলায়। কাজেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আজকে আমি এই বিলকে স্বাগত জানাই এবং আমি এও আশা করব যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ লোক যারা শান্তিতে থাকতে চান, যারা গণতন্ত্রকে সমর্থণ করে তারাও এই বিলকে স্বাগত জানাবে, সমর্থন জানাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই যে ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল (বিল নং ৪ অব ১৯৮০) যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সংশোধিত আকারে এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন অনুমোদনের জন্য, আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি এই বিল কাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে, তা এই বিলের স্টেটমেণ্ট অব অবজেক্টস এ্যাণ্ড রিজনসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বলা আছে, সেটা হচ্ছে "As such, it is deemed desirable that a law shall be enacted taking into account the requirement of Tripura, providing for suppression of Anti-Social activities, subversive movements, acts endangering communal harmony or the sefety or stability of the State and to prevent economic offences, smuggling of commodities in the border areas, illegal acquisition, possession and use of arms and for maintenance of public order." কাজেই এর মধ্যে যে সব অবজেক্টসের কথা বলা হয়েছে, তাকে কারো কোন রকম আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই। ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যান চান, তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আছি তা মানুষকে নানা রকমের দুশ্চরিত্রেরে দিকে নিয়ে যায়, আর এই ব্যবস্থার যদি মূল উদ্ঘাটন না করা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত সমাজের মধ্যে সুষ্ঠ পরিবেশ আমরা দেখতে পাবনা। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছে সে ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করে দিয়ে সমাজের মধ্যে একটা সুষ্ট পরিবেশ তৈরী করতে চায়। অবশ্য এই ধরনের বিলকে আমরা আগে একটা কাল কানুন বলে আখ্যা দিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান যে আইন তাকে আমরা অনেক সংশোধিত আকারে আনবার চেষ্টা করছি. যাতে করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন না হয়। আর অন্য দিক দিয়ে যারা এন্টি সোসিয়েল এক্টিভিটিজ করবে, যারা সমাজকে পিছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, সমাজের মধ্যে যারা অত্যাচার করবে অথবা সমাজের শান্তি যারা বিঘ্নিত করবে,

তাদের বিরুদ্ধে এই বিল প্রয়োগ করা হবে। এন্টি সোসিয়েল বলতে কি বুঝায়, তার এই বিলের মধ্যে বিশদ-ভাবে বলা আছে, কাজেই তাদের বিরুদ্ধেই এটা প্রয়োগ করা হবে। আর যারা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করে, এক সাম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায়কে উস্কিয়ে দেয়, অথবা ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়, যারা রাজ্যের ইন্টিগ্রিটি নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধেও এটা প্রয়োগ করা হবে .

আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে কিছু কিছু অশুভ শক্তি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ইন্টিগ্রিটি বজায় রয়েছে, সেটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। কারণ কিছুদিন আগে তেলিয়ামুড়াতে এবং আরও বিভিন্ন জায়গাতে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তির বহির প্রকাশ ঘটেছে এবং তারা সেখানে বসবাসকারী পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিরাজ করছে, তাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে আমরা এই ধরণের ঘটনা আর ঘটতে দিতে পারিনা, আর সেই কারণে গত নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষ এ'সব সাম্প্রদায়িক শান্তিকে নসাৎ করে দিয়েছে এবং তারা আবার ত্রিপুরা রাজ্যে সম্প্রদায়িক শান্তি ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু যদি সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ভবিষ্যতে এভাবে শান্তি বিঘ্নিত করতে চায়, তাহলে ত্রিপুরাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব নয় এবং আমাদের সমাজিক জীবনে একটা চরম অশান্তির সৃষ্টি হবে। তবু আমাদের আশা যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সেই শান্তির পরিবেশকে কোন মতেই নষ্ট হতে দেবে না। কাজেই যারা এই রাজ্যে শান্তি চায় না, তারা এই বিলের নামে আতঙ্কিত হবে। এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁর বক্তব্যে বলেছেন যে এই বিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু বিলের মধ্যে যেখানে লেখা আছে তাতে তেমন কিছুর উল্লেখ নাই। তাতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে সমাজের যারা নাকি চুরি করবে যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি নষ্ট করবে অথবা এন্টিসোসিয়েল এ্যাক্টিভিটিজ যারা করবে; তাদের বিরুদ্ধেই শুধু এটা প্রয়োগ করা হবে। আর যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবে, তাদের বিরুদ্ধে কখনও এটা প্রয়োগ করা হবে না। আগের দিনে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমরা যারা বামফ্রন্টের শরিক, যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলাম, আমাদেরকে তখন জেলখানায় পুরা হয়েছিল। তখন এর বিরুদ্ধে কিছু বলার মত সুযোগ ছিল না বা কোন রকমের অধিকার ছিল না। কিন্তু এখানকার যে বিল তাতে সেই সুযোগ এবং সেই অধিকার পুরামাত্রায় রয়েছে। কাজেই এই বিল দেখে কারো আতংকিত হওয়ার কিছু নেই। বিলের মধ্যে স্পষ্টতই এটা বলা হয়েছে। যে যারা সমাজের মধ্যে খারাপ কাজ করবে, যারা এন্টি সোসিয়েল এ্যাক্টিভিটিজ কাজ কর্ম প্রয়োগ করবে, যারা সমাজকে পিছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে শুধু তাদের বিরুদ্ধেই এটা প্রয়োগ করা হবে। কাজেই আমি বলতে চাই যে এই সিকিউরিটি এ্যাক্টের মধ্যে আমরা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা রেখেছি, তাতে সমাজের মধ্যে কোন রকম বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি করবে না

শুধু সমাজ বিরোধীদের প্রতিহত করার জন্যই এই বিল। কাজেই বিলকে ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক মানুষ স্বাগত জানাবেন। এই বিল সমাজের মধ্যে যারা দুশ্চরিত্র, তাদের চরিত্র গঠন করতে নানাভাবে সাহায্য করবে, তাই এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমার মনে হয় যে তারা এই বিলটা পড়েন নাই—অথবা পড়েও সেটা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে পারেন নাই। দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট, এটা ত্রিপুরায় এখনও এক্সটেন্‌ডেড আছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা জানেন যে এটা ত্রিপুরাতে কোন নুতন আইন নয়, এই আইনটা চালু আছে। কিন্তু কোন দিন এই আইনের বিরুদ্ধে একটা কথাও কেউ ওদের মুখ থেকে শুনেন নাই। সুখময় বাবুর আমলেও নয়, কোয়ালিশনের আমলেও নয় বা বামফ্রন্টের আমলেও নয়। এই যে আইন, এটা দীর্ঘ দিন যাবত ত্রিপুরায় চালু আছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যেরা যে সব কথা বলেছেন যে, এই বিল দ্বারা তাদের জীবন যাত্রা—ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের জীবন একেবারে সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন করে দেবে, কাজেই বামফ্রন্ট সরকার এই আইনকে নুতন ভাবে চালু করতে যাচ্ছেন। একটা আইন চালু আছে এবং সেই আইনে কতগুলি গণতন্ত্র বিরোধী ধারা আছে, সেগুলিকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে এখানে চালু করা হচ্ছে। আমরা জানি ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে এই আইন চালু আছে এবং এই আইনের মধ্যে অনেক খারাপ ধারা আছে যেগুলি গণতন্ত্র বিরোধী। আমাদের রাজ্যে এই আইনকে সেই ভাবে চালু করা যায় না। কাজেই এই আইনের মধ্যে যেখানে যেখানে গণতন্ত্র বিরোধী ধারা আছে, সেগুলি সংশোধন করার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। আইনের মধ্যে গণতন্ত্রকে ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই সেখানে বিরোধী দলের অভিনন্দন জানানো উচিত। কাজেই সেই দিক থেকে আমার মনে হচ্ছে এই যে বিল এখানে আনা হয়েছে, সেটাকে তাঁরা পুরোপুরি বুঝতে পারেন নাই। প্রটেক্‌টেড্ এরিয়া সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন। প্রটেক্‌টেড্ এরিয়া ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যেই আছে। মাননীয় সদস্যেরা কি ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটি রাজ্যের নাম করতে পারবেন যেখানে প্রটেক্‌টেড এড়িয়া নাই? এই রকম রাজ্য ভারতবর্ষের কোথাও নাই যেখানে প্রটেক্‌টেড এরিয়া ঘোষিত হয় না। ডুম্বুর এরিয়া প্রক্টেটেড এরিয়া সেখানে ঢুকতে গেলে পাশ লাগে। কারণ এমন কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে, যেখানে বাইরের কোন লোক যেতে দেওয়া যায় না। সেবটেজ ইত্যাদির জন্য যাকে খুশী যখন খুশী ঢুকতে দেওয়া যায় না। এই রকম প্রটেক্‌টেড এরিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আছে। এটাকে ফুলিয়ে ফাঁফিয়ে ট্রাইবেলদের জন জীবন সুন্দর করে দেওয়ার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন এই সব কথা বলা ঠিক নয়। যে সব জায়গাগুলি আমাদের বিশেষ ভাবে রক্ষা করতে হবে, সেই সব জায়গাগুলি আমাদের প্রটেক্‌টেড করতে হবে। কোথাও হয়ত একটা ট্রেজারী আছে, কাজেই তার সংলগ্ন কিছুটা এরিয়া প্রটেক্‌টেড্ করতে হয়। কারণ ট্রেজারী

লুঠ হওয়ার সম্ভাবনা। লুঠ হবেই এমন কথা নয়। সেই সব জায়গাগুলি প্রটেক্টেড করা হয়। কাজেই এটা কোন নূতন কথা নয় বা এমন জিনিষ নয় যা আমরা নূতন করে চালু করতে যাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা যে বিল এখানে এনেছি এবং আমি এর উপর যে বক্তব্য রেখেছি, দুঃখের বিষয় দৈনিক সংবাদ আমার সেই বক্তব্যকে ডিসকর্ড করে জনসাধারনের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে, সেটা পড়ে মনে হবে এই আইন দ্বারা আটক করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি বিলের মধ্যে যে সব অধিকার ছিল না, আমরা এখানে এই বিল এনে সেই অধিকার দিয়েছি। আমাদের এই বিলে বিনা বিচারে কাউকে আটক করা হবে না। ঠিক উল্টো জিনিষ সংবাদ পত্রে আনা হয়েছে। দৈনিক সংবাদ এ একটা বিধান সভার বক্তব্যকে বিকৃত করে জনসাধারনের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বোম্বে গুণ্ডা এ্যাক্ট এবং উত্তর প্রদেশ গুণ্ডা এ্যাক্ট, সেখানে তাদের বিচার পাওয়ার অধিকার নাই। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে, কোন গুণ্ডা আইনের মধ্যে, তাদের বিচার পাওয়ার অধিকার নাই। কিন্তু আমরা এখানে ওদের সেই অধিকার দিয়েছি। আমাদের এখানে ওদের বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। সেখানে প্রমাণ দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার সুযোগ সুবিধা আমরা এখানে সৃষ্টি করেছি। যা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে আইনের মধ্যে নাই। এই হচ্ছে এই বিলের সব চেয়ে বড় দিক। এখানে বলা হয়েছে যে পুলিশকে সাংঘাতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ একজন লোককে যে কোন সময়ে এরেষ্ট করতে পারে। সেটা প্রচলিত আইনেই আছে। আমরা সেখানে পুলিশের ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছি। আমরা সেখানে করেছি যে, যে কোন পুলিশ নয়, সেখানে পুলিশের একজন দায়িত্বশীল অফিসার এরেষ্ট করতে পারবেন। সেখানে কি পুলিশের ক্ষমতা বাড়ান হল, না কমান হল, এটা মাননীয় সদস্যদের বুঝার ক্ষমতা নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সব বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে চাই না। কিন্তু এই কথা আবার বলতে চাই যে, এই বিলটাকে উপস্থিত করার সময়েও আমি বলেছিলাম যে এই আইন কোন গণ আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হবে না। কোন গণ আন্দোলনের কর্মী, কোন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী, কোন কৃষক আন্দোলনের কর্মী অর্থাৎ গণতন্ত্রকে অগ্রসর করার জন্য মানুষের যে আন্দোলনের অধিকার এবং মানুষের সংস্কৃতিকে উন্নত করার জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা সেগুলি এই আইন দ্বারা ক্ষুন্ন করা হবে না।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী আপনি আবার বলার সুযোগ পাবেন—এখন সভার অধিবেশন বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

(বিরতির পর)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কোন সরকারই তার যে পুলিশ প্রশাসন থাকবে মিলিটারী প্রশাসন থাকবে তারজন্য কিছু আইনকানুন থাকে। পুলিশের শক্তি বা পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়ারঅর্থ এই নয় যে, সেই ক্ষমতা পুলিশ কারও বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। বুর্জোয়া জমিদারদের

যে দলগুলি, যাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা আছে তারা অল্প লোকের স্বার্থে অধিকাংশের বিরুদ্ধে সেই পুলিশ, সেই মিলিটারী, সেই জেল এই আইনগুলিকে ব্যবহার করছে। এটা বুর্জোয়া জমিদাররা যেখানে রাজত্ব করছে, সেখানকার নিয়ম। এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা বিচারের জন্য সংবিধানের মধ্য দিয়ে যখন তাদের রাজত্ব রক্ষা করা বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়, তখন পরিচালনার ক্ষমতা তারা সংকুচিত করেন। যেখানে সংবিধান আছে সেখানে রাজত্ব রক্ষা করার জন্য সেই সংবিধানকে হত্যা করেছে। এই জিনিস, এই ব্যবস্থা দেখেছি, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও দেখেছেন, তারা দেখেছেন মিছা, তারা হয় তো দেখেছেন ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া পি, ডি, এ্যাক্ট, কিন্তু একটি কথাও তারা বলেন নি। আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, আমাদেরকে যখন বিনা বিচারে আটক রেখেছিল. তখন তারা তো আমাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করেননি। যারা বিধায়ক, যারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, তাদেরকে বিনাবিচারে আটক করা হল, যারা এখন গণতন্ত্রের কথা বলছেন, একটা প্রতিবাদও তাঁরা সেদিন করেন নি। তাঁরা সমর্থন করছেন। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কে কাকে দমন করছে। কে কার বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগ করছে? আজকে পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, সারা ভারতবর্ষে হয় নি, কেন্দ্রে হয়নি, শুধু ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গে হয়েছে। সম্ভবতঃ আগামী দিনে কেরালায় সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা দেখা যাবে। এই তিনটি রাজ্যে আইন, পুলিশ ও জেল এগুলি কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হবে না শোষক শ্রেণীর মুনাফা বাবস্থাকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু এটাকে প্রসারিত করা হবে গরীব অংশের শোষিত স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য। এটা হচ্ছে পার্থক্য। সেই জন্য আমরা এই কথা বলতে পারি যে, গণতন্ত্রের প্রয়োজনে সেখানে এটা সব চেয়ে বেশী দরকার। কারণ গরীব মানুষ যখন অত্যাচারিত হয়, তখন প্রতিবাদ করে, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রামের পথকে বন্ধ করা হবে না। এই বিলে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে ব্যববস্থা কংগ্রেসী আমলে ছিল না। দৈনিক সংবাদ পাত্রকার সম্পাদক এত পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন তারা যখন বিলটাকে এনেছিলেন তখন এটাকে মিছা মনে করেন নাই। এটা মিছার পথ নয়। এটা তার বিপরীত। এবং মাননীয় সদস্যরা জানেন যখন খাদ্য চুরির নামে আটক আইন অডিন্যান্স করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আপনারা এই অডিন্যান্স চালু করেন। যেহেতু বিনা বিচারে আটক আইন আমরা সমর্থন করি না তখন আমরা প্রধান মন্ত্রীকে সবিনয়ে জানিয়েছিলাম যে এটা আমাদের পক্ষে চালু করা সম্ভব নয়। আমরা এতদিন দেখেছি যে যারা চোরা কারবারী তারা এই আইনে নিরাপদ থাকে কিন্তু যারা নিরপরাধ গরীব মানুষ, ছোট দোকানদার আরও বেশী টাকা পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ীয়া ওদেরকে আটক করেছে। কাজেই এই বিনা বিচারে আটক আইনকে এই সরকার সমর্থন করে না এবং এই বিলের মধ্যেও সেই ব্যবস্থা নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা এখানে ব্যবস্থা করলে কি হবে, আমরা জানি যে গণতন্ত্রের বিপদ সমগ্র দেশে কাটেনি এবং এটা রাজ্য সরকারের পক্ষে সেই বিপদকে ঠেকানো সম্ভব নয়। আজ আমরা এই কথা বলছি না যে কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য এই বিলে ব্যবস্থা করেছি।

ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষকে আমরা বলতে চাই যে যেখানে আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে তা দিয়েই আমরা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনকে প্রসারিত করব। আমরা আজকে খুব বেশী খুশী হয়েছি যে দক্ষিণ ভারতের আর একটি রাজ্য এই গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষরা একত্রিত হতে পেরেছেন। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাতে সুরু করেছি আজকে সেই কেরালাতে দক্ষিণ ভারতের মত আর একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই তিনটি রাজ্যের শক্তি ভারতবর্ষের প্রতিটী রাজ্যের উপরে গণতন্ত্রের জন্য যারা সংগ্রাম করছেন তাদেরকে উৎসাহিত করবে। যতক্ষণ অর্থনৈতিক সংগ্রাম থাকবে ততক্ষণ গরীব মানুষের সংগ্রাম থাকবে। এবং সেই সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য বুর্জোয়া জমিদারদের সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করবে এটাই স্বাভাবিক। আর তা যখন করতে পারবে না তখন সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরবেন এটাই স্বাভাবিক। শ্রমজীবি মানুষের একতা নষ্ট করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ আজ আর কেহ দেয় না। আমরা বৃটিশ শাসনে দেখেছি, দেখেছি গত ৩৩ বছরের শাসনে, আজও দেখছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। কাজেই এই বিল শুধু গণতন্ত্র বিরোধী, অর্থনৈতিক বিরোধী ও সমাজ বিরোধীদের দমনে কাজ করবে। এই বিল যারা নাশকতামূলক কাজ করছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হবে। এছাড়া প্রয়োগ হবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য। এই সব কারণেই আমরা এখানে এই বিল এনেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে, এই বিল ১৯ লক্ষ মানুষ গ্রহণ করবেন তাদের হাতে নিজেদের হাতিয়ার হিসাবে। সেই হাতিয়ার যারা শুধু দুষ্কৃতকারী তাদের মনে আতংক সৃষ্টি করবে, ভয় সৃষ্টি করবে। যারা গণতন্ত্র প্রিয়, যারা শান্তি প্রিয় মানুষ, যারা শ্রমজীবি মানুষ তারা এই বিলের মধ্যে তাদের শক্তি খুঁজে পাবেন। গুণ্ডাদের দমন করার জন্য, সমাজবিরোধীদের দমন করার জন্য, শোসক শ্রেণীর চক্রকে দমন করার জন্য এবং সাম্প্রদায়িকতাকে শুদ্ধ করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। এই বক্তব্য রেখে আমি হাউসকে বলব, তাঁরা এই বিল সংশোধিত আকারে গ্রহণ করুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। এখন ইহা আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

"দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮০)" বিবেচনা করা হউক।

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি সভা কর্তৃক বিবেচিত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এই বিলের ধারা গুলোর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এবং সেগুলো উত্থাপনের জন্য আমি সম্মতি দিয়েছি। ধারাগুলি হচ্ছে, ৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৪, ২৬ এবং ৩০। সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর কপি সভার সদস্যদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিলি করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলো সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। আমি বিলের ধারাগুলো এখন ভোটে দিচ্ছি। যে সব ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাব আছে সে সব ধারা ভোটে দেওয়ার পূর্বে আমি সংশ্লিষ্ট সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রথমে ভোটে দেব এবং পরে মূল ধারাটি ভোটে দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের ১নং ধারা হইতে বিলের ৮নং ধারা পর্যন্ত বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কতৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— এখন আমি বিলের ৯নং ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হল :—

Amendment of Clause 9.

1. (a) In Sub-clause (3) of Cl. 9 of the Principal Bill after the words "Sessions Judge may" the words "after hearing the parties" be inserted,

(b) After the proviso to sub-clause (3) of Clause 9 of the Principal Bill the following proviso be added, namely :—

Provided further that the appellant shall be entitled to produce additional evidences whether oral or documentary at any stage of such appeal but before conclusion of the hearing of the appeal by the District and Sessions Judge.

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কতৃক গৃহীত হল।)

এখন আমি ৯নং ধারাটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল বিলের ৯নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাটি সংশোধিত আকারে সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশ রূপে সভা কতৃক গৃহীত হল।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রস্তাব হচ্ছে ১০নং ধারাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। ১০নং ধারাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করার জন্য ধারাটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে উক্ত বিলের ধারাটি বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হল)।

এখন আমি বিলের ১১নং ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

2. In Clause 11 of the Principal Bill the words "or the District and Sessions Judge" be deleted.

(সংশোধনী প্রস্তাবটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কতৃক গৃহীত হল)।

এখন আমি ১১নং ধারাটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, বিলের ১১নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত বিলের ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি

(ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রস্তাব হচ্ছে ১২নং ধারা এবং ১৩নং ধারা ২টি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। ১২নং ধারা এবং ১৩নং ধারা ২টি বিলের অংশরূপে গণ্য করার জন্য আমি ভোটে দিচ্ছি।

(উক্ত বিলের ধারা ২টি বিলের অংশরূপে সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)।

এখন আমি বিলের ১৪নং ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

Amendment of Clause 14.

3. (a) In sub-clause (2) of clause 14 of the Principal Bill, the words "and no person shall loiter in the vicinity of any such place" be deleted.

(b) In sub-clause (6) of cl. 14 of the Principal Bill for the words "Three years" the words "two years" be Substituted and after that the words "or with five" be inserted before the words "or with both'.

(সংশোধনী প্রস্তাবটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)।

এখন আমি ১৪নং ধারাটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল বিলের ১৪নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাটি সংশোধিত আকারে সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি এ্যামেণ্ডমেণ্ট টু ক্লজেস ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ভোটে দিচ্ছি।

In sub-clause (5) of clause 15 of the Principal Bill for the words "three years" the words "two years" be substituted.

In sub-clause (b) of clause 16 of the Principal Bill for the words "five years" the words 'two years" be substituted.

In sub-clause (3) of clause 17 of the Principal Bill for the words "seven years" the words "two years" be substituted.

In clause 18 of the Principal Bill for the words "five years" the words "two years" be substituted.

In clause 19 of the Principal Bill for the words "seven years" the words "two years" be substituted.

(সংশোধনীগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি বিলের ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ক্লজগুলিকে সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করার জন্য ভোটে দিচ্ছি।

ক্লজ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ক্লজ ২১, ২২, ২৩ বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(ক্লজ ২১, ২২, ২৩ ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি ২৪ নং ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি হল—

In sub-clause (14) of clause 24 of the Principal Bill for the words "three years" the words "two years" be substituted.

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি ২৪ নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করার জন্য ভোটে দিচ্ছি।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ২৫ নং ক্লজটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(ক্লজটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি এ্যামেণ্ডমেণ্ট টু ক্লজ ২৬ ভোটে দিচ্ছি।

সংশোধনীটি হল—

In sub-clause (3) of clause 26 of the Principal Bill the words "a Court of Session or" be deleted.

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি ২৬ নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করার জন্য ভোটে দিচ্ছি।

(২৬ নং ধারাটি সংশোধিত আকারে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ২৭, ২৮, ২৯ নং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি এ্যামেণ্ডমেণ্ট টু ক্লজ ৩০ ভোটে দিচ্ছি।

এ্যামেণ্ডমেণ্টটি হল—

In clause 30 of the Principal Bill after the words "Any police officer" the words "not below the rank of Inspector" be inserted.

(এ্যামেণ্ডমেণ্টটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি ৩০নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করার জন্য ভোটে দিচ্ছি।

(৩০নং ধারাটি সংশোধিত আকারে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ৩১ এবং ৩২ নং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সভার সামনে প্রশ্ন হলো—

"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে উক্ত শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—

"দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮০) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সভার সামনে প্রস্তাব উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮০) হাউসে যে ভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে, সেভাবে পাশ করা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি এখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮০) যেভাবে হাউসে স্থিরীকৃত হয়েছে, সেভাবে পাশ করা হোক।"

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

(পেপারস্ টুবী লেইড অন্ দি টেবিল)

লেয়িং অব দি রুলস্

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো

"লেয়িং অব দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড রুলস্ ১৯৭৯।"

আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ ডেপুটিস্পীকার স্যার, আমি "দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড রুলস' ১৯৭৯" সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

"The copy of the Notification No. 2(254)-DHE/79 dated the 30th November, 1979 on the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973".

আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এ্যাকটটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Dasharath Deb—Mr. Deputy Speaker sir, I beg to lay before the House—

"The copy of the Notification No. 2(254)-DHE/79 dated the 30th November, 1979 on the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973".

Consideration & Passing of the Tripura Co-operative Socities (Amendment) Bill 1980. (Tripura Bill No. 2 of 1980).

মিঃ ডেপুটি স্পীকার "দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ (সোসাইটীজ) (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল' ১৯৮০' (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০") "হাউসের সামনে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার আমি প্রস্তাব করছি যে 'দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিস (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০) বিবেচনা করা হউক। মিঃ ডেপুটি স্পীকার—স্যার, আমাদের ত্রিপুরায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির যে এ্যাকট আছে সেই এ্যাকটের কোন কোন অংশ আমরা সংশোধন করতে চাচ্ছি। এই সংশোধনের সুচনা হয়েছে এই জন্য যে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীতে সমবায় আন্দোলন একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমাদের কর্মসূচীতে দুটো গণ সংগঠন আছে। নীচু স্তরে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। একটা হচ্ছে পঞ্চায়েত আর একটা হচ্ছে সমবায় সমিতি। এটাকে বলা যেতে পারে দুটো পায়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেটা আমরা চালু করতে চাচ্ছি। এই দুটো ব্যবস্থা একটা তার রাজনৈতিক যে ভূমিকা সেটা পালন করছে। মানুষকে তার প্রশাসনিক ক্ষমতা একেবারে বিকেন্দ্রীকরনের মধ্য দিয়ে নীচের তলাকে সক্রিয় করার জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার পঞ্চায়েতের মধ্যে সেটা আমরা দিয়েছি এবং ক্রমশঃ তাকে বেশী ক্ষমতা দিয়ে আমলাতান্ত্রিক যে ক্ষমতা সেটাকে সংকুচিত করার চেষ্টা করছি। তেমনি সমবায় সমিতিকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি অর্থনীতির

ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক সমাজের চেহারা হচ্ছে যার হাতে টাকা থাকে, তার জমি, মূল ধন, সব কিছুই এবং এই জন্যই গরীব অংশের মানুষ তারা নিজেদের উপরে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন, ক্রমশ: টাকাওয়ালাদের হাতে কৃতদাসে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি যে এক্ষুনি একটা আমূল পরিবর্ত্তন আনতে পারবে বা গুণগত কোন পরিবর্ত্তন আনতে পারবে, তা নয়। কারণ সেটা আনা যায় না, শোষক শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন না করে। রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে না এলে সরকারে পক্ষে সেটা শোষণ মুক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই শোষণের ক্ষেত্র সংকুচিত করা যায়। যেমন মহাজনদের শোষণ যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে ব্যাপক আকারে ছিল, এখনও রয়েছে। সেখানে মহাজনদের শোষণ বন্ধ করতে সরকারী ব্যবস্থায়—কিছু ব্যাঙ্কের পুঁজি নিয়ে কিছু মূলধন উৎপাদকের হাতে তুলে দেওয়া, সেটা আমরা করতে পারি। তেমনি উৎপাদন যারা করেন, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার কাজে, সমবায় সমিতি সাহায্য করতে পারেন। উৎপাদিত ফসল তা বিক্রির ক্ষেত্রে তারা যে জলের দরে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হতো, সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করা যায় কিনা, সেখানে তার কাঁচামাল সংগ্রহ করে. কৃষকরা কৃষি কাজের জন্য সার, বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন সে সব ক্ষেত্রে প্রাইভেট বা বে-সরকারী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে এবং তাদের খপ্পর থেকে কিছুটা উদ্ধার করা যায়। তেমনি যারা ছোট ছোট কারিগর, ছোট ছোট শিল্পী, তাদের এক দিকে কাঁচামাল সরবরাহ করা আর এক দিকে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাইরে বিক্রী করা, এই সমস্ত কাজ সমবায় সমিতি গ্রহণ করতে পারে। এক কথায় সমবায় সমিতি একটা মধ্যবিত্ত, যারা শোষক গোষ্ঠী আছে তাদের ক্রমশ: দুর্ব্বল করা এই ভূমি কাটি তারা গ্রহণ করতে পারে। যার মধ্যদিয়ে যারা উৎপাদক তাদের শ্রমের যে ফল, সেটা আমরা কিছুটা ভোগ করতে পারবো এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সমবায় আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করছি। আগেকার সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে যদি তুলনা করি, তাহলে দেখা যায় আইনে যাই থাকুক না কেন, সমবায় সমিতি মুষ্টিমেয় উপরতলার লোকদের হাতে ছিল। গ্রামের মধ্যে যাদের বেশী জমি, যাদের বেশী মূলধন আছে, সেই ধরণের লোক সমবায় সমিতির নামে নামে, তাদের নিজেদের মুনাফা লুন্ঠনের চক্র তারা গড়ে তুলেছেন এবং সেটাকে রক্ষা করার জন্য সেখানে অন্য লোকের অর্থাৎ গরীব অংশের লোকের ঢুকবার রাস্তা প্রায় বন্ধ ছিল, ঢুকলেও তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কারণ তখন হাত তুলে ভোট দিয়ে নির্ব্বাচন হতো এবং সেই বড় লোকদের, সেই কর্ত্তাব্যক্তিদের ম্যানেজমেণ্টের মধ্যে রাখা হতো। কাজেই যখন আমরা এখানে এই মন্ত্রী সভার মধ্যে ঢুকলাম তখন আমরা দেখলাম যে আগেকার সমবা সমিতিগুলি ছিল দুর্নীতির চক্র। অনেকগুলি সমিতি এই দুর্নীতির ফলে পটল উঠেছে, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে সরকারের অনেক টাকা এখনও রয়েছে। সে সব টাকা এখনও পাওয়া যায়-নি। সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, হয়তো সেই সমবায় সমিতি কবে উঠে গেছে কিন্তু তাদের হাতে যেগুলি রয়ে গেল, সেগুলি সরকারের হাতে এখনও আসে নি। এইভাবে সমবায় আন্দোলনের নামে একটা অরাজকতা ছিল সেটা বলা যেতে পারে। ঝাড়ুদারের যে কাজ 'সেই ঝাড়ুকারের কাজটা আমাদের নিতে হয়েছে। সেই আবর্জনার স্তুপগুলিকে পরিষ্কার করে ভেঙ্গে

এই সমিতিগুলিকে নতুন করে আমাদের গড়তে হয়েছে। সেই দিক থেকে দুই ধরণের সমবায় সমিতি আমরা করেছি। সাব প্লানে ল্যাম্পস আমরা তৈরী করেছি আর অন্যান্য এরিয়াতে প্যাকস্ আমরা তৈরী করেছি। এ ছাড়াও বৃত্তিমূলক অনেকগুলি সমবায় সমিতি হচ্ছে। যেমন মৎস্যজীবি—তারা তাদের নিজেদের সমবায় সমিতি করছে, তাঁত শিল্পীরা তারা নিজেদের সমবায় সমিতি করছে, দুগ্ধ উৎপাদকরা তারাও তাদের সমিতি করছে। এমনি করে বৃত্তি-মূলক সমবায় সমিতি করা হচ্ছে। যারা শ্রমিক তারাও এই সমবায় সমিতি করছে, যারা চা-বাগানের শ্রমিক তারা সমবায় সমিতি করে চা-বাগান চালু রাখার চেষ্টা করছে। এইভাবে সমবায় সমিতি আমাদের গরীব অংশের মানুষের জীবনে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে আজকে এসেছে। এখানে এই যে আমাদের আইন আছে, তার একটা বাধা আমরা অতিক্রম করেছি। আমরা এখন সমবায় সমিতিতে গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করতে পারি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা যখন সমবায় সমিতিগুলিকে ভেঙ্গে বড় সমবায় সমিতি গড়বার জন্য চেষ্টা করছি, ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স তখন কিছু কিছু কায়েমী স্বার্থের লোক তারা বাধা দিচ্ছিল এই সংযুক্তি করনে। কিছু কিছু লোক তারা নতুন মেম্বারদের ঢুকতে দিচ্ছিলনা। দরজা বন্ধ করার যে নীতি সে নীতি তারা গ্রহণ করেছিল। এটা বামফ্রন্ট সরকার সমর্থন করেনি। বামফ্রন্ট সরকার ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জনকেই মেম্বার করতে চায়। যে একেবারে গরীব, ট্রাইবেলদের মধ্যে যারা ভুমিয়া, ভূমিহীন, তাদের শেয়ারের টাকাও আমরা দিচ্ছি। তপশিলী জাতির যারা আছেন তাদেরও শেয়ারের টাকা আমরা দিচ্ছি। অবশ্য ঋণ হিসাবে আমরা সেই টাকা দিচ্ছি। যাদের শেয়ারের টাকা নাই তারা সমবায় সমিতির মেম্বার হতে পারবেন না এমন কথা আজকে নেই। যারা দরজা খুলে দেবেন না এখানে বলা আছে যে সরকার সেই দরজা খোলার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। ১৫ দিনের নোটিশের তারা যদি দরজা খুলে না দেন তাহলে সরকার দরজা খোলার কথা বলবেন। মেম্বার দরখাস্ত করে যদি সাড়া না পায় তাহলে ১৫ দিন পরে তিনি মেম্বার বলে গণ্য হবেন। এই ভাবে সমবায় সমিতির উন্নয়নকে সমস্ত গ্রামের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামের লোককে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে করে কায়েমী স্বার্থের লোক যারা তাদের হাতে যাতে এই সমিতি না যেতে পারে। মাননীয় সদস্যদের বলছি, সমবায় সমিতির মেম্বারদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের তা রক্ষার জন্য তাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে। আমরাও তার দিকে কড়া নজর রেখেছি। অনেক সমবায় সমিতির একটা বড় দুর্বলতা আছে। সেটা হচ্ছে। আগে যেসমস্ত ঋণ যারা নিয়েছেন সেই ঋণ অনেকক্ষেত্রে তা পরিশোধ করতে পারেননি। যারা পরিশোধ করতে পারেনি তাদের মধ্যে দুধরণের লোক আছে এক রকম হচ্ছে যার অক্ষম। সেই রকমের সংখ্যায় বেশী। যারা গরীব যারা অল্প সম্পত্তির মালিক, যারা বিভিন্ন সময়েতে ঋণ দিয়েছিলেন, সেই যারা পরিশোধ করতে পারেন নি। দীর্ঘদিন ধরে সেটা পড়ে আছে। আমরা সরকারে আসার পর থেকে রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে আলাপ

আলোচনা করেছি। যারা গরীব, যার অল্প সম্পত্তির মালিক তাদের মধ্যে যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণের জন্য পুনর্বিবেচনা করার জন্য। কিন্তু অনেক লোক এমন আছেন যারা অনেক জমির মালিক তারা ঋণ পরিশোধ করছে না।

এরকম লোক যারা রয়েছেন, তাদের আমরা অনুরোধ করব তারা যাতে ঋণ দিয়ে দেন নতুবা আমরা রিজার্ভ ব্যাংক থেকে আর ঋণ পাব না। রিজার্ভ ব্যাংক কতগুলি শর্তে কো-অপারেটিভ ব্যাংককে ঋণ দেয়। শতকরা ৮০ জনেরও বেশী ডিফোল্টার। অর্থাৎ যারা এখনও ঋণ পরিশোধ করেনি। এই অবস্থার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংক ঋণ দিতে প্রস্তুত ছিল না। আমরা ব্যাংককে বলেছি আমরা কিছু ঋণ আদায় করে দেব, আমাদের ঋণ দাও। এই শর্তে তারা আমাদের ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিল। আমরা বলেছিলাম অনাদায়ী ঋণ আমরা কিছুটা কমিয়ে আনব। আমরা বলিনি যে শতকরা ৮০ জনের ঋণ আমরা কমিয়ে আনতে পারব। আমরা গ্রামাঞ্চলে যে পঞ্চায়েত রয়েছে তাদের কাছে অনুরোধ করব যে, তারা গ্রামের মধ্যে এই রকম যারা আছেন, অনেক জমির মালিক যারা আছেন, যাদের অনেক টাকা রয়েছে যাদের বেশী ফসল হয়েছে যারা পাট বিক্রী করে কিছু টাকা যারা পেয়েছে, আমাদের কাছে পাট বিক্রী করে তারা টাকা পেয়েছে, সেই সব টাকা পাওয়ার পরও যারা টাকা দিচ্ছেনা, সেই সব ক্ষেত্রে সরকার তাদের কাছে ঋণ আদায় করতে পারে। তা না হলে যারা গরীব অংশের লোক তাদের ঋণ দেওয়া যাবে না। রিজার্ভ ব্যাংক টাকা না দিলে এই কো-অপারেটিভ ব্যাংক টাকা দিতে পারবে না কাজেই মেম্বারদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। যদিও আমাদের খরা পীড়িত গরীব অংশের লোকের পক্ষে ঋণ দেওয়া সম্ভব নয়, এবং আমরা বলেছি যারা বেশী জমির মালিক, যারা বেশী দাম নিয়ে ধান বিক্রী করছে তারা কেন ঋণ পরিশোধ করবেন না? এটা নিশ্চয় মাননীয় সদস্যরা উপলব্ধি করতে পারবেন। তাদের কাছ থেকে বকেয়া ঋণ আদায় হবে। তৃতীয়তঃ আমাদের এখানে দুধরনের কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে। একটি হচ্ছে হোলসেল কো-অপারেটিভ আর অন্যটি হচ্ছে এপিক্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি। এই দুইটি কো-অপারেটিভ বিরাট একটি ভূমিকা পালন করছে। হোলসেল কো-অপারেটিভ সোসাইটি ন্যায্য দামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বিক্রী করে। যা আগে ব্যবসায়ীরা সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা জিনিষ পত্র কিনে তারা ইচ্ছামত দাম দিয়ে তারা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র বিক্রী করত। এখন আমরা যেগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় এবং সর্ট সাপ্লাই আছে এবং আমাদের এখানে তৈরী হয় না, যেমন লবণ এটা আমাদের এখানে তৈরী হয় না। সেই সব জিনিষ আমরা হোলসেলের মাধ্যমে আনবার আমরা চেষ্টা করছি। চিনিও আনবার ব্যবস্থা করছি। ডাল, তেল, এমনকি চালও আমরা কিনে তাদের মাধ্যমে মজুত করব। কারণ চাল আমাদের এখানে এবার খুব কম হয়েছে। সিমেন্ট ও আমরা মজুত রাখব। কেরোসিনের কিছু কিছু এজেন্সি নিয়েছে যারা আই, ও, সি, থেকে, তারা কেরোসিন বিক্রী করছে। এপিকস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও কৃষকদের অনেক ব্যাপারে সাহায্য করে। তারা আলু ৭০ পয়সা ৮০ পয়সা করে

কিনে ৩০ পয়সা দিয়ে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ন্যায্য মূল্যে যাতে কৃষকরা পেতে পারে সেই স্বার্থে এই ধরনের কাজ আমাদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি করেছে। আমি আশা করব সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য মাননীয় সদস্যরা আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি আমাদের আইনের, সেই সংশোধনী বিল মাননীয় সদস্যরা সমর্থন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ত্রিপুরা সোসাইটির এমেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৭০, বিল নং ২ অব্ ১৯৮০ যেটাকে এই বিধানসভার মধ্যে বিবেচনার জন্য পেশ করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা খুবই অর্থবহ এবং জনসাধারণ ধীরে ধীরে গুরুত্ব দিয়েছেন যে ত্রিপুরার মত একটা অনুন্নত জায়গায় এই ধরণের সমবায়ের যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক দিকে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে মহাজনের শোষণ অন্য দিকে বাজারে ব্যবসায়ীদের নানা ধরণের দুর্নীতিমূলক কার্য্যকলাপ। কাজেই ওদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, তাদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে, তাদের হাতে সমস্ত কর্ত্তব্যের আহ্বান জানিয়ে সমবেত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়ে যাতে এই প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুন্দর হতে পারে তার জন্য যে প্রচেষ্টা সেটা ভাল কথা। কিন্তু আমরা দেখেছি, যে উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সেগুলি এখনও অসম্পূর্ণ নানা দিক থেকে, কারণ আমরা দেখেছি গ্রামের মানুষেরা বলছে যে আমরা ব্যাঙ্কে গিয়ে কি করব, ওখানে গেলে বলে সার্টিফিকেট আন, এই ধরণের কোন প্রমাণ পত্র আন, তার পরেও মাস খানেক ঘুরতে হয়। তা ছাড়াও ওখানে দলাদলির ব্যাপার আছে। যেমন ওখানে গেলে আমাদেরকে বলে তোমরা কোন পার্টি কর, যদি বলি যুব সমিতি, তবেই বলবে না তুমি পাবে না। কাজেই তারা বলে এত কিছুর থেকে ঐ মহাজনের কাছে গেলেই পাওয়া যায়, কাজেই এটাই ভাল পথ। এই ধরণের যে সব অব্যবস্থা চলছে তা দিয়ে কো-অপারেটিভ ব্যবস্থার সাকসেসফুল হবে না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলিতে যে সমস্ত দলবাজি চলছে সেগুলির দূরীভূত হওয়া দরকার, তা ছাড়া অফিসে যারা আছেন তারা হয়ত ইচ্ছা করেই গ্রামাঞ্চলে এই ধরণের কাজ করে সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করে তুলছে, এই ধরণের মেনেজমেণ্টের অভাবে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া দরকার, আমি এটাও বলেছি যে লেণ্ড সোসাইটি যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এমন কি যারা ভূমিহীন, যাদের কিছুই নাই, সেখানে তাদেরকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা এই টাকাগুলি নিয়ে ভাল কোন কাজে লাগাচ্ছে না। যার টাকার প্রয়োজন তাকেই টাকা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সে এই টাকা দিয়ে কি করবে, এটাকে মূলধন হিসাবে খাটিয়ে ভবিষ্যতের জন্য কিছু করতে পারবে কিনা, সে রকম কোন কনষ্ট্রাকটিভ ইনষ্ট্রাকশন থাকে না। কাজেই দলের কোন লোক আসলেই তাকে টাকা দিতে হবে, অথচ আমরা দেখেছি যে এতে করে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, যার ফলে আমরা দেখেছি প্রায় ৮০ পার্সেণ্ট মেম্বাররাই টাকা রিকভারী করতে পারে

না। কাজেই যত দিন না এটা্‌কে কনষ্ট্রাকটিভ ওয়েষ্টের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যাবে না ততদিন আমার মনে হয় এই আন্দোলন সাকসেসফুল হবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আর একটা জিনিষ আমরা দেখেছি ব্যবসায়ী যারা নানা ভাবে জিনিষের দাম বৃদ্ধি করছে, এখানে লেণ্ড সোসাইটি ওদের পাশে দাঁড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু আমি দেখেছি অনেক জায়গা আছে সেখানে কোন কো-অপারেটিভ দোকান নাই, তেল, সাবান প্রভৃতি যেখানে ন্যায্য-মূল্যে দেবার কথা, আমরা দেখেছি সেগুলি খুব সীমিত কোন কোন জায়গায় নাই বললেই চলে।

আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি গ্রামাঞ্চলে উপজাতিদের যে পথে শক্তি বৃদ্ধি হবে, যেমন তাদের একমাত্র ফসল কার্পাশ ও তিল, এগুলি যদি সরকার ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করেন, তাহলে তারা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবেন। আর তাহলেই মহাজনীরা জলের দরে ক্রয় করে তাদের সমস্ত রক্ত চুষে নিতে পারবে না, কিন্তু এ ব্যবস্থা এখনও সরকার করতে পারেন নি। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এর আগেই মনে করেন তিনি সাকসেসফুল হয়েছেন, তাঁর এই কাজের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা নূতনভাবে গড়ে উঠেছে, গ্রামাঞ্চলের চেহারা পাল্টে গেছে, তাহলে এটা খুব ভুল হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে ত্রিপুরা লেণ্ড ডেভেলাপমেণ্টের যিনি চেয়ারম্যান, সম্ভবতঃ মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস, ওনার এই সংস্থার খবর আগরতলার বাহিরে গ্রামের মানুষ এখনও জানতে পারে নি। তার কার্য্যকলাপ শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, অথচ এখানে দেখানো হচ্ছে যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নাকি গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু কোথায়, এমন একজন লোক কি আছে যাকে দিয়ে প্রমাণ করানো যাবে যে সে গ্রামের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেয়েছে? কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই সকল কো-অপারেটিভ সংস্থাগুলিকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন হয়েছে, তাদের সে উদ্দেশ্য তারা এখনও পৌছতে পারে নি। কাজেই এই সংস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। তাই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এবং আগামী দিনের অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের কথা বিবেচনা করে এই সমস্ত অবস্থার ও পরিচালনার আমূল পরিবর্তন দরকার। কারণ আমি দেখেছি গ্রামীণ ব্যাংকে যখন লোনের জন্য কোন লোক গিয়েছে, তখন তাকে বার বার মন্ত্রীর কাছে দরবার করতে হয়েছে। তা ছাড়া উপজাতীদের মধ্যে কেউ কেউ চায়ের দোকান দিয়েছে, ছোট খাট ব্যবসা খুলেছে, কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তাদেরকে যথাযথ সুযোগ দিতে পারছে না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যে টাকা সরকার খাটাচ্ছে সেগুলির একটা অংশ সমগ্র গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিকশিত হউক এবং এই লক্ষ্যে আগামী দিনের এই ব্যাঙ্কের পথ নির্দেশ করা হউক, এটাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে দাবী রাখছি। আমি আহ্বান জানাব যে এই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিতে যাতে কোন দুর্নীতি করা না হয় এবং এগুলিকে যাতে শহরের মধ্যে আটকে না রেখে সারা গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত করা হয়, তবেই এই বিলটা সার্থক হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এমেণ্ডমেণ্ট বিলটিকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করিতে গিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই যে সমবায় আন্দোলন হল সামন্ততন্ত্র দূর করার একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষের ২০০ বছরের আগের সে অর্থনীতির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে তখন কৃষি ব্যবস্থা ইত্যাদিতে এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আসার আগে ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক আধা সামন্ততান্ত্রিক, জোতদার ও জমিদার শ্রেণীর লোকের হাত ছিল তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে সমস্ত কিছু করায়ত্ব করে রেখেছিল। আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এসে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। আবার ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর দেখলাম যে কিভাবে আগেকার জোতদার, জমিদাররা সমবায়ের সুযোগ সুবিধাটুকু নিয়েছিল। আমরা দেখলাম যে ঐ মহাজন, বাটপারেরা তাদের নিজেদের নামে, ছেলের নামে, ছেলের বউয়ের নামে, মেয়ের নামে, মেয়ের জামাইয়ের নামে শেয়ার কিনে সুযোগ ভোগ করতে আছে। ঐ সমবায়ের মাধ্যমে যে লোন, সাবসিডি দেওয়া হত তা গরীবরা না পেয়ে ধনীরাই পেত। এই ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যে ১৯৫২ সালে আস্তে আস্তে কৃষি সমবায়, শিল্প সমবায় ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল কিন্তু সেগুলি আজ প্রায় লুপ্ত। সেগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে ঐ টাউনের জমিদার-বাটপার দ্বারা। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার আসার পর দেখলাম যে এই সমস্ত জিনিষগুলি তাদের হাত থেকে সহজে সরিয়ে আনা যায় না এবং তার বাধাবিপত্তিগুলি যদি সরানো না হয় তাহলে সমবায় আন্দোলনাকে সঠিক সথে পরিচালিত করা যাবে না। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে এমেণ্ডমেণ্ট এখানে এনেছেন তার মধ্যে কো-অপারেটিভ আইনের ১৮ ধারায় এবং ক্লজ বি. ও সাব-সেকশন ২তে দেখা যাচ্ছে যদি সববায়কে অ্যামালগেমেণ্ট করতে হয় বা ডিভিশন করতে হয় তাহলে ২ মাসের নোটিশ লাগত এখন সে ২ মাস সময় কমিয়ে এনে ১৫ দিনের সময় করা হল। তার জন্য এখানে এমেণ্ডমেণ্ট চাওয়া হয়েছে। তারপর আমরা দেখছি যে এই আইনের ২২ নম্বর ধারা এবং ২৩ নম্বর ধারাকে এমেণ্ডমেণ্ট করতে চাওয়া হয়েছে। যেখানে আমরা দেখছি বিভিন্ন সমবায়গুলিতে মেম্বার যে কোন হতে পারত না তারফলে সে সমবায়ের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এখন এপ্লি-কেশান করার পর ১ মাসের মধ্যে যদি নোটিশ না দেওয়া হয় তবে অটোমেটিকেলি যে ব্যক্তি সমবায়ের মেম্বার হিসাবে গণ্য হবে কিন্তু আগে জোতদার, জমিদার, মহাজনদের থেকে ম্যানে-জার করা হত তার ফ ল বিভিন্ন সময়ে যে গ্র্যাণ্ড দেওয়া হত তা একমাত্র ধনিক শ্রেণী, টাউট ও বাটপাররা ভোগ করত। ১৯২২ সালে এই ত্রিপুরায় ৮৬টি তাঁত শিল্পের সমবায় সমিতি ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে ১০টি সমবায় সমিতিও নেই। টাকা পয়সা সব লুটপাঠ করে নিয়েছে, সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে যে সব তাঁতী এখানে এসে মনে করেছিল যে তাদের তাঁত শিল্প সরকারী সাহায্য নিয়ে চালিয়ে যাবে কিন্তু ঐ জোতদাররা

তাঁতীদের নাম করে নিজেরাই সব কিছু ভোগ করে, টাকা পয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায়। তাই তারা আজ তাঁত শিল্প ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। আবার কৃষকরা তাদের কৃষি কাজ করার জন্য সার কিনতে পারে না, বীজ কিনতে পারে না, জমি চাষ করতে পারে না কারণ সমবায় সমিতির সদস্য হতে গেলে একজিকিউটিভ কমিটির দ্বারা বাতিল হয়ে যায় তাদের নিয়ম কানুনের জালে তার ফলে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যে লোন, সাবসিডি দেওয়া হত তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তাই তারা আজ জমি ছেড়ে মজুরিতে লাগে। কিন্তু এই এমেণ্ডমেণ্ট যদি গৃহীত হয় তবে গ্রামের গরীব লোকেরা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে প্রদেয় সমস্ত সুযোগ সুবিধা-গুলি পাবে। আমি দেখছি যে এমেণ্ডমেণ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন তাতে মেম্বারদের মিটিং ফোরাম ইত্যাদির যে বাধাধরা নিয়ম, তারফলে কোন ডিসিশান নিতে অসুবিধা হয় তার অনেকটা শিথিল করা হয়েছে। দেখা গেছে এই সকল কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতির মেম্বাররা কোন কাজ করতে চায় না সেখানে তারা যদি কোন কাজ করতে না পারে তবে তারা যাতে এই কো-অপারেটিভ সমিতির মেম্বার না থাকতে পারে বা অযথা কাজের বিলম্ব ঘটাতে না পারে তার জন্য এই এমেণ্ডমেণ্টটা অত্যন্ত জরুরী এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে এই সব অসুবিধাগুলির জন্য মৃৎশিল্প ও তাঁত শিল্প কোন উন্নতি করতে পারছে না তাদের শিল্পের জন্য কোন স্থির ডিসিশন নিতে পারছে না। এই সকল অসুবিধাগুলি দূর করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে গমের কৃষি সমবায় বলুন বা শিল্প সমবায় বলুন সেখানে আমরা দেখেছি যে প্রায়ই অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকেরা থাকেন ফলে তাদের পক্ষে কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতির সকল প্রকার নিয়ম, আইন কানুন বা রুলস রেগুলেশন মেনে ঠিকভাবে হিসাবপত্র বা খাতা পত্র রাখা, ব্যাংক একাউণ্টস ঠিকমতন পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের হিসাবপত্র, সমিতির খাতাপত্র ইত্যাদি যাতে ঠিক-ভাবে পরিচালনা করে সমবায় সমিতির কাজকর্মকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য সরকার তরফ হতে একজন করে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মচারী সেক্ষেত্রে নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে আমরা এই আইন পাশ করে কো-অপারেটিভ সমিতিগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকজন ম্যানেজার বিভিন্ন সমবায় সমিতির কার্যালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে যাতে করে সমবায় সমিতির খাতাপত্র হিসাব নিকাশ ইত্যাদি ঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

আমরা দেখেছি এখানে এমন একটি এমেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে যেখানে যদি দেখা যায় যে, কোন সমবায় সমিতির এক্জিকিউটিভ কমিটিগুলো অত্যন্ত প্রিযুডিসিয়াল কাজ করছে বা কৃষকদের বা শিল্পীদের স্বার্থ পরিপন্থী কাজ করছে তবে সেক্ষেত্রে যাতে করে সরকার সমস্ত রকমের দুর্নীতি দূর করে সমিতিগুলোকে রক্ষা করতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবার কোন কোন এলাকাতে দেখা যায় যে, ছোট ছোট ১০, ১২, বা ১৫ জনকে নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে সে সকল সমবায় সমিতিগুলো কার্য্যত: কোন কাজই করে না, বছরের পর বছর তারা শুধু লোন গ্র্যাণ্টস ইত্যাদি পাচ্ছেন অথচ কাজের কাজ কিছুই করছেনা। পাশাপাশি আবার দেখা যায় যে তার চেয়েও বেশী সংখ্যায় শ্রমিক কৃষককে নিয়ে একটি সমবায় সমিতি স্থাপন করতে চায়।

এক্ষেত্রে তখন রেজিষ্ট্রারের নিকট যদি দুটিই কেস আসে এবং যদি দেখা যায় যে, আগের সমবায় সমিতিটি সত্যি কোন কাজ করছে না শুধু লোন এবং গ্র্যাণ্টস্ এর টাকা অন্যভাবে ব্যবহার করছে, তবে সেটিকে লিকুইডিশান করে পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে যে সকল শ্রমিক নূতন সমবায় সমিতি গড়তে চায় তাদের সমবায় সমিতি গড়ার সুযোগ দিতে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এই এমেণ্ডমেণ্ট এর মধ্যে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এই এমেণ্ডমেণ্ট এর উপরে বক্তব্য করতে উঠে আমার মনে হয় উনি এমেণ্ডমেণ্টটা ভাল করে পড়েন নি, উনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই এমেণ্ডমেণ্ট এর উপর কোন বক্তব্য না রেখে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট ব্যাংক-এর কতগুলি কার্যের উপর আলোচনা করে গেছেন। আগে এই যে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট ব্যাংকগুলির মাধ্যমে লোন দিতে গেলে যে কতকগুলো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো সেসব অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই এমেণ্ডমেণ্ট এনেছেন। আর শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া উনি এই এমেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করেন বা এর বিরোধীতা করেন এই রকম কোন বক্তব্য আমরা উনার বক্তব্যে দেখতে পাইনা। উনি বলেছেন যে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট ব্যাংক এর কার্যকলাপ শুধু এই আগরতলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমি জানিনা মাননীয় সদস্য বিলোনীয়া, সাব্রুম, উদয়পুর এবং মোহনপুরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন কিনা এবং সেখানকার লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন কিনা। আমি জানি এই ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংকগুলির কার্য্যকলাপ সেখানে পুরোদমে চলছে এবং বিভিন্ন সময়ে সেখানকার লোক-দের ঋণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রায়ই সে লোন নিয়ে লোকেরা কৃষি কাজে বা শিল্পকাজে না লাগিয়ে অন্যভাবে ব্যবহার করেছে—সেরকম অনেক রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া জানেন কিনা জানি না—এই ত্রিপুরার প্রতিটি ব্লকের মধ্যে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট এর সুপারভাইজার একজন করে দেওয়া হয়েছে। এই সুপারভাইজার গ্রামেগঞ্জে ঘোরে ঘোরে কৃষকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু কিছু দরখাস্ত সংগ্রহ করেছেন এবং কৃষকদের যাতে সহজে ঋণ দেওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার অনেক আগেই এ ত্রিপুরা কো অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু তখন এই ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা কেউ বলতে পারতো না। আর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ব্যাংকের কার্যকলাপ অনেকগুণ বেড়ে যায়। ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসারদের ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে পাঠিয়ে সরসরি কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের কাছ থেকে ঋণের জন্য দরখাস্ত সংগ্রহ করছেন এবং তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করার কাজ ত্বরান্বিত করছেন। আমরা দেখেছি আগের এই সমস্ত কাজগুলি করতে গিয়ে প্রথমে নোটিশ দিতে হতো যে আমি লোন

এর জন্য দরখাস্ত দিয়েছি আমরা লোন পাবার ক্ষেত্রে কারো কোন আপত্তি থাকলে যেন নোটিশ দেওয়া হয়। আপত্তি থাকলে তা নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে এবং তারপর হিয়ারিং হবে, তারপর যদি কোন ডিসপোট থাকে তবে সিভিল কোর্টে যেতে হবে তাকে সেই লোন পাবার জন্য। এটা একটা দুঃসাধ্য কাজ। এইভাবে লোন নিয়ে গ্রামে গরীব কৃষকদের তাদের কৃষি কাজের উন্নতি করা অসম্ভব ছিল। আমরা আরো দেখেছি যে পিতার মৃত্যুর পর যদি দুই ভাই এবং দুই বোন থাকে তবে তাদের পৈত্রিক সম্পতি মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করতে হবে। একভাগ পাবে তার মা, দুই ভাগ পাবে দুই ভাই এবং বাকি দুই ভাগ পাবে বোন। এইক্ষেত্রে যদি কোন ডিসপুট সৃষ্টি হয় তবে তাদের যেতে হয় সিভিল কোর্টে। সেখানে এই ডিসপুট সেটেল হতে ১০ বৎসর লাগবে। এই রূপ একটার পর একটা ব্যারিয়ার যদি থাকে তবে কৃষকদের তাদের কৃষির উন্নতি, বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের লোন দেওয়া হত না। আবার অনেক সময় গ্রাম প্রধান, বড অফিসার প্রভৃতির সুপারিশও লোন পাবার জন্য প্রয়োজন হতো। এই সকল অসুবিধাগুলো দূর করে যাতে কৃষকদের লোন দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে এখানে এই এমেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্যর শেষে শুধু এই কথাই বলতে চাই যে কো-অপারেটিভ সমিতি বা সমবায় আন্দোলন যে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এই পদক্ষেপকে যদি আমরা আরো সুদৃঢ় করতে পারি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা আরো যদি এমেণ্ডমেণ্ট করার প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো আমরা করবো এবং এই এমেণ্ডমেণ্ট এর মাধ্যমে গ্রামের গরীব কৃষকরা যাতে তাদের কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় সমিতির সুযোগ সুবিধা আরো বেশী পেতে পরেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই জন্য আমি এই ত্রিপুরা কোঅপারেটিভ সোসাইটির এমেণ্ডমেণ্ট বিল, ১৯৮০, আমি সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীমোহন লাল চাকমা।

শ্রীমোহন লাল চাকমা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সমবায় বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক যে 'দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০) এখানে এনেছেন আমি এটাকে সমর্থন করছি। এখানে যে ৮টা অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে সেগুলি বর্তমান সময়ে খুবই কার্যকারী হবে। আমরা দেখেছি সমবায় সমিতিগুলির অনেক গলদ ছিল। কারণ গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী আমলে যে সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি কাজ করেছে, তাদের একটার পর একটা ধ্বংস হয়েছে। সর্ব প্রথম আমরা লক্ষ্য করেছি যে সর্বার্থক সাধক সমবায় সমিতি নামে একটা স্থাপন করা হয় এবং তারপর যখন এটার অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় তারপর আনা হল ক্রয় বিক্রয় সমবায় সমিতি, তারপর আনা হয় সার্ভিস কো-অপারেটিভ। কাজেই আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে আমরা অনেক সমবায় সমিতি স্থাপন করেছি। এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে শতকরা ৮০ জন কৃষক, তাদের স্বার্থে আমাদের যে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস আমরা স্থাপন করেছি এবং বাঙালী এবং অন্যান্য যে সম্প্রদায় আছে তাদের নিয়ে সমবায় সমিতির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন করে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এতে একটা

গণতন্ত্র সম্পন্ন রূপ আমরা দিতে পেরেছি এবং দিন দিন আমাদের কাজের অগ্রগতি এতে বেড়েছে এবং আমরা মনে করি যে অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি যথেষ্ট সময়োপযোগী হয়েছে। আমরা দেখেছি যে কোন সমবায় সমিতির যদি কেউ সদস্য হতে চায় তাহলে উনি দরখাস্ত দিয়ে রাখেন, কিন্তু কবে এটা মঞ্জুর হবে এবং তিনি কবে সদস্য হতে পারবেন বার বার যোগাযোগ করেও ল্যাম্পস-এর বা প্যাকস্-এর কর্মকর্তাদের কাছে যোগাযোগ করেও কোন সদুত্তর পান না। কিন্তু এখানে অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে যে তার দরখাস্তের পর দুই মাসের মধ্যে তাকে সদস্য করতে হবে। এটা খুব কার্যকরী ব্যবস্থা। জুমিয়াই হোক বা কৃষকই হোক যে কেহই এর সদস্য হতে পারবেন। বর্তমান যুগে যাতে আমাদের আর্থিক অসুবিধার জন্য মহাজনের কাছে হাত পাততে না হয় তার জন্য এটা একটা ভাল ব্যবস্থা। কারণ আমরা দেখেছি গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী রাজত্বে যারা গরীব এবং প্রান্তিক চাষী তারা সুদখোর মহাজনের মাধ্যমে বলি হয়েছে এবং তাদের উৎপাদিত ফসল সুদখোর মহাজনের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে গত বছর যেসমস্ত ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ এ লোন দেওয়া হয়েছে সেই লোন আদায়ের ব্যাপারে দেখা গেল যে আমাদের বিরোধী যে দল আছেন উপজাতি যুব সমিতি. তাঁরা বিভিন্ন গাঁও সভায় গিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে যে তোমাদের লোন পরিশোধ করতে হবে না। এইগুলি কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে। এইভাবে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। আমি অনুরোধ করব যারা বিরোধী গ্রুপে আমাদের বন্ধু আছেন তাঁরা যেন এই দিক দিয়ে আমাদের সহায়তা করেন। কারণ আমরা জানি গত বছর খরায় তারা ফসল পান নি এবং জুমের ফসলও ঠিক ঠিকভাবে করতে পারেন নি এবংই অনেকের ঋণ বকেয়া রয়েছে এবং সেই বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে আমরা যদি সক্ষম না হ তাহলে পুনর্ব্বার আগামী মরশুমে আমাদের পক্ষে ঋণ আনা সম্ভব হবে না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে পুনর্ব্বার এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। ইনক্লাব, জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল, ১৯৮০ যেটা এই হাউসের সামনে আনা হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে আজকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বামফ্রণ্ট সরকার বিভিন্ন দিক থেকে কর্মসূচীগুলিকে রূপায়ণ করে চলেছেন, তাতে কো-অপারেটিভ সোসাইটির বিলের এ্যামেণ্ডমেণ্টের প্রয়োজন আছে। কারণ আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার, যে সরকার গ্রামের শতকরা ৯০ অংশ লোকের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই সরকার এর একটা দৃষ্টিভঙ্গি হল গ্রামের যারা গরীব মানুষ, যারা খেটে খায়, তাদের অর্থনৈতিক ভাবে কিছুটা উপর দিকে তুলে ধরা যায় কিনা. সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। এই সরকার যখন গরীব মানুষদের জন্য কাজগুলি করছেন, তখন দেখা যাচ্ছে যে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যারা বড় লোকদের, মহাজনদের স্বার্থবাহক এবং তল্পিবাহক তারা সরকারী সিদ্ধান্তগুলিকে আঘাত করবার চেষ্টা করছেন। এটা অত্যন্ত

গর্ব্বে সঙ্গে বলা যায় যে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের গরীব মানুষদের স্বার্থে যে কর্মসূচী নিয়েছেন, সেগুলির স্বার্থক রূপায়ণের জন্য এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল এখানে এনেছেন। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের মাধ্যমে কি করে গ্রামের গরীব চাষীরা তাদের জমিতে অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে পারে যেমন পাট উৎপাদন করতে পারে, তিল অথবা কার্পাস উৎপাদন করতে পারে, তাদের যাতে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। এবারে খরা এবং বন্যার সময়েও আমরা যে কৃষকদের যাতে আর মহাজনদের কাছে যেতে না হয়, তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এর আগে দেখা যেত যে গরীব কৃষকেরা এই সব পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ মহাজনদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদন ফসলের বিনিময়ে টাকা ধার নিত। কিন্তু এবারই আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের আর আগের মত মহাজন অথবা বড় বড় জোতদারের কাছে যেতে হয় নি। এবার খরা এবং বন্যার সময়ে ল্যাম্পস অথবা প্যাক্সের মাধ্যমে গরীব কৃষকেরা যাতে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য পেতে পারে, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে। প্রতিটি গাঁও সভায় ১০ হাজার টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কাজেই সরকারের এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, কি করে দিন মজুর এবং ক্ষেত মজুরদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উপরের দিকে তোলা যায়, তাদের অর্থনীতিকে কি ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা যায়, তার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই বামফ্রন্ট সরকার কো-অপারেটিভগুলিকে রি-অর্গানাইজড করে তুলছেন। বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে, এই সব কো-অপারেটিভগুলি ছিল দুর্নীতির আড্ডাখানা। আগে এই সমস্ত কো-অপারেটিভগুলিকে যে টাকা দেওয়া হত, তা গ্রামের গরীব কৃষকদের স্বার্থে ব্যবহার করা হত না। সেগুলি দেওয়া হত সেই সব শোষক শ্রেণীকে—মহাজন, জোতদার—যাতে করে তৎকালীন সরকারের স্বার্থ বজায় থাকতো। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথমেই সেখানে আঘাত করলেন অর্থাৎ সাধারণ মানুষগুলিকে শোষণ করার যে পুরানো যন্ত্র ছিল, সেটাকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার। আর সেই আঘাত করার জন্যই মহাজন, জোতদার, বড় লোক সবাই ক্ষেপে উঠলো। স্যার, তারা তো ক্ষেপে উঠবেই, কেন না তাদের এত দিনের যে অভ্যাস, যেটা অনেক আগে থেকে গড়ে উঠেছিল, সেটা যদি আজকে ভেঙ্গে যায়, তাহলে তো তারা ক্ষেপে উঠবেই। কারণ তারা যে আর এখন থেকে গরীব মানুষদের রক্ত শোষণ করতে পারবে না, উল্টো গরীব মানুষদের জন্য এই সরকার সেই পথটা খোলে দিয়েছেন। তাই আজকে সেই সব মহাজনদের তল্পিবাহক অথবা দালাল যারা আছে, তারা কেউ আমরা বাঙ্গালী করছে, আবার কেউ উপজাতি যুব সমিতি করছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ধনবান গোষ্ঠীর দালাল যারা, তারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছে। আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করছে এবং পাহাড়ী বাঙ্গালীর ঐক্যকে সুদৃঢ় করবার জন্য যখন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তখন তারা আরও বেশী করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। তাই ঐসব প্রতিক্রিয়াশীল ধনবাদী গোষ্ঠী বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কারণ গত ৩০ বছরের

কংগ্রেসী শাসনে তাদের মধ্যে যে একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল, সেটার পরিবর্তন হতে দেখে তারা হতাশ হয়ে পড়ছে। তাই আজকে এই হাউসের সামনে কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল যেটা রাখা হয়েছে, সেটাকে আমি সমর্থন করি, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের স্বার্থে এটা করা হচ্ছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এটা এখানে আনা হয়েছে, আর এর ফলে ত্রিপুরায় প্রকৃত যারা চাষী, তারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে। আর ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের মাধ্যমে গরীব কৃষকদের অর্থকরী ফসল ফলাতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে. তাই আমি এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

• শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল, ১৯৮০ যে এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে অনেকগুলি কো-অপারেটিভ সোসাইটির সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেই সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা লক্ষ্য করেছি যে কো-অপারেটিভগুলিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছে এবং সেই দিক থেকে এই সব কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যাতে সাধারণ মানুষ সাহায্য পেতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আর এজন্যই এখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটির বিভিন্ন ধারাগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কারণ আমরা দেখেছি যে কো-অপারেটিভগুলি আগে যে নিয়মে পরিচালিত হত, সেই নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ গরীব মানুষ যারা আছে, তাদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। যদি গরীব অংশের মানুষদের সেই সব সুযোগ সুবিধা দিতে হয়, তাহলে তার জন্য কতগুলি সংশোধনীর প্রয়োজন আছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের মাধ্যমে ইতিমধ্যে অনেক পাট উৎপাদকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও বেশী পরিমাণে ক্রয় করার ব্যবস্থা হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ আমরা কো-অপারেটিভগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে চাই। আর ল্যাণ্ড মর্টগেজ কো-অপারেটিভ থেকে যাতে সাধারণ মানুষ আরও বেশী পরিমাণে ঋণ পায়, তার ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। আমরা এর আগে দেখেছি যে ঋণের জন্য দরখাস্ত করেও কো-অপারেটিভ থেকে সময় মতো ঋণ পাওয়া যায় না। কাজেই কো-অপারেটিভের যে সদস্য আছে, তারা যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে, তার জন্যও আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। এখানে অবশ্য বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলে যেন কো-অপারেটিভ ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারণ করা হয় আর তাহলেই সাধারণ গরীব অংশের মানুষেরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারবেন। তিনি যে কথা বলেছেন, কথাটা সত্যিই ঠিক। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে ঋণ নিয়েছে: সেই ঋণ যদি ফেরত না দেওয়া হয় এবং মাননীয় সদস্যরা যদি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বলেন যে ঋণ নেওয়া হয়েছে, সেটা আর ফেরত দিতে হবে না, তাহলে কো-অপারেটিভ ব্যবস্থাকে কি সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

কাজেই আপনাদের আমি বলব গ্রামাঞ্চলে গিয়ে তাদের উস্কানী না দিয়ে যারা ঋণ নিয়েছে তারা যাতে ঋণ পরিশোধ করে সমবায়কে আরও শক্তিশালী করে এই জন্য সহযোগিতা করুন। এই আশা রেখে এই এমেণ্ডমেন্টগুলিকে পুনরায় সমর্থন জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডে: স্পীকার : - শ্রীসুমন্ত দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় কোঅপারেটিভ বিভাগের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় আজকে এই হাউসে যে "The Tripura Co-operative Societies (Amendment) Bill, (Tripura Bill No. 2 of 1980)" এনেছেন, এটাকে আমি সমর্থন করছি। এটাকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলব ভারতবর্ষ একটা পুজিবাদী দেশ। এই পুঁজিবাদী দেশে একমাত্র গরীব জনসাধারণ ধনীদের বলি হিসাবে দীর্ঘ দিন যাবত যুপ কাষ্ঠে মাথা দিয়ে এসেছে। তার প্রতিকার করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তাই এই দিক থেকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর অন্তত: কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইনগত পদ্ধতি, যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরও এখন পর্য্যন্ত তাদের নিষ্কৃতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবু বামফ্রন্ট সরকারের হাতে যে অল্প ক্ষমতা আছে, তাকে ব্যবহার করে, ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণের স্বার্থে যাতে কাজ করা যায়, সেটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। এই সংশোধনী বিলে এটা পরিস্ফুট হয়েছে। আমরা দেখছি যে বিগত দিনের যে কোঅপারেটিভ-গুলি ছিল সেগুলি গরীব জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারেন নাই। কারণ সেখানে বড বড় জোতদার, জমিদার, তারাই সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তারাই সেটাকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতেন। স্যার, আমরা জানি যে কোঅপারেটিভই বলুন আর কমার্শিয়াল ব্যাংকই বলুন সেগুলি মহাজন যারা সুদ খায় তারা দেশের মানুষকে তাদের অভাবের দিনে সাহায্য করতে পারে না। তবু, যেহেতু মহাজনরা আজকে বড় বড জোতদার যারা গরীব মানুষের রক্ত শোষন করছে কৃষকদের ঘরে ফসল আসার আগে যখন গরীব কৃষকের ঘরে অভাব দেখা যায় তখন তারা অভাবের তাড়নায় মহাজনদের কাছে হাত পাততে হয়। তখন তাদের বলতে হয় যে আমরা ফসল করেছি আমাকে কিছু অগ্রিম টাকা দিয়ে সাহায্য করুন কারণ আমার এক্ষণই আমার হাতে টাকা নাই আমার স্ত্রী পুত্রকে না খেয়ে থাকতে হবে আর এই সুযোগে সেই সব সুদখোর মহাজনেরা সেই সব কসাইয়েরা এক মণ পাটের বিনিময়ে ১০, ১৫ টাকা দিয়ে সাহায্য করছে। কিন্তু আমি বলব যে আজকে যদি এই কোঅপারেটিভ বিলের মাধ্যমে যাতে তাদের অভাবের দিনে তাদের সাহায্য করে তাদের টাকা দিয়ে—তারা কোঅপারেটিভে বলবে যে আমি আমার জমিতে ফসল করেছি আমাকে এখন টাকা সাহায্য করুন। তখন কোঅপা-রেটিভ থেকে সে কি পরিমাণ ফসল করেছে এবং সে কতটুকু ফসল পাবে এই খবর নিয়ে যদি তাকে সেই পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে সে প্রকৃত ফসলের দাম পাবে। এবং তাদের অভাবের সময়ে তারা নিজেরা সেই সব সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। এবং একটু অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে একটু অগ্রসর হবে এই আশা আমি করছি। আমি এই কথা বলছি না যে এই কোঅপারেটিভ বিলের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র এসে যাবে এবং মানুষের

অর্থ নৈতিক মুক্তি এসে যাবে। কিন্তু আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব ঠিক ততটুকু করার জন্যই বামফ্রন্ট সরকার এই সংশোধনী বিলটি এনেছেন। স্যার, আমরা আগে দেখেছি যে অনেক কোঅপারেটিভ সোসাইটি থেকে ধনীরা হাজার হাজার টাকা নিয়েছে কিন্তু সেই সব টাকা পরিশোধ না করার ফলে সেই সব সোসাইটিগুলি আজকে লিকুইডিশাও হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা সেখানে চেষ্টা করছি প্যাকসের মাধ্যমে ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণকে উপকার করার জন্য। ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণ করা যাতে সদস্য পদ নিয়ে কোঅপারেটিভ থেকে লোন নিতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু দেখা যায় যে সরকারী ঘোষণা থাকা সত্বেও এক টাকা দিয়ে কোঅপা-রেটিভের সদস্যপদ পাওয়ার যে সুযোগ সেই সুযোগ থেকে সোসাইটির গাফিলতির জন্যই হউক আর কিছু কিছু সরকারী কর্মচারীর গাফিলতির জনাই হউক তারা সেই সদস্য পদ নিতে পারছে না। তার জন্য আজকে এই বিলের মধ্যে যেব্যবস্থা করা হয়েছে যে এক টাকা জমা দিয়ে সেখানে একটা লোক এক মাসের মধ্যে সদস্যপদ লাভ করতে পারবে। এই যে সুযোগ, এই যে সুবিধা দেওয়া হল এই বিলের মাধ্যমে, তা গরীব জনসাধারণের উপকারে আসবে। কাজেই এই হাউসে যে বিল আনা হয়েছে, এই বিলকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিস অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৮০, এই যে বিল এখানে আনা হয়েছে এই বিলকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে এই বিল গরীব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত উপকার হবে। এই বিল দ্বারা গ্রামের শতকরা ৮০/৯০ জন গরীব অংশের মানুষ উপকৃত হবে। আমরা দেখছি এই কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি জনতা সরকারের আমলে গ্রামের বড় বড় জমিদার, কোটিপতিদের স্বার্থে ব্যবহৃত হত। গরীব মানুষের কাছে তারা যেতে পারত না। ফলে গ্রামের টাকাওয়ালারা গ্রামের বেশীরভাগ গরীব মানুষগুলিকে অভাবের মধ্যে ঠেলে দিত। এবং এই মানুষগুলি তাদের কাছে যেত তারা এক পাল্লা ধানের বিনিময়ে ৩০/ ০ টাকা করে নিত এবং ৪০/৪৫ টাকা করে বছরে সুদ আদায় করত। এই অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল তাদের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি গত দুই বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই কো-অপারেটিভ আইনগুলির সংশোধন করে এই সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে গ্রামের গরীব মানুষের যে ন্যায্য দাবী সেটা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই কারণে যারা আগে গ্রামের মধ্যে শোষণ করছিল তারাই আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারের এই বিলের বিরোধিতা করছে। আমরা দেখছি সেকশন ১৮ এর মধ্যে আগে যেখানে একজন লোককে সদস্য হতে দুই মাস সময় লাগত এখানে সেটাকে কমিয়ে ১৫ দিন করা হয়েছে, যাতে ১৫ দিনের মধ্যে ইনকোয়ারী করে রিপোর্ট দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে।

এইভাবে সমস্ত গাঁওসভার এরিয়াতে গ্রামের লোক মেম্বার হবেন এই অল্প সময়ের মধ্যে।

যাদের শেয়ার কেনার মত টাকা নাই তাদেরকে ভর্ত্তুকি দিয়ে শেয়ার হোলডার করার ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে। এছাড়া আমরা দেখছি যারা উপজাতি এবং তপশিলী উপজাতি তাদের ক্ষেত্রেও গভর্ণমেণ্ট থেকে ভর্ত্তুকি দিয়ে মেম্বার করতে সাহায্য করা হবে। সেই এই অ্যামেণ্ডমেণ্টকে অভিনন্দন জানাই। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে গ্রামে ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংকগুলি টাকা দেয় না। আমরা দেখেছি গ্রামের গরীব মানুষ ব্যাংক থেকে টাকা পাচ্ছে। কাজেই এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলের দ্বারা গরীব অংশের মানুষ উপকৃত হবে, তাদেরকে আর টাকাওয়ালা গ্রামের বড় বড জমিদারদের কাছে যেতে হবে হবে না। এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল গ্রামের গরীব মানুষের আর্থিক অবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেই জন্য এই বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে যে বিল এসেছে দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিস অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৮০, আমি এই বিলকে সমর্থন করি। কেন সমর্থন করি আমি বলছি। আমরা এর আগে লক্ষ্য করেছি গত কংগ্রেসী রাজত্বে কিভাবে দুর্নীতি করেছে এবং আজকে যেভাবে কো-অপারেটিভগুলি বিভিন্ন এলাকার মধ্যে প্রতিটি গাঁওসভার মধ্যে ঠিক যেভাবে ছড়িয়ে আছে ঠিক ততটুকু আগে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল না। বিগত একটানা ৩০ বৎসর কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরার আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পরেছিল, কিন্তু আজকে কো-অপারেটিভগুলি অ্যামেণ্ডমেণ্টের ফলে ত্রিপুরার মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও অগ্রসর হতে পারবে। সেই জন্য এই বিলকে সমর্থস করছি। কারণ কংগ্রেস আমলে আমরা যে সব কো-অপারেটিভ দেখেছি, সেগুলি নামে মাত্র কো-অপারেটিভ ছিল। সেখানে হাজার হাজার. লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে এখনও সে সবের প্রমাণ আছে। বিভিন্ন জায়গায় এভাবে টাকা পয়সা আত্মসাৎ হবার কারণও ছিল। সে কারণ হচ্ছে, তখন কোন আইন ছিল না। আর যে আইন চালু ছিল তার মধ্যে এত ফাঁক ছিল সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে কংগ্রেসীরা অনেক সময় টাকা পয়সা লুট করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার. আজকের দিনে যে সমস্ত কো-অপারেটিভ গড়ে উঠেছে সেগুলি নষ্ট হবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। আইনই তা রক্ষা করবে। দ্রাউবাবু যে কথা বলেছেন টাকা ৯।৬ করা হচ্ছে। সেখানে আমি বলব, তাঁর এই বক্তব্য ঠিক নয়। বামফ্রণ্টের আমলে টাকা ৯।৬ হচ্ছে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে আমরা দেখছি, কো-অপারেটিভ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কয়েকজন সদস্য উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের বক্তব্যে বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা জানি যে.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার নয়।

শ্রীউমেশ নাথ : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ৯ কোন দিনই ৬ হবে না। যে ভাবেই করুন না কেন ৯ কোন দিন ৬ হয় না। সে যোগই করুন, বিয়োগই করুন ভাগই করুন

কিংবা গুণই করুন। আমি তা প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। যেমন ৯ x ১=১, ৯x২=১৮। ৯x৩=২৭, ৯x৪=৩৬, ৯x৫=৪৫, ৯x৬=৫৪। ঠিক তেমনি :- ৯+১=১০, ৯+২=১১, ৯+৩=১২, ৯+৪=১৩, ৯+৫=১৪. ৯+৬=১৫। কাজে কাজেই যে ভাবেই করুন না কেন কোন ভাবেই ৯কে ৬ করা যাবে না।

(ভয়েসেস্ অব অপজিশান ব্যাঞ্চ :- এটা কবি গানের জায়গা নয়)

কাজে কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়. বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ১৮ মুড়া, বড় মুড়া, লংতরাই, জম্পুই হিলে পাহাড়ীদের স্বার্থে কো-অপারেটিভ গঠন করেছেন। এই কো-অপারেটিভগুলি উপজাতিদের সহায়ক হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ল্যাম্পস্ করা হয়েছে। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন করা কি করে একটু লাভ করবে এবং জনগণ কি করে একটু উপকৃত হবে এই দিকে চিন্তা করেই ল্যাম্পস্ তৈরী করা হয়েছে। কাজেই এই বিল আজকের দিনে বিশেষ সহায়ক হবে। আজকে আর টাকা পয়সা আত্মসাৎ হবে না, পূর্ব্বে যে ভাবে হয়েছিল। এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট তা হতে দেবে না। কাজে কাজেই এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিলের উপর আলোচনায় যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে, তার মধ্যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে, কার্পাস এবং তিল কেনার কোন ব্যবস্থা আছে কি না ? এটা খুবই দুঃখজনক যে, আমরা এ বছর ঠিক সময়ে এই কাজ করতে পারি নি। না পারার কারণ প্রধানতঃ ২টি। এই দু'টি কারণের মধ্যে ১ম কারণ হচ্ছে, এটা সংগ্রহ করার জন্য যে সাংগঠনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল সেটা সময় মত হয় নি। এবং সংগ্রহ করে বিক্রী করারও কোন ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নি। মাননীয় সদস্যরা জানেন এখানে কার্পাস আমরা ব্যবহার করি না। তাই এর জন্য ক্রেতা ঠিক করতে হবে। ঠিক তেমনি তিলের ক্ষেত্রেও। তিল এখানে আমরা ব্যবহার করি না। ত্রিপুরা খাদি বোর্ড শস্য সংগ্রহ করেন। কাজে কাজেই কাদের কাছে তিল এবং কার্পাস বিক্রী করব তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আর ২য়ত, কি দামে আমরা জিনিস কিনব তার দাম কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে দেন নি। যেমন কেন্দ্রীয় সরকার ধান, চাল এবং পাটের মিনিমাম প্রাইস বেধে দেন। এই সব নানা সাংগঠনিক কারণে আমরা এ বছরে কার্পাস এবং তিল কিনতে পারি নি। যে দাম সরকার ঠিক করবে সে দাম যেন উৎপাদকদের কাছে সহায়ক দাম হয় এটা দেখবেন। আগামী বছর যাতে কেনা যায় সেটা সরকার দেখবেন। এ বছর দেরী হয়ে গেছে। যদিও আমরা কিছু কিছু তিল ও কার্পাস কিনেছি। আমাদের ল্যাম্পস্ কিছু কিছু কার্পাস কিনছেন। যে জায়গায় সব চেয়ে বেশী কেনার প্রয়োজন ছিল, যেমন জম্পুই হিলসে অবশ্য জম্পুই হিলসে শুধু কার্পাস নয়সেখানকার কমলা লেবু কাছারের ব্যবসায়ীরা আগে থেকেই বাগান থেকে বাগান কিনে নেন। তাই আমরা ঠিক করেছি, ল্যাম্পস্ আগামী দিনে কিনবে। শুধু কমলালেবু নয়, সেখানকার লংকা ও কার্পাস কিনবে। এতদিন আমরা জম্পুই হিলের ল্যাম্পসে কোন ম্যানেজার পাঠাতে পারি নি। কেহ সেখানে যেতে

চান না। অনেক কষ্টে আমরা সেখানে ম্যানেজার দিতে পেরেছি। এই ল্যাম্পস সম্পর্কে একটা তথ্য জানাতে চাই। যেখানে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সেখানে আমাদের ল্যাম্পসের শাখা আরো বাড়াতে হবে। যেমন সমগ্র ১৮ মুড়ায় ১টি ল্যাম্পস আছে, সেটা আমবাসায়। সেই ল্যাম্পস বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে। এমনি গঙ্গানগর (খোয়াই) সেখানে ৪৭ মাইল নিয়ে একটি ল্যাম্পস্। কাজে কাজেই আরো ৪।৫ টি ল্যাম্পসের শাখা আমাদের করতে হবে। দুর্গম এলাকায় আমাদের ল্যাম্পসের শাখা খুলতে হবে। ঠিক তেমনি ভাবে প্যাকস্ও আমাদের করতে হবে। তবে ল্যাম্পস্ আমরা যতটা সংরক্ষিত করতে পেরেছি প্যাক্স ঠিক ততটা করতে পারি নি। তারা কাজ করবেন অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ মার্কেটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ল্যাম্পস্ ক্রমশঃ রেশনের দোকান নিয়ে নেবেন। ডিলার যারা আছেন তাদের সহযোগিতা করবেন। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের কাছাকাছি রেশন কার্ড হোল্ডারদের ইচ্ছা হলে ট্রান্সফার করিয়ে নিতে পারবেন। আমরা পঞ্চায়েতে যেখানে ৫০০টি রেশন দোকান আছে সেখানে ২৫০টি আমরা ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের কাছে দিয়ে দেব। আমবাসাতে কোন ডিলার আসতে চান না তিনি ইচ্ছা করলে ল্যাম্পসে রেশন নিয়ে যেতে পারেন। কাজেই ল্যাম্পস্ বা প্যাক্সের কাছাকাছি কার্ড হোল্ডাররা ইচ্ছে করলে এটা করতে পারবেন। তেমনি ওরাও (ল্যাম্পস এবং প্যাকটস) জিনিষপত্র কিনতে শহরে আসে, তখন তাদের রেশন নিতে কোন অসুবিধা নেই। অন্যান্য জিনিষের সাথে তারা রেশনও নিয়ে যেতে পারবে। এই ভাবে তারা ক্রমশঃ ব্যবসায়ীদের স্থান দখল করবেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই দোকানগুলি পরিচালনার জন্য আমরা কর্মী নিয়োগ করেছি। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন ল্যাম্পস গুলিতে ভাল ম্যানেজার দেওয়া হয়েছে। যারা ইনসপেকটার ব্যাংকের লোক তাদেরকে এই পদে দেওয়া হয়েছে যাতে এটা ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হয়। আর প্যাকটসএ এখনও আমরা কর্মচারী নিয়োগ করিনি। আর গ্রামে ল্যাম্পস এবং প্যাকস এর যারা বোর্ড অব ডাইরেকটরস তাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমরা ট্রেনিং সেন্টার করেছি। ষ্টেট কো-অপারেটিভ যেটা আগে ছিল, যেটাকে আমরা তুলে দিয়েছিলাম, সেটাকে আবার স্থাপন করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং তার জন্য আমরা ট্রেনিং সেন্টারের ব্যবস্থা করছি। ল্যাম্পস এবং প্যাকস-এ অনেক মাননীয় সদস্যই এগুলির সদস্য আছেন, তাঁদেরও সেই কাজগুলি শিখতে হবে। এই প্রশিক্ষণের জন্য আমরা একটা সেন্টার তৈরী করছি। কাজেই ল্যাম্পস এবং প্যাকস এ সরকারের একটা ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা আমাদের এই পরিকল্পনাকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করতে সম্মিলিত ভাবে প্রয়াসী হবেন। এছাড়া কোন কোন মাননীয় সদস্য এখানে প্রশ্ন তুলেছেন যে—কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সুদের হার বেশী। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে রিজার্ভ ব্যাংক যে সুদে ঋন দেয় সেটা শতকরা ৪ ভাগ। সেই সুদে গরীব লোকদিগকে ঋন দিতে পারলে খুব সুবিধা হত। কিন্তু কো-অপারেটিভ ব্যাংক সেই সুদে ঋন দিতে পারছে না, তার চেয়ে বেশী সুদে তাকে দিতে হয়। কারন কো-অপারেটিভ ব্যাংক টাকাটা রি-ফিনান্স করছে। অন্যান্য কমার্শিয়াল ব্যাংক যে ভাবে দিতে পারছে, কো-অপারেটিভ ব্যাংক সেভাবে দিতে পারে না। আমরা

রিজার্ভ ব্যাংকের যোগাযোগ করছি, যাতে এই সুদের হারটা কমানো যায়। মাননীয় সদস্যরা এখানে আরেকটি কথা বলেছেন---ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে কোন কাজ করতে পারে নি। এই ব্যাংক কিছু করতে পারে নি এটা ঠিক না। তবে এই ব্যাংক খুব বেশী কাজ করতে পারে নি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে খুব বেশী কিছু করতে পারে নি। ঋনের জন্য যত দরখাস্ত পরেছে, তার চেয়ে খুব ছোট একটা অংশকেই তারা ঋন দিতে পেরেছে। তার কারন কতগুলি অসুবিধার জন্য তারাই এগুলি দিতে পারছেন না। এই অসুবিধা গুলি দুর করার জন্যই আজকে হাউসে এই সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে। কয়েকজন অফিসারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে দ্রুত তদন্ত করে পজিশানকে ফাইনালাইজ করে তার ব্যবস্থা করতে পারে এবং এর ফলে আমি মনে করি ব্যাংক কিছু কাজ করতে পারবে। এই ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংককে ৫ লক্ষর বেশী টাকা আমরা দিতে পারি নি। যদিও এই টাকা তারা এখনও খরচ করতে পারেনি, আশা করছি সেটা তারা সম্পূর্ণ খরচ করতে পারবেন। আরও টাকা তাদের দেওয়া উচিত। আমরা আশা করেছিলাম এই বছর তাদেরকে কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা দিতে পারব। তবে আরও বেশী টাকা যাতে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংক পেতে পারে সেই দিক আমরা চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন যারা গ্রামের মহাজনদের কাছে জমি বন্ধক দিয়ে টাকা নেন, তাদের পক্ষে ব্যাংক থেকে মাঝারী মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ তারা নিতে পারবেন, যা তাদের পক্ষে সুবিধা হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা প্রায়ই একটা কথা বলে থাকেন, সেটা হল 'দলবাজী'। কিন্তু কি অর্থে উনারা এই কথাটা বলেন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। দলবাজী এক সময় ছিল যখন কোন গণতন্ত্র ছিল না। যেমন—মাননীয় সদস্যরা এখানে ৪ জন আছেন আর আমরা আছি ৫৬ জন। দলবাজী তখনই হবে যখন এই ৪ জনের কথাই কাজ হবে, ৫৬ জনের কথায় কিছু হবে না। তেমনি গ্রামের মধ্যে গরীব মানুষ আছেন ৫৬ জন, সেই ৫৬ জনের কথায় কিছু হত না ২ | ৪ জন যে মাতব্বর আছেন তাদের কথাই টাকা দেওয়া হত। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টাকা বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় যে অনেক জায়গাতেই পঞ্চায়েত বসে না, গ্রামের মধ্যে যে ২ | ৪ জন মাতব্বর আছে, তারাই নিজেদের খুশি মত সেই টাকা বিলি বণ্টন করে। এরকম আমার কাছে অনেক রিপোর্ট এসেছে যেখানে তাদের নিজেদের চেনা শুনা লোকদের নাম লিষ্ট করে, তাদেরকেই টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু এটা ঠিক না। গণতন্ত্রের যুগে সবাই সমান। আমরা সব জায়গাতেই সমবায় সমিতি সম্প্রসারিত করছি দলমত নির্বিশেষে। সেই এলাকাকে আমরা কোন ফেস্টুন দিয়ে বিচার করছি না, সেই এলাকা কোন সি, পি, আই (এম) এর এলাকা নয়, উপজাতি যুব সমিতির এলাকা নয়, কংগ্রেসের নয়, সেই এলাকা গরীব জন সাধারণের এলাকা। কোন পতাকা দিয়ে গরীবের বিচার হবে না, গরীবকে গরীব হিসাবেই চিহ্নিত করতে হবে। কে লাল, কে সাদা, কে সবুজ এই বিচার করে কোন কর্মসূচী আমরা তৈরী করব না, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত গরীবই তার ন্যায্য পাওনা পাবে। কাজেই আমি আশা করব আজকে হাউসে যে সংশোধনীটা আনা হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা সেটাকে সমর্থন করবেন। ভবিষ্যৎ ত্রিপুরাকে আরও উজ্জলতর করতে আমরা যে কর্মসূচী নিয়েছি, সে কর্মসূচী বাস্তবায়নে উনারাও সহযোগিতার হাত বাড়াবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০)" বিবেচনা করা হোক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিবেচিত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ধারা হইতে ৯নং ধারা পর্য্যন্ত এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হোক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— সভার সামনে পরবর্ত্তী প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশ রূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— সভার পরবর্ত্তী কর্ম্মসূচী হল— "দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০)" পাশ করা। হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০)" পাশ করা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। এখন ইহা আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"দি ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮০)" পাশ করা হউক।

(বিলটি সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।)

সর্ট ডিস্কাশন অন্ মেটারস্ অব আর্জেণ্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—

"সর্ট ডিস্কাশন অন্ মেটারস্ অব আর্জেণ্ট পাব্লিক ইমপর্টেন্স। আজকের সংশ্লিষ্ট কার্য্যসূচীতে ২ (দুই)টি "সর্ট ডিস্কাসন নোটিশ" আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে :—

"Papers allotted by Govt. of India at concessional rate for publication of School text books for the students at cheap rate in Tripura".

আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৭ই জানুয়ারী, সভা দরে

বই-এর কাগজ নিয়ে কারচুপি সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠেছে সে সম্পর্কে আমি এখানে আলোচনা উপস্থিত করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ডকুমেন্ট আপনার কাছে থাকবে, যখন প্রয়োজন হবে তখন ডকুমেন্ট দেখাবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা আমার ডকুমেন্ট। এটা আমি ডকুমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই তথ্য সম্বন্ধে যে অভিযোগ এই দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেটাতে মাননীয় মন্ত্রীর এই কথা ভাববার কোন কারণ নেই যে, আমি দৈনিক সংবাদকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি। কিন্তু যেহেতু অভিযোগটা সাধারণ মানুষের স্বার্থ সম্পর্কিত, কাজেই এই অভিযোগ এড়িয়ে যাওয়া চলে না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই অভিযোগ তদন্তের মাধ্যমে এর সমাধান এবং অভিযোগ খণ্ডন করে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা হোক এই দাবি আমি উপস্থিত করতে চাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাগজের জুয়া চুরি নিয়ে যে অভিযোগ এসেছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি বিশ্বাস করি যে আজকের এই বামফ্রন্ট সরকার এটা গুরুত্ব সহকারে সর্বপ্রকার তদন্ত করবেন। জনস্বার্থে যথাযথ উদ্যোগ নেবেন আমি এই আবেদন রাখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। যিনি দীর্ঘ বছর ধরে এই বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ছিলেন এবং তিনি সেই দিনগুলিতে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর প্রকটিত করেছেন। তাঁর ভয়ে সমস্ত দুর্নীতিবাজরা আতঙ্ক গ্রস্ত থাকতো, সন্ত্রস্থ থাকতো, কারণ এই কঠোর প্রতিবাদ দুর্নীতিবাজদের বুকে গেঁথে তাদেরকে কম্পিত করে তুলত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে, তাঁর এই প্রতিবাদের ধ্বনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুমন্ত সমাজকে বার বার তিনি জাগিয়ে তুলেছেন এবং দুর্নীতিবাজদের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী দলের নেতা শাসনের তখতে বসে আছেন। তিনি আজকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর হাতে সেই ক্ষমতা রয়েছে। আমি অনুরোধ করবো তিনি সেই শাসন যন্ত্রের উপর হাত স্থাপন করুন, মরণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করুন সেই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে। আপনি দীর্ঘ বছর ধরে আমাদের কানে শুনিয়ে এসেছেন প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস—করবো। যে, এই হাজার হাজার দরিদ্র ছাত্র যারা পাঠ্য পুস্তকের অভাবে পড়তে পারে না, অর্থের অভাবে পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করতে পারে না, তাদের অর্থ শোষণ করে, তাদের পাওনা কেড়ে নিয়ে যারা আজকে বিরাট টাকার পাহাড় বানাচ্ছে, যারা তাদের কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আপনি মরণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করুন। আমি মনে করি আপনি সেই হিসাবে উপযুক্ত কারণ কেবল প্রশাসনিক দিক থেকে নয়, দীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, আপনি সেই ক্ষমতা অর্জ্জন করেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে টাকায় কাজ বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে, সেই টাকায়, সেই মূল্যে আজকে ত্রিপুরায় কাগজ আসেনি। সেই সুযোগ থেকে আমরাবঞ্চিত। যখন পাবলিশার্স'রা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে দরবার করেছে,

তাদের কাছে এই সম্পর্কে জানতে চেয়েছে তখন তারা বলেছে সেই কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না এবং দর বৃদ্ধি করছে। সম্প্রতি দরিদ্রতম ছাত্ররা যারা গ্রামে গ্রামে পুস্তকের জন্য হায় হায় করছে, যারা পুস্তকের জন্য পড়াশুনা করতে পারছে না তারা বই কিনতে পারছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেই পাওনা, তাদের সেই সম্পত্তিটাকে জুয়াচুরির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ত্রিপুরা একটি ব্যাকওয়ার্ড জায়গা সেখানে ৮০ শতাংশেরও বেশী লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। এখানে যাতে এই অবস্থা চলতে না থাকে তার জন্য আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ সহকারে এই এন্টিকরাপশান অস্ত্রটি ব্যবহার করবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তাই সেই পত্রিকার বিরুদ্ধ ঘণ্টা দুইয়েক আগেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কটুক্তি করেছেন. । এই পত্রিকাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে, আমরা এই পত্রিকার মাধ্যমেই এই অবস্থার কথা জানতে পেরেছি। যা জনগণের জ্ঞানের বাইরে ছিল যা এত দিন অজ্ঞাত ছিল, তা আমরা এই পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। সেই সূত্র ধরেই আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। এই অভিযোগের পুরো বয়ানটাকে সূত্র ধরে আমরা আবেদন করবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে তদন্ত করেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা মনে করার কোন কারণ নাই যে এট সম্পূর্ণ সত্য। এই যে অভিযোগ এটা সম্পূর্ণ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব আপনি ধর্য্য ধরে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে অভিযোগগুলি এসেছে, তার মধ্য থেকে যে মেসার্স এ. কে. চৌধুরী সে একজন ক্যালকাটার বিরাট ব্যবসায়ী। সে নাকি ৭৯ টন কাগজ তুলছে টিটাগড় থেকে। তিনি সেই কাগজের উপর আরোপ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিক্রয় কর। গুদামের ভাড়ার পয়সাও তাকে দিতে হবে। তিনি যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার পড়বে ২৪ শতাংশ শোধ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ইনি ৮ মাস আগে নাকি কাগজ তুলেছেন। তিনি চিঠি লিখেছিলেন কনভেনারের কাছে ৮ মাস আগে তিনি কাগজ তুলেছেন এবং তিনি তা গুদামে রেখেছেন। অথচ যখন পাবলিশার্স'রা রিকুয়েষ্ট করছেন কাগজের জন্য, তারা যখন বলছিলেন আমরা কাগজ চাই ছাপাবার জন্য, আমরা বই সরবরাহ করতে চাই, তখন বলা হচ্ছে আমরা কাগজ পাইনি। অথচ সেই চিঠিতে বলা আছে যে ৮ মাস আগে কাগজ তোলা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন যে সরকারের এই যে কাগজ সেই কাগজ যেগুলি সরাসরি ত্রিপুরা পাবলিশার্সদের কাছে আসতে পারত, আমাদের যে সুখ সুবিধা এতদিনে দেখতে পেতাম. এতদিনে আমরা দেখতাম ছাত্রছাত্রীদের কাছে পুস্তক পৌছত সেই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্ধারিত মূল্যে, লাইব্রেরীর মাধ্যমে, কনজিউমারস্ কোঅপারেটিভের মাধ্যমে কাগজ এবং বই সারা ত্রিপুরায় এতদিনে প্লাবিত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন কিনা? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেখানে পশ্চিমবাংলায় বিক্রয় কর ধার্য্য হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র তার প্রতিবাদই করবেন নাকি সেই ধার্য্য করা করকে মুক্তি দিয়ে সেই কাগজগুলিকে উদ্ধার করবেন। তিনি যেটা বলেছিলেন, যে ৮ মাস আগে কাগজ তুলেছেন, ২৪ শতাংশ হারে

সুদ দিতে হবে, সেইগুলি থেকে সাধারণ মানুষ রেহাই দিতে পারবেন কিনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সম্পত্তি নিয়ে পশ্চিমবাংলায় খেলা চলে, জুয়া খেলা। আর আমাদের এখানে ১০ শতাংশ পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা কি করে হল? কেন এমন হল? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি এই অভিযোগ এই হাউসের সামনে তুলে ধরছি। এই অভিযোগের পুরোপুরি তদন্ত করা হউক। এই কাগজগুলি উদ্ধার করার জন্য। যে মূল্যে আমাদের বই পাওয়া উচিত সেই মূল্যে যাতে ছাত্রছাত্রীরা বই পেতে পারে, সেই অধিকার থেকে যাতে ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত না করা হয় এই দিকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় নজর দেবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখবো এবং আমার বিশ্বাস দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠা করতে পেরে এই অভিযোগগুলির উপর ও ঠিক তেমনিভাবে প্রয়োগ করবেন। কারণ তিনি সমাজ বিরোধী-দের দমনের জন্য, নির্মূলের জন্য যে সিকিউরিটি এক্ট এনেছেন, সেটা তিনি আজকে যারা দুর্নীতি করছে সাধারণ মানুষের উপর যারা অত্যাচার করছেন তাদের জন্য আপনি কি এই অস্ত্র খানিকটা ব্যবহার করতে পারেন না? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি নিশ্চয় আবেদন রাখতে পারি, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের নির্মূল করার জন্য তিনি সেই অস্ত্র ব্যবহার কর-বেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি বিরোধী দলে থাকাকালীন যে সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, আজকে তিনি সেই শাসন ক্ষমতার কর্ণ-ধার। আগে যারা উনার শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, এবং এখনও আমরা আশা করব তারা বছর বছর ধরে তিনি যাকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে এসেছেন, আপনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। আপনি কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে কাগজের ব্যাপারে যে সমস্ত অভিযোগ সেগুলিকে পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। পত্রিকায় তা হুবহু লেখা আছে। এই যে অভিযোগ এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানার কথা না এবং জনগণেরও জানার কথা না। আমরা শুধু জানতে চাই জনগণ কিভাবে, কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একে বিচার করবেন। এটার পরে তারা কিভাবে একসান নেবেন এটাই হবে মূল প্রশ্ন। আজকে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পাঠ্য-পুস্তকের যে মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, কাগজের যে দাম বাড়ছে, এই অবস্থার মধ্যে ছাত্র ছাত্রীরা ভীষণ সংকটের মধ্যে পড়বে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব যে সুযোগ সুবিধা ছাত্র-দের হাতে তুলে ধরতে পারতাম, সেই সুযোগ সুবিধা থেকে যেন ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত না হয়। তিনি যাতে সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। আমরা যে সুযোগ ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে পারতাম আমরা যে মূল্যে ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে পারতাম, আজকে কোথায় সেই বই পত্রগুলি আটকে রয়েছে, যারা এই জিনিসগুলিকে আটক করে রেখেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের মূল প্রশ্ন। মানানীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, আমি স্কুলের ছাত্রদের মুখে এই অভিযোগের কথা শুনেছি, তারা আজকে উন্মুখ হয়ে আছে যে প্রশাসন কি করবে তা দেখার জন্য। আমি অনেক ছাত্রকে বলেছি আজকে আমরা এ সম্পর্কে বিধান সভায় বলব এবং শুনব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে, এই বইপত্রগুলি কখন পাওয়া যাবে,

কখন ত্রিপুরার বুকে এগুলি আসবে, কখন ছাত্রদের হাতে যাবে। যারা অন্যায়ভাবে জুয়াচুরী করে আমাদের সম্পদ, ছাত্রদের সম্পদকে আটকে রেখেছে, তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে শত্রু বলে, তাদেরকে শায়েস্তা করার কথা আজকে আমরা শুনব, কেননা আজকের এই মুখ্যমন্ত্রী এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাদের শায়েস্তার দাবী জানিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বসে তিনি যে বক্তব্য রাখবেন সেই বক্তব্য নিশ্চয়ই সংগতিপূর্ণ হবে। এই আশা প্রকাশ করে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুনরায় এ অভিযোগের ব্যাপারে তদন্ত হউক এবং সেই কাগজ উদ্ধারের প্রতিশ্রুতির দাবী জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রী মতিলাল সরকার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয় যে বিষয়টি এখানে আলোচনার জন্য এনেছেন, সেই বিষয়ে আলোচনার অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমি দু চারটি কথা বলব। আমি প্রথমই যেটা বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতিকে সমর্থন করেন না এবং মজুতদারের বিরুদ্ধে এই বামফ্রন্ট সরকার কথা বলে, যেখানে সাধারণ মানুষের অভাব, অন্ন সংগ্রহের সংগ্রাম যেখানে ছাত্রদের স্বার্থে সংগ্রাম, সেখানে নিশ্চয়ই বামফ্রন্ট সরকার আছেন। কাজেই নগেন্দ্র বাবু তার বক্তব্যে যে কথা বলতে চেয়েছেন যে তদন্ত করা হউক বা যে দাবী তিনি জানিয়েছেন। আমি নগেন্দ্র বাবুকে অন্ততঃ এই সব দুর্নীতির ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে দাবী পেশ করার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত দিক থেকে জনগনের স্বার্থ যাতে রক্ষা হয় এই কথা ভেবেই কাজ করেন। এখানে যে বিষয়টা উত্থাপন করা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা সরকার ২৫০শ টন কাগজ যাতে পেতে পারেন। তার জন্য ভারত সরকার বরাদ্দ করেছিলেন এবং সেই কাগজ মানে বরাদ্দের যে অর্ডার তা দেওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকে সে কাগজটা রিলিজ করার কথা, এই পেপার ডিষ্ট্রিবিউশানের ব্যাপারে যাতে এই কাগজটা সঠিক-ভাবে পাবলিকেশনের হাতে দিতে পারে এবং সেটাকে দেখাশুনা করার জন্য একটা কমিটি আছে, সেই কমিটিতে এই কাগজের ব্যাপারে কি করা যায়, তার একটা সিদ্ধান্ত করেছিল, এই কমিটি যখন সিদ্ধান্ত নিতে বসে তখন আমরা দেখলাম যে ত্রিপুরার বুক পাবলিশারস্ এবং বুক সেলারদের যে সমিতি আছে, তারা দরখাস্ত করেছে, যাতে এই ২৫০শ টন কাগজ তারা রিলিজ করে নিজেরা ব্যবহার করতে পারে তখন সেই কমিটি ফেডারেশনকে কাগজ রিলিজ করার জন্য অনুমতি দিয়েছে কাজেই এই দিক থেকে আমরা দেখি যে সরকারের সদিচ্ছার কোন রকম ত্রুটি নাই, পাবলিশিয়ারসরা যাতে বই ছাপাতে পারে এবং বই বাহির করতে পারে এবং সস্তায় ছাত্রদের মধ্যে এই বই বিলি বণ্টন করতে পারেন, তার সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিলেন, কিন্তু পরে দেখা যায় এই ফেডারেশন অব বুক পাবলিশিয়ারস্‌কে বই দিচ্ছে না, কারণ তারা কাগজ যথার্থভাবে রিলিজ করেনি, মানে যথা সময়ে কাগজ রিলিজ করা হয় নি। এই ফেডারেশন অব বুক সেলারস্ এ্যন্ড পাবলিশিয়াস কমিটির যে সেক্রেটারী, যার এটা

কিনবার কথা তিনি আবার এটা অথারাইজ করলেন কলকাতার এ, কে, রায় চৌধুরীকে, কিন্তু কেন তিনি অথারাইজ করতে গেলেন. যেখানে ওনাকে কাজটা দেওয়া হয়েছে, ওনাদের আবেদনের জন্যই শুধু ওনাদেরকে এই কাজটা দেওয়া হয়েছে, ওনারা যদি এতে অপারগ হন তাহলে সরকারকে জানাতে পারতেন এবং সরকারও তাহলে সেইভাবে বিলি ব্যবস্থা নিতে পারতেন। এই ভাবে তারা ঠিক সময়মত কাজ না করায় সেই কাগজ রিলিজ করা হয়নি। কাজেই বুক পাবলিশিয়ার্সদের যে সমিতি তাতে যারা সদস্য আছে, তারা নিজেরাই বলতে পারেন, দেখতে পারেন যে ওনাদেরকে দেওয়া অধিকার ওনারা পেলেন না কেন, কারণ ওনারা সেটাকে কাজে লাগাতে পারেন নি। কাজেই এই দিক থেকে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সরকারের যে কর্মসূচী ছাত্রদের সস্তায় বই দেওয়ার, কাগজ দেওয়ার, সেই কর্মসূচী এইভাবে সেখানে গিয়ে আটকে গেছে। পরে যখন বুক পাবলিশিয়ারস্ কমিটি বেশী দামে বই বিক্রি করতে চাইলেন, তখন সরকার তদন্ত করে দেখলেন যে এই ফেডারেশনের জন্যই এই কাগজটা রিলিজ করা হয় নি, কাজেই যখন সরকারের কাছে এই নোটিশ এসেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমি আশা করি সরকার নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং নেবেন, সরকারের বিভিন্ন সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেন ছাত্ররা এই সুযোগটা পেল না? আমি যতদূর জানি যে এর পরে বুক ফেডারেশন হতে সরকার নিজের হাতে কাগজটা নিতে পারেন এবং তার ব্যবস্থা হয়েছে। কতগুলি জিনিস আছে যেগুলি আগে দেখতে হয়, জিনিসগুলি হচ্ছে যে বুক ফেডারেশনের সেলস্ এ্যাণ্ড পাবলিশার্সদের আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা সেটা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখতে হয়। ২ নম্বর হচ্ছে যে জিনিসটা শিক্ষা দপ্তর সেটা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলেন কিনা এবং জিনিসগুলি ছাত্রদের কাছে ঠিকমত পৌছে কিনা। কোথাও কোন রকম খেয়ালীপনা ছিল কিনা। ৩ নম্বর ঐ ফেডারেশন যখন নিজেরা কাগজটা তুলতে পারলেন না তখন সরকারকে জানালেন না কেন?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের বিবৃতির মধ্যে ত আমি ক্ষমতার কোন কথা বলা ছিল না।

মি: ডেপুটি স্পীকার: আপনি বসুন, আপনি আপনার বক্তব্য আগে বলেছেন, এখন অপর সদস্যকে বক্তব্য রাখতে দিন।

শ্রীমতিলাল সরকার: তারা নিজেরা ক্রয় করতে না পারলে সরকারের কাছে জানাতে পারতেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পাবলিশার্সরা যেখানে কাগজ কিনতে সুযোগ পেলেন সেখানে তারা খোলা বাজার থেকে কাগজ কিনতে গেলেন কেন? কাজেই এই জিনিসগুলি নিশ্চয়ই জানবার ব্যাপার এবং সরকার তখন কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তাও জানবার বিষয় এবং আমরা আশা করব ছাত্রদের এই সুযোগ কোথায় আটকা পড়ল তা সরকার দেখবেন। সরকার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন যাতে সমস্ত কিছুর প্রকাশ ঘটে এবং যাতে কোন রকম দুর্নীতির চিহ্ন না থাকে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যথেস্ট প্রকারের ব্যবস্থা নেবেন। সরকার এই সকল ব্যাবহার বিহিত করবেন এবং ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি করবেন যেভাবে করে যাচ্ছেন তার উপর আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা ত আজকে শেষ হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : আজকে সময় শেষ হয়ে আসছে আর মাত্র ২ মিনিট সময় আছে। যে বিজনেসগুলি রয়ে গেছে সেগুলি আগামী কাল হবে। অতএব এই অধিবেশন আগামী কাল ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮০ ইং বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred question No. 28.

By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to siate :-

১) বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার জন্য আগরতলাতে হোস্টেলের ব্যবস্থা সরকার করেছেন কি না?

২) যদি হোস্টেলের ব্যবস্থা সরকার করে থাকেন, তাহলে উক্ত হোস্টেলে মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রী থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

MINISTER-IN-CHARGE ANSWER

১) হ্যাঁ, কলেজ ছাত্রদের জন্য একখানি ছাত্রাবাস করা হইয়াছে।

২) বর্ত্তমানে অনধিক ১২ জন ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Admitted Starred question No. 41.

By—Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be please to state :-

১) বগাফা আশ্রম হাই স্কুলের জন্য কত একর জমি একোয়ার করা হইয়াছে?

২) একোয়ারকৃত জমির কত একর জমি স্কুলের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে?

৩) বাকী জমি ঐ স্কুলের ব্যবহারে আনার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

MINISTER-IN-CHARGE ANSWER
SHRI D. DEB

১) ১৯৬১ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ১৩·৭৭৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

২) একোয়ারকৃত জমি সহ আনুমানিক মোট ২৪ একর জমির মধ্যে আনুমানিক ৮ একর জমি স্কুল গৃহ, ছাত্রাবাস, বাগান ও খেলার মাঠ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তবে উক্ত জমির

একটি বড় অংশ নিকটবর্তী লাউগাং নদী প্রবাহে নষ্ট হইয়াছে। উক্ত জমিতে স্কুলের খেলাধুলার কাজ চালাইতে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

৩) হ্যাঁ স্কুলের অবশিষ্ট জমি স্কুলের কাজে লাগাইবার জন্য পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred question No. 47

By Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৭৯ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কত জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

২। এখন পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে কত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

উত্তর

১। মোট ৭৭৫২ পরিবার পুনর্বাসনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন।

২। এখন পর্য্যন্ত মোট ৪০০৬ পরিবারকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 71.

By—Shri Matilal Sarkar M.L.A.

Wiil the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রেশন সপের ডীলারগণ চাউল সংগ্রহ করতে খাদ্য দপ্তরে এসে কোন কোন সময় নাজেহাল হচ্ছেন এ সম্পর্কে কোন অভিযোগ সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে কিনা ?

২। হয়ে থাকলে সরকার এ সম্পর্কে কি তথ্য পেয়েছে এবং কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা অনুযায়ী খাদ্যশস্য গুদাম হইতে ডেলিভারী নেওয়ার আদে শলিচু করা হয় তাহাতে কমপক্ষে তিন দিনের প্রয়োজন হয়। খাদ্যশস্যের মূল্য বাবত টাকা সার্টিফিকেট সহ ট্রেজারীর মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে একদিনের প্রয়োজন হয়। একদিনের প্রয়োজন হয় ডেলিভারী অর্ডার নিবার জন্য যেহেতু প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক ডেলিভারী অর্ডার লিখিতে হয়। তৃতীয় দিনে ডেলিভারী অর্ডার বিলি করা হয়। সেই দিনই গুদাম হইতে ডীলার কর্ত্তৃক মাল ডেলিভারী নেওয়া যাইতে পারে। তবে এই নূতন নিয়ম চালু করার ফলে ডীলারদের একটু অসুবিধায় পডতে হচ্ছে।

আরও কম সময়ের মধ্যে ডেলিভারী অর্ডার বিলি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 89

By—Shri Harinath Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকাধীন ধারয়াথল সিনিয়র বেসিক স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার সরকারী কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তবে ১৯৭০-৮১ শিক্ষা বর্ষে করা হবে কিনা, এবং

৩। এই সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে শিক্ষা বিভাগে কোন গণ দরখাস্ত কিংবা ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে কি ?

ANSWER

Education Minister : Shri D. Deb.

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা এখনও লওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। হাঁা।

Admitted Starred Question No. 107

By—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিণ জুলাইবাড়ী গ্রামে প্রাইমারী স্কুলের জন্য গ্রামবাসী সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছেন কি ?

২। দরখাস্ত করে থাকলে উক্ত গ্রামে প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। থাকলে কবে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়,

৪। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি প্রাইমারী স্কুল আছে,

৫। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি গ্রামে প্রাইমারী স্কুল আছে কি ?

৬। না থাকলে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি গ্রামে প্রাইমারী স্কুল করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

Minister-in-charge Answer

১। হাঁা।

২। তদন্তের প্রতিবেদন পাইলে যথা সময়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। ১৫৭৩টি।

৫। না।

৬। না। একটি স্কুল একাধিক লোকালয়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

Admitted Starred Question No. 142

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Departtment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর নূতন করে কয়টি রাস্তায় যাত্রীবাস চালু করা হয়েছে ;

২। তাতে দৈনিক কত সংখ্যক যাত্রীর যাতায়াতের সুযোগ বেড়েছে ,

৩। আগে যাত্রীবাস চলত, কিন্তু এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে, এরূপ রাস্তার সংখ্যা কত ;

৪। ঐসব রাস্তায় বাস বন্ধ হবার কারণ কি এবং কবে পর্য্যন্ত তা আবার চালু হবে ?

উত্তর

১। ১৫টি রাস্তায় নূতন করিয়া বাস চালু করা হইয়াছে।

২। গড়ে ২৫৪৭ জন যাত্রীর যাতায়াতের সুযোগ বেড়েছে।

৩। ৩টী রাস্তায়।

৪। ১টীতে আগরতলা—ধর্মনগর রুটে টি, আর, টি, সি, বাস চালু হওয়ায় ও অপর ২টী রুটে পেট্রলের মূল্য বাড়ায় পুরাতন বাস গাড়ীর সার্ভিস দেওয়া বন্ধ হইয়াছে। ২টী রুটে পুনরায় বাস-সার্ভিস শীঘ্রই চালু করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ১টীতে নূতন পারমিট দেওয়ার বিজ্ঞাপন দেওয়া স্বত্বেও লাভজনক রুট না হওয়ায় কেহ দরখাস্ত করে নাই। একটী রুটে ৫টী মিনিবাস দিয়া সার্ভিস হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 159

By—Shri Badal Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতজন তপশিলী সম্প্রদায়ের লোককে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

২। ডুম্বুর থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছেন সরকার এ পর্য্যন্ত তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কত টাকা খরচ করেছেন এবং কতটি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দিয়েছেন ; এবং

৩। এদের উন্নয়নের জন্য সরকার আর কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

উত্তর

১। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট ১৪৩৮টি তপশিলী সম্প্রদায়ের পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে।

২। ডুম্বুর থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছেন সরকার তাদের এপর্যন্ত ১৫০টি (১১৫৮ উপজাতি ও ৩৫০ অ-উপজাতি) পরিবারকে পুনর্ব্বাসন ক্রমে মোট ৮৭ লক্ষ ১৫ হাজার ২ শত ৬০ টাকা দিয়েছেন। উপজাতি পরিবারদের জন্য ৩৯৫০ টাকা বরাদ্দ ছিল। তাহা প্রতি পরিবার পিছু ৬৫১০ টাকার স্কীমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩। আপাততঃ নাই।

Admitted unstarred question No. 161.
By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) যুবরাজনগরে জে, বি. স্কুলকে এস, বি, স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে আগামী আর্থিক বৎসরে এই স্কুলকে এস, বি, স্কুলে উন্নীত করা হবে কি ?

উত্তর

১) উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবগুলি বর্ত্তমানে পরীক্ষাধীন আছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 165.
By Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) হাফলং এস, বি, স্কুলকে এইচ, এস, স্কুলে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কি ?

২) যদি নিয়ে থাকেন তবে এই আর্থিক বৎসরে তা কার্য্যকরী করা হবে কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 179.
By—Shri Rudrashwar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের কতগুলি উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ আছে এবং কতগুলিতে নাই তার সংখ্যা ?

২) কমলপুর মহকুমার হরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, হালাহালী উচ্চ বিদ্যালয় ও চন্দ্রাই পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ তৈরী করার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ?

৩) যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে খেলার মাঠ তৈরী করার কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) সর্ব্বশেষ প্রাপ্ত রিপোর্ট' অনুযায়ী ৫৫টি স্কুলে আছে ২৪টি স্কুলে নাই।

২) সরকারী অনুদান প্রাপ্ত হরচন্দ্র স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ খেলার মাঠ ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য মং ৩০,০০০·০০ টাকার বাজেট প্রস্তাব দিয়াছেন। তাহা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের মঞ্জুরীর জন্য বিবেচনাধীন আছে।

হালাহালী উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য বে-সরকারী ভূমি অধি-গ্রহণের প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

চন্দ্রাইপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য বনদপ্তর হইতে ২'৩০ একর জমি দেওয়া হইয়াছে। তাহা সংস্কার করার জন্য উক্ত স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের মারফতে খেলার মাঠ সংস্কারের জন্য বলা হইয়াছে এবং এষ্টিমেট্ তৈরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট আমবাসা পূর্ত্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং তাহা তৈরী হইলে অর্থ মঞ্জুরীর কথা বিবেচনা করা হইবে।

৩) সঠিক তারিখ বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 180.
By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি বালোয়ারী বিদ্যালয়ে কয়জন করে এস, ই, ডব্লিউ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে ;

২) একজন করেও এস, ই, ডব্লিউ নেই এমন বালোয়ারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ;

৩) প্রতিটি বালোয়ারী বিদ্যালয়ে দু'জন করে গ্রাম সেবিকা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কি ;

৪) যদি হ্যাঁ হয় তবে এ বিষয়ে কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১) প্রতি কেন্দ্রে একজন করিয়া এস, ই, ডব্লিউ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে।

২) ৫৩টি।

৩) না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 193.

By Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই ব্লক এলাকাধীন বীরচন্দ্রনগর উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও সিঙ্গীছড়া উচ্চ বিদ্যালয় দুইটির অর্দ্ধনির্মিত গৃহ দুটির কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি ?

২। সত্য হইলে কি কারণ বশতঃ গৃহ দুটির কাজ এখনও শেষ হয়নি ?

৩। আসছে মার্চ্চের মধ্যে গৃহ দুটির নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে কি আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri D. Deb

১। হ্যাঁ

২। ঠিকাদারগণ এখনও কাজ শেষ করতে পারেন নাই।

৩। শীঘ্রই কাজ শেষ করার চেষ্টা চলিতেছে।

Starred Question No. 205.

By Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। গত আগষ্ট মাস থেকে এ পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সিতে কয়টি চুরির ঘটনা ঘটেছে ?

২। ইহা কি সত্য যে শেষ পর্য্যন্ত একটি আস্তা বাস চুরি হয়ে গেছে ?

৩। সত্য হলে কবে এবং কি ভাবে এই ঘটনা ঘটল।

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী।

১। মোট সাতটি।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 208.

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be please to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মোট কয়টি বালোয়ারী বিদ্যালয় আছে ?

১। ঐ সংখ্যার কয়টি ১৯৭৮–৭৯ সালে দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge Sri Dasarath Deb

১। ১০৫১টি

১। ৪৯৪টি

Admitted Starred Question 210

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরায় একটি রিজিওন্যাল হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপন করা হবে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কোথায় এই কলেজ স্থাপন করা হবে। এবং কবে পর্য্যন্ত চালু হবে ?

উত্তর

১। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের (N. E. C.) নিকট ত্রিপুরায় একটি রিজিওন্যাল হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপনের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর হইতে একটি Scheme পাঠানো হইয়াছে। কিন্তু সেই Scheme এখন পর্য্যন্ত অনুমোদিত হয় নাই। এই Schem টিতে ১৯৮০-৮১ সালে হোমিওপ্যাথিক কলেজের নির্মাণ কার্য্য সুরু করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২। অনুমোদিত হইলে যথা সময়ে স্থান নির্বাচন করা হইবে এবং নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে

Number of Admitted Question 238

By Shri Akhil Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। হস্তকারু শিল্পে সংরক্ষণ (প্রিজারভেটিভ) এর কোন পৃথক পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে তার জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে :

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে কত টাকা এই পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে ?

উত্তর

১ হ্যাঁ।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে প্রিজারভেটিভ কেনাব ভর্ত্তুকিবাদ (৭৫%) চার হাজার টাকার বরাদ্দ আছে। প্রিজারভেটিভ বিলির প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩। আগামী আর্থিক বছরে ২৫,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব আছে।

Admitted Starred Question : 246

By Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-eharge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিনোনীয়া বিভাগে নীহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে দীর্ঘদিন ধরে কোন খাট বা মেট্রেস নেই,

২। সত্য হলে এর কারণ কি ; এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত খাট, লকার, মেট্রেস ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে ?

উত্তর

১। বিনোনীয়ার নীহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন খাট বা মেট্রেস নেই তা সত্য নয় তবে এটা সত্য যে ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অধিকাংশ খাট ও মেট্রেস মেরামতের প্রয়োজন অথবা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। এবং নির্দিষ্ট শয্যা সংখ্যার বেশী রোগীকে ভর্ত্তি করা হলে অতিরিক্ত খাট ও মেট্রেসের প্রয়োজন।

১। প্রয়োজন অনুযায়ী Steel এর খাট এ রাজ্যে স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করা দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা না করিতে পারায়। মেট্রেস তৈরী ও মেরামত করার ব্যবস্থা সমগ্র চাহিদা পূরণ করার মত পর্য্যাপ্ত না হওয়ায়।

৩। (ক) গত ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮০ ইং তারিখে স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিবহন ঠিকাদারকে নীহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০টি Iron Cot, ১০টি Coir Mattress, এবং ১০টি Bedside locker পৌছাইয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(খ) তাছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য Steel furniture (খাট, লকার ইত্যাদি) সংগ্রহ ও মেরামতের বিষয়ে Industry Deptt. এর সহিত আলোচনা হইতেছে। Steel furniture এর অভাবে স্থানীয় ভাবে কাঠের খাট সংগ্রহ করিয়া অভাব দূর করার বিষয়টিও গ্রহন করা হইয়াছে।

Admitted starred Question No. 248

By Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations und Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের লোকায়ত শিল্পীদের উৎসাহিত করতে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২) যদি কোন কিছু এখনো না করে থাকেন, তবে করবেন কিনা ; এবং

৩। কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

উত্তর

১। ত্রিপুরার লোকায়ত শিল্পীদের উৎসাহিত করতে :—

(ক) রাজ্যে ১৫৩টি লোকরঞ্জন শাখা গঠন করা হয়েছে।

(খ) প্রতিটি শাখায় বসার জন্য একটি শতরঞ্জি, ২টি হারিকেন ও শাখার সদস্যদের পছন্দ মত কিছু বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হয়েছে।

(গ) শাখাগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য মাসিক ১০ টাকা দেওয়া হচ্ছে।

(ঘ) সাংস্কৃতিক দলগুলোকে বা কবিয়াল কথকদের অনুষ্ঠানের জন্য আর্থিক সাহায্য বিবেচনা করা হয়।

(২) প্রশ্নটি উঠে না।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 43

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত দুই বছরে কোন মহকুমার কত নূতন জুমিয়া পরিবারের জন্য কাজ শুরু করা হয়েছে ?

২। কোন কোন স্কীমে কোন্ মহকুমায় পুরানো কত সংখ্যক জুমিয়া পুনর্বাসনের অসমাপ্ত কাজকে সরকার দুই বছরে সম্পন্ন করেছেন এবং এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ?

৩। অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের নূতন কোন প্রকল্প সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করছেন কি ? প্রকল্পটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

উত্তর

১। গত দুই বছরে উপজাতি জুমিয়া পুনর্ব্বাসন প্রকল্পের ৬৫১০ টাকা ও ১৯০০ টাকা স্কীমে মোট ২৭৩৮টি উপজাতি জুমিয়া এবং ভূমিহীন শ্রমিক (নূতন) পরিবারকে পুনর্ব্বাসন

দেওয়া হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) ধর্মনগর— ৩৯১ পরিবার
(২) কৈলাসহর— ১৫২ ,,
(৩) কমলপুর— ৫১ ,,

৪।	উদয়পুর—	১৮৫ পরিবার
৫।	অমরপুর—	৫২০ ,,
৬।	বিলোনীয়া—	৫৭০ ,,
৭।	সাবরুম—	১১০ ,,
৮।	সোনামুড়া—	২১৭ ,,
৯।	খোয়াই—	২৫১ ,,
১০।	সদর—	২৯১ ,,
	মোট—	২,৭৩৮ পরিবার

(১) (ক) মোট ১৬৪৪ টি উপজাতি পরিবারকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন প্রকল্পের ৮২১০ টাকা স্কীমে পুনর্ব্বাসনক্রমে অবশিষ্ট কিস্তির মঞ্জুরীকৃত অনুদান বিলি করা হয়েছে। ৪র্থ এবং ৫ম পরিকল্পনার ২৯১০ টাকা স্কীমে ১৯১১ টি উপজাতি ভূমিহীন শ্রমিক পরিবারকে পুনর্ব্বাসনক্রমে তাহাদের প্রাপ্য অবশিষ্ট কিস্তির মঞ্জুরীকৃত যথাযথভাবে গত দুই বছরে বিলি করা হয়েছে।

প্রকল্প অনুসারে মহকুমা ভিত্তিক পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত পুরানো জুমিয়াদের বিবরণ তালিকা ক্রোড়পত্র—'ক' এ সংযুক্ত করা হল।

(খ) ৫ হাজার উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে তাহাদের অবশিষ্ট কিস্তির অনুদান বিলির অপেক্ষায় আছে। মহকুমা—ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১।	ধর্মনগর—	৮৬৯ পরিবার
২।	কৈলাসহর—	৬৪৮ ,,
৩।	কমলপুর—	২৫৩ ,,
৪।	উদয়পুর—	৭৫ ,,
৫।	অমরপুর—	৮০৬ ,,
৬।	বিলোনীয়া—	৭৭২ ,,
৭।	সাব্রুম—	৩০৬ ,,
৮।	খোয়াই—	৫৫১ ,,
৯।	সদর—	৩৪৩ ,,
১০।	সুনামুড়া	৩৮৬ ,,
	মোট—	৫,০০০ পরিবার

৩। হ্যাঁ। চলিত স্কীমে ফলের বাগান স্কীম, রেশম চাষ স্কীম ইত্যাদি সংযুক্তি করণের জন্য একটি সংশোধিত জুমিয়া পুনর্ব্বাসন স্কীম তৈরী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ক্রোড়পত্র—"ক"

৬৫১০ টাকা প্রকল্প অনুসারে অনুমোদন প্রাপ্ত জুমিয়াদের মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ তালিকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মহকুমা										
		ধর্ম্ম-নগর	কৈলা-সহর	কমল-পুর	অমর-পুর	উদয়-পুর	বিলো-নীয়া	সাব্রুম-	খোয়াই	সদর	সোনা-মুড়া	মোট
১।	কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক উৎকর্ষিত ভূমিতে ৬৫১০ টাকা প্রকল্পে জুমিয়া পুনর্বাসন।	১২৫	২৩	—	—	—	—	—	—	৬৯	—	২১৭
২।	৬৫১০ টাকা প্রকল্পে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন।	৩৭৮	৩৮৯	—	১১৬	—	—	১৪১	১৯৯	৯০	১০৫	১৪২৭
												১৬৪৪
৩।	চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯১০ টাকা প্রকল্পে অনুদান সহ ভূমিহীন উপজাতি পুনর্ব্বাসন।	—	—	৩৫	১	১৬৯	৫৩	৭২	১২৭	৬৫২	৩	১১১২
৪।	পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৯১০ টাকা প্রকল্পে ভূমিহীন উপজাতি কৃষি কর্মির পুনর্ব্বাসন।	২৪৩	—	৯৪	—	৫১	—	১৪	১০০	২৪৮	৪৯	৭৯৯
												১৯১১

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala on Friday the 25th January, 1980 at 11-00 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 7 (seven) Ministers, the Deputy Speaker and 41 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

প্রশ্ন

১) আগরতলা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট কনজিউমার্স সাব-ডিভিশন-এ বিদ্যুত গ্রাহকদের নিকট হইতে সরকারের বকেয়া পাওনা টাকার পরিমাণ কত ; এবং

২) বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় এই ধরনের বকেয়া টাকার পরিমাণ হচ্ছে ৩২,৪১,৩৯৭ টাকা।

২) বকেয়া বিদ্যুতভোগীদের নির্দিষ্ট সময়দানে টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। যদি তাতেও তারা না দেন তবে তাদের লাইন কেটে দেওয়া হয় এবং তাতেও যদি পাওনা অনাদায়ী থাকে, তবে সার্টিফিকেট কেসের মাধ্যমে টাকা আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা আছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—এই যে সরকারের ৩২ লক্ষ টাকা, এটা কিভাবে আদায় করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা আমি আগেই বলেছি যে আইনমত সার্টিফিকেট কেস করে তাদের সম্পত্তি ইত্যাদি আটক করে এইগুলি আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু কতটা করা হয়েছে বা কতগুলি সার্টিফিকেট নোটিশ দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার কাছে এখুনি কোন তথ্য নেই। এটা ঠিকই দুঃখজনক যে আমরা এই টাকা আদায়ের

ব্যাপারে যতখানি সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল ততখানি সক্রিয় ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি নি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—এই ৩২ লক্ষ এবং তার কিছু উপর যে টাকা বকেয়া পড়েছে, সেটা কতদিনে পড়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটাও আমি ঠিক এখুনি বলতে পারছি না।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—কি কি কারণে এই টাকা বকেয়া পড়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আমি আগেই বলেছি যে এই ব্যাপারে পুরো তথ্য আমার কাছে এখন নেই। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ? আমি তাঁদের পরবর্তী সময়ে এই সম্পর্কে পুরো তথ্য দিতে পারব যে কবে থেকে এই টাকা জমেছে এবং দপ্তর থেকে কতখানি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কারা এই বকেয়া টাকা দেন নি। এই সমস্ত তথ্য আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি হাউসের কাছে উপস্থিত করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সরকারী ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন দরের পাটের নমুনা প্রদর্শন করা হয় না,

২) সত্য হইলে পাটের নমুনা ও তার মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে বিক্রেতার সংশয় দূরীকরণের কি ব্যবস্থা ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে গ্রহণ করা হয়;

৩) টাকার অভাবের কথা বলে পাটের দাম বাকী রাখা এবং পাট চাষীদের উৎসাহ বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা সম্পর্কে কোন তথ্য সরকারের জানা আছে কি ?

৪) থাকিলে কি প্রতিকার করা হয়েছে ?

উত্তর

১ ও ২নং) মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের ঠিক একই প্রশ্ন এই হাউসে এর আগে একবার উপস্থাপিত করা হয়েছে। তা সত্বেও আমি তাতে বলছি যে পাটের যে ক্রয় কেন্দ্রগুলি আছে সেখানে যদিও পাটের নমুনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু ঠিক যাকে যাচাই করা বলে, ঠিক যাচাই করার মত লোক সব পাট কেন্দ্রগুলিতে নেই। মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে সংশয় দূরীকরণের ব্যবস্থা সব পাট কেন্দ্রগুলিতে নেই। তবে সর্বনিম্ন মূল্য যেটা আছে আমরা সেটা দেওয়ার চেষ্টা করি এবং এই কারণে বিভিন্ন পাটের যে স্তর আছে সেগুলি চিহ্নিত করার মতন ব্যবস্থা আমাদের এখানে নেই।

৩) ঠিক টাকার অভাবের কথা বলে যা বলা হয়েছে ঠিক সেই রকম কিছু নেই। যদি মাননীয় সদস্যরা বলেন যে এইরকম হচ্ছে তা হলে আমরা দেখব। কিছু সময়ের

জন্য হয়ত পাট কেনা বন্ধ ছিল টাকার অভাবে। পরে আবার আমরা টাকা সংগ্রহ করে পাট সংগ্রহ করতে সুরু করেছি।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমোহনলাল চাকমা।

শ্রীমোহনলাল চাকমা---কোয়েশচান নাম্বার ৯৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---কোয়েশচান নাম্বার ৯৫, স্যার,

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য ল্যাণ্ড মর্টগেজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর মাধ্যমে কত টাকা এবং কতজনকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল (মহকুমা ভিত্তি ক হিসাব) ?

২) ১৯৭৯ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত বকেয়া ঋণের পরিমাণ কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১) মহকুমার নাম	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ
সদর	৩৪১	১০,৮৭,৯১৭.৫০ টাঃ
খোয়াই	৪৭	১,৯৪,৬৬১.৪৭ ,,
সোনামুড়া	১১	৬০,৬৬৮.০০ ,,
উদয়পুর	৩৪	১,৪৭,৮৯৯.০০ ,,
বিলোনীয়া	৬৫	২,৪০,৭৫৪.০০ ,,
কৈলাশহর	১৩	৫৮,৮৫০.০০ ,,
সাব্রুম	৮	৫৭,৬৯৬.৯১ ,,
ধর্মনগর	২৪	১,২১,৭৫০.০০ ,,
কমলপুর	৪৬	২,১৮,০০৮.০০ ,,

২) বকেয়া ঋণের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ---

সদর	১,০০,২১৮.৩৯ টাকা
খোয়াই	১৯,১৩১.৩৪ ,,
সোনামুড়া	১০,২৯১.৩২ ,,
উদয়পুর	৬,৯৩৭.২৩ ,,
বিলোনীয়া	১৫,৬৪৭.০৭ ,,
কৈলাশহর	৯,২০৭.৩৮ ,,
ধর্মনগর	১৩,৬০৫.১৬ ,,
কমলপুর	২৬,৬২১.৪৭ ,,
সাব্রুম	৯,০৮৪.১২ ,,

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণ দরখাস্ত এসেছে। কিন্তু এই ব্যাকের ঋণ দেওয়ার যে সামর্থ্য সেই পরিমাণ তারা দেয় নাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, এর মধ্যে কয়েকটা কারণ আছে। একটা কারণ হচ্ছে ব্যাংকের হাতে ঋণ দেওয়ার মতো টাকার পরিমাণ কম ছিল, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে সব কর্মচারী তদন্ত কার্য্য করতেন, তাদের সংখ্যাও কম আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে আইনের মধ্যেও কিছু কিছু ত্রুটি ছিল, যার জন্য তদন্ত কার্য্য শেষ করতে বেশী সময় লাগতো। বর্ত্তমানে আমরা আশা করছি যে এই ব্যাংক বৎসরে ১০ লাখ টাকা দিতে পারবে এবং কিছু কর্মচারীও আমরা দিয়েছি যাতে পিটিশনগুলি তারা তাড়াতাড়ি প্রসেস করতে পারেন এবং তাড়াতাড়ি তদন্ত কার্য্য শেষ করতে পারেন।

শ্রীতরনী মোহন সিন্হা :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যাংক থেকে ঋণ হিসাবে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কৃষক সমাজকে কত দেওয়া হয়েছে জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, কৃষক সমাজকে কি পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে, তা আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় যে অধিকাংশ টাকাই কৃষকদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ- কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৭, স্যার

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে এই সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

৩। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কোন যোগাযোগ করেছেন কি?

৪। যোগাযোগ করে থাকলে, এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়া কি?

৫। রাজ্যে একটি কৃষি-কলেজ স্থাপনের জন্য জনগণের পক্ষ থেকে কোন আবেদন সরকার পেয়েছেন কি?

উত্তর

১) এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২)
৩)
৪ ও ১নং প্রশ্নের উত্তরে বাকী প্রশ্নগুলি উঠে না।
৫)

শ্রীসুবোধ দাস ঃ- আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে একটা কৃষি প্রধান রাজ্য কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে কৃষকদের কৃষি কাজে দক্ষ করে তোলার জন্য কোন উদ্যোগ সরকার এখন পর্য্যন্ত নিচ্ছেন না। তাহলে ভবিষ্যতে এই রাজ্যের স্বার্থে

এখানে একটি কৃষি-কলেজ স্থাপন করার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী হবেন বলে আমরা আশা করতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- স্যার, স্কুলে যে রকম কৃষি কাজ শিখানো হয়, সেই রকম একটি কেন্দ্র আমাদের এখানে আছে এবং তাতে ভি, এল, ডবলিউ এবং এগ্রি এ্যাসিস্টেন্টরা ট্রেনিং নিচ্ছেন। আর কৃষি বিষয়ক কলেজী শিক্ষা যারা শিখতে চায়, তাদের জন্য আমরা বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি কলেজে কতগুলি আসন সংগ্রহ করেছি, এই বছরেই আমরা ৫০টির মতো আসনের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। সেগুলি হচ্ছে বিহার, কেরালা এবং আসাম। দুঃখের বিষয় যে আসামের দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য আমাদের কিছু ছাত্র সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। যা হউক আমাদের ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য তাই এখানে একটি কলেজ স্থাপন করার মতো অবস্থা এখনও হয়নি। তবে এখানে যাতে একটা কলেজ হয়, তার জন্য আমরা নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করব।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ- উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ এই অঞ্চলের মধ্যে শারিরীক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় অথবা মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনা করছেন সে রকম তাদের উদ্যোগে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা কৃষি কলেজ স্থাপন করা যায় তার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন কিনা, আমি জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- স্যার, আমি বলেছি যে এই অঞ্চলের মধ্যে একটা কৃষি কলেজ রয়েছে এবং সে দিক থেকে নর্থ ইয়েষ্টার্ণ কাউন্সিলের কাছে আমাদের দাবী ছিল একটা ফরেষ্ট সম্পর্কিত কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে, কিন্তু কাউন্সিল এখন পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে রাজি হন নি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যটা হচ্ছে একটা কৃষি প্রধান রাজ্য এবং এই রাজ্যের কৃষকেরা যাতে উন্নত প্রথায় কৃষি কাজ করতে পারে তার জন্য তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য এখানে একটা কৃষি কলেজ স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় একটু ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে। কৃষকেরা এগ্রী গ্যাজুয়েট হয় না। কৃষি কলেজ একটা জোনেল ভিত্তিতে যদি ব্যবস্থা করা যায় এবং একটা কৃষি কলেজ করতে গেলে যা যা থাকা প্রয়োজন সেগুলি যদি আমরা জাষ্টিফাই করতে পারি তাহলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয় অনুমোদন পাব।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশায় খোয়াই মহকুমার চেবরীতে একটা প্রাইভেট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আই, সি, আই, আর, থেকে খোয়াইতে একটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র গঠন করা হচ্ছে। এবং সেখানে রামকৃষ্ণ সেবা কেন্দ্র সেটার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। আগে থেকেই সেখানে একটা সংস্থা ছিল সেটা তুলে দিয়ে এই কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। সেটার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছে

সেটা কলেজ নয়। সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি করার জন্য শিক্ষা দেবেন তেমনি সেখানে হাতে কলমে কৃষির কাজ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেবেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ---কোয়েশ্চান নং ১৩০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নং ১৩০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। পানের চাহিদা মেটাতে ত্রিপুরা সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি? ২। না থাকলে এইরূপ পরিকল্পনা নেবেন কি?	আমাদের পান যা দরকার সেটা এখানে উৎপন্ন হয় না। তবে পান চাষী এখানে রয়েছে! আমি এখনই ঠিক তথ্য দিতে পারছি না কত পান আমাদের এখানে উৎপন্ন হয়ে থাকে। আমরা একটা পরিকল্পনা নেব যাতে আমরা নিজেদের পান আমরা নিজেরা তৈরী করতে পারি। ইতিমধ্যে পান চাষীদের কিছু কিছু সাহায্য দিয়েছি। স্থানীয় পান চাষীদের সাহায্য দেওয়ার জন্য আমরা শতকরা ২৫ শতাংশ ভর্তুকী ও প্রান্তিক চাষীদের শতকরা ৩৩⅓ শতাংশ ভর্তুকী দেওয়ার পরিকল্পনা এক্ষণই চালু হচ্ছে। সেই অনুসারে তারা ব্যাংক থেকেও ঋণ পেতে পারে। কৃষি বিভাগ এবং ত্রিপুরার ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থা পান চাষীদের প্রায় ৪৮.৫৭ একরে পান চাষের জন্য ভর্তুকী বাবদ এ পর্যন্ত মোট ১লক্ষ ৯২ হাজার ৬ শত ৪৮ টাকা ৫০ পয়সা দিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যাংক যে সব টাকা দিয়েছেন তাহা এইরূপ ১৯৭৮-৭৯ সালে ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৬০ টাকা। ১৯৭৯-৮০ সালের ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৯২ হাজার ১৫৯ টাকা। এই টাকা তাদের সাহায্য করা হয়েছে।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ত্রিপুরায় যে পান উৎপন্ন হয়, তা ত্রিপুরায় চাহিদা মেটাতে পারে না। এই চাহিদা মিটানোর জন্য বাইরে থেকে প্রতি বছর কত টাকার পান আমদানী করা হয়?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মনে হয় আমার জবাব শুনেন নাই। কত আমাদের চাহিদা এবং কত পান বাইরে থেকে আমাদের এখানে আসে সেটা আমরা সংগ্রহ করতে পারি নাই। এই কথা আমি আগেই বলেছি।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অনেকগুলি টাকা দিয়ে পান চাষীদের সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু এই সাহায্য কেন দেওয়া হচ্ছে কোন লক্ষ মাত্রার উপর এই সাহায্য সেরকম কোন পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সেজন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা—আমাদের চাহিদা কত, কত পান বাইরে থেকে আসে এবং কত পান আমাদের উৎপন্ন করতে হবে এই রকম একটা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই সম্পর্কে সরকার আরও তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং যারা সত্যি সত্যি পান চাষের উপর নির্ভরশীল সেই সব তথ্যও আমরা সংগ্রহ করব। এছাড়া এই চাষ অল্প জমিতে বেশী টাকার ফসল করার পক্ষে এটা একটা উপযুক্ত চাষ। সব জায়গায় পান চাষ হয় না—যেমন বিলোনীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে পানের খুব ভাল চাষ হয়। সেই সব জায়গাগুলি আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। এইগুলি করে তারপর এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

শ্রীগোপাল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত আর্থিক সাহায্যের কথা বললেন—আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় সরকার যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ব্যাংক-এর মারফত নেওয়ার বন্দোবস্ত করেন চাষীরা সেগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, ব্যাংক টাকা দিয়ে সাহায্য করছে না এই রকম ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করালে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই পান চাষ দুই রকম ভাবে হয়। একরকম চাষ হয় জমিতে আর এক রকম চাষ হয় গাছের উপর। যারা গাছের উপর চাষ করেন তাদের সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া হইবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি এমন দেখা যায় যে তারাও ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে চাষ করছেন, তাহলে তারাও সাহায্য পাবেন।

শ্রীবিমল সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ত্রিপুরাতে পর পর দুইটি খরার জন্য পান চাষীদের খুব ক্ষতি হয়েছে এবং এর ফলে তারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না এবং ব্যাংক থেকেও ঋণ পাচ্ছে না। এই ব্যাপারে সরকার কিছু চিন্তা করবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করব যে বি, ডি, সি,র বা তাদের যে অন্যান্য সংগঠন আছে সেখানে এটা উপস্থিত করান এবং সেই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিতে আনতে হবে। এটা দুঃখের বিষয় যে, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন

করেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব কিন্তু বি, ডি, সির তরফ থেকে কোন প্রস্তাব যেমন এই পানের চাষীদের এই ড্রুটের জন্য এত টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে এবং তাদেরকে এই ধরনের সাহায্য দেওয়া যায় এই রকম কোন প্রস্তাব এখন পর্যন্ত আসে নি। যদি আসে সরকার সেইটা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুমন্ত দাস

শ্রীসুমন্ত দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩৫, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ১৩৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) নলছর কৃষি ফার্মে কত একর জমি আছে ?	১) নলছর কৃষি ফার্মে মোট ২৫ একর জমি আছে, ভাল জমি।
২) সেই ফার্মে সরকারী ও বেসরকারীভাবে কতজন কর্মী কাজ করছেন ?	২) বর্তমানে ৩ জন নিয়মিত সরকারী কর্মচারী উক্ত ফার্মে কাজ করিতেছেন। তাছাড়া দৈনিক হাজিরায় ১৮ জন ক্ষেত মজুরও বর্তমানে কাজ করিতেছেন।
৩) বর্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত ফার্মে কোন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কি ?	৩) হ্যাঁ।
৪) যদি হ্যাঁ হয় তা হলে কি কি পরিকল্পনা করা হয়েছে ?	৪) এক নং ফার্মে জলসেচের জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ (২) ফার্মের গোয়াল ঘর মেরামত, (৩) ফার্ম চৌকিদারের কোয়াটার মেরামত, (৪) ফার্মের অফিস ও যন্ত্রপাতি রাখার ঘর মেরামত, (৫) ফার্ম ইনচার্জের কোয়াটার নির্মাণ, (৬) ফার্মের চতুষ্পার্শ্বে কাটা তারের বেড়া মেরামত, (৭) ফার্ম সংলগ্ন নদীর বাঁধের উপর বালির বস্তা দেওয়া, (৮) ফার্মের প্রবেশ পথ মেরামত।

শ্রীসুমন্ত দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কৃষিফার্মে আয়ের চেয়ে লোকসান বেশী হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মাহাদয় স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফার্ম টা আমি নিজে দেখেছি এবং দুঃখের কথা যে এখানে ভাল জমি এবং ভাল জলের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই ফার্ম যতখানি উন্নত হওয়া উচিত ছিল, ঠিক ততখানি হয় নি। এই ফার্ম শুধু নয়, কৃষি ফার্ম যেগুলি গড়ে তুলা হয়েছে তার কিছু ফার্ম যে সব জায়গায় আছে, সেখানে বেশী অব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমতঃ কোন ফার্মে আমরা কি ধরনের ফসল করব সেগুলি নির্দিষ্ট করে আগে থেকে দেওয়া হয় নি। যেমন কোন ফার্মে ভাল ধান হতে পারে, ওয়েল সীড ভাল হতে পারে, আঁখ ভাল হতে পারে, পাট ভাল হতে পারে অথবা আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত ফসল করা যায় সেগুলি আমরা এখন স্পেসিয়েলাইজ করার চেষ্টা করছি। এছাড়া আছে লেবারের অব্যবস্থা। এক একজন লেবার ৫-৬ বছর একাধারে কাজ করে আসছেন কিন্তু তাদের অনেক জায়গায় নাম রেজিষ্ট্রি করে রাখা ইত্যাদি ভাল ব্যবস্থা ছিল না! আমরা সে দিক থেকে ফার্মের লেবার যারা অনেক দিন যাবত কাজ করছেন তাদেরকে স্থায়ী লেবার করা হবে, কেহ কেহ জন্ম থেকে কাজ করছেন এখনও স্থায়ী হন নি, তাদের মজুরীও আমরা বাড়িয়ে দিব। তিন নং ফার্মে যে সমস্ত জিনিষপত্র উৎপন্ন হয়, বাই প্রোডাকটস হয় সেগুলির ভাল হিসাবপত্র ছিল না যেমন কত টাকা খরচ করা হয়, একটা প্রোফর্মা একাউন্ট যা প্রত্যেক কৃষক রাখেন যে এই চাষের জন্য এত টাকা মূলধন খরচ হয়েছে এটা সব ফার্মের মধ্যে রাখা হয়নি। ফলে অস্বাভাবিক খরচ হয়েছে। অনেক সময়েতে বলা হয় খরার জন্য এত টাকা খরচ হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু এটা ঠিক যে এইসব ব্যাপারে অনেক অব্যবস্থা ছিল। মাননীয় সদস্যদেরকে আমরা বলতে পারি যে এই সবগুলি দূর করার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে নলছর ফার্মে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে চৌকিদারের কোয়ার্টার নির্মাণ ইত্যাদি করা হচ্ছে তাহলে উন্নয়নমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত কি কি এবং সেখানে ভাল জমি থাকতে সেখানে প্রতি বছর লস হচ্ছে আর এই দিকে তৈরী হচ্ছে শেড কোয়ার্টার। কাজেই কৃষি উৎপাদনের জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, পাল্টা প্রশ্ন করলে তো হবে না। একজন চৌকিদার থাকলে তার বাসস্থান, মাল থাকলে সেটার জন্য গোদাম ঘর, জায়গা থাকলে বেড়া ইত্যাদি দিতে হয় তা না হলে জায়গা এনক্রোচ হয়ে যায়, নদী থাকলে ফার্মটা রক্ষা করার জন্য বাধের দরকার হয়। এই সমস্তগুলি কাজ করতে হয় কারণ এগুলি বাস্তব সমস্যা। উন্নত ধরনের ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে বেশী টাকা খরচ করলেই হয় না! ফসল উৎপাদন করতে হলে ঠিক সময়ে ফসলটা লাগানো দরকার, জল দেওয়া দরকার টাকার পরিমান বাড়ানোর খুব একটা দরকার হয় না। এই ফার্মের জন্য উন্নত ধরণের ধান উৎপাদনের জন্য স্পেশিয়েলাইজ করা হবে, নূতন ধরণের ধান এই ফার্মের মধ্যে উৎপাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

মিঃ স্পীকার :— শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪০!

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। এপেকস্-মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি রাজ্যের লেম্পস ও পেকস্-এর মাধ্যমে কত পরিমাণ পাট খরিদ করিয়াছিল,	৪০,০৮৪'১৩ কুইন্টল পাট তারা কিনেছেন।
২। যে সকল লেম্পস্ ও পেকস পাট খরিদ করিয়াছে, নাম সহ তার পৃথক পৃথক হিসাব।	যে সকল লেম্পস্ ও পেক্স্ পাট খরিদ করিয়াছে নাম সহ তার পৃথক পৃথক হিসাব এইরূপ ঃ—

লেম্পসের/পেকসের নাম	ক্রয় করা পাটের পরিমাণ
১। চম্পকনগর আঞ্চলিক লেম্পস	৯৪৩'১৩ কুইন্টল
২। করবুক লেম্পস্	২, ৯৮৯'১৯ কুইন্টল
৩। বামপুর লেম্পস্	১, ৩৯০'৬০ ,,
৪। মাছমারা লেম্পস্	৬৬৬'৮৫ ,,
৫। পেচারথল লেম্পস্	৫৩০'৫৮ ,,
৬। গর্জী লেম্পস্	১, ৫১৫'৬২ ,,
৭। কিল্লা লেম্পস্	৪৪১'৩৪ ,,
৮। কৃষক মঙ্গল লেম্পস্	৪৪৩'৩৪ ,,
৯। বীরচন্দ্র নগর ও পতিছড়ী গাঁওসভা লেম্পস্	৪১০'৯৪ ,,
১০। ছেলেংটা লেম্পস্	৬০৭'৫৬ ,,
১১। জনকল্যাণ লেম্পস্	৫২০'৩৪ ,,
১২। গঙ্গানগর লেম্পস্	৭৩৪'০০ ,,
১৩। অগ্রগতি লেম্পস্	২৯৩'৩৬ ,,
১৪। ভুড়াতলী লেম্পস্	১,৪৫৯'০১ ,,
১৫। গাবর্দি লেম্পস্	৭৫০'৮৭ ,,
১৬। অম্পিনগর লেম্পস্	৮৯৮'৪২ ,,
১৭। জম্পুইজলা লেম্পস্	৩৬৭'৩২ ,,
১৮। শিলাছড়ি লেম্পস্	২,২০১'৯৫ ,,
১৯। তৈদু লেম্পস্	৯৮৬'৮৪ ,,
২০। বক্ষ্ণল লেম্পস	৬৮২'৪২ ,,

ল্যাম্পস-এর নাম। পেক্সের নাম	ক্রয় করা পাটের পরিমাণ	
২১। টাকারজলা লেম্পস্	৩৪৮·২৮	ফুইন্টল
২২। মধ্যপিলাক গাঁওসভা লেম্পস্	৩৮৩·৩০	,,
২৩। কোব্রাখামার আঞ্চলিক লেম্পস্	৫১৯·৬৮	,,
২৪। জনতা লেম্পস্	৯৬৯·৭৭	,,
২৫। নূতন বাজার লেম্পস্	২৮২·৪৫	,,
২৬। মালবাসা লেম্পস	৮০৭·৫৫	,,
২৭। বড়কাঠাল ল্যাম্পস্	৬৩৬·৪০	কুইন্টল
২৮। দক্ষিণ পদ্মবিল ল্যাম্পস্	৫৪৯·৯৩	,,
২৯। পাটনিপাড়া আঞ্চলিক ল্যাম্পস্	৬৪৬·৬৩	,,
৩০। উপজাতি কল্যাণ ল্যাম্পস্	৬৩৩·০৩	,,
৩১। দলদলি ল্যাম্পস্	৪৬০·১৩	,,
৩২। গ্রাম বিকাশ ল্যাম্পস্	১১৬·১৯	,,
৩৩। ধুমাছড়া ল্যাম্পস্	৪৩৩·২৫	,,
৩৪। করমছড়া ল্যাম্পস্	৫৩৩·০৮	,,
৩৫। গণ্ডাছড়া ল্যাম্পস্	৬৯৬·৭৯	,,
৩৬। ছামনু ল্যাম্পস্	৭২·০০	,,
৩৭। দামছড়া ল্যাম্পস্	১৪৭·৩৬	,,
৩৮। জুমের ঢেপা পেক্স্	৬৪৩·৩০	,,
৩৯। ধনপুর পেক্স্	১৯১·৬৯	,,
৪০। নলছড় পেক্স্	২৮১·২৭	,,
৪১। নবোদয় পেক্স্	১১৬·২৩	,,
৪২। জনকল্যাণ পেক্স্	৫৯৩·৯৩	,,
৪৩। পল্লিমঙ্গল পেক্স্	৩২১·০৬	,,
৪৪। প্রগতি পেক্স্	২২৫·১৫	,,
৪৫। রাণীরবাজার পেক্স্	৯৮৭·৭৭	,,
৪৬। লুলুঙ্গা পেক্স	১১৯·৬৯	,,
৪৭। ঋষ্যমুখ পেক্স্	৫৯৮·৬১	,,
৪৮। গয়াপ্রসাদ পেক্স্	৬৪৩·৫৭	,,
৪৯। বাগবাসা পেক্স্	১,০৭৯·০১	,,
৫০। কাক্‌ড়াবন পেক্স্	২,৬২৭·৮৯	,,
৫১। হরিয়ার দোলা	৩৫২·৬২	,,
৫২। গোলাঘাটি পেক্স্	৬৭৪·৭৭	,,
৫৩। মভাই পেক্স্	৭২·০০	,,
৫৪। বেলকংতলা পেক্স্	৭০৫·৪৯	,,
৫৫। সাব্রুম পেক্স্	১,৩৭২·২৯	,,

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---কত পরিমাণ পাট খরিদ করার টারগেট ল্যাম্পস্ এবং পেক্‌স্‌র ছিল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, জে· সি. আই· এর সঙ্গে আমাদের যে আলোচনা হয়, তাতে আমরা বলেছিলাম, উৎপাদনের মোট অর্ধেক পরিমাণ পাট অর্থাৎ ৫০ শতাংশ পাট আমরা এবং জে, সি, আই মিলে খরিদ করব। অর্থাৎ ২৫ ভাগ আমরা এবং ২৫ ভাগ জে. সি, আই। আমরা আমাদের টারগেট থেকে কিছু বেশী কিনে ফেলেছি। কিন্তু জে. সি. আই. তাদের টারগেট পুরণ করতে পারে নি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, গোডাউনের অভাবে গ্রামের ল্যাম্পস এবং পেক্‌স্ গুলি পাট খরিদ করে রাখার অভাবে কিনতে পারেনি, যার ফলে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ স্যার, ল্যাম্পস্ এবং পেক্‌স্ পাট খরিদ করেনি এরকম কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই। তবে গুদামের অভাব এটা সত্যি। মাননীয় সদস্যরা জানেন, গোডাউন রাতারাতি করা যায় না। রাতারাতি পাট খরিদ করা যায়। এবং এটা আমাদের করতেও হয়েছে। কারণ পাটের দাম কমে যদি তাই গুদাম আছে কি নেই একথা চিন্তা না করেই আমরা পাট খরিদ করেছি। আমরা সদস্যদেরও বলেছি, আপনারা যদি পারেন তবে যে কোন জায়গায় যে কোন দামে আমরা গুদাম ভাড়া নিতে রাজি। যেখানে আমাদের যতটুক জায়গা আছে সেখানেই আমরা পাট রেখেছি। অনেক সময় খোলা জায়গায় আমাদের ঝুকি নিয়ে পাট রাখতে হয়েছে। যেমন গণ্ডাছড়াতে অনেক পাট খোলা জায়গায় রাখার ফলে নষ্ট হয়ে গেছে। যদিও পাট ইন্‌সিউর করা ছিল, তবু অনেক পাট আমাদের নষ্ট হয়েছে। মাননীয় সদস্য রিয়াং বলতে চেয়েছেন, কেনা হয়নি টারগেট অনুযায়ী। কিন্তু তার এই ধারণা ঠিক নয়। আমি আগেই বলেছি মোট উৎপাদিত পাটের ৫০ শতাংশ আমরা এবং জে, সি, আই মিলে খরিদ করব। আমরা আমাদের টারগেট পুরণ করেছি। কিন্তু জে, সি, আই. করতে পারেন নি। তারা যদি পুরণ করতে পারতেন, তাহলে আমরা আরো কিনতে পারতাম। যে সব ফড়িয়ারা কম দামে কিনতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আমাদের কিনতে হয়েছে। আমাদের টাকা ছিল কম। স্টেট ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আমরা টাকা সংগ্রহ করে পাট কিনেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১ খোয়াই, মুহুরী এবং লাউগাং নদীতে সেচের জন্য বাঁধ দেওয়ার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি?	খোয়াই নদীর উপর চাক্‌মাঘাটে সেচের জন্যে একটি বাঁধ নির্মান করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। লাউগাং এবং মুহুরীর উপর এই রকম বাঁধ নির্মানের পরিকল্পনা আপাতত সরকারের হাতে নেই।

২। যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?

খোয়াই নদীর উপর প্রকল্পটির প্রাথমিক কাজ আগামী আর্থিক বৎসরেই শুরু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---খোয়াইয়ে এই বাঁধ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এই বাঁধের ব্যাপারে সরকার কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, এটায় আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি এবং আশা করছি আগামী আর্থিক বছরে শুরু করতে পারব। অন্যান্য বাঁধের মধ্যে মুহুরী নদীতে জরীপের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। খোয়াই নদীটা হলে পরে মুহুরী নদীরটা করা হবে। অন্যান্য নদীর বাঁধ তৈরীর কাজ আমরা এখনই গ্রহণ করতে পারব না।

শ্রীবাদল চৌধুরী—খোয়াই নদীতে বাঁধ তৈরী করতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে কোন আপত্তি উঠেছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, বাঁধ তৈরী করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কোন আপত্তি করেন নি। তবে খোয়াই নদীর জল শতকরা ৭০ ভাগ দাবী করেছেন। আমরা সেই দাবী মেনে নেই নি। আমরা বলেছি, খোয়াই নদীর জল ঐ এলাকার পক্ষেই যথেষ্ট নয়। কাজেই আমরা জল দিতে পারব না। তবে বাংলাদেশের যদি জলের দরকার লাগে, তাহলে আমাদের অন্যান্য যে সব বড় বড় নদী আছে সেগুলি থেকে নদীর জল দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নং ১৬৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজনগর আনন্দবাজারে একটি পশু হাসপাতাল করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?	১) না।
২) যদি থাকে তবে আগামী আর্থিক বৎসরে এই হাসপাতালটি করা হবে কি?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—প্রশ্ন উঠে না। আমি জানতে চাই এই পশু হাসপাতালগুলি কিসের ভিত্তিতে করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ সেখানে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র করা হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, পশু চিকিৎসালয় ত্রিপুরাতে খুব কমই আছে। তবে পশুর একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র আমরা বিভিন্ন জায়গাতে খোলার চেষ্টা করছি। আমরা যদি সরকারী সাহায্য পাই তবে আমরা চেষ্টা করব পঞ্চায়েত ভিত্তিক একটা পশু চিকিৎসালয় গড়ে তুলতে। কিন্তু এখনই সেটা আমারা করতে পারছি না। তবে যেখানে কোন চিকিৎসালয় নেই সেখানে আমরা প্রত্যেক বছর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করে থাকি। রাজনগর আনন্দবাজার থেকে ৭ কি.মি. দূরে হাফলংএ একটা পশু চিকিৎসালয় রয়েছে। যে সব দুর্গম এলাকাতে একটিও পশু চিকিৎসালয় নেই সেই সব জায়গাতে আমরা পশু চিকিৎসালয় খোলার চেষ্টা করছি।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেই এলাকা একটি ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা এবং শতকরা ৯০ জন কৃষক সেখানে বাস করেন এবং হাফলং থেকে ঐ এলাকা ৭ মাইল দূর। কাজেই কৃষকদের গরু, মোষ ইত্যাদি রক্ষা করতে গেলে সেখানে একটি পশু চিকিৎসালয় নিতান্ত প্রয়োজন, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি টাকা পেলে আমরা সেখানে একটি পশু চিকিৎসালয় খোলার চেষ্টা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনেক সময় আমি দেখেছি যে অনেক রুগী গরুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয় না, বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করাতে হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ডাক্তারদের বাড়ীতে কল দিলে তারা বাড়ীতে যান না, বিশেষ করে সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে। এ বিষয়টি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এটা একটা বাস্তব সমস্যা। মানুষ অসুস্থ হলে কতো কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু গরু বা মোষ অসুস্থ হলে পরে তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া খুব অসুবিধা জনক। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন ডাক্তারদের বাড়ীতে নিতে হলে তাকে ফী দিতে হয়। কিন্তু এই ফী দেওয়ার ক্ষমতা অনেক গরীব কৃষকেরই নাই। আমরা এই ডাক্তারদের অনুরোধ করেছি তারা যাতে বাড়ীতে গিয়ে বিনাপারিশ্রমিকে অসুস্থ পশুকে চিকিৎসা করেন। আর ষ্টকম্যান সেন্টার গুলিতে দেখা যায় যে এই ষ্টকম্যানরা অনেক সময় ডাক্তার বাবু হয়ে যান এবং তাদেরও বাড়ীতে নিতে গেলে ১০ টাকা ফী চান। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে সেই সমস্ত ষ্টকম্যানরা কোন পশুর অসুস্থতার সংবাদ পেলে যাতে বাড়ীতে যান এবং কোন রকম ফী না নিতে পারেন তার জন্য আমরা দৃষ্টি রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীমাখন চক্রবর্তী।

শ্রী মাখন চক্রবর্তী ঃ— কোয়েশ্চান নং ১৯৯ স্যার।

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ— কোয়েশ্চান নং ১ ৯৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৯-৮০ইং সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কত পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে (ইহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

২) ভূমিহীনদের নামে বণ্টিত জমিতে ফরেণ্ট দপ্তর গাছের উপর যে মাশুল ধরিতেছে, তাহা মুকুবের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১) মোট ৯,৮৫১·৫৮ একর জমি ২,১২৫ জন ভূমিহীন, ৫৫৭ জন গৃহহীন ও ১৭৮৬ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন উভয় পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে। (বিভাগ বিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল) ঃ—

বিভাগ	ভূমিহীন		গৃহহীন		ভূমিহীন ও গৃহহীন	
	সংখ্যা-ভূমির	পরিমাণ	সংখ্যা-ভূমির	পরিমাণ	সংখ্যা-ভূমির	পরিমাণ
সদর	১৪৮	২৪৬.৫৯	৩৬৭	৩৫.১৯	১৭১	৩৪৪.৬৮
সোনামুড়া	২৭৬	৭৭৬·৩৭	৪	০.৮৭	২৩২	৬৩৮.৫৮
খোয়াই	১৬৯	২৮২·৯১	১৬	২·৯৪	১৩১	৩৬৫.৩৬
ধর্মনগর	৫০৮	১৪০১.২৮	—	—	২০৯	১৩৩৭.৪৮
কৈলাশহর	২৪৬	৫২৭.০৩	২৬	৫.১৩	২৯৫	১০৪১.২৫
কমলপুর	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	১০১	১৫১	১০	১.৮৯	২৭৭	৯১০.০৫
বিলোনীয়া	৫৫২	৬৯৭.২০	১৩২	২৮.৪৯	৩৭২	৫৮৬·৩৯
সাব্রুম	১২৫	২২৮.২৮	২	০·৬৬	৯৯	২১৪.৩৪

২) না, বর্ত্তমানে আইনে মকুবের বিধান নাই। তবে পরিবর্দ্ধিত এলটমেন্ট রুলে ঐ প্রকার জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পূর্বে বা বন্দোবস্ত দেওয়ার ৬ মাস মধ্যে ফরেণ্টার গণ ঐ সকল জমির সরকারী বৃক্ষগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়ার সংস্থান রাখার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নং ২১৫।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—কোয়েশচান নং ২১৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) মোটর শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদানের জন্য সরকার কি মোটর মালিকদের কোন নির্দেশ দিয়েছিল ?

২) নির্দেশ দিয়ে থাকলে মোটর মালিকরা কি ঐ নির্দেশ অনুযায়ী মোটর শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান করেছেন ?

৩) যদি না করে থাকে তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১) মোটর শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদানের জন্য শ্রমদপ্তর হইতে ২১।৩।৭৯ইং ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক আইনের নিয়মাবলীতে একটি বিধি সংযোজন করার

জন্য ছয় সপ্তাহের নোটিশ দিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। নোটিশের উত্তরে মালিকপক্ষ কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেন। নোটিশ সংশোধন ক্রমে গত ১১।১। ৮০ইং তারিখে শ্রম দপ্তর হইতে ত্রিপুরা মোটর শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদানের জন্য চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

২) সংশোধিত বিধি চূড়ান্ত ভাবে ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত মোটর শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদানের জন্য মালিকপক্ষকে আইনতঃ বাধ্য করা যাইবে না।

৩) চূড়ান্ত বিধি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পরে নিয়োগপত্র না দিলে মালিকগণ আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

স্যার এখানে আমি একটা জিনিষ বলতে চাই, মোটর ওয়ার্কার্স এ্যাক্ট এতদিন পয্যন্ত এখানে চালু করা যায় নি। কারণ কমপক্ষে ৫ জন শ্রমিক নিযুক্ত না করলে পর তাদেরকে এই আইনের আওতায় আনা যায় না। কাজেই এই বামফ্রন্ট সরকার এই ৫ জন সংখ্যাটাকে কমিয়ে ২ জন করেছেন। কিন্তু গেজেট নোটিফিকেশান এবং অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসরণ করার পরও মোটর মালিকরা রেজিষ্ট্রি করতে চান নি। তখন তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিলে, তখন তারা রেজিষ্ট্রি করতে আরম্ভ করলেন। এবং রেজিষ্ট্রি করার পর তারা শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেওয়ার যে কাজ, সেটা শুরু করা হয়েছে। তবে মোটর মালিকরা যদি শ্রমিকদের নিয়োগপত্র না দেয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য শ্রম দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে বেসরকারী মোটর গাড়ীতে নিযুক্ত মোটর শ্রমিকদের সংখ্যা কত এবং নিয়োগপত্র যে মালিকপক্ষ দিচ্ছেন না, সেই নিয়োগপত্র দিতে তাদেরকে বাধ্য করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মিঃ স্পীকার আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর জানাব। আর নিয়োগপত্র না দিলে মালিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নং ২২৭ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ২২৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কৃষকদের হালচাষের সাহায্যের জন্য নিদিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে ব্লক পঞ্চায়েত মাধ্যমে পাওয়ার টিলার ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হবে।

২) ইহা কি সত্য বেশ কয়েকটি পাওয়ার টিলার রাজ্য সরকার এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করে এনেছেন ?

৩) সত্য হইলে কবে কয়টি পাওয়ার টিলার রাজ্য সরকারের হাতে এসেছে এবং কোথায় কোথায় এই যন্ত্রগুলিকে দেওয় হয়েছে ?

উত্তর

এ পর্যন্ত আমরা মোট ৩০টি পাওয়ার টিলার ক্রয় করেছি তন্মধ্যে ১২টি পাওয়ার টিলার নিম্নলিখিত হায়ারিং সেন্টারগুলিতে বিলি করা হয়েছে—

১।	উদয়পুর	হায়ারিং	সেন্টার	১টি।
২।	মেলাঘর	,,	,,	১টি।
৩।	আগরতলা	,,	,,	১টি।
৪।	বিশালগড়	,,	,,	২টি।
৫।	জিরানীয়া	,,	,,	২টি।
৬।	পানিসাগর	,,	,,	৩টি।
৭।	গৌর নগর	,,	,,	১টি।
৮।	আভাঙ্গা	,,	,,	১টি।
				মোট-১২টি।

আর বাকীগুলি আমরা বি, ডি, সি এবং পঞ্চায়েতগুলির সংগে পরামর্শ করে বিশেষ ভাবে সীমান্তবর্ত্তী এলাকাগুলিতে দেওয়ার চেষ্টা করব। যারা প্রান্তিক কৃষক—হালের বলদ কিনতে পারেন না তারাই এই পাওয়ার টিলারের সুযোগ পাবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর নেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

রেফারেন্স পিরিয়ড

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কলিং এটেনশান শুরু করার আগে একটা জরুরী ব্যাপারে আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে।

"ধর্মনগরের খেদাছড়া মৌজাতে মিজো দুর্বৃত্ত কর্তৃক আদিবাসী পরিবারের উপর পাশবিক অত্যাচার এবং ধর্ষণ সম্পর্কে" কোন তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি একটি বিবৃতি দিচ্ছি।

১৯৮০ সালের ২০শে জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলায় মিজোরামের লক্ষীছড়া এলাকায় তিনজন লুসাই ত্রিপুরার দামছড়া থানার অন্তর্গত মনাছড়া যাহা চন্দ্রকুমার পাড়া নামে পরিচিত দেশী মদের জন্য আসে। জায়গাটি দামছড়া থানা হইতে ৩০ কিঃ মিঃ দক্ষিণে, খেদাছড়া আউট-পোষ্ট হইতে ১ কিলোমিটার উওরে এবং মন্ত্রীঘাট সি, আর, পি, পোষ্ট

হইতে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। তাহারা দেশী মদ সংগ্রহ করে এবং পান করে। তাহাদের মধ্যে একজন লক্ষ্মীছড়া চলিয়া যায়। অপর দুইজন একটি বাড়ী হইতে একটি অবিবাহিত মহিলাকে জোর পূর্বক লইয়া যায় এবং ধর্ষণ করে। তৎপর তাহারা বিপারাং রিয়াং এর বাড়ী হইতে দেশী মদ সংগ্রহ করে। তাহারা তাহার নিকট হইত খাদ্যও দাবী করে। যখন বিপারাং রিয়াং ভয়ে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাড়ীর বাহিরে যায় তখন লুসাইগণ তাহার স্ত্রীকেও ধর্ষণ করে। স্ত্রীর চীৎকার শুনিয়া বিপারাং রিয়াং বাড়ীতে ফিরিয়া লুসাইদের অসদাচারণের জন্য প্রতিবাদ জানাইলে লুসাইগণ তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে আহত করে। স্থানীয় গ্রামবাসীগণ বিপারাং রিয়াং এর চীৎকার শুনিয়া তাহার উদ্ধারের জন্য আগাইয়া আসে এবং দুইজন লুসাইকে প্রতি আক্রমণ করিয়া আহত করে। খেদাছড়া আউট-পোষ্ট এবং মন্ত্রীঘাট সি, আর, পি, এফ পোষ্ট হইতে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং দুইজন লুসাইকে আটক করে এবং লক্ষ্মীছড়া মেডিকেল অফিসারের নিকট চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দেয়।

মিজোরামের লক্ষ্মীছড়া কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার অনুরোধ জানাইয়াও আজ পর্যন্ত চিকিৎসার পর ঐ দুষ্কৃতকারী দুইজন লুসাইকে দামছড়া পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট তাহাদের আপত্তিকর ঘটনার বিচারের জন্য সমর্পণ করা হয় নাই। বিষয়টি মিজো-রামের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, কলিং এটেনশান শুরু করার আগে আপনার অনুমতি নিয়ে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

বিষয়টি হলো ঃ—

"গত পরশু দিন শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত নিজে বোমা তৈরী করতে গিয়ে আহত হন। এর আগে ৮ই জানুয়ারী সুরেশ দেবনাথ (কংগ্রেস (আই) এর লোক) বলাড মাউথে এই রকম বোমা তৈরী করতে গিয়ে আহত হন এবং এখন পর্যন্ত জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এই ব্যাপারে সরকার পুলিশী কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা? এবং এ ব্যাপারে সরকারের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আজকে হচ্ছে বিধানসভার শেষ অধিবেশন, তাই এই অভিযোগের উপর বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হবে না তবু আমি চেষ্টা করবো। সত্যি কথা বলতে পারি এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করে আইন মত যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

Calling Attention

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয়, স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয় বস্তু হলো ঃ

"গত ২৬শে ডিসেম্বর সদরের সিমনাছড়া কলোনী বাজারে সন্ধ্যায় সি,পি,আই(এম) অফিসের পাশে বামফ্রন্ট নির্ব্বাচনী কর্মীদের উপর শসস্ত্র আক্রমণ এবং সেই সময় থেকে

গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ঐ অঞ্চলের সম্পাদক শ্রীশশাংক ওরফে নারায়ণের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে" ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং তারিখ সিধাই থানা হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত সিমনা কলোনী বাজারে দুইটি ঘটনার সংবাদ সিধাই থানার গোচরে আনা হয়।

একটি ঘটনায় গত ২৬শে ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ১১টার সময় সুন্দর টিলার পুলিশ চৌকির ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সিমনা কলোনীর শ্রীমতি রাধারাণী সাহার (স্বামী মৃত কৈলাশ চন্দ্র সাহা) একটি লিখিত অভিযোগ পেয়ে নথিভুক্ত করেন। এই অভিযোগ পত্রে শ্রীমতি রাধারানী সাহা অভিযোগ করেন যে, সিমনা কলোনীর বাসিন্দা সর্ব্বশ্রী (১) সুনীল দত্ত (২) রামদাস সাহা (৩) গোপাল চক্রবর্তী (৪) সুনীল দেব (৫) যোগেশ সরকার (৬) রাধাকান্ত দেবনাথ (৭) বিশু দত্ত (৮) প্রদীপ দেব এবং (৯) শ্যামু দেব লাঠি নিয়া গত ২৬-১২-৭৯ ইং তারিখ রাত প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সিমনা কলোনী বাজারে আসে এবং বলপূর্বক তাহার গৃহে প্রবেশ করে তাহার পুত্র শ্রীধীরেন্দ্র সাহা এবং কন্যা শ্রীমতি চপলা সাহাকেও মারধোর করে ফলে তাহারা মাথায় আঘাত পায় শ্রীমতি রাধারাণী সাহার বাড়ী সি.পি,আই (এম) অফিসের সংলগ্ন এবং তাহার পুত্র কন্যারা সি,পি,আই, (এম) নির্বাচনী কর্মী ছিলেন। অভিযোগ পত্রে আরও বলা হয় যে, উক্ত আসামীগণ তাহার ঘরের জিনিষ পত্র নষ্ট করে এবং সিমনা কলোনী বাজারের ৩ জন সি, পি, আই, (এম) সমর্থকের বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ভয় দেখায়। এই অভিযোগটি গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং তারিখ বেলা ১১টার সময় সিমনা থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৫ ধারায় ১৯(১২)৭৯নং মোকদ্দমা হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়। উভয় আহতকে চিকিৎসা করা হয়। এই ঘটনার অভিযোগকারিনী সি. পি. আই. (এম) দলের সমর্থক এবং অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিরাই আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক। অভিযোগের ভিত্তিতে সকল আসামীকেই গত ২৭.১২.৭৯ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে ঐ দিনই জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

অন্য ঘটনাটিতে সিমনা কলোনীর শ্রীগোপাল কৃষ্ণ চক্রবর্তী সিধাই থানায় গত ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ৯-৪৫ মিঃ এর সময় সিধাই থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে অভিযোগ করেন যে, এই দিন রাত্রি প্রায় সাত ঘটিকার সময় সিমনা কলোনী বাজারে স্বপন দেবনাথের চায়ের দোকানে ঐ কলোনীর শ্রী শশাংক শর্মা তাহাকে আক্রমণ করে ডেগার দিয়ে আঘাত করে, ফলে তিনি তাহার নাকে এবং হাতে আঘাত পান। তাহার চিৎকার শুনে তাহার কয়েকজন সহকর্মী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার জীবন রক্ষা করেন। এই অভিযোগের মূলে সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমা এবং ১৮ (১২) ৭৯ নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগকারীর আঘাত সামান্য এবং তাহাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। অভিযোগকারী ব্যক্তি আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি শ্রীশশাংক

শর্মা ওরফে নারায়ণ শর্মা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সমর্থক। ঘটনার পরই আসামী নিখোঁজ হয়। সেই জন্য পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। ঘটনার তদন্তে মনে হয় আসামী শ্রীশশাংক শর্ম্মা ওরফে নারায়ণ বাংলাদেশে চলিয়া গিয়াছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হল ঃ—"গত ২১শে জানুয়ারী রাত্রে কমলপুরের হালাহালিতে সি, পি, আই (এম) অফিস ঘরে হরমোহন নমঃশূদ্রকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারী গত ২১শে জানুয়ারী ১৯৮০ ইং তারিখ রাত প্রায় ৯টার সময় কমলপুর মহকুমার হালাহালিতে অবস্থিত সি, পি, আই (এম) অফিস ঘরটিতে আগুন লাগাইয়া দেয়, ফলে অফিস ঘর সমেত অফিসে রক্ষিত জিনিষপত্র এবং রেকর্ড সম্পূর্ণ ভষ্মীভুত হইয়া যায়। অফিসটি ছনের ছাউনিযুক্ত একটি কাঁচা ঘরে অবস্থিত ছিল। ঘটনার পরের দিন ছিল, অর্থাৎ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৮০ ইং তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় হালাহালি সি, পি, আই (এম) অফিসের অফিস সেক্রেটারী শ্রীহরমোহন নমঃশূদ্র কমলপুর থানায় ঐ ঘটনার অভিযোগ পেশ করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ঐদিনই রাত্রিতে কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১১)৮০ নথীভুক্ত করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দেড় হাজার টাকা। এই ব্যাপারে কাহাকেও এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে। তদন্তে জানা যায় ঐদিন অফিস ঘরে আগুন লাগার সময় শ্রীহরমোহন নমঃশূদ্র হালাহালির বাহিরে ছিলেন। তিনি কোন কার্য বশতঃ কমলপুরের শান্তির বাজার গিয়াছিলেন। শ্রীহরমোহন নমঃশূদ্রকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত সম্পর্কে কোন তথ্য তদন্তকালে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কমলপুরের সি, পি, আই (এম) অফিসে হরমোহন নমঃশূদ্র মহাশয় সব সময় থাকেন, ওনার কোন বাড়ী ঘর নাই, তিনি বৃদ্ধমানুষ রাত্রিতেও সেখানে থাকেন, চক্রান্তকারীরা সেই অফিসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। এটাকে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন যে এটা কোন চক্রান্ত-মূলক কাজ নয় ঘটনাচক্রে তিনি হয়ত পাশের গ্রামে গিয়েছিলেন। না হলে তিনি এই আগুনে পুরে মরতেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--- স্যার, আগুন যে লাগিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং হরমোহন বাবু যে প্রতি দিন রাত্রিতে দোকানে থাকতেন সেটাও সত্যি এবং তিনি যদি দোকানে থাকতেন তাহলে একটা অঘটন হয়ত ঘটে যেত।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ--স্যার, আজকে কমলপুরের হালাহালির ফলের অফিস ঘর পোড়ানো হয়েছে, কাল অন্য জায়গায় আমাদের অফিস ঘর পোড়ানো হয়েছে, এইভাবে নানান জায়গায় চক্রান্তকারীরা আমাদের অফিস ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। সরকার কি এই সম্পর্কে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ-- স্যার, সবগুলি আগুন লাগানোর ব্যাপারত এক নয়, তবে কিছু কিছু আগুন লাগানো সন্দেহজনক। কাজেই এই সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতা চাই। সদস্যগণ ও জনগণ যদি আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে আমি এই সব দুষ্কৃতকারীদের অবশ্যই শাস্তি দিতে পারব।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ--স্যার, অফিস ঘর পোড়ানোর ব্যাপারে যে আমরা বাঙ্গালীর হাত আছে, সেই সম্পর্কে সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :-- স্যার, আমার কাছে এই রকম কোন তথ্য আসেনি।

মিঃ স্পীকার ঃ-- আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হল ঃ--"গত ১৭. ১. ৮০ ইং রাত্র প্রায় ৮টার সময় গণ্ডাছড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে এবং ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ-- গত ১৭. ১ ৮০ইং তারিখ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় গণ্ডাছড়া বাজারে এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। গণ্ডাছড়া বাজারের শ্রীনারায়ণ দেবনাথের মোদির দোকান সংলগ্ন গোদাম হইতে প্রথম আগুন লাগে, বাজারের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তি প্রথম এই আগুন দেখিতে পান। কিন্তু তাহার নাম জানা যায় না'ই. কারণ সেই দিন ছিল হাটবার। আগুন কি ভাবে লাগে তাহা কেহই বলিতে পারে নাই, সর্ব-মোট ১৫৬টি দোকান এবং বাচাই আগুনে ভস্মীভূত হয়। কোন বসতবাড়ী আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। প্রাথমিক সমীক্ষায় অনুমান করা হইতেছে যে আগুনে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪,১২,৩৮৬ টাকা হইবে। সর্বমোট ১৫৬টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহাদের মধ্যে আগুনে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত এইরূপ ১১৩টি পরিবারকে তৎক্ষণিক সাহায্য হিসাবে মোট ৩,৮৮০ টাকা খয়রাতি সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছে, ক্ষতির পরিমাণ ও আর্থিক সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অবস্থা বিবেচনায় সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত এইরূপ পরিবার প্রতি সর্বাধিক ২০০ টাকা পর্য্যন্ত আরও খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক করিতে-ছেন। ঘটনাটির বিশদ তদন্ত চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় না'ই।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ—স্যার. যারা পোড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদেরকে ঘরবাড়ী তৈরী করার মত কোন আর্থিক সাহায্য সরকারের থেকে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--- স্যার, আমি আগেই বলেছি যে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক আরও কিছু খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রীনকুল দাস ঃ---স্যার, কিছু দিন আগে আর একবার এই বাজারে আগুন লাগিয়েছিল, এবং সেই আগুন লাগানোটা একটা চক্রান্তজনক ছিল। সেখানে নির্বাচনের আগে উপজাতি যুব সমিতির থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে, নির্বাচনের পূর্বে এই আগুন সম্ভবত উপজাতি যুবসমিতির লোকেরাই লাগিয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই ধরনের কোন তথ্য জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে আগুন লেগে যে বাজার পোড়া গিয়েছিল এবং তাতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সেটা আমার জানা আছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে, আগের বারও বাজার পোড়া গিয়েছিল এবং তাতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাহলে এইভাবে যারা বার বার পোড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য বা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা এবং এখন তাদেরকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার থেকে তাদেরকে কোন সাহায্য করা হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, ঐ জায়গাটার মধ্যে অনেক সমস্যা আছে। আমি এর আগে একবার ওখানে গ্রামীণ ব্যাংক করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তা করতে পারিনি। সেখানে নানা ঝামেলা আছে। তবুও আমি চেষ্টা করছি ওখানে ব্যাংক করা যায় কি না? যদি হয় তাহলে তারা ব্যাংক থেকেই লোন নিয়ে অথবা টাকা নিয়ে উপকৃত হবেন। এ ছাড়া অন্য ভাবে সরকার থেকে টাকা দেওয়া সম্ভব না।

শ্রীনকুল দাস ঃ---স্যার, যাদের জায়গা জমি আছে তারা না হয় জমি দেখিয়ে টাকা পাবে, কিন্তু যাদের জমি নাই তারা কিসের ভিত্তিতে টাকা পাবে? তাদেরকে সরকার থেকে টাকা দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমিত আগেই বলেছি, অন্য কোন উপায়ে সরকার থেকে টাকা দেওয়া সম্ভব না।

শ্রীব্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এমন কোন তথ্য আছে কিনা, যে উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা আগুন লাগিয়ে বাজার পুড়িয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এ রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ--- আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হল---"সম্প্রতি জিরানীয়া বাজারে (সদর) অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- গত ২৯।১২।৭৯ ইং তারিখ আনুমানিক রাত্রি ১-৩০ মিঃ জিরানিয়া বাজারের পুলিণ দাস ও চিত্তরঞ্জন সাহার ইলেক্ট্রিক জিনিষ ও সাইকেলের দোকান যাহা একই ঘরে ছিল তাহা হইতে আকস্মিক ভাবে আগুন লাগিয়া যায়। এই আগুন সঙ্গে সঙ্গে ৪৪টি দোকান ও ১২টি বসত বাড়ীতে ছড়াইয়া পড়ে ও ভস্মীভূত হয়। খবর পাইয়া অগ্নি নির্বাপক কর্মীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ও অন্যান্য বাড়ীগুলি রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। ১২টি বসত বাড়ীর মধ্যে ৯টি ছিল মালিকদের নিজেদের এবং ৩টিতে ছিলেন ভাড়াটিয়া। ইহাতে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৬,৬৮,৭০০ টাকা। গত ২৯।১২।৭৯ ইং তারিখ তৎক্ষণিক সাহায্য হিসাবে পরিবার প্রতি ৫০ টাকা হিসাবে

১৪৭টি পরিবারকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত এইরূপ ১২টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ২০টি কম্বল খয়রাতি সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অস্থায়ী শিবির নির্মাণের জন্য ৩টি ত্রিপল পাঠানো হয়। ইহা ছাড়া নিকবর্ত্তী জিরানীয়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলেও একটি অস্থায়ী শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। ১২টি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ী পুনর্নির্মাণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু একজন মালিক তাহার ভাড়াটিয়া বাড়ীটি পুনর্নির্মাণ করিতে অস্বীকার করায় ১২টি বাড়ীর মধ্যে ১১টি বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। এই বাড়ীগুলি ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে পুনঃ নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। তাহাতে নগদে ৪৭৮ টাকা ও ৪৯৪ কে, জি, খাদ্য সামগ্রীর মাধ্যমে ২২০ শ্রমদিবস ব্যয়িত হয়। ইহা ব্যতীত খয়রাতী সাহায্য হিসাবে ২১৮০ টাকার ঘর তৈয়ারীর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের জন্য দেওয়া হয়। অধিকাংশ বাড়ীই পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে এবং বাকিগুলির কাজ শেষ হওয়ার পথে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আর একটা কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং! কলিং এটেনশান নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"বিগত ১৯৭৯ইং সনের ১৪ই ডিসেম্বর রাত অনুমান ২ ঘটিকায় খোয়াইএর জামবুরা সিনিয়ার বেসিক স্কুলের সব কয়টি গৃহ দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা অগ্নী সংযুক্তহইয়া ভষ্মীভূত হওয়া এবং ২৯শে নভেম্বর আমপুরা হাইস্কুল গৃহটিও আগুণে ভষ্মীভূত হওয়া সম্পর্কে"। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৫, ১২, ৭৯ইং তারিখে ১-৪৫ মিঃ এর সময় জামবুরা সিনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের লিখিত অভিযোগক্রমে খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬নং ধারামূলে মোকদ্দমা নং ৪ (১২)৭৯ নথিভুক্ত করে এবং তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন।

অভিযোগে বলা হয় গত ১৪।১৫ ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকায় জামবুরা সিনিয়ার বেসিক স্কুলটি আগুণে সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়ে যায়। এছাড়া অন্য কোন সংবাদ অভিযোগে ছিল না।

তদন্তে প্রকাশ পায় যে গত ১৪।১৫ ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় স্কুলের নিকটবর্তী বাসিন্দা শ্রীমতী মনোরমা সরকার প্রজ্জ্বলিত আগুণের শিখার শব্দে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠেন। তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া স্কুল ঘরের উত্তর পূর্বদিকে আগুন দেখিতে পান। আগুন দেখিয়া তিনি এবং অন্যান্য কয়েকজন চীৎকার করিতে থাকেন। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক কর্মীগণ ও পুলিশ ছুটে এসে আগুণ নেভানোর চেষ্টা করিতে থাকেন। তাহাদের ও জনসাধারণের মিলিত চেষ্টা সত্বেও স্কুল ঘর এবং উহার জিনিষপত্র রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ঘরটির ছাউনির কিছু অংশ টিনের বাকী অংশ ছনের এবং বেড়াগুলি ছিল বাঁশের। তাই সম্পূর্ণ বিদ্যালয় গৃহটিতেই মুহূর্তের মধ্যেই আগুণ ছড়াইয়া পরে ও ভষ্মীভূত হয়। কেহই আগুণ লাগার কারণ এবং কোন্ স্থানে আগুণ প্রথম লেগেছিল এই সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারেন নাই, কারণ আগুণ লেগেছিল গভীর রাত্রে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭৫,০০০ টাকা।

তদন্তকালে ঘটনাস্থলে কেরোসিন তৈলের গন্ধযুক্ত একটি খালি টিন পাওয়া যায়। ইহাকেই সন্দেহ করা হয় যে, এই ঘটনার পিছনে কোন বদমতলব কাজ করিয়াছে। স্বাক্ষীর অভাবে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। ঘটনাটি গোয়েন্দা বিভাগও তদন্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত কোন তথ্য বাহির করিতে পারেন নাই। বিস্তৃত তদন্ত চলিতেছে।

স্কুলের ক্লাশ চলার জন্য ফুড ফর ওয়ার্কে স্কুলঘর তৈরীর জন্য ৭,৫০০ টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং ২টি ঘর তৈরী হইয়া গিয়াছে; আর একটি ঘর তৈরীর কাজ আরম্ভ হইতেছে। আসবাব পত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে খোয়াইর স্কুল পরিদর্শককে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে যথারীতি ক্লাশ চলিতেছে। ঘটনার পর শিক্ষা অধিকর্তাও স্কুলটি পরিদর্শন করেন এবং ক্লাশ পুনরায় আরম্ভ করার যথাযথ ব্যবস্থা নেন।

আম্রপুরা হাইস্কুল।

গত ২৭-১১-৭৯ইং তারিখে সন্ধ্যা প্রায় ৬-৩০ মিঃ এ কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা অমরপুর হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে একটি লিখিত অভিযোগ পান যে গত ২৬।১১।৭৯ইং রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় আম্পুরা হাই স্কুলটিতে আগুণ লাগিয়া চেয়ার টেবিল রেকর্ড পত্র সহ স্কুল গৃহটি ভষ্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অভিযোগটি কল্যানপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারামূলে মোকদ্দমা নং ৭ (১১) ৭৯ নথিভুক্ত করে ভারপ্রাপ্ত দারোগা তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন। ঘটনা স্থলটি কল্যাণপুর থানা হইতে ১৭ কিঃ মিঃ উত্তরে।

তদন্তে জানা যায় যে, গত ২৬।১১।৭৯ইং তারিখে রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় স্কুলের নিকটবর্তী বাসিন্দা কনেষ্টবল শ্রীযতীন্দ্র পাল বাঁশ ফাটার শব্দে জাগিয়া উঠেন এবং বাহিরে আসিয়া স্কুল ঘরে আগুণের শিখা দেখিতে পান। তাহার চীৎকারে স্থানীয় লোকজন জমায়েত হয় কিন্তু জলের অভাবে ও লোকজনের স্বল্পতা হেতু আগুণ নিবানো সম্ভব হয় নাই। কারণ অগ্নি নির্বাপক দুইটি ষ্টেশন বহু দূরে তেলিয়ামুড়া ও খোয়াইতে অবস্থিত। ঘটনাস্থল হইতে তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই এর সাথে কোন টেলিফোন যোগাযোগ নাই এবং রাত্রিকাল বলিয়া ঐ সময়ে যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১,১১,৪০০ টাকা।

কাঁচা স্কুল গৃহটি টিলার উপরে অবস্থিত। প্রথম স্বাক্ষী কনষ্টবল যতীন্দ্র পাল স্কুল গৃহের উপর আগুণ দেখিতে পায় কিন্তু শ্রীপাল বা অন্য কেহই আগুণ কোথায় প্রথম লাগে তাহা বলিতে পারেন নাই।

আগুণ লাগার স্থান ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহ করা হইতেছে যে কোন আকস্মিক ঘটনায় ইহা সংঘটিত হয় নাই। কোন দুষ্টচক্রের পরিকল্পনা তাহার পিছনে বিদ্যমান আছে। স্বাক্ষীর অভাবে দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা যায় নাই। জোর তদন্ত কার্য চলিতেছে এবং আশা করা যায় সহসাই মামলাটির নিষ্পত্তি হইবে।

ঘটনার খবর পেয়ে শিক্ষা অধিকর্তা স্কুলটি পরিদর্শন করিতে যান এবং পুনরায় ক্লাশ আরম্ভ করার যথাযথ ব্যবস্থা নেন। ফুড ফর ওয়ার্কে ২টি স্কুল

ঘর তৈরীর জন্য প্রায় ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। আশা করা যায় আগামী ৮।১০ দিনের ভিতরই স্কুল ঘর দুইটি তৈরী হইয়া যাইবে। আসবাব পত্র ও প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। বর্তমানে আগুন হইতে রক্ষা পাওয়া একটি ঘরে ক্লাশ চলিতেছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে গত বৎসর অক্টোবর এই আম্পুরা স্কুলে উপজাতি যুব সমিতির দুটি ছেলে ছাত্রদের খৃষ্টান করবার জন্য তৎপর হয়েছিল এবং তারা দীক্ষিত হচ্ছে না বলে তারা তাদের হুমকী দিয়েছিল স্কুল আগুণে পুড়িয়ে দেবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এইরকম তথ্য সরকারের কাছে আপাততঃ নেই।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ—আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে শিক্ষা অধিকর্তা গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি হেডমাষ্টার বা অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে কোন আলোচনা করেন নি এবং যেদিন গিয়েছিলেন সেদিন কোন ইনস্পেক্টারও ছিলেন না। তিনি একটা প্ল্যানস্ দাঁড়িয়ে দেখে চলে এসেছেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমি বলেছি স্কুল ঘর দেখার জন্য শিক্ষা অধিকর্তা গিয়েছিলেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—'আমরা বাঙ্গালী' দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী মে মাসে যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্বাচন হওয়ার কথা সেটা তারা হতে দেবে না। সেই কারণে 'আমরা বাঙ্গালীর' সাম্প্রদায়িক শক্তির যারা আছে তারা এ ধরণের কোন চক্রান্তে লিপ্ত আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :-- স্যার, এইরকম আমরা জানি না। তবে 'আমরা বাঙ্গালী' দল নাশকতামূলক কার্যকলাপ অতীতে অনেক করেছে। কাজেই জনসাধারণ যেন এই সমস্ত নাশকতামূলক কাজকর্মের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন।

'সর্ট ডিস্কাশন'

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্যবৃন্দ, গতকালের কার্যসূচীতে দুটি সর্ট ডিস্কাশন ছিল। একটি ছিল শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের এবং অপরটি শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের। শ্রীজমাতিয়ার সর্ট ডিস্কাশানটির উপর আলোচনা অসমাপ্ত ছিল। অপরটি আলোচিত হয় নি, কিন্তু হাউসে উত্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। আজ দুইটির উপর আলোচনা হবে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানের উপর আলোচনা আরম্ভ হওয়ার আগে। সর্ট ডিস্কাশান দুটি হল --

(১) "Papers allotted by Govt. of India at concessional rate for publicatlon of School Text Books for the Students at cheap rate in Tripura."

প্রস্তাবক --শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

(২) "খোয়াই মহকুমার জল সেচের ব্যবস্থা সম্পর্কে"।

প্রস্তাবক -- শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

Laying of Rules.

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—লেয়িং অব দি ত্রিপুরা বিল্ডিংস (লীজ এ্যাণ্ড রেণ্ট কণ্ট্রোল) রুলস, ১৯৭৯। আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Biren Dutta—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House "The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Rules, 1979."

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—

Laying of the copy of the Notification No. F. 10(20-1)-DSE/79 dated the 4th May, 1979 as required under proviso of clause (a) of sub-Section (2) of Section 3 of the Tripura Educational Institution (Taking over of Management) Act, 1973 as amended by the Tripura Educational Institutions (Taking Over of Management) Amendment Act, 1974 and the Tripura Educational Institution (Taking Over of Management) (Second Amendment) Act, 1978.

আমি এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Dasarath Deb—Mr, Speaker, Sir, I beg to lay before the House "The copy of the Notification No. F. 10 (20-1)-DSE/79 dated the 4th May, 1979 as required under proviso of clause (a) of Sub-Section (2) of Section 3 of he Tripura Educational Institutions (Taking Over of Management) Act, 1973 as amended by the Tripura Educational Institution (Taking Over of Management) Amendment Act, 1974 and the Tripura Educational Institution (Taking Over of Managemement) (Second Amendment) Act, 1978."

Short Discussion on Matters of urgent Public Importance—Contd.

মিঃ—স্পীকার—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল সর্ট ডিসকাশনের উপর আলোচনা। এখন আমি মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াংকে অসমাপ্ত আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল মাননীয় সদস্য নগেন বাবু এই হাউসের মধ্যে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করা হয়েছে, কেননা, ভারত সরকার তাদের টেকষ্ট বই ছাপানোর জন্য কম মূল্যে যে কাগজ দিয়েছে, তার সুষ্ঠু বন্টন করা হয়নি। ফলে সেই সব ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। তাই আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করব যে এই সম্পর্কে যে অন্ধকারের সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটাকে যেন আলোতে নিয়ে আসা হয় অর্থাৎ এই ঘটনার যেন একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হয়। তাই এই প্রসঙ্গে আমি এখানে দুই একটি কথা বলতে চাই, সেটা হল এই যে সরকার বুক পাবলিসার্সদের যে লিষ্ট তৈরী করেছেন এবং সরকার থেকে তাদেরকে টেষ্ট বই ছাপানোর জন্য যে কম্ দামে কাগজ দেওয়ার কথা ছিল, সেটা

তাদেরকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু দেওয়া হয়েছে অন্যদের যেমন সুবোধ প্রকাশন এবং এ, কে, রায় চৌধুরীকে। ভারত সরকারের দেওয়া কম মূল্যের কাগজ সরাসরি কারখানা থেকে আনার জন্য এ, কে, রায় চৌধুরীকে কি ভাবে ক্ষমতা দেওয়া হল এবং কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হল, তা কারো বোধগম্য হচ্ছে না। এখানে এ, কে, রায় চৌধুরীর লিখিত একটা চিঠি আছে, সেটার উল্লেখ আমি এখানে করছি। চিঠির রেফারেন্স হচ্ছে No. F. 8(52)/E/PUB/79. আমি দাবি করছি এই সম্পর্কে সরকার সে সব প্রেস রিলিজ বের করেছিলেন, সেগুলি যেন হাউসের সামনে উপস্থিত করা হয়, যাতে করে এই হাউসের সদস্যরা ঘটনাটা ভাল করে জানতে পারেন। তাছাড়া এই সম্পর্কিত আরও যে সব ঘটনা জড়িত রয়েছে, সেগুলিও এখানে উদ্ঘাটিত করা হউক। এই কথাগুলি বলে আমি আমার দাবী জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, যে বিষয়টা এখানে আলোচিত হচ্ছে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় সরকার কনেসশান্যাল রেটে অর্থাৎ কম দামের কাগজ কিনে যাতে টেক্সট বই ছাপানো যায় যে টেক্সট বই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কম দামে পাবে, সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমরা আমাদের সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা নিয়েছি। সেই কাগজ এখানে লিফট্ করার ব্যাপারে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে এবং যে সব গাফিলতি দেখা দিয়েছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এই সম্পর্কে সরকারের কাছে যে সব তথ্য আছে, সমস্ত তথ্য আমি এই হাউসের কাছে উপস্থিত করব। এবং শুধু এখানেই নয় এই ঘটনা সরকারের দৃষ্টিতে আসার পর ঘটনাটি ভিজিলেন্সে তদন্তের জন্য আমরা দিয়েছি। ভিজিলেন্সে তদন্তের পর যদি আরও তথ্য বের হয়, সেটাও নিশ্চয় জানতে পারবেন এবং সেই ভিত্তিতে আরও কিছু ষ্টেপ যদি গ্রহণ করতে হয় সেটা আমরা নিশ্চয় করব। সেই দিক থেকে এই হাউসকে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে এই আশ্বাস দিতে পারি। ঘটনাটি সম্পর্কে আমি এখন কিছু তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। ভারত সরকারের তরফ থেকে খাতা তৈরী এবং পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের জন্য সস্তা দরে কাগজ সরবরাহের পরিকল্পনা ১৯৭৪ সালে প্রথম গ্রহণ করা হয়। এবং এই নির্দিষ্ট দামে এই কাগজ সরবরাহের জন্য ভারত সরকার প্রত্যেকটি রাজ্যকে নির্দেশ দেন। রাজ্য ভিত্তিক অর্থাৎ ষ্টেট লেভেল কমিটি গঠিত হয়। এই ষ্টেট লেভেল কমিটির সুপারিশক্রমে খাতা তৈরী এবং পাঠ্য পুস্তকের কাগজ বিলি ব্যবস্থা কমিটির সুপারিশক্রমেই হবে। সেজন্য বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরনের ষ্টেট লেভেল কমিটি গঠন করা হয়। এই ষ্টেট লেভেল কমিটি বেশ দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা হয়। যেমন এডুকেশান সেক্রেটারী, ডাইরেক্টার অব এডুকেশান, তারপর আরও যারা আছেন বুক যারা পাবলিশ করেন, তাদের ফেডারেশানের দুই জন প্রতিনিধি—শ্রী এস, পাল, রিপ্রেজেন্টেটিভ মেসার্স পুস্তক ভবন এবং শ্রী এস, চক্রবর্তী রিপ্রেজেন্টেটিভ, মেসার্স এডুকেশনাল বুক সোসাইটি। এবং তাছাড়াও আছেন ডাইরেক্টার অব এডুকেশান এবং রেজিষ্ট্রার অব কো- অপারেটিভ সোসাইটিজ। এই ভাবে যারা এই সমস্ত ব্যাপার হ্যাণ্ডেল করেন

এই রকম দায়িত্বশীল লোকদের নিয়ে এটা করা হয়। এডুকেশান ডাইরেক্টার কনভেনার এবং এডুকেশান মিনিষ্টার ছিলেন ষ্টেট লেভেল কমিটির চেয়ারম্যান। তারপর এখানে যে ব্যাপার সম্পর্কে আমি বলছি। কাগজের জন্য প্রত্যেক আবেদনকারী কাগজের ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য তাদের দাখিল করতে হয় এবং ষ্টেট লেভেল কমিটি এই তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে ঠিক করেন এই সংস্থাগুলিকে কাগজ দেওয়া যায় কি না। এই তথ্যগুলি ষ্টেট লেভেল কমিটিকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই কাগজ এ্যালট করেন। এই হচ্ছে মোটামুটি কাগজ বিলির সিস্টেম। এখন গত ২২শে নভেম্বর ১৯৭৯ ইং প্রথম এই বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিশার্স ফেডারেশন অব ত্রিপুরা---এরা একটা আবেদন করেন। এবং সেই আবেদনে বলা হয় যে ২৫ জন পাবলিশার্স এই সংগঠনে আছেন এবং তারা সস্তা দরে এই কাগজ চায় ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠ্য পুস্তক ছাপানোর জন্য। এই আবেদনের তারিখ হচ্ছে ২২শে নভেম্বর ১৯৭৯ইং। ১৯৭৯ইং ২৭শে মার্চ তারিখ মেসার্স বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিশার্স ত্রিপুরা, স্কুল শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকের বিবরণ দিয়ে ৪২২ মেট্রিক টন কাগজের বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন। ঐ সম্পর্কে কোন পুস্তক প্রকাশক অথবা অন্য কোন পুস্তক প্রকাশক সংস্থা পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের জন্য কাগজের কোন আবেদন তখনও করেন নাই। ঐ ফেডারেশানের যিনি সেক্রেটারী তিনি ত্রিপুরা ষ্টেট লেভেল কমিটিরও একজন সদস্য। এবং ফেডারেশনের আর একজন কর্মকর্তাও ষ্টেট লেভেল কমিটির আর একজন সদস্য। তাদের নাম আমি একটু আগেও বলেছি। মিঃ পাল ও মিঃ চক্রবর্ত্তী। স্টেট লেভেল ফেডারেশনের তথ্য বিচারের সময় সেই দুই জন সদস্য পৃথক পৃথক ভাবে মিল থেকে কাগজ সংগ্রহের অসুবিধার কথা বলেন। এবং প্রকাশকদের মধ্যে কাগজের সুষ্ঠু বন্টনের দায়িত্ব ফেডারেশন ঠিক মত পালন করবেন বলে জানান। ষ্টেট লেভেল কমিটি এই সব বিচার বিবেচনা করে ৩০০ মেট্রিক টন কাগজ বরাদ্দের জন্য ভারত সরকারের কাছে লিখেন। ওরা দাবি করেছিল ৪২২ মেট্রিক টন। কিন্তু ষ্টেট লেভেল কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় ৩০০ মেট্রিক টন এবং এই কাগজের জন্য ভারত সরকারের কাছে লিখেন এবং সেইঅনুযায়ী লিখাও হয়। এবং এই ব্যাপারে ফেডারেশান-এর কাজ কি ভাবে করা হবে সমস্ত তথ্য দিয়ে স্টেট লেভেল কমিটির কাছে উপস্থিত করা হয়। আবেদনকারীদের জন্য ভারত সরকার ১৯শে এপ্রিল ২৫০ মেট্রিক টন কাগজ বরাদ্দ করেন। স্টেট লেভেল কমিটি চেয়েছিলেন ৩০০ মেট্রিক টন আর ভারত সরকার দেন ২৫০ মেট্রিক টন। ভারত সরকারের বিধি অনুযায়ী ২রা মে তারিখ ফেডারেশন নির্দিষ্ট ফর্মে এফিডেভিট এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিল করার নির্দেশ দেন। ফেডারেশানের জেনারেল সেক্রেটারী ৫ই মে এফিডেভিট দাখিল করেন এবং ১০ই মে বরাদ্দকৃত ২৫০ মেট্রিক টন কাগজ বন্টনের জন্য অনুমোদিত ২৭ জন প্রকাশকের নামের তালিকা পেশ করেন। স্টেট লেভেল কমিটি ১১ই মে ২৫০ মেট্রিক টন কাগজ ফেডারেশনের নামে বরাদ্দ করেন। হাউস যদি ইন্টারেষ্টেড হন স্টেট লেভেল কমিটিতে যে ২৭জন পাব্লিশার্সের নাম উপস্থিত করেছিলেন সেই আমার কাছে আছে। আমি সেই নামগুলি জানাতে পারি। সেই নামগুলি হল ঃ—(১) নব ভারত প্রকাশনী, রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ (২) আগরতলা প্রকাশনী, মধ্যপাড়া, আগরতলা (৩) সবুজ প্রকাশনী, ঠাকুরপল্লী

রোড, আগরতলা (৪) সত্যনারায়ণ বুক ডিপো, এইচ, জি, বসাক রোড, আগরতলা (৫) বুক হোম, ৩২, কলেজ রোড কলিকাতা—৯ (৬) ডি, মজুমদার, ৩২, কলেজ রোড, কলিকাতা ৯ (৭) নলেজ হোম, ৫; বিধান সরনী, কলিকাতা ৬ (৮) জ্ঞান রূপ, ২২৩০, পাইকপাড়া, রাজা মনীন্দ্র রোড, কলিকাতা, ৪৭ (৯) পি, কে, মজুমদার, ৫৬, বিধান, সরনী, কলিকাতা, ৬ (১০) জে, বি, পাবলিকেশান, আগরতলা (১১) ছাত্রমহল, আগরতলা (১২) ইণ্ডিয়া বুক হাউস, আগরতলা (১৩) শতদল প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা (১৪) ঝর্ণা বুক এজেন্সী, আগরতলা (১৫) পাপিয়া বুক স্টল, দুর্গাচৌমুহনী, আগরতলা, (১৬) এন, ভট্টাচার্য্য রামনগর, আগরতলা (১৭) ওরিয়েন্ট বুক সোসাইটি, আগরতলা (১৮) চন্দন চক্রবর্তী, রামনগর, আগরতলা (১৯) ইণ্টার্ন বুক সোসাইটি, ডোভার লেন, কলিকাতা। (২০) স্বস্তি প্রকাশনী, আগরতলা (২১) সুবোধ প্রকাশনী, আগরতলা (২২) ত্রিপুরেশ্বরী প্রকাশনী, আগরতলা (২৩) মেঃ হরিধন বণিক, ৫১/১এ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। (২৪) তপন কুমার ভৌমিক, ৫৮, আখাইড়া রোড, আগরতলা (২৫) বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির, কলেজ রোড, কলিকাতা, ৯ (২৬) ত্রিপুরা প্রগতি প্রকাশনী, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (২৭) ন্যাশনেল লাইব্রেরী, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (২৮) ওরিয়েন্টাল ডিস্ট্রিবিউশান, স্ট্রিট ডোভার লেন, কলিকাতা—এই ২৭টা পুস্তক প্রকাশক যে নামগুলি দিয়ে এই ফেডারেশান দরখাস্ত করেন এবং এফিডেভিট তিনি গ্রহণ করেন। এবং এই পাব্লিশার্সরা ত্রিপুরা রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করতেন। আগেও পুস্তক প্রকাশ করতেন—এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের অনুমোদিত বইগুলি তারাই প্রকাশ করতেন। এই কাগজ বরাদ্দের সংবাদ তালিকাবদ্ধ প্রতিটা প্রকাশককে ১৬ই মে তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়। ইণ্ডিভিজুয়েলী প্রত্যেককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এই ফেডারেশান যে ২৭ জনের নাম দিয়েছে এবং এই সংগঠনের নামে ২৫০ মেট্রিক টন কাগজ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সংস্থাগুলি যেন ফেডারেশনের কাছ থেকে কাগজ গ্রহণ করেন। ১৬ই মে তারিখ এটা জানিয়ে দেওয়া হয়। এবং বলা হয় ফেডারেশানের সংগে যোগ যোগ করে সেই চিঠিতে ডিপার্টমেন্ট থেকে ১৬ই মে তারিখে জানিয়ে দেওয়া হয়। এবং বলা হয় যে ফেডারেশনের সংগে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এফিডেভিট দিয়ে বরাদ্দকৃত কাগজের হিসাব ফেডারেশনকে দিতে। ফেডারেশনকে এই চিঠির প্রতিলিপি দেওয়া হয় এবং প্রকাশকদেরকে এভিডেবিট ফর্ম সরবরাহ করতে বলা হয়। স্ট্যাট লেভেল কমিটি যে কাগজ বরাদ্দ করেছিলেন, সেই বরাদ্দকৃত কাগজ মিল থেকে সংগ্রহ এবং প্রকাশকদের মধ্যে বন্টন করার দায়িত্ব ছিল ফেডারেশনের। কারণ এটাই ছিল এতদিনের নিয়ম। যেমন একসারসাইজ খাতার জন্য কোয়ার্টারলি ৪০ মেঃ টন কাগজ পাওয়া যায়। এই ধরনের যারা একসারসাইজ খাতা করেন, তাদের নিকট বন্টন হয় এবং তাদেরকে অ্যালটমেন্ট দেওয়ার পরে টিটাগড় পেপার মিল থেকে কাগজ আনার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের এবং গত বৎসর এই কম দামের খাতা তৈরী করার জন্য যাদেরকে কাগজ দেওয়া হয়েছিল, ওরা যখন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, ওদের পক্ষে আনা সম্ভব নয় তখন আমরা কনজিউমার্স কোঅপারেটিভের মাধ্যমে আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। এখন এই পথেই তারা সেগুলি আনে। কাজেই ফেডারেশনের

উপরই দায়িত্ব ছিল কাগজ আনার। বিলি করার ব্যাপারে ফেডারেশন যাতে এই দায়িত্ব পালন করে, সেই জন্য ষ্ট্যাট লেভেল কমিটি ২৩শে মে তারিখে লেখা চিঠিতে নির্দেশ দেন যে, ফেডারেশন মিল থেকে কাগজ এনে প্রকাশকদেরকে দেওয়ার আগে অন্ততঃ তাদের কাছ থেকে এভিডেবিট নিয়ে ষ্ট্যাট লেভেল কমিটির কাছে পাঠাবেন। ফেডারেশন ২২ জুন তারিখে জানান উল্লিখিত এভিডেবিট শীঘ্রই পাঠানো হবে। এর পর ৮ই আগষ্ট এক চিঠিতে জানান যে তারা মিল থেকে কাগজ তুলার জন্য জনৈক এজেন্টকে নিযুক্ত করেছেন। এই এজেন্টের নাম ফেডারেশনের ঐ চিঠিতে ছিল না। মিল থেকে কাগজ তুলে বন্টন করা হয়েছে কিনা তা জানাবার জন্য কমিটি ফেডারেশনকে একাধিক চিঠি লিখেন কিন্তু মিল থেকে কাগজ তুলে আনার সময় কয়েকমাস পার হয়ে যায় বলে ফেডারেশন কাগজ তুলার সংবাদ গোপন করেছেন বলে ডিপার্টমেন্ট কোন সন্দেহ তখন করে নি। কারণ অনেক সময় দেরী হয়ে যায়। কলিকাতা ও ত্রিপুরায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক সস্তা দরে কাগজ না পাওয়ায় এবং মুদ্রণের ব্যয়, মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি এবং কলিকাতা ও ত্রিপুরার পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য শতকরা ৪০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির জন্য ১৯শে নভেম্বর তারিখে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির কাছে আবেদন করেন। এর পরে ষ্ট্যাট লেভেল কমিটি ২২শে নভেম্বর ফেডারেশনকে আবার চিঠি দেয় যে কাগজ তুলা হয়েছে কি না জানার জন্য। ষ্ট্যাট লেভেল কমিটি জানতে পারে তখন যখন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ওরা যখন পুস্তক প্রকাশের জন্য দামটা শতকরা ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়ার জনা কমিটির কাছে আবেদন করলেন। কাগজের দাম বাড়তি, ছাপা খরচ বাড়তি, ট্রেন্সপোর্ট কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে; কাজেই শতকরা ৪০ ভাগ ব্যয়ের ভার বাড়াতে হবে। এই আবেদন যখন করা হল তখন ষ্ট্যাট লেভেল কমিটি আবার কাগজের মূল্য বাড়ালে এই আড়াইশো মেট্রিক টন কাগজের কি হবে? এই খবরটা নেবার জন্য ফেডারেশনকে আবার চিঠি লিখলো চিঠিটার তারিখ ২২শে নভেম্বর। পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করে ২৬শে নভেম্বর তারিখের সভায় সস্তা দরে কাগজ না পাওয়ায় এবং মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে গত বৎসরের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের মূল্যের সর্ব্বোচ্চ ১০ শতাংশ বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। গত বৎসর এই মূল্য বৃদ্ধির জন্য ওরা আবেদন করেছিল কিন্তু গত বৎসর আমরা সেটা বাড়াই নি। ফেডারেশন ২৯শে নভেম্বর তারিখের চিঠিতে প্রথমে জানা যায় কাগজের লিফটিং এর জন্য এজেন্ট হিসাবে তারা মেসার্স এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং কে নিযুক্ত করেছেন। ১৯শে নভেম্বর তারিখে প্রথম জানা জায়। ফেডারেশন চিঠি দিল যে তারা মেসার্স এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং কে নিযুক্ত করেছেন কাগজ তুলার এবং বন্টনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে এবং এগুলি ভিজিলেন্সে তদন্ত হবে। সমস্ত ডকুমেন্ট, ইররেগুলারিটিস যা হয়েছে তা তদন্ত করার জন্য। উদ্দেশ্য হল যে ঘটনা হয়েছে সেই ঘটনার আসল অপরাধী কে সেটা জানার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা অত্যন্ত ইন্টারেষ্টেড। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে ষ্ট্যাট লেভেল কমিটির কোন সুপারিশ ছিল না। এটা আমরা বলে রাখি যে মেসার্স এ,কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং এর সংগে কাগজ লিফটিং এর জন্য ওদের যে চুক্তি হয়েছিল এটা ষ্ট্যাট লেভেল কমিটির সংগে কোন সম্পর্ক নেই, আমাদের কোন আলোচনা হয়নি। ফেডারেশন তারা নিজেরা করেছে। আমরা জানতে

পারি নি। এই ১৯ তারিখের চিঠিটা পড়ে আমরা জানতে পারি যে—২৯শে নভেম্বর চিঠিটাতে আমরা জানতে পারি যে একটা চুক্তি হয়েছে ফেডারেশনের সংগে, ২৯শে নভেম্বর। এটা ষ্ট্যাট লেভেল কমিটির কোন সুপারিশ ছিল না। কাগজ তুলা হয়েছে কিনা তাও জানা যায় নি। রাজ্য সরকার ৬ই ডিসেম্বর পাঠ্যপুস্তক উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকের ১০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির সুপারিশ অনুমোদন করেন। কারণ ট্রেন্সপোর্ট এবং মুদ্রণের দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধির জন্য এটা যুক্তি সংগত বলে ষ্ট্যাট লেভেল কমিটি এটা মনে করে এই জন্য শতকরা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি অনুমোদন তারা করেছেন। নেক্ষট হচ্ছে ডিসেম্বর মাসে ফেডারেশন কাগজ তুলতে পেরেছেন কিনা জানতে না পেরে ষ্ট্যাট লেভেল কমিটি অনুসন্ধান করে এবং টিটাগড় পেপার মিলের নিকট টেলি-গ্রাম করে। তার উত্তরে টিটাগড় মিল তারা ২১শে ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে জানান মেসার্স এ, কে. চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং ফেডারেশনের পক্ষে গত জুন মাসে এই মিল থেকে ৭৯.০৬ মে, টন কাগজ তুলে। এই যে, এজেন্ট লিফটিং এজেন্ট যে মেসার্স এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং তাও ২১শে ডিসেম্বরের ঐ কোম্পানীর কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর ষ্টেট লেভেল কমিটি জানতে পারে। টিটাগড় জানালো যে, মেসার্স ৭৯.০৬ মেঃ টন কাগজ তুলে নিয়ে এসেছে অলরেডি তাদের কাছ থেকে। ফেডারেশনের পক্ষে গত জুন মাসে ঐ মিল থেকে কাগজ তুলে নেন। জুলাই মাসে প্রতি টনে মূল্যবৃদ্ধি করেন এবং এই এজেন্ট বর্দ্ধিত হারে মূল্য না দেওয়ায় বাকী কাগজের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য করেন। এই এজেন্টদের জমা দেওয়া আরও ৬৫.০৪ মেঃ টন কাগজের দাম তাকে ফেরত দেন। এই হল টিটাগড় পেপার মিল। এর মধ্যে তারা কাগজের দাম বাড়িয়ে ফেলে এবং যে টাকা জমা দিয়েছিল ৬৫.০৪ মেঃ টন এর যে দাম দেওয়া হয়েছিল সেই দামটা এই এজেন্টকে টাকাটা ফেরৎ দিয়েছে। মিলের সংবাদের ভিত্তিতে ফেডারেশনকে অবিলম্বে সংবাদ জানাতে বলা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সময় শেষ, আপনি পরে বক্তব্য রাখতে পারবেন। অদ্য বেলা দুটো পর্য্যন্ত সভার কাজ মুলতুবি রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে কথা বলছিলাম যে, ডিসেম্বর মাসেও ফেডারেশন কাগজ তুলতে পেরেছেন কিনা জানতে না পেরে ষ্টেট লেভেল কমিটি থেকে অনুসন্ধান শুরু হয়। এবং টিটাগড় পেপার মিলের নিকট টেলিগ্রাম করা হয়। তার উত্তরে টিটাগড় পেপার মিল ২১শে ডিসেম্বর তারিখে জানান, মেসার্স এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং ফেডারেশনের পক্ষে গত জুন মাসে ঐ মিল থেকে ৭৯.৬ মেট্রিক টন কাগজ তুলেছে। জুন—জুলাই মাস থেকে মিল কাগজের মূল্য মিল বৃদ্ধি করায় এবং ঐ এজেন্ট বর্ধিত হারে কাগজের মূল্য না দেওয়ায় বাকী কাগজ বাতিল বলে গণ্য করে ঐ এজেন্টের আগের জমা দেওয়া ৬৫.৪ মেট্রিক টন কাগজের মূল্য মিল তাকে ফেরত দেন। মিলের সংবাদের ভিত্তিতে ফেডারেশনকে অবিলম্বে প্রকৃত সংবাদ জানাতে বলা হয়। কিন্তু ফেডারেশন ২৪শে ডিসেম্বরের চিঠিতে জানান এবং এজেন্ট কর্তৃক কাগজ তোলার সংবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং কাগজ বন্টনের দায়িত্ব ষ্টেট লেভেল কমিটির উপরে চাপাতে চান। ফেডারেশনকে ১০ই ডিসেম্বর তারিখের লেখা এ, কে,

চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর চিঠির একটি প্রতিলিপি স্টেট লেভেল কমিটি ১লা জানুয়ারী পায়। ঐ চিঠিতে জানা যায়, এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানী ফেডারেশনকে জুন মাসে প্রথম কাগজের মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ জুন মাসেই জানিয়েছে। এখানে লক্ষ্য রাখবেন যে, জুন মাসেই ফেডারেশনকে এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানী জানিয়েছে যে, ওরা কাগজ তুলেছে। অথচ ফেডারেশন সেটা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করে গেছে ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবং ঐ চিঠি থেকেই জানা যায়, ফেডারেশন ২রা আগষ্ট তারিখে ঐ কাগজ তাদের তালিকা মতে ৫জন প্রকাশকের মধ্যে বন্টন করতে বলেন। এটাও এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর চিঠীতে আমরা জানতে পারি। ফেডারেশন স্টেট লেভেল কমিটির চিঠির কোন উত্তর না দিলেও এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর ঐসব প্রতিলিপি ১লা জানুয়ারী পাঠান। তাছাড়া এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক ২৮শে ডিসেম্বর ফেডারেশনকে লেখা চিঠির প্রতিলিপি থেকেই স্টেট লেভেল কমিটি প্রথম জানতে পারেন যে, এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানী ইতিমধ্যে আগরতলায় সুবোধ প্রকাশনকে কিছু কাগজ সরবরাহ করেন। এটা এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর লেখা চিঠিতেই জানতে পারি। এবং এই কাগজের পরিমাণ হচ্ছে, ২'৩ মেট্রিক টন। ঐ সুবোধ প্রকাশনকে এই কাগজ দেওয়া হয়ে গেছে। এটা আগরতলায় অবস্থিত। এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানী ৯ই জানুয়ারীর চিঠিতে এটা প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা পরিস্কার যে, স্টেট লেভেল কমিটি মেসার্স এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানীকে টিটাগড় কাগজ মিলের জন্য হোল্ডিং এজেন্ট নিযুক্ত করেন নি। এবং তাকে দিয়ে কোন কাগজ বন্টন করতে বলে নি। ফেডারেশনও সেই জন্য স্টেট লেভেল কমিটির কাছে অনু-মোদন চান নি। বস্তুতঃ স্টেট লেভেল কমিটি ২১শে ডিসেম্বরের আগে কাগজ বন্টনের কোন সংবাদ পান নি। এই কাজ ফেডারেশন করছেন এবং সে দায়িত্ব তারা এড়াতে পারেন না। এই সব সংবাদ জানতে পেরে স্টেট লেভেল কমিটি ফেডারেশনের বন্টন ব্যবস্থা বাতিল করার কথা এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানীকে জানিয়ে দেয়, এবং এই সমস্ত কাগজ আগরতলায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফেডারেশন কাগজ যথাসময়ে বন্টন না করার ফলে এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানী গুদান ভাড়া দাবী করছে। এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানীকে লেখা হয়েছে, ফেডারেশনের সঙ্গে তাদের যে চুক্তি হয়েছিল তার সার্টিফাইড মানে প্রতিলিপি স্টেট লেভেল কমিটিকে পাঠাতে। ফেডা-রেশনকেও লেখা হয়েছিল। কিন্তু এই চুক্তির কাগজ পত্র এখনও পাওয়া যায় নি। ত্রিপুরা হোল সেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড মারফৎ কাগজ আগরতলায় আনা হবে এবং বন্টনের ব্যবস্থা করা হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— এ, কে, চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানী ফেডারেশনের সঙ্গে কবে চুক্তি করেছিল এটা কত তারিখে জানতে চাওয়া হয়েছে? গভর্ণমেন্ট কত তারিখে চিঠি লিখেছেন?

শ্রীদশরথ দেব—তারিখটা এখানে নেই। ফাইলের কাগজে অবশ্য থাকবে। আপাততঃ এখানে নেই। তারপর এই কাগজ সময় মত না আনার ফলে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এখন প্রতি টন কাগজের মিলের দাম, শুল্ক এবং আনুসাংগিক খরচ মোট ৩,২৩৯'৬২ পয়সা দাঁড়াবে। হ্যাণ্ডেলিং অ্যাজেন্ট-এর চিঠিতে ফেডারেশনের কাগজ-এর

দর বাবদ এ, কে, চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানীকে ৫ টাকা চার্জ দিতে সম্মত হয়েছে। এটা ঐ হ্যাণ্ডলিং এজেন্টের চিঠিতে জানতে পারা যায়। ফেডারেশনের কাছ থেকে জানা যায় নি। ঐ চার্জ বাবদ প্রতি টন কাগজের মূল্য ৩,৪০১'৬ পয়সা বেড়ে গেল। হেণ্ডলিং এজেন্ট স্টেট লেভেল কমিটিকে ৯,১,৮০ইং তারিখে জানান যে, উল্লেখিত মূল্যের পূর্বেও বাৎসরিক শতকরা ২৪ টাকা সুদ এবং প্রতি কিলো গ্রাম '০১ পয়সা গুদাম খরচ দিতে হবে। এই হিসাব করলে দেখা যায়, এখন এক টন কাগজের দাম বেড়েছে ৩,৯৭০'৩৬ পয়সা। দৈনিক সংবাদে দেখানো হয়েছিল, ৬,৩৪৫'৮৫ পয়সা। তারা হয়ত হিসাব করেছিলেন ১ পয়সা পার কিলো গ্রাম; কিন্তু কোম্পানীর চিঠিতে যেটা দেখানো হয়েছে, '০১ পয়সা পার কিলোগ্রাম। তবে এ কথা ঠিক যে, সময় মত কাগজ আনা হয় নি। এখনও আনা হয় নি। এবং যার জন্য ৩,৯৭০'৩৬ পয়সা এখন কোম্পানী দাবী করছে। কালকে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার প্রশ্ন করেছিলেন, ফেডারেশনের আর্থিক সংগতি আছে কিনা এটা কাগজ এলট করার আগে স্টেট লেভেল কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন কিনা। স্টেট লেভেল কমিটি ফেডারেশনের আর্থিক সংগতি সম্পর্কে কোন পরীক্ষা করে দেখেন নি। কারণ, ২৭টি পাবলিশার্স যারা পুস্তক পাবলিশার্স রূপেই দীর্ঘ দিন ধরে আছেন তারা একটা সংগঠন হিসাবে তাদের সংগঠনের সম্পাদক আবেদন উপস্থিত করলে স্টেট লেভেল কমিটি ধরেই নিয়েছে যে তারা যখন বছর বছর পুস্তক ছাপায়, তখন তাদের আর্থিক সংগতি আছে। এটা কমিটি ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু এর জন্য পুংখানুপুংখরূপে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় নি। আরেকটা প্রশ্ন এখানে করা হয়েছে--ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া কাগজ আনেন নি, কিন্তু সরকার সময় থাকতে জানলেন না যে তারা কাগজ আনেননি। এটা ঠিক, এবং এই প্রশ্ন ও স্টেট লেভেল কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়েছে। ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখ জনক বললেই সব বলা হয় না, এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং জন বিরোধী বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেখানে সরকার বইয়ের দাম কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনেক লেখালেখি করে কনসেশনাল রেটে ২৫০ মেট্রিক টন কাগজের ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে হ্যাণ্ডলিং এর গোলমালের জন্য এই কাগজ পাঠ্য পুস্তক ছাপানোর কাজে ব্যবহার করা গেল না। এটা অত্যন্ত দুঃখ জনক। সেই দিক থেকে সরকার খোঁজ খবর নিচ্ছেন এবং এ পর্যন্ত আমার দপ্তরে যে তথ্য এসেছে তা আমি হাউসে পেশ করেছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আরেকটা বক্তব্য আমি এখানে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য আমরা ইতিমধ্যে ভিজিলেন্স দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি। এবং ভিজিলেন্স দপ্তরের রিপোর্ট পাওয়া গেলে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে একটা জিনিষ আমি এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই কাগজ খোলা বাজারে ব্ল্যাক হয়ে গেছে বলে যে সন্দেহ করা হয়েছিল, এ, কে, চৌধুরী কোম্পানীর সঙ্গে করেসপণ্ডিং করে বোঝা যায় যে কাগজ ব্ল্যাক হয়নি এখনও তার কাছেই আছে। তবে যে উদ্দেশ্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে কাগজ এলটমেন্ট আদায় করেছিলাম, সেটা ইতিমধ্যেই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে। কারণ কম দামে আমরা ছাত্রদের বই দিতে পারিনি। তবে পুস্তক প্রকাশকরা যে ৪০ ভাগ দাম বাড়াতে চেয়েছিল, সেটা আমরা বাড়াতে দেই নি। মাত্র শতকরা ১০ ভাগ বাড়তে দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে মোটামোটি তথ্য। তবে সরকার এ ব্যাপারে

যতটুকু করণীয় আছে, তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেলে পর আমরা যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব এই প্রতিশ্রুতি আমি হাউসকে দিতে পারি এবং শিক্ষা দপ্তর থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল তা নির্ভুল নয়। এই কাগজ নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা আমি আদৌ জানতাম না। কাগজে বের হবার পর বিষয়টি আমার নজরে আসে এবং সে ব্যাপারে আমি চেক আপ করেছি। কিন্তু কাগজে শিক্ষা দপ্তরের বিবৃতিতে ভুল ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মাকে উনার আনীত স্বল্পকালীন প্রস্তাবটি হাউসে উথ্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি জল সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি আলোচনা এই হাউসে উপস্থাপন করার জন্য এনেছি। কারণ প্রতি বছরই খরার ফলে খোয়াইতে ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং খরা পরিস্থিতির ফলে সারা খোয়াই সাবডিভিশনে যে সমস্ত এলাকা আছে সেগুলিতে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। আর যেখানে সামান্যতম ফসল পাওয়া যায় সেখানে হয়তো ৫ মণের মধ্যে মাত্র ২ মণ পাওয়া যায়। এই হল মোটামোটি বাস্তব চিত্র। স্যার পর পর দুইটি ফসল ত্রিপুরা রাজ্যের বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। ফলশ্রুতিতে কোন ফসল ত্রিপুরাতে হয় নি। স্যার, আমি আগেও এই বিধান সভাতে বলেছি ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদকে যদি এই সেচের কাজে ব্যবহার করা যায় পাহাড়ের পাদদেশ থেকে যে সমস্ত নালা ছড়া বেড়িয়ে যায় সেগুলিকে বাঁধ দিয়ে যদি আমরা জল ষ্টক করতে পারি এবং সেচের কাজে তা ব্যবহার করতে পারি তাহলে ত্রিপুরাতে যদি অনাবৃষ্টিও হয় তাহলে, ফসল উৎপাদনের দিক থেকে ত্রিপুরা বিশেষ কোন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, কল্যাণপুর কনষ্টিটিউন্সী থেকে যখন আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম তখনও আমি এই সভাতে কংগ্রেস আমলে করবং ছড়াকে পাকা বাঁধ দিয়ে সেচের কাজে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম এবং যে কনট্রাকটরকে দিয়ে এই কাজ করানো হয়েছিল সেটা ভাল হয় নি সেটা ঠিক মজবুত করে পাকা বাঁধ দেওয়া হয় নি যার ফলে ঐ বাঁধটি নষ্ট হয়ে যায়। আরেকটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল মহারাণীতে। হাওরা টু দিল্লী রাজধানী এক্স প্রেস চেয়ার কারে হেলান দিয়ে বসে যায়, এই বাঁধ টাও ঠিক তেমনি দেওয়া হয়েছিল, কিছু দিন থাকার পরে সেটা ভেসে যায় এবং কোথায় যে এটা ভেসে গিয়েছে তার কোন হদিস পাওয়া যায় নি। এরপরে আমি গিয়েছিলাম আশারাম বাড়ী কনষ্টিটিউন্সীতে সেখানে তুকিয়া ছড়াতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, সেটাকেও সেচের কাজে ব্যবহার করা যায় নি সেই বাঁধের জল বাংলাদেশে চলে যায়। কিন্তু সেই জলটা বাঁধ দিয়ে যদি আমরা সেচের কাজে ব্যবহার করি তাহলে সেখানে ৫ থেকে ৮ শত হেকটর জমিতে চাষ করা যাবে। উপরন্তু হাফ মেগাওয়াট বিদ্যুৎও আমরা উৎপাদন করতে পারব। এই খোয়াইর করঙ্গ ছড়া রেখা ছড়া, লালছড়া প্রভৃতি ছড়াতে বাঁধ দিয়ে যদি আমরা সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে অন্ততঃপক্ষে কিছু ফসল আমরা ঘরে তুলতে পারব। মহারাণী ছড়া এবং ১৮ মুড়ার ছড়াগুলিতে পাঞ্জাবে যেমন পাকা ড্রেন করে সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়, তেমনি আমরাও যদি এই সমস্ত ছড়াতে এই ভাবে বাঁধ দিয়ে সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা কিছুটা ফসল ঘরে তুলতে পারব খরা হলেও, অন্যথায় আমাদের পর্বাবস্থায়ই থাকতে হবে।

আমরা জানি সাধারণতঃ খোয়াই-এ খুব বেশী ফসল উৎপন্ন হয়। সে দিক থেকে খোয়াইয়ে যাতে আরো বেশী ফসল উৎপন্ন করতে পারা যায় তার জন্য এই সমস্ত ছড়াগুলি যে ছড়াগুলির নাম আমি বললাম, সেই ছড়াগুলিতে পাকা বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য আমি হাউসের কাছে অনুরোধ রাখবো। এবং এছাড়া দেখেছি গত বছর রিগ মেশিনের সাহায্যে বাচাইবাড়ী এবং আশারাম বাড়ীতে জল সেচের জন্য টিউব-ওয়েল করার কথা ছিল কিন্তু সে টিউব-ওয়েল দিয়ে বাচাইবাড়ীতে জল পড়েনি এবং আশারাম বাড়ীতে একটু একটু জল আসছে। যে রকম জল আসার কথা ছিল, সে রকম জল আসছে না। ইঞ্জীনিয়াররা যে কিরকম কারিগর উনাদের উপর আমাদের তো হাত নেই। এই সমস্ত ইঞ্জীনিয়াররা কি করলেন? তাঁরা গিয়ে ঐ সমস্ত টিউব-ওয়েলে টিপা দিয়ে আসলেন, তাতে হয়তো একটু একটু জল পড়ছে, কিন্তু এখনও ভালভাবে জল পড়ছে না। ইঞ্জীনীয়ার সাহেবরা বললেন যে, আর একবার ওয়াস না করলে প্রচুর পরিমাণে জল আসবে না। এক বছরতো হয়ে গেল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ওয়াশের কোন নামগন্ধ নেই। ছামনুতে সেখানে তো জল সেচের কোন ব্যবস্থাই নেই। পশ্চিম দিকের জলসেচের ব্যবস্থা যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন কোন কোন ছড়ার মধ্যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে তাতে সামান্য কতটুকু জমিতে জল পাওয়া যায়, এছাড়া অধিকাংশ জমিতেই জল পাওয়া যায় না। আমরা তখনই বলে ছিলাম যে সেখানে যদি জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অন্ততঃ তিন ভাগের এক ভাগ জমিতে আমরা জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারবো। কিন্তু তখন সে ছড়াগুলি ছোট ছিল। কাজেই আমি অনুরোধ রাখবো হাউসের কাছে আগামী দিনে আমাদের প্রাকৃতিক যে সম্পদ আছে, যে সমস্ত পাহাড়-কন্দরে ছড়া বা নালা আছে, সেগুলিকে পাকা বাঁধ দিয়ে আমরা যদি সেই ভাবে ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে আমাদের ত্রিপুরার উন্নতি অতি সহজে করতে পারবো। এই আশ আমি রাখছি। এবং হাউস এটাকে সমর্থন করলেই হবে না। ডিপার্টমেন্টও এ ব্যাপারে যাতে সচেতন হন, সেদিক থেকে আমি অনুরোধ রাখবো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কারণ ইঞ্জিনীয়ার সাহেবদের তদন্ত করতে করতে এক বছর চলে যায়। তারপর ম্যাপ করতে করতে এক বছর চলে যায়, তারপর গাড়ী দৌড়াতে দৌড়াতে এক বছর চলে যায়, এই সমস্ত করতে করতে তাঁরা প্রায় ৩।৪ বছর কাটিয়ে দেন, কাজেই সেদিক থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে আগামী দিনে যাতে এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য নিজেরা উৎসাহিত হয়ে আমাদের উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসেন তার জন্য আমি অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যরা আর কেউ কি এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখবেন?

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ—মাননীয়, স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা, যে প্রস্তাব হাউসে রেখেছেন, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি ২।১টি কথা বলতে চাই। কৃষির প্রধান অঙ্গ হল জলসেচের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা রাখা। কিন্তু খোয়াই বিভাগের সেই ছড়া-নালার প্রাকৃতিক যে জল ছিল, সেটা এখন পর্য্যন্ত কাজে লাগছে না। কিন্তু আমরা দেখেছি সামান্য কতগুলি ছড়ায় বাঁধ দেওয়া হয়েছিল যেমন সর্বরীছড়া, মহারানী ছড়া, গোমুখীছড়া এইগুলিতে বাঁধ দিয়েছিলেন। এক সময় বহু লক্ষ লক্ষ টাকা

খরচ করে, কিন্তু সেগুলির কোন কাজে লাগে নাই। সেই জল আজও কৃষকের কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়নি! কাজেই বিদ্যা বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। শুনেছি খোয়াই নদীতে বাঁধ হবার একটা পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেটা তো দীঘ দিনের পরিকল্পনা। এখন আমাদের যে ছড়াগুলি আছে সেগুলি যদি তাড়াতাড়ি করা হয় তাহলে আমরা খোয়াই বিভাগের কৃষকদের উপকার করতে পারবো। সেদিক থেকে দিপালীছড়াতে একটা পরিকল্পনা গত বছর থেকে বাস্তবায়িত করবার জন্য চেষ্টা চলছিল কিন্তু সেটা কৃষকদের খুব কাজে লাগবে বলে আমার মনে হচ্ছে না! সাধারণ কৃষকরা উপকৃত হবে না। পদ্মাবিলের বিরাট অংশের কৃষকের জমিতে জলসেচের কোন ব্যবস্থা হয়নি। গত বছর আমরা দেখেছি বিধানসভায় একটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যে, সর্বরীছড়ায় বাঁধ দেওয়া হবে। শুনেছি একটা এষ্টিমেটও করা হয়েছে। কিন্তু সেই বাঁধেতে কি হবে না হবে তার কোন হদিস আমরা পাচ্ছি না। আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি কন্ট্রাকটার পাওয়া যাচ্ছে না বলে গভর্ণমেন্ট নানাভাবে গড়িমসি করছে। অথচ খোয়াই বিভাগের মধ্যে এই কল্যাণপুর-এর বাঁধ, তা ফসলের উৎপাদনে যে কত বেশী সহায়ক, সে সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন। কাজেই সেই সমস্ত কাজ ত্বরান্বিত করে যাতে কৃষকের কাজে লাগে তার প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য রাখলাম।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা যে সর্ট ডিসকাশন এনে আলোচনার সূচনা করেছেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বামফ্রন্ট আসার আগে সেচ দপ্তর বলে কোন দপ্তর ছিল না। এটা পি, ডব্লিউ, ডির অন্তর্ভুক্ত ছোট একটা সেলের মতো ছিল। আমরা আসার পর এটাকে একটা আলাদা রূপ দেবার চেষ্টা করছি! আমি বলছি ত্রিপুরার উন্নতির জন্য আলাদা ইঞ্জিনীয়ার আমরা সেখানে রাখবো এবং এটাকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। প্রথমতঃ এই কাজটা খুবই কঠিন কাজ। আমাদের এখানে খুবই বড় ধরনের কোন ইরিগেশ্যান প্রজেক্ট আমরা করতে পারছি না। মাঝারি ধরনের যে ইঞ্জিনীয়ারিং প্রজেক্ট করতেও সময় সাপেক্ষ কারণ দক্ষ কর্মীর যথেষ্ট অভাব আছে। তা সত্বেও আমরা দেখছি জরীপের কাজ এই বছর আমরা শেষ করেছি। আর একটা খোয়াই বিভাগের জরীপের কাজ আমরা শেষ ইতিমধ্যেই করবো। সেই কাজ আমরা আগামী বছর শেষ করতে পারবো বলে আশা রাখছি। খোয়াই বিভাগের এই যে মিডিয়াম ইরিগেশন প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় জল কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর যেটা আমাদের কাছে সুপারিশ করেছেন, সেই পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয় হবে ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং তাতে ৪ হাজার ৫ শত, ১৫ হেকটার জমিতে সারা বছ জল দেওয়া যাবে এবং প্রায় ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ফসল আমরা পেতে পারি এই পরিকল্পনাটা শেষ করতে ৫ বছরের মতো সময় লাগবে। এই পরিকল্পনা হচ্ছে একটা মাঝারী ধরনেরপ রিকল্পনা।

এখানে সেই ক্ষুদ্র পরিকল্পনার রূলে সমস্ত জায়গায় জরীপ হয়নি। আমি মনে করি এটা মাইক্রো লেবেল হওয়া বেশী দরকার। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় কোথায় জল আছে, সারভিস্ ওয়াটার যেগুলিকে বলা হয় এবং সেগুলিকে ঠিক মত কাজে লাগানো

হয় এই কাজগুলিকে জরীপের কাজগুলিকে যদি আমরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অথবা কমিটির মাধ্যমে করতে পারি তাহলে আরও ভাল ভাবে কাজ হবে বা জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারব। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে একই বিভাগের মধ্যেও নানান ধরনের জমি আছে। যেমন খোয়াইরের কথা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, খোয়াইয়ে এমন একটা এলাকা আছে যেখানে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়াটার, মাটির নীচের জল বেশী পাওয়া যায়, টিউব ওয়েল দিয়ে সেই জলকে আমরা কাজে লাগিয়েছি এর পরেও আরও অনেক টাকা আছে যা মাননীয় সদস্যরা কিছুটা জানেন যা দিয়ে এই ধরনের টিউব ওয়েল করে কাজে লাগানো যায়। প্রায় আসাম থেকে শুরু করে চেব্রি গর্য্যন্ত, রামচন্দ্রঘাট পর্য্যন্ত যে অঞ্চল আছে, যেখানে বা যে সব জায়গাতে এই রকম পাওয়ার ফুল জল পাওয়া যায়। তেমনি আবার কতগুলি জায়গা রয়েছে যেখানে জল পাওয়া খুব কঠিন, যেমন আশারাম বাড়ীর এলাকাতে কার্পাশ ফসল হয়. সেখানে একটি মাত্র ছড়া আছে যেটা বাংলা দেশ ও আমাদের দুইটা সীমানা দিয়ে গেছে, সেই জল আমরা খুব বেশী ব্যবহার করতে পারি না কাজেই কার্পাশ ফসলও সেখানে কম হয়। তেমনি আবার পশ্চিম পাড়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটারের পজিশান কিরকম তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় নি। ইদানিং কমিটি তার যে সমস্ত লোক পাঠিয়েছিল এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য তাবা আশারাম বাড়ী গিয়েছিল পশ্চিম পাড়ে গিয়েছিল, খোয়াই শহরের কাছাকাছি গিয়েছিল, এবং তারা ভাল রিপোর্ট দিয়েছে যে সেখানে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার পাওয়া যেতে পারে। তবে এই আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটারের যে সুযোগ সুবিধা তার তুলনায় তা ব্যবহার করা ব্যয় সাপেক্ষ। মাননীয় সদস্যগণ কি জানেন যে এক যায়গায় ডিপ টিউব ওয়েল করতে দেড় লক্ষ টাকা লাগে। আমি দেখেছি যে মাননীয় সদস্যদের একটা ঝোঁক আছে, যে অমনি বলে বসে আমার এলাকাতে একটা ডিপ টিউব পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। কিন্তু এইভাবে ডিপ টিউব ওয়েলের জন্য যদি আমি দেড় লক্ষ টাকা খরচ করি তা হলে তার একটা বড় অংশ বাহিরে চলে যায়, কারণ বিভিন্ন রকমের জিনিষ পত্র তাতে লাগে। বিদ্যুৎ পরিচালিত করলেও সেটা খুব একটা নির্ভর যোগ্য হয় না। কাজেই এই অবস্থাতে এই দেড় লক্ষ টাকা যদি আমি অন্য কোন কাজে খরচ করি বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যায় এবং তাতে যাতে আমাদের এখান থেকে বেশী লোক নিযুক্ত হতে পারে এবং জলও বেশী করে পাওয়া যেতে পারে, তা করা যায় কিনা তার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা উচিত। আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না, এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে সার্ভিস ওয়াটার কম পাওয়া যায় এবং সেখানে গ্রাউণ্ড ওয়াটার বেশী করে দিতে হবে, আবার এমন এলাকাও আছে যেখানে সার্ভিস ওয়াটার বেশী সেখানে আর গ্রাউণ্ড ওয়াটার দেওয়ার দবকার নাই! আবার অনেক এলাকাতে বা জায়গাতে লিফট্ ইরিগেশান করা যেতে পারে, খোয়াইতে এই রকম অনেকগুলি ছড়া আছে যেখানে এই লিফট্ ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার কতগুলি জায়গাতে মোবাইল পামপিং সেট বসানো যেতে পারে, যা আমরা কিছু কিছু বসানোর চেষ্টা করছি। এই সবগুলিকে মিলিয়েই আমাকে একটা পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে, এই পর্যন্ত যা হয়েছে তার একটা মোটামুটি হিসাব আমি দিতে পারি খোয়াই মহকুমার। এই পর্যন্ত ৭টি রিভার লিফট্ স্কীম চালু করা হয়েছে এবং যার ফলে ৩৯২ হেক্টর জমিতে স্থায়ী জল

সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এগুলি সব এখন চালু আছে কিনা তা আমার জানা নাই, তবে চালু করার জন্য আমরা কিছুটা চেষ্টা করেছিলাম। এই আর্থিক বৎসরে (১৯৭৯-৮০) আরও ২টি ডিপ টিউব ওয়েল ১১টি রিভার লিফট এবং ১টি ডাইভার্সন স্কীম চালু করবার এবং নতুন নতুন ৩টি ডিপ টিউব ওয়েল শুরু করবার পরিকল্পনা আছে, তার পর এই পরিকল্পনাগুলি যদি ত্রিপুরাতে করতে পারি তাহলে আমরা আরও ১২৬৯ হেক্টর জমিতে জল দিতে পারব, এই কাজগুলি করতে গেলে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৭ পারসেন্ট খরচ আমরা দিতে পারছি। আমাদের জল সেচের যে ব্যবস্থা তা যে কত দুর্বল তা আমরা কাজ করতে গিয়ে টের পেয়েছি। কারণ আমরা এত কাজ করার পরেও দেখেছি যে, কৃষিযোগ্য জমি মাত্র ৭ পারসেন্ট আমরা কাভার করতে পারব। আমরা যেসব জায়গাতে এখনই ফসল করার দরকার আছে, সেইসব জায়গাতে আমরা সিজোন্যাল বাঁধ ইত্যাদি দিয়ে এই বছরের জন্য একটা সাময়িক জল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারব এবং বি, ডি, ও'দের বলেছি যে, এই ব্যাপারে আমরা টাকা তাদের দিতে পারব। আমরা আরও বলেছি যে, জল তোলার জন্য সিজোন্যাল বাঁধ ও যে সমস্ত পাম্পসেট আমরা দিয়েছি তা কাজে লাগানোর জন্য। যে সমস্ত জায়গাতে মাননীয় সদস্যরা মনে করেন যে, কোন পাম্প সেট অচল হয়ে আছে, আমাদের এখানে যে পরিমাণে ডিজেলের অভাব সেই জন্য পাম্প সেটগুলি অচল হয়ে থাকাটা অসম্ভব না। কাজেই এই সমস্ত দিক থেকে আমাদেরকে এই সমস্ত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হবে এবং জল সেচের ব্যবস্থাটাকে সম্প্রসারিত করতে হবে, আমাদের সরকার এই সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন আছেন। আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি, আমরা এই সম্পর্কে বলেছি যে, যেসব মিডিয়াম ইরিগেশান প্রজেক্ট এবং মাইনর ইরিগেশানের যে সমস্ত ছোট ঘাট পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি, সেগুলিকে আমরা দ্রুত কার্য্যকরী করতে চাই।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল বেসরকারী প্রস্তাবের উপর আলোচনা। আমি দুইটি রিজুলিউশান পেয়েছি। প্রথমটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীর কাছ থেকে ১৮-১-৮০ ইং তারিখে। আর দ্বিতীয়টি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর কাছ থেকে। আমি প্রথমেই মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহাশয়ের রিজুলিউশানের উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করব। ওনার রিজুলিউশানটি হল ঃ—

"সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স আগরতলা—কলকাতা রুটের বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করায় এই বিধানসভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাজ্যের গরীব জনগণের স্বার্থে অবিলম্বে বিমান ভাড়া শতকরা ৩০ ভাগ কমানোর জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে নির্দেশ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে।"
আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মাকে অনুরোধ করছি তাঁর অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করেছিলাম। কারণ আমি দেখেছি যে ত্রিপুরা

একটি সীমান্ত অঞ্চল যেটা রেল যোগাযোগের আওতার মধ্যে নিয়ে আনা হয়নি। যার ফলে প্রতি ক্ষেত্রে আমরা একটা অস্বস্তিকর ও অসুবিধাকর অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ি। যেমন আসামের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, আসামের এই ঘটনার ফলে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানের গণ্ডগোলের ফলে একদিকে যেমন ত্রিপুরার মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে, তেমনি খাদ্যশস্য আমদানির ক্ষেত্রেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আমি দেখেছি শুধু আসামের গোলমালের ব্যাপারেও নয়, রেলের কর্তৃপক্ষ যখন তাদের রেলওয়ে টাইম টেবিলটা চেইঞ্জ করেছিলেন, যেখানে কলকাতা যেতে আগে তিন দিন লাগত সেখানে এখন মাঝখানে একবার টাইমটেবিল চেইঞ্জ করার ফলে আমরা দেখলাম ত্রিপুরার মানুষকে প্রথমে গিয়ে ধর্মনগরে একদিন থাকতে হয় তারপর আবার লামডিংএ গিয়ে আর একদিন থাকতে হয়, এইভাবে দুইদিন সময় তাদের বেশী লাগছে। এই ধরনের অবস্থা যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন রেল ষ্টেশনে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ত্রিপুরা সরকার উদ্বেগ জানিয়েছিল এবং তার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা নিয়েছিলেন, ত্রিপুরার অন্যান্য স্থান থেকেও এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আমি জানি যে, ত্রিপুরার এই যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য ত্রিপুরার বহু মানুষ বিমান পথটাকেই ব্যবহার করে থাকেন। আগে আমি দেখেছি ত্রিপুরার অন্ততঃ কয়েকটা জায়গাতে বিমান পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ার ফলে আমরা সেই জায়গাগুলির ক্ষেত্রে একটা অসুবিধাকর অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি। মাঝখানে আমরা শুনেছিলাম যে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে রেল ব্যবস্থা চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন কোন উদ্যোগ আমরা দেখছি না। আজও ত্রিপুরার উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও করা হয় নি, অন্য দিকে রেল পথও ত্রিপুরাতে হচ্ছে না। সুতরাং এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ত্রিপুরাকে নজর রাখতে হয় যে, আমাদের বিমান যোগাযোগটা অন্ততঃ ঠিক থাকুক। যাতে মানুষ অন্ততঃ কম পয়সায় সেই বিমান পথটাকে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু আমি দেখলাম যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ভাড়া এবার শুধু বাড়ানো হয়নি, এর আগেও বাড়ানো হয়েছে, আর ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। যখন জনতা সার্ভিস চালু ছিল কৈলাশহর থেকে আগরতলা হয়ে কলকাতা পর্য্যন্ত, তখন কিছুদিন পর এই জনতা সার্ভিস তুলে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমান ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইদানিং যেখানে বিমানের ভাড়া ছিল ১২৫ টাকা, তাকে আবার বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৬৫ টাকা। সম্ভবত এয়ার লাইন্স করপোরেশান ঠিক করেছেন বা মনে করেছেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে বিমান ভাড়ার সমতা রক্ষা করে এখানে বিমান ভাড়া বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু ত্রিপুরার মত অনুন্নত যে অঞ্চল, যে অঞ্চলের বেশীর ভাগ মানুষ গরীব, যাদের বেশী বিমান ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের উপর একটা আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যেখানে আমরা রেলওয়েতে মাল আনতে পারছি না, সেখানে বিমানের সুযোগ আমরা নিতে পারছি না। আর এখন ডিজেল এবং তেলের অভাবে ট্রাক বাস পর্যন্ত চলাচল করতে পারছে না, যার জন্য মাল পরিবহন করা যাচ্ছে না। তাতে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে যোগাযোগ সেই যোগাযোগটাও বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এমন অবস্থায় আমরা স্বাভাবিক

ভাবেই দেখতে পাই যে, ত্রিপুরাকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি কংগ্রেসের আমলেও এই জিনিষটাকে চিন্তা করা হয়নি। যদি চিন্তা করা হত তাহলে ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণের কথা-টার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। তার পরিবর্তে আমরা দেখেছি শুধু বাংলাদেশের উপর দিয়ে রেল লাইন আনার একটা প্রচেষ্টা চলছিল। এর বেশী কিছুই নয়। যেখানে ত্রিপুরার মানুষ এই সমস্ত অসুবিধার মধ্যে ছিল সেখানে বিমানে যাতে কম ভাড়ায় যাতা-য়াত করতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু এয়ার লাইন্স কর্পোরেশন এটা করতে রাজী নন! আজকে বিমানের যা ভাড়া দাঁড়িয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ কলকাতায় যাবার কথা চিন্তাও করতে পারছে না। কাজেই যখন আমরা চাইছি ভারত-বর্ষের অন্যান্য অংশের সংগে যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ করতে ঠিক তখনই এই বিপর্যয় এসে পড়েছে। কংগ্রেসী আমলে এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে রাখার একটা প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু এখন যেখানে ত্রিপুরার মানুষ একটা নূতন চিন্তা করছেন তখনই ত্রিপুরার মানুষকে অসুবিধায় ফেলার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থার উপর এর প্রভাব পড়বে এবং আমরা চাই মানু-ষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে বিমান ভাড়া বাড়ানো যাবে না। বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি বিমান ভাড়া নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয় নাই। জনতা সরকারের পর লোকদল কংগ্রেস সরকার এলেন, তারপর নূতন প্রধানমন্ত্রী এলেন ইন্দিরা গান্ধী, যে ইন্দিরা গান্ধী আজকেও বলে থাকেন ত্রিপুরার মত আসামের অবস্থা হতে পারে বলে আসামের মানুষ গোলমাল করছে। সেখানে আমরা ভাবতে পারি যে তিনি চান আসামের মত ত্রিপুরার অবস্থাও হোক, এটা তিনি মনে মনে চাইছেন। সুখময় বাবুর সময় এটা আমরা দেখেছি। সেই ইন্দিরা গান্ধী যখন আবার কেন্দ্রে এসেছেন তখন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য করবার ইচ্ছা তাঁর নেই। যার ফলে অর্থ-নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করার জন্য ত্রিপুরার উপর চাপ নেমে আসবে এটা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু তবু যেহেতু তিনি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছেন এটুকু আমরা চাই যে, তিনি যেন ত্রিপুরার স্বার্থে এই নির্দেশ এয়ারলাইন্সকে দেন যে তোমরা ভাড়াটাকে বাড়িয়েছ সেটাকে কমিয়ে দাও। এইটুকু আমরা চাইছি। আমরা এটুকু নিশ্চয়ই দাবী করতে পারি। সেটা কয়েকজনের দাবী নয়। ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের দাবী এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের কাছে যে, যে ভাড়া বাড়িয়েছে ত্রিপুরার জনজীবনের স্বার্থে সেই ভাড়াটা যাতে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যে ভাড়া সেটাও যাতে কমিয়ে দেওয়া হয়। বিমানকে ব্যবহার করার জন্য যেন সুযোগ তারা সৃষ্টি করে দেন এবং সেই সুযোগের ভিতর দিয়ে ত্রিপুরার মানুষ যেন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। এই বলেই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী ব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে আজকে ত্রিপুরার যে ভৌগোলিক অবস্থান তার যে রাজনৈতিক অবস্থা এই সব দিক যদি বিবেচনা করে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে বিমান ভাড়া বাড়িয়েছে এতে ত্রিপুরার মানুষের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে একটা উদ্বেগের

কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরায় মাত্র ৭ কিলোমিটার রেল রাস্তা ত্রিপুরাকে ছুঁয়ে গিয়েছে। এর দ্বারা ত্রিপুরার জন জীবন সচল রাখা যাচ্ছে না। এর সংগে অসংখ্য বাধা বিপত্তি এসে যোগ দিচ্ছে। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম হু হু করে বাড়ছে। আবার অন্য দিকে দেখছি যে আসামে গণ্ডগোল হচ্ছে সেজন্য আসামের ভিতর দিয়ে রেল আসছে না, ফলে ত্রিপুরার মানুষের দুর্ভোগ এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে আকাশ পথ। এই অবস্থায় হঠাৎ করে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। আমরা দেখছি যে ত্রিপুরার বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে আছে। এখানকার গরীব মানুষেরা টাকা খরচা করে বাইরে যেতে পারে না। অথচ আমাদের যখনই বাইরে যেতে হয় তখনই আমাদের কলিকাতা হয়ে যেতে হয়। আমাদের কলিকাতা যেতে হলে আকাশ পথ ছাড়া আমাদের কোন সুবিধা নাই। রেল পথে যেতে গেলে আমাদের সেখানে তিন দিন কাটাতে হবে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। তাই এই ভাড়া না বাড়িয়ে এই বিমান ভাড়া যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় এই প্রস্তাব অনুযায়ী যদি আনা হয়, তাহলে ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে সেটা হবে মংগল–জনক। তাছাড়া আমরা দেখছি যে যদি কোন জরুরী প্রযোজনে আমাদের ভারতের অন্যান্য অংশে যেতে হয় তাহলে একমাত্র বিমানে যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকে না। ত্রিপুরার মানুষের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই। এই কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের এটা দেখা উচিত। আমরা ভৌগোলিক দিক থেকে এমন একটা অবস্থায় আছি—আমরা বাংলাদেশ দ্বারা তিন দিকে পরিবেষ্টিত হয়ে আছি। এই সব কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এবং আমি আশা করব যে কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন যাতে বাড়তি বিমান ভাড়া কমিয়ে দেয়। আমি আশা করব, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী—যে রাজ্যগুলির উপর অবিচার করা হবে না, এই কথা বিবেচনা করে ত্রিপুরার মানুষের দাবী মেনে নিয়ে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের উপর চাপ সৃষ্টি করে ভাড়া কমানোর ব্যবস্থা করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী কর্তৃক আনীত প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। এটা ঠিক যে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স বিমান ভাড়া বাড়িয়েছে এবং ভারত সরকারের এটা জানা আছে যে, ত্রিপুরা ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে আকাশপথ। এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য, ভারতের মধ্যে সব থেকে পিছিয়ে থাকা একটি রাজ্য, সেটা ভারত সরকারের জানা আছে। বিশেষ করে ত্রিপুরার উপজাতিরা অত্যন্ত গরীব সেটাও ভারত সরকারের জানা আছে। তাছাড়া পূর্ব বাংলাদেশ থেকে রিফিউজী হয়ে যারা এসেছে, তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই গরীব, এটাও ভারত সরকারের জানা এবং ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সেরও জানা আছে। ত্রিপুরার জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা থাকা সত্বেও কি জন্য এই ভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করা

হয়েছে, এটা আমরা বুঝতে পারি নাই। হয়ত ডিজেল ইত্যাদির দাম বাড়ার ফলে ভাড়া বৃদ্ধি হতে পারে, এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ভারত সরকারের এটা বিবেচনা করা দরকার যে ত্রিপুরার মানুষকে যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করতে হয় তাহলে তাদের আরও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। সেইজন্য আমি ভারত সরকারকে অনুরোধ করছি ত্রিপুরার গরীব উপজাতি এবং বাংলাদেশ থেকে আগত রিফিউজিদের যাতে আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। তা না হলে ত্রিপুরাতে জিনিষ পত্রের দাম যে বেড়ে যাচ্ছে, এই দাম আরও বেড়ে যাবে। সেজন্য আমি ভারত সরকারের কাছে আমাদের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে অনুরোধ করছি, তিনি যেন তাঁর প্রভাব ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের উপর বিস্তার করেন যাতে ত্রিপুরার জন্য বিমান ভাড়া কমে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমাদের সরকার এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। এটা খুব সময় উপযোগী প্রস্তাব। ভারতের অন্যান্য এলাকায় এই বিমান যারা চড়েন, তাদের কাছে এটা একটা লাকসারীর মত। অনেকে শুনলে অবাক হয়ে যান যে আমাদের এখানে যারা দিন মজুর তারা বিমান চড়ার সুযোগ পান। তারা বিমানে চলতে বাধ্য হন। সেদিন যখন উপজাতি কিছু লোক আমার সংগে কলিকাতা আসলেন, একেবারে গ্রামের লোক, আমি চিন্তা করলাম এই যে এরা এলেন এবং গেলেন তাতে ওদের কি সর্বনাশ হয়ে গেল। এক একজনের আমার মনে হয় কম পক্ষে ৭।৮ শত টাকা খরচ হয়েছে। এটা কল্পনা করা যায় না। কেন? অন্ততঃ এই সব কেশানে আমরা কেন কোন কনসেশন পাচ্ছি না। যখন আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সময়েতে বিভিন্ন লোক বাধ্য হয়ে যাচ্ছে। যারা ইচ্ছা করে বেড়াতে যায়, তারা যত খুশি টাকা দিতে পারেন, আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের এখানে একজন লোক যদি অসুস্থ হয়, আমাদের এখানে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, তাই তাকে যেতে হয়। সেই গরীব অংশের মানুষ যেতে হচ্ছে! ক্লাশ ফোর এম্প্লয়ই যাদের সরকার থেকে আমরা টাকা দিতে পারছি না এবং তার নিজের কোন ক্ষমতা নেই, তবুও তাকে যেতে হয়। কোন কোন সময় কেউ হয়তো একা যেতে পারে না, আরেকজনকে সংগে নিয়ে যেতে হয়। তার ভিটে মাটি বিক্রি করে দিয়ে তাকে বিমান ভাড়া সংগ্রহ করতে হয়। একটা অমানবিক অবস্থা এখানে চালু রয়েছে। ছেলেদের লেখাপড়া শিখতে যেতে হয়। একবার গেলে তাকে বৎসরে দুই একবার বাড়ীতে আসতে হয়। আমরা দেখছি সেই টাকা তারা সংগ্রহ করতে অক্ষম এবং এই ভাবে আমাদের এখানে কলিকাতার সংগে আমরা নানারকম ব্যবসা বাণিজ্য, বিভিন্ন রকমের সম্পর্কে আমরা বাঁধা রয়েছি। সেইসব দৈনন্দিন যে কাজ, তার জন্য আমাদেরকে কলিকাতা যেতে হচ্ছে। এটা যে কতখানি জরুরী, সেটা আসাম ও মেঘালয়ের ঘটনা প্রমাণ করেছে যে আমরা কি রকমভাবে অসহায় হয়ে পড়েছি। চারদিন লাগলেও আসামের ভিতর দিয়ে রেল লাইনই আমাদের গরীব মানুষের পক্ষে একমাত্র কলিকাতা যাওয়ার রাস্তা। সেটা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন কি রকমভাবে আমাদের দম বন্ধ হয়ে যায়, এটা আমরা এইবার দেখলাম। কারণ আমাদের কোন

দিক থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা নেই। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি। সেই অবস্থাতে এটা দুর্ভাগ্যজনক, কেন্দ্রীয় সরকার যখন ভাড়া বৃদ্ধি করেন তখন সমস্ত এলাকার জন্য একরকম চিন্তাই তারা করেছেন। এটাতো ঠিক নয়। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন লোকের বিমান ব্যবহার করার সুযোগ তো বিভিন্ন কারণে বিঘ্নিত হতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এর আগে বহুবার লিখেছি। আমাদের এখানে যে আনারস হয় সেই আনারস আমরা বিক্রি করতে পারিনা। যে আনারস এখানে চার আনা বিক্রী করা হয় আধ ঘন্টায় সেটা কলিকাতা পৌঁছে দিলে দুই টাকা বিক্রী করা যায়। কেন আমরা দিতে পারছি না কারণ বিমান নেই। বিমান দিলে ভাড়ায় নাকি পোষায় না। কেন পোষায় না? আমাদের কৃষকদের সর্বনাশ হয়ে গেল। আমাদের এখানে আনারস হয়, লিচু হয়, ভাল লিচু হয় কিন্তু বাজার পায়না। গত বৎসর আমরা বিমান কোং এর সংগে আলাপ করেছিলাম তারা বললেন যে গৌহাটিতে যদি পৌছে দেয় তাহলে আমরা পারি। কি সাংঘাতিক কথা? এখান থেকে গৌহাটিতে আনারস যাবে তারপরে সেটা কলিকাতা যাবে। আমরা বলেছিলাম যে আমাদের এখানে একটা ক্রেফট দেন যাতে আমরা মাল পৌছাতে পারি। এবার যখন আমরা বসেছিলাম বাঙ্গপেরী বন্ধুদেরকে নিয়ে হাসপাতালগুলি, ডাক্তারখানাগুলি ঔষধ ছাড়া চলতে পারেনা। কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি একটা টেলিগ্রাম করলাম যে তোমরা কোন রকমভাবে কলিকাতা থেকে ঔষধ আনার ব্যবস্থা করে দাও। তারপর তিন দিন হয়েছে কিছু হয়েছে কিনা আমি জানিনা। এই রকম একটা কোন রকমের সাড়া আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স থেকে পাচ্ছিনা। এটা খুবই দুঃখজনক এবং সেই জন্য এই প্রস্তাব আমার মনে হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শুধু কি গাড়ী যাওয়ার কথা? আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমি যখনই দিল্লী গেছি তখনই আমার কাজ হয় সেখানকার যিনি এই বিমান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তার দরজায় একবার ধাক্কা দেওয়া। ব্যাপারটা কি? আশ্চর্য্যের কথা একটা গাড়ী দিতে পারেনা যেখানে দুই তিনটা গাড়ীর দরকার। এয়ারপোর্টের দিকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের কোন নজর নেই। বসবার জায়গা যেখানে-সেখানে একটা প্রস্রাবের বা পায়খানার জন্য জলের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে দশবার বলতে হয়েছে যে এই মহাশয়, এই কাজটুকু ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস আগরতলা বিমান বন্দরের জন্য করতে পারেনা? তারপর হয়েছে কিনা জানিনা। একটা অত্যন্ত দুঃখজনক অ্যাটিচ্যুট যা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস আমাদের এখানকার বিমানবন্দর সম্বন্ধে দেখাচ্ছে। আমি মাঝে মাঝে দেখেছি এয়ার ফিল্ডে গরু বাছুর ঢোকে যায়। সাংঘাতিক বিপজ্জনক অবস্থা। যেখানে অন্যান্য জায়গায় একটা বাউণ্ডারী দেওয়া হয় যাতে গরু বাছুর ঢোকতে না পারে। আমাকে পাইলটরা বলেছেন যে স্যার, আপনি যদি না দেখেন তাহলে যে কোন দিন একটা বিপদ হয়ে যেতে পারে। এই জিনিষটা আজকে পর্য্যন্ত হল না। এর আগে থেকে সেখানে একটা পাহাড়াদার পর্য্যন্ত ছিলনা। তারপরে আমি বলেছিলাম যে একজন পাহাড়াদার রাখুন যাতে এই সমস্ত জিনিস সেখানে ঢোকতে না পারে। তারপরে সম্ভবতঃ সেটার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি টিকেট কেঁটেছি যাব কিন্তু রাত্রে আমাকে ট্রাংকল করতে হবে কারণ কোন সময়

সেই বিমানটি দয়া করে এখানে এসে নামবেন তার ঠিক নেই। স্যার, আমার একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছেঃ সে দিন আমি আগরতলায় আসব দমদম বিমান বন্দরে আমার টিকেট হয়েছে, তারপরে সিকিউরিটি চেকটেক হয়ে গেছে তারপর একজন এনাউন্স করে দিল যে কমার্শিয়েল কারণে বিমানটি যাবেনা। আমি একটু খারাপ লোক, আমি ম্যানাজারকে বললাম যে কমার্শিয়েল কারণে বিমান যাবে না আমি এটা মানতে রাজী না। তারপর ১০-১৫ মিনিট পর আরেকটা ক্রেফট সৌভাগ্যক্রমে এলো এবং সেটা আমাদেরকে পৌছে দিল। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস এরকমভাবে তাদের পেসেনজারদের সংগে যে ব্যবহার করেন এর চেয়ে আর দুর্ভাগ্য কিছুই নয়। আমরা যদি বুঝতাম যে বেশী টাকা দিচ্ছি ভাল সার্ভিস পাচ্ছি তা নয়। আরও বেশী খারাপ, আরও বেশী ইরেগোলারিটি হচ্ছে, যেখানে প্যাসেনজারদেরকে বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল সেখানে তাদের সুযোগ আরও কাটা হচ্ছে। একখানা কাগজে বলে যে সকালে দেওয়া হয় বিকালে দেওয়া হয়না। এই সমস্ত বিষয় ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের গুচুরিভুত হওয়া দরকার। কাজেই আমি মনে করি যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেটা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি যে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনের দৃষ্টিতে বিষয়টি নিতে হবে এবং ভাড়া আমাদের কমাতে হবে। বিশেষ করে যারা গরীব অংশের মানুষ তাদেরকে অন্ততঃ ৫০ পার্চেন্ট ভাড়া কমাতে হবে এবং যারা চিকিৎসার জন্য যায়, যারা পড়াশুনা করতে যায় এই তাদের পার্ট অব দেয়ার লাইফ সেদিক থেকে আমরা মনে করি ৫০ পার্চেন্ট কনসেশন তাদেরকে দেওয়া উচিত। আর যে সমস্ত মাল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ওখান থেকে এখানে আসে এবং এখান থেকে যেটা যায় তাতে ৫০ পার্চেন্ট সাবসিডি আমরা চাই। এইসব বক্তব্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাখতে চাই এবং আরও বিমান আমাদের এখানে দিতে হবে। যে রানওয়ে আছে সেটাকে আরও একটু বাড়ালে এখানে এয়ার বাস নামতে পারে এবং সেইরকমভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যাতে এক দুই বৎসর পরে এখানে এয়ার বাস নামতে পারে এবং আমাদের যাত্রীরা হয়রানি থেকে বাঁচতে পারে। কাজেই সেই সমস্ত ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— প্রস্তাবটি উত্থাপক মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী আপনি ইচ্ছা করলে এর উপর আপনার বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী— সবাই যখন সমর্থন করেছেন তখন আমি আর এর উপর কিছু বলব না।

মিঃ স্পীকার— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে ঃ—

"সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স আগরতলা কলকাতা রুটের বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করায় এই বিধানসভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাজ্যের গরীব জনগণের স্বার্থে অবিলম্বে বিমান ভাড়া শতকরা ৩০ ভাগ কমানোর জন্যে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে নির্দেশ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে।"

(প্রস্তাবটি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ সকাল বেলায় একটি কলিং এটেনশন নোটিশ দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী। আমি দুঃখিত যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে এই কলিং এটেনশন নোটিশটির উপর কোন তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি। সেই জন্য মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, তিনি যেন পরবর্ত্তী সময়ে এর ওপরে বিবৃতি চান। আজকে এই অল্প সময়ে এর উপর কোন বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার— সভার পরবর্ত্তী রিজলিউশনটি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়ের। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তার রিজলিউশনটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে, 'ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, পর পর দু'টি খরার ফলে এবং আসাম ও মেঘালয়ের সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হওয়ায় তারা যেন অবিলম্বে অবস্থা স্বাভাবিক করার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সমূহ গ্রহণ করেন ঃ—

১। অবিলম্বে ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রল ও পেট্রলজাত অন্যান্য দ্রব্য এবং গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রয়োজনবোধে মিলিটারী এস্কর্টের ব্যবস্থা করা।

২। এফ, সি, আই, মাধ্যমে চাল ও গমের সরবরাহ অব্যাহত রাখা।

৩। লবণ, চিনি, ঔষধপত্র, সিমেন্ট কয়লা লৌহ, কাগজ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য রেল ট্রাক চালচল অব্যাহত রাখা।

৪। আসাম ও মেঘালয়ে যে সকল মোটর শ্রমিক কর্মচারী ও অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারী যাতায়াত করেন তাদের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

৫। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য আসামের মেডিক্যাল কলেজ, নার্সেস কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয় ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে ত্রিপুরার যে সকল ছাত্র চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাদের পড়াশুনার জন্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে অনতিবিলম্বে সিটের ব্যবস্থা করা।'

মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা অনুন্নত এবং এক বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরার জনগণ বসবাস করছে। এ সম্পর্কে এর আগেও অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে এই হাউসে। প্রায় তিন মাসের উপর হল আসাম এবং মেঘালয়ে যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি চলছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির ফলে ট্রেন, গাড়ী, ট্রাক সমস্ত যানবাহন বন্ধ। যাতায়াত ব্যবস্থায় এক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এই বিধান সভায় এবারকার সেশনে তা আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরায় পর পর ২টি খরার ফলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এইবারকার সেশনেও তা আলাপ হয়েছে। এই খরার ফলে কি প্রচণ্ড ক্ষতির সামনে পরে কৃষকদের থাকতে হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কৃষকরা তাদের ফসল মাঠ থেকে তুলতে পারে নি। খাদ্যের অভাব? খাদ্যের অভাব খুবই গভীর এবং এক সংকটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যেটুকু ষ্টক রাখতে পেরেছেন তা দিয়েই চলছেন। মজুত সরবরাহ চালু রাখার চেষ্টা

করছেন সে তথ্য আমরা পেয়েছি। বর্ত্তমানে এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছি যা একেবারে অচল। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু খাদ্যে সংকটজনক কেন, আজকে কেরোসিন প্রায় নেই বললেই চলে রাজ্যে। পেট্রল, ডিজেল এবং পেট্রলজাত জিনিষের খুবই অভাব চলছে। এই অভাবের ফলে টি, আর, টি, সি, বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা ; সরকারী বাস, প্রাইভেট বাস যাতায়াতের সমস্ত সুযোগ সুবিধা যা ছিল সেগুলি আস্তে আস্তে কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, আজকে সাব্রুমে সারা দিনে ১টি বাস, সোনামুড়ায় সারাদিনে ১টি বাস চলছে। শহরের বুকে যে প্রতিদিন বাস চলছে এটা লোক্যাল বাস সার্ভিস। সেটা পর্য্যন্ত কমে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে এমন একটি সংকটজনক অবস্থার সমগ্র জনজীবন অত্যন্ত গভীর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কেরোসিন গ্রামে বেশ কিছুদিন যাবৎই এই তিন মাসে যা মজুত ছিল তা আজকে এমন পর্য্যায়ে এসে পেঁীছেছে, সামান্য একটুকুও আজকে গ্রামের মানুষের কাছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। স্যার, একটি একটি করে কি বলব। খাদ্যের অবস্থা। এফ, সি, আই-এ যেটুকু মজুত ছিল একমাত্র আমাদের সামনে খাদ্যের সমস্যা ঘাটতি যেটুকু ছিল সেটুকু পূরণ করতেও কম। এফ, সি, আই থেকে যেটুকু রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার নিচ্ছেন, তা দিয়ে গত তিন মাসে চালিয়ে রাখার ফলে এটাও প্রায় শেষ। ফুড ফর ওয়ার্ক গ্রামে যে আন-এমপ্লয়েডদের কাজের ব্যবস্থা সেটাও অচল হবার মত অবস্থায় এসেছে। লবণ, চিনি, ঔষধপত্র, সিমেন্ট, কাগজ, লৌহ সমস্ত ত্রিপুরার বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। কারণ সমস্ত কিছুই ত্রিপুরায় দুষ্প্রাপ্য। সরকারী পরিকল্পনাগুলিও আজকে বন্ধ হবার পথে। কারণ লৌহ এবং সিমেন্টের অভাব। কাগজ শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রয়োজনে নয়। ত্রিপুরার দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কাগজের যা প্রয়োজন সে কাগজও নেই। সংকট। সব কিছুতে আজকে এক প্রচণ্ড সংকট। এই সমস্ত জিনিষ ত্রিপুরায় সামান্যতমও উৎপাদন হয় না। সব কিছুর জন্য ত্রিপুরাকে বাইরের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তাই আসাম এবং মেঘালয়ের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা আজকে এক গভীরতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। কাজে কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে সে সংকট-এর সমাধান করা প্রয়োজন। ত্রিপুরার ১৮ থেকে ১৯ লক্ষ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এই আশা আমাদের আছে। আসাম এবং মেঘালয়ের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে আর একটি দিকেও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আসামের মেডিক্যাল কলেজ, নার্সেস কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয় ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। স্যার, তাদের পড়াশুনা আজকে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এমতাবস্থায় শুধ মাত্র পরিস্থিতির স্বাভাবিক হলেই হবে না, সেখানে যে সমস্ত ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে, তাদের জন্য সীটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মেঘালয়ে কৃষি মহাবিদ্যালয়গুলিতে যেসমস্ত ছাত্ররা পড়াশুনা করছে, তারা কৃষি গ্র্যাজুয়েট হতে পারবে না, যারা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়াশুনা করছে, তারা ইঞ্জিনীয়ার হতে পারবে না যদি না আসাম এবং মেঘালয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয়। স্যার, এই সমস্ত দিক থেকেই আমি আমার প্রস্তাবটি এনেছি, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রল, ও পেট্রলজাত

অন্যান্য দ্রব্য এবং গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা, এফ. সি, আই, মাধ্যমে চাল ও গমের সরবরাহ অব্যাহত রাখা, লবণ, চিনি, ঔষধপত্র, সিমেন্ট, কয়লা, লৌহ, কাগজ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ করার জন্য রেল ও ট্রাক চলাচল অব্যাহত রাখা। যদি মিলিটারী এসকর্টের প্রয়োজনও হয়, তাহলে সে ব্যবস্থাগুলি করে যেন কেন্দ্রীয় সরকার ট্রাক এবং রেল ওয়াগন বোঝাই করে এই সমস্ত জিনিষগুলি এই রাজ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। আসাম এবং মেঘালয়ে এখানকার যারা নাকি চাকরি করেন, তারা সেখানে আটকাবস্থায় আছেন, কেউ বা সেখানে থাকতে পারছে না বলে এই রাজ্যে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্যই আমি আমার এই প্রস্তাবটি বিধান সভায় রাখছি। আমি আশা করছি মাননীয় সদস্যরা সবাই আমার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন এবং আসাম এবং মেঘালয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সমস্যাগুলি নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এই হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তা আমি সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে পর পর দুইটি খরা গিয়েছে এবং বর্তমান সময়ে আসাম এবং মেঘালয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেটা অত্যন্ত উদ্বেকজনক। আমরা লক্ষ্য করেছি ডিজেলের অভাবে, পেট্রলের অভাবে, গাড়ী চলাচল করতে পারছে না। তেমনি অপরদিকে ডিজেলের অভাবে, জলসেচের পাম্পসেটগুলিও অচলাবস্থার ফলে সেচের কাজেও বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। যে সব এলাকাতে মাইনর ইরিগেশানের ব্যবস্থা আছে, সেসমস্ত এলাকার লোকেরা এসে বলছেন যে অবিলম্বে যদি জলের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে বোরো ফসল আদৌ করা সম্ভব হবে না এবং একমাত্র ডিজেলের অভাবের দরুণই সেচ ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, মেসিনগুলি বন্ধ হয়ে আছে। যদি ডিজেলের অভাবে জলের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে স্যার, এবারও বোরো ফসল নষ্ট হবে। ফলশ্রুতিতে আগামী দিনে ত্রিপুরাতে খাদ্যের এক ভীষণ সংকট দেখা দিবে। কেরোসিনের অবস্থাও তথৈবচ। প্রায় মাস খানেক হতে চলল কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে চলছে নিষ্প্রদীপের মহড়া। গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পেট্রলের অভাবেও গাড়ীগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে গাড়ীর অপ্রতুলতা আছে, সেখানে জনজীবনে সবচেয়ে বেশী করে নেমে আসছে দুর্ভোগ। স্যার, জম্পুই জলা, টাকার জলা এবং গাবোর্দ্দিতে মাত্র ২টা বাস চলাচল করে। একটা বেলা ২টার সময় এবং অপরটি বেলা ৫টার সময়। কিন্তু দেখা গেছে ডিজেলের অভাবে বাসগুলি প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। সেখানকার জনসাধারণকে ১৬।১৭ মাইল হেঁটে চম্পকনগরে এসে গাড়ীতে উঠতে হয়। সেটা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। গ্যাসের অবস্থা আরও করুণ। গ্যাসের অভাবে রান্নার কাজ প্রায় বন্ধ। এখানে আমি বিশেষ করে কয়টা পরিবারকে জানি যারা গ্যাস দিয়ে রান্না করেন। গ্যাসের অভাবে তাদের রান্না আজকে বন্ধ প্রায়। স্যার এই হচ্ছে মোটমোটিভাবে ত্রিপুরার বর্তমান চিত্র যা আসাম এবং মেঘালয়ের দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে এই রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে। দু দুইটা খরার ফলে রাজ্যের খাদ্যে দেখা দিয়েছে

সংকট এবং এফ, সি, আইও যে খাদ্য মজুত রেখেছে তাও প্রয়োজন এর তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি অবিলম্বে আসাম এবং মেঘালয়ের সমস্যাবলীর নিরসনে প্রয়াসী না হন তাহলে আগামী দিনে ত্রিপুরাতেও ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। সুতরাং নিত্য প্রয়োজনীয় যে সব জিনিষ—লবণ, চিনি, ঔষধপত্র, সিমেন্ট, কয়লা, লোহা, কাগজ, ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রল এবং পেট্রলজাত দ্রব্য ত্রিপুরাতে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেন। সড়ক পথ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরাতে যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা আকাশ পথ। ত্রিপুরাতে রেলের জন্য আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছি এককথায় বলতে গেলে যোগাযোগের দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্য উপেক্ষিত। এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিক বাংলাদেশে ঘেরা, এবং অর্থনৈতিক যে সমস্যা ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আজকে আমরা লক্ষ করেছি যে সারা উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে স্বদেশী এবং বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মদত দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা এবং স্বৈরতন্ত্রের বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে তার জন্য রাজ্যের জনগণের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজকে হাউসে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সমর্থনযোগ্য। এর আগের বিধানসভাতেও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর অনুরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সেই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, ত্রিপুরা রাজ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় যে সব জিনিষ পত্র মজুত রাখার জন্য—

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, সময় অতি অল্প এবং আরো অনেক সদস্য রয়ে গেছেন তাই সবাইকে ৬ মিনিট করে সময় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—ধর্মনগরে একটা বাফার ষ্টক করার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি না এই প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কি ভাবছেন। আমরা দেখছি এখন যে সমস্যা দেখা দিয়েছে আসামে সংখ্যালঘুদের উপর যে অত্যাচার চলছে, এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাতে অনতিবিলম্বে যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যবস্থা করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের রক্ষাকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার যেন অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী। অনেক সদস্য নাম দিয়েছেন কাজেই সবাইকে আমি ৬ মিনিট করে সময় দিতে পারব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় আসাম এবং মেঘালয়ে দাঙ্গার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রস্তাবের পক্ষে আমি ২।১টি কথা বলতে চাই। আজকে তিন মাস যাবৎ আসামে সাম্প্রদায়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেই সমস্যা সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যের এই ১৮ লক্ষ মানুষের মধ্যে যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা এই বিধান সভার খাদ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে শুনেছি যে,

আজকে সঃ তেলের কি অবস্থা, কেঃ তেলের কি অবস্থা, লবণের কি অবস্থা, চিনির কি অবস্থা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের একটা ভয়ংকর সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ যে কি সংকটের সম্মুখীন হবে তা কল্পনা করা যায় না। কাজেই আমরা মনে করছি সেখানে যদি একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতো, যেমন বন্যা বা ঝড়ের ফলে রাস্তা ঘাট নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে হয়তো আমরা লেবার দিয়ে সাহায্য করতাম। কিন্তু সেখানে তো তা হয় নি। আসামীরা বিদেশী তাড়ানোর নামে সংখ্যালঘু বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২২শে জানুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকায় গোয়েন্দা দপ্তর যে রিপোর্ট বের করেছেন সেই বিদেশী শক্তি আসাম মেঘালয় এসে সেখানে এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যেটা নাকি ভয়াবহ। কাজেই সে দিক থেকে এই বিধানসভায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে চাই যে, আসামে আজকে যে অবস্থা চলছে সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে আজকে বিদেশী তাড়ানোর নামে যে চক্র শুরু করেছেন, সেটা বন্ধ করুন। আমাদের ত্রিপুরার মানুষ বাঁচার জন্য এবং ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী মোহন সিংহ।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন এই হাউসে, সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি প্রথমেই বলতে চাই আসামে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে সেটাকে বন্ধ না করে যদি জিইয়ে রাখা হয় তাহলে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, এটা অত্যন্ত বিপদজনক আকার ধারণ করবে। একদিকে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের খাদ্যের অভাব অপরদিকে আসামে যারা বাঙ্গালী আছেন তাদের উপর নির্যাতন চলছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। সে দিক দিয়ে আমি বলতে চাই যেন সরকার অতি সত্বর এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এখন তো গদিতে বসেছেন, কিন্তু আসামের এই সামান্যতম দাঙ্গাকে তিনি বন্ধ করতে পারছেন না। এর পিছনে কারা ইন্ধন যোগাচ্ছে? প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যারা তারাই ইন্ধন যোগাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাই আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে তেল নেই, লবণ নেই, চিনি নেই, ডিজেল নেই সেখানে তো বামফ্রন্ট সরকারের কোন হাত নেই। কিন্তু ত্রিপুরায় গত লোক সভার নির্ব্বাচনের সময় কিছু লোক নির্ব্বাচনী শ্লোগান দিয়ে বলেছেন যে চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই সি, পি, এমেরও ভোট নেই। এটাতো বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম অবস্থা হয়েছে আসামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির ফলেই। কিন্তু কেউ তো এই শ্লোগান তুলেনি যে "আসামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ কর"। এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের লোকেরা চাইছে বামফ্রন্ট সরকারের উপর সকল দোষ চাপিয়ে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর মনকে কোন প্রকারে বিষিয়ে তোলা যায় কিনা। কিন্তু

তবু তারা পার্লামেন্টের নির্বাচনে হেরে গেল। ডিজেলের অভাবে গাড়ীর সার্ভিস অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগ যে চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে, এটা সহ্য করা যায় না। অতএব আমি অনুরোধ করবো অবিলম্বে আসামের দাঙ্গা বন্ধ করা হোক এবং তার সঙ্গে মাননীয় সদস্য যে ৫টি দাবী উথাপন করেছেন সেই দাবীগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবী রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরশিরাম দেববর্মা।

শ্রীরশিরাম দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কারণ বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, সেই পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য এই ত্রিপুরার দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অতি সত্বর লক্ষ্য দেওয়া দরকার। ত্রিপুরাতে পর পর দুইটি খরার ফলে এবং আসামের এই দাঙ্গার ফলে ত্রিপুরাতে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হয়েছে। কাজেই এই দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমি মনে করি ত্রিপুরার মানুষ অচেতন নয় এবং তাদের সেই চেতনার মধ্য দিয়েই তারা এই বামফ্রন্ট সরকারকে গঠন করেছেন এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে বিচলিত করেছে। কাজেই এই ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সব সময় চেষ্টা করবেন। আর এই জন্যই আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী আনীত এই বিষয়টির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানিয়ে এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় পর পর দুটি খরার ফলে এবং আসাম ও মেঘালয়ের সাম্প্রতিক দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হয়েছে এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তেল, কেরোসিন, লবণ, চিনি, কাগজ, ঔষধপত্র ইত্যাদি আসছে না। এই সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রীতিমত সরবরাহ না হওয়ার ফলে আজকে আমাদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত সে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই এবং এই সংকট এইভাবে চলতে থাকলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এইদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা ছাড়াও আসামে যে সব ছাত্র ছাত্রী রয়েছে তারা আজকে আসাম ছেড়ে ত্রিপুরায় আসতে বাধ্য হয়েছে, এই

ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে যাতে তারা পড়াশুনার সকল সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, তাদের জন্য সমস্ত উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি এবং আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার খুব তাড়াতাড়িই এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে একটা ব্যবস্থা করবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবী রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করেই আমি এই সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি। ত্রিপুরায় পর পর দুটি খরার ফলে এবং আসাম ও মেঘালয়ের সাম্প্রতিক দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ত্রিপুরার জন জীবনে যে বিপর্য্যয় নেমে এসেছে, সেই বিপর্য্যয়ের কথাই আজকে মামনীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর প্রস্তাবের মধ্যে এসেছে। আজকে আমি দেখেছি পেট্রোলের অভাবের ফলে গাড়ীগুলি চলাচল করতে পারে না, যার ফলে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং অফিসের কর্মচারীরা ঠিক সময়ে কর্মক্ষেত্র গিয়ে পৌঁছতে পারে না, জনগণ হাসপাতালে মুমূর্ষ রোগী দেখতে যেতে পারেনা, এইসব অসুবিধাগুলি আরম্ভ হয়েছে। তাছাড়া আরও দেখা যায় যে এই হাঙ্গামার ফলে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এবং চাল, গম ও বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম আজ আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে, এটাও আজকে লক্ষ্য করার ব্যাপার। আসামে আজকে আমাদের মালবাহী ট্রাকগুলি আটকা পড়ে আছে। সেই ট্রাকের যারা চালক তাদের নিরাপত্তা নেই। কিছুদিন আগেও আমরা দেখতে পেয়েছি যে আগরতলা একটা ছেলে ট্রাকে ছিল। এক মাস হয়ে গেল তার কোন খোঁজ নেই। তার বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে গেছে। ছেলে আছে কি নেই জানা নেই। আজকে এই যে অবস্থা চলছে সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করতে চাই যাতে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করেন এবং সেখানে একটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনেন। এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীহরিচরণ সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এই বিধানসভায় এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। প্রথমতঃ ত্রিপুরা রাজ্য এমনিতেই অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া রাজ্য এবং এই রাজ্য কৃষি নির্ভর। গ্রামীণ জনসাধারণ এর উপর পর পর দুটো খরার মাধ্যমে বিপর্যয় নেমে এসেছে। অন্যদিকে আজকে আসামে সি, আই, এ, এবং আনন্দমার্গীদের প্ররোচনায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেটা আজকে শুধু আসামেই নয়, তার কুফল আজকে ত্রিপুরাতেও দেখতে পাচ্ছি এবং ত্রিপুরাতে জনজীবনে

একটা দারুণ বিপর্যয় নেমে এসেছে। যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সমূহ, যেমন ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রল এইগুলি রেলের মাধ্যমে এবং ট্রাকের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে আসে সেগুলি আজকে ত্রিপুরাতে আসছে না এবং তার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক জীবনের একটা দুর্যোগ নেমে এসেছে। এছাড়া ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, যাদের মাধ্যমে আজকে ত্রিপুরাতে চাল এবং গম সরবরাহ হচ্ছে তারা যদি ঠিকমত চাল গোদামজাত না করতে পারেন তা হলে ত্রিপুরার আরও দুর্ভোগ বাড়বে। এছাড়া আমাদের এই ভারতবর্ষ একটা আণ্ডার ডেভেলাপড্ কান্ট্রি। সেখানে আমাদের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমস্ত ব্যবস্থাটাই কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের ত্রিপুরার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আসামে কৃষি মহা বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়তে গিয়েছিল, তাদেরকে বিদেশী তাড়ানোর নামে সেই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আসাম থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের খুন করা হয়েছে, আজকে তারা ভয়ে পড়াশুনা ছেড়ে ত্রিপুরাতে এসেছে এবং তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন যে তাঁরা কোথায় পড়বেন। বিরোধী গোষ্ঠীরা, বিশেষ করে কংগ্রেস প্রচার করছে যে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট এসেছে, তাই কেরোসিন নেই, পেট্রল নেই। সুতরাং এর জন্য দায়ী বামফ্রন্ট সরকার। এই সমস্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু আমরা জানি এই সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান করতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকার। সুতরাং এই যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য বিধানসভায় এনেছেন সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে অতি শীঘ্র সমস্যার সমাধান করেন সেই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমরেড সমর চৌধুরী এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন তা আমি সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ভারতবর্ষে যে পুঁজিবাদী শক্তি, সেই শক্তিকে দমিত করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বামপন্থী শক্তির যে উন্মেষ, তা দেখে ভারতবর্ষের কতগুলি প্রতিক্রীয়াশীল চক্র, কতগুলি বিদেশী শক্তির সাহায্যে তাকে পর্যুদস্ত করতে চাইছে এবং তার ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। তার পরিণাম আমরা দেখেছি। পৌর নির্বাচনের মাধ্যমে এবং বিধানসভার নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থী শক্তির উন্মেষ আমরা আসামেও দেখেছি এবং তারজন্য বিদেশী শক্তির সাহায্যে তাকে বিনাশ করার জন্য আজকে এই চক্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে যাচ্ছে এবং আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি এবং মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আমরা শুনেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে যে অবস্থা, যে সঙ্কট, আসামের যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের এখানে জিনিষপত্র আসতে হয় এবং তার মধ্যে আমরা কি অবস্থায় আছি এটা এখানে বলা হয়েছে এবং এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে প্রস্তাবক বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন কাজ হাতে নিয়েছে। কৃষির

কাজ বলুন, কৃষকদের কাজ বলুন, জলের সমস্যা বলুন, ফুড ফর ওয়ার্ক বলুন বা বিভিন্ন অংশের মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার যে কাজ তার জন্য তিনি বলেছেন যে আমাদের বাইরে থেকে জিনিষপত্র আনতে হবে। সেজন্য একমাত্র রাস্তা যেটা সেটা মেঘালয়ের মধ্য দিয়ে এবং আর একটা আকাশ পথে। এখন ঠিক সেই জায়গার মধ্যে যখন এমন দাংগা, সেখানে একটা বাস যেতে পারে না এবং বিভিন্ন জিনিষপত্র আনতে পারে না এবং এই ব্যাপারে আমরা অনেকবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। আজকে কেন্দ্রে নুতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে,আমরা তাই শ্রীমতী গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তিনি এই দাংগা পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সেই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই অনুরোধ রেখেই এবং এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি।

শ্রীগোপাল দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী আজকে এই বিধান সভায় যে বেসরকারী প্রস্তাব পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। কেন না আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থায় একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আজকে এই প্রস্তাব সময়োপযোগী। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিত্য প্রয়োজনীয় এবং পেট্রলজাত দ্রব্য এবং চাল, গম, লবন এই সমস্ত সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে এবং নিয়মিত হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই প্রস্তাবের মাধ্যমে দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন যে আজকে এই যে সমস্ত ব্যাপার অব্যাহত রাখার জন্য যা প্রয়োজন আমরা এর আগেও লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন সময়ে রেল ওয়াগনের অভাবে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ত্রিপুরাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। কাজেই আমি এই মূল প্রস্তাবের সংগে এই দাবীর উত্থাপন করছি। এটাকে এই বিধানসভায় একটা সংশোধনী হিসাবে বলতে পারি, যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যোগান অব্যা-হত রাখার জন্য রাজ্য সরকার যে পরিমাণ ওয়াগন দাবী করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ ওয়াগন দেন। এই প্রস্তাবের সংগে এটাকে যুক্ত করা যায় কি না, হাউসের কাছে এই আবেদন রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আসামে যখন দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি হচ্ছে —সেটা দুই এক দিনের ব্যাপার নয়। সেটা ৫/৬ মাস যাবত চলছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কেন্দ্রে নুতন সরকার আসার আগে চরণ সিং সরকারের আমলে এটা বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আসামে বলা হচ্ছে যে যারা অ-আসামী আছে তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে এটা আমরা লক্ষ্য করে আসছি। কিন্তু এটা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার যে, একটা রাজ্যে কারা বিদেশী, তার জন্য

কোন সংঘর্ষী নির্দ্দেশ না করে, অন্যায় ভাবে একটা জাতিকে সেখান থেকে বিতারণ করা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন প্রতিক্রীয়াশীল শক্তি তাদের মদত দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরাতে এবং আসামের যে ঘটনা সেই সম্পর্কে আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচিত হওয়ার আগে এবং নির্বাচিত হওয়ার পর যে সব মন্তব্য করেছেন, সেই সব মন্তব্য আসামে যে সাম্প্রদায়িক দাংগা চলছে, তাকে শান্ত করতে সহায়ক নয় বলেই আমরা মনে করি। তিনি বলেছেন যে, ত্রিপুরাতে এবং আসামে যারা সংখ্যালঘু আছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা বেকার, তারা চাকরী পাচ্ছে না, সে জন্য এই গণ্ডগোল চলছে। কিন্তু এই যে বেকার সমস্যা, এটা সারা ভারতেরই সমস্যা, এটা ত্রিপুরার সমস্যা, এটা পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা, এটা শুধু আসামের সমস্যাই নয়। কাজেই শ্রীমতি গান্ধী যে কথা বলেছেন যে আসামের বেকাররা চাকরী পাচ্ছে না, বলেই গণ্ডগোল, এটা ঠিক নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কোন সরকার বেকারদের জন্য চাকুরীয় ব্যবস্থা করতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে আজকে এই যে উস্কানী মূলক মন্তব্য, সেই মন্তব্য, এই গণ্ডগোল বন্ধ করতে সহায়ক হবে না। কাজেই আমি এটা উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছি যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে এই মন্তব্য সমীচীন হয় নাই। এবং এই যে প্রস্তাব এখানে এই হাউসে আনা হয়েছে এটাই সমুচিত হয়েছে। এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্ত হাতে মোকাবিলার জন্য এবং ত্রিপুরার জনগণের যে অনিশ্চিত অবস্থা, এই অবস্থার জন্য শুধু বিধান সভাই নয়, এই জন্য সারা ত্রিপুরার মানুষ উদ্বিগ্ন। আমাদের এই প্রস্তাব যদি কেন্দ্রীয় সরকার এমনি মেনে না নেয়, তাহলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে আমাদের এই দাবীকে আদায় করতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার —শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—(মাননীয় সদস্য মাতৃভাষায় বক্তব্য রেখেছেন)

কক—বরক

থান গীনান্ত স্পীকার স্যার.

অর নি অ যে রিজিলিউশন তুবুমানি আব নি উপর আং কক্ ছানা নাই অ। আসলে আসাম' যে তাবুক তান্‌লাই ছু-লাই অংমানি আব' পুইলা অংখা কাইছা রাজ-নৈতিক সমস্যা। ইন্দিরা গান্ধী ব ছাকা যে আসাম অ ফাতার নি বরক দা বাংকুক্-

নানি ত্রিপুরানি হাইখে আব' নি একটা কিরিজাকমানি কক্। আব' যদিও অন্যরকম ব্যাখ্যা খীলাই বাই অ, আব' ঠিক ন যে নক্নি বরকরক্ কাতার নি বরক নি ছীলাই কম আঁংলাখা হীনখে আব' নি বিপদ তংগ। কিন্তু এইযে রাজনৈতিক সমস্যা আবন রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা খীলাইখা হীনখে ছীকাং থেকে, আবতীই আইন শৃংখলা নি সমস্যা অ হুগীই গীলাকথামু। কাজেই গণতান্ত্রিক লামাতীই ন অ আন্দোলন আঁংমানি হীনখে বুই যওন রমীই না মানখামু এবং একটা অরাজকতা আঁংগীই মানগীলাকথামু। কিন্তু চীং পুইলাছিমি নকুগ, আবন' তীই রাজনৈতিক লামাতীই কেইব কাইনা নি নাইয়া। আব' কেন্দ্রীয় সরকার নি অনেকখানি দোষ। হীনখে তাবুক যে আন্দোলন খীলাইমানি আব' রাজনৈতিক সমাধান ব মা খীলাই নাই, বরকন ছানা নাংনাই যে ত্রিপুরা নি হাই আঁংগীলাক, অ কক্ ন বরক ন বুঝক বা রীনাই, বরক যে কিরিমানি আব' ছামুং নাংয়া নরক নি বিরিমা কীরীই আবীতী কক্ মারী-নাই। আবতীই খেইন একটা রাজনৈতিক প্লেট ফরম্ তৈরী আঁংগানু, পরিবেশ ফাইয়ানু। আহাই যেআইন শৃংখলা নি ব্যাপার নিশ্চয়ই অন্যভাবে Control খীলাই মানানু। রাজনৈতিক যে আন্দোলন আব' রাজনৈতিক জরা অ হীনখে যওন সমর্থন খীলাই বাই নাই, কিন্তু আন্দোলন খীলাই নানি থাংগীই আইন শৃংখলা—নি যে সমস্যা তিছামানি একজন S. D. O. ন কক্ বীথারনা, B. D. O. ন কক্ বীথার খা স্কুল নি ছাত্র রকন রমীই বীথারছিনাই, ত্রিপুরা নি গাড়ী চালক থাংনাই, বন' বুছিনাই, আব' হীনখে ত অরাজকতা। কাজেই এই জিনিষটা কুবুই কুবুই ন দেশনিপক্ষে হামরা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আবনি বাং আং অর' মা হীনন' আব একটা মোকাবেলা মা খীলাই নাই, এবং কেন্দ্রীয় সরকার আবন' তীই একটা সুষ্ঠ মীমাংসা মা খীলাইনাই এবং এমন একটা নীতি মা তিখীলাই-নাই যাতে সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্য তংখানি অর' যে চাপ কীলাই তংমানি, বিশেষ খীলাই অর' যে তংনাই রগ, বরক নি লেখা-পড়া কম, ব্যবসায়িক বুদ্ধি কম, সেই কারণে ন' ফাতারনি ফাইনাইরগ নি থানি মার মা-চাঅ। আবনি বীগাই ন চীও নুগ্ অ যে ফাতার নি বরকবাই খেত' নাজাক্ অ, ব্যবসা ছেক নাজাক্ অ এবং রাং পুইসা বরক নি ইয়াফা অ তিছাই মা- রী অ, চাকরী বাকরী বরংন মা রী অ, এইভাবে চীও নকু অ, ত্রিপুরা হাই আসাম অ আঁংখে বরক নি বিপদ তংগ। কাজেই প্রথম কক্ আঁংখা বরক নি কিরিমু ন ছীরারীই মা রীনাই, কক্ মা রীনাই যে অমতীই হাই আঁংয়া এবং আব' গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল নি রাজ্যরগ ন' ছে আবতীই কক্ মা রী নাই। সমাধান মা রীনাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, অরনিঅ একটা কক আংছানা নাই অ, আসামনি একটা গণ্ডগোল বাই অরনিঅ কেরাসিন মানথকরা ছম মানথক য়া। তাই ছামুং নাংমানি মানীই মানথকয়া আব'ত আঁং মানয়া, কারণ চীং আগিন ছা অ যদি

তিনি নবার ফাইমানি, তৌই তরমানি হৗনথেলাই লামা বন্ধ ঔংমান' আব' হৗনখে অরনি মানৗই মানথকয়া ঔংনাই। আবনি বাগৗই চৌঙ মা হৗন, অ যে তিন মাসনি Buffer stock খৗলাই নারৗগদি। আবতৗই হৗননে ত আসাম নি গণ্ডগোলবাই অর' মানৗই মানথক য়া আংনানি কক্য়া। কাজেই মূল কক্ ঔংখা Buffer stock কৗরৗই। সরকার আব' কোন ব্যবস্থা খৗলাইয়া। কাজেই, মানগৗনাও স্পীকার স্যার, অরনি অ আসমনি যে সমস্যা, আবনি মূল কক্ ঔংখা নিরাপত্তা নি সমস্যা, আর' ত্রিপুরা তাই আসাম নি ছাত্ররগ নি নিরপত্তা, শ্রমিকরগনি নিরাপত্তা, গাড়ী চালক নাই রগ নি, থাং-ফাইনাইরগ নি নিরাপত্তা সমস্যা। কেও কেরাসিন মানথকয়া। কামি কামি মানৗই মানয়া, রেশন' ছে মানথকয়া, এই অবস্থা কাজেই, মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা হৗন নাই আসামনি হৗই গণ্ডগোল ঔংখে অর মানথকয়া অংনাই। কিন্তু ত্রিপুরানি বরক ছি-অ অর' Buffer stock খৗলাইথে আব'হাই অভাব অংয়া এবং তাবুক নুকজাকথা যে ঠিকমত Buffer stock কৗরৗই। কাজেই জন সাধারণ নি স্বার্থে আংমা ছা অ অমতৗই হাময়া সময় মোকাবেলা খৗলাই নানি বাগৗই একটা Buffer stock ইৗলাইনা বানতা। এবং সুষ্ঠ সমাধান নিবাগৗই আগে থেকেন ব্যবস্থানিন দরকার। আর আইন শৃংখলা নি যে সমস্যা আব' রাজনৈতিক সমস্যা আবন' রাজনৈতিক ভাবে সমাধান মা খৗলাই নাই। তারপরে আইন শৃংখলা নি সমস্যা আব'ন কঠোরভাবে মোকাবেলা খৗলাই মান অ। অ কক্ ছা অই আং পাইরৗখা।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় স্পীকার স্যার,

এখানে যে রিজলিউশন আনা হয়েছে আমি এ নিয়ে কিছু বলতে চাই। আসলে আসামে বর্তমানে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে সেটা প্রথমতঃ একটা রাজনৈতিক সমস্যা। ইন্দিরা গান্ধীও বলেছেন যে, আসামে ত্রিপুরার মতো বহিরাগতের সংখ্যা বেশী হবে কিনা সেটা ভয়ের বিষয়। সেটাকে যদিও অন্যরকমভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। একটা ঠিক যে ঘরের লোক সংখ্যা যদি বহিরাগতের থেকে কম হয় তাহলে বিপদ থাকতে পারে। কিন্তু এই যে রাজনৈতিক সমস্যা এটাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা হলে আগে থেকেই তাহলে আইন শৃঙ্খলার এই সমস্যার পরিণত হতো না। কাজেই গণতান্ত্রিক পথে এই আন্দোলন সংগঠিত হলে সকলেই সমর্থন করতেন এবং একটা অরাজকতা হতে পারতো না। কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই দেখে আসছি সেটাকে নিযে রাজনৈতিক ভাবে সমাধানের জন্য কেউ এগিয়ে আসছে না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকখানি দোষ। কিন্তু এখন যে আন্দোলন চলছে তার রাজনৈতিক

সমাধান করতে হবে। তাদের বলতে হবে যে ত্রিপুরার মতো অবস্থা হবে না, একথা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, তাদের ভয় অমূলক। তোমাদের ভয় নাই, এধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এভাবেই একটা রাজনৈতিক Plat form তৈরী হবে, একটা পরিবেশ আসবে। তারপর আইন শৃঙ্খলার ব্যাপার সেটা অন্যভাবে Control করা যেতে পারে। রাজনৈতিক যে আন্দোলন যে রাজনীতি পর্য্যন্ত হলে সকলেই সমর্থন করবেন। কিন্তু আন্দোলনের নামে আইন শৃঙ্খলার যে সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে, একজন S. D. O কে গুলি করে হত্যা করা, B. D. O. কে হত্যা করা, ত্রিপুরা তথা আসামের ছাত্র হত্যা। ত্রিপুরার গাড়ী চালকদের উপর আক্রমন। যারা আসা যাওয়া করেন তাদের উপর আক্রমন, এই সমস্ত একটা অরাজকতা। কাজেই এই জিনিসটা সত্যি সত্যিই দেশের পক্ষে ভালো নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কারণেই এখানে আমাকে বলতে হচ্ছে এখানে একটা মোকাবেলা করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে একটা সুষ্ঠ মীমাংসা করতে হবে এবং একটা নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে যাতে সারা উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে যে সকল রাজ্য আছে, সেখানে যে চাপ পড়ছে, বিশেষ করে সেখানকার মানুষেরা যাদের লেখা-পড়া কম, ব্যবসায়িক বুদ্ধি কম, সেই কারণে বহিরাগতদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে, এই কারণেই আমরা দেখি যে তাদের জমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে, ব্যবসা কেড়ে নেয়া হচ্ছে, চাকরী বাকরী তাদের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে, ত্রিপুরার মতো আসামে ঘটলে বিপদ আছে। কাজেই প্রথম কথা হলো, তাদের ভয়কে নির্মূল করতে হবে, প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এমনটা আর হবে না, সমাধান দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই। আসামের একটা গণ্ডগোলে এখানে কেরোসিন আসবে না, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যাবে না, গ্রামে গ্রামে অভাবে, রেশনেও অনটন এটা তো হতে পারে না। কারণ আমরা আগেই বলেছি, বন্যা হলে, বৃণ্টি হলে পথঘাট, যান চলাচল বন্ধ থাকতে পারে তার জন্য রাজ্যে একটা Buffer stock প্রয়োজন। তাই তিন মাসের Buffer stock করে রাখতে হবে। তাহলে তো আমাদের গণ্ডগোলের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হবার কথা নয়। কাজেই মূলকথা হলো Buffer stock নেই। সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে আসামের সমস্যা তার মুল কথা হলো নিরাপত্তার সমস্যা, আজকে সেখানে ছাত্রদের নিরাপত্তার সমস্যা, শ্রমিকদের নিরাপত্তার সমস্যা, গাড়ীচালকদের নিরাপত্তার সমস্যা যাত্রীদের নিরাপত্তার সমস্যা, এই কারণে গ্রামে গঞ্জে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা সরকার বলতে চান, আসামের মতো গণ্ডগোল হলে এখানে অভাব দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু ত্রিপুরা মানুষেরা জানেন, Buffer stock থাকলে এ অবস্থা হতে পারে না। এখানেই আমরা দেখেছি যে ঠিকমতো Buffer stock নেই। কাজেই জনসাধারণের স্বার্থে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এই ধরণের দুঃসময়ের মোকাবেলা করার জন্য একটা Buffer stock প্রয়োজন। আর আইন রাজনৈতিক যে সমস্যা এটাকে রাজনৈতিক ভাবে সমাধান করা হোক তারপরে আইন শৃংখলার সমস্যাটাকে কঠোর ভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে। একথা বলেই আমি শেষ করছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায়— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী আজকে যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রেখেছেন, এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। সম্প্রতি আসামে এবং মেঘালয়ে যে সব ঘটনা ঘটেছে বিদেশী বিতারণের নাম করে, সমাজবিরোধীদের হিংস্র কার্য্যবলী, সেটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। সেখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে ত্রিপুরার ভাগ্য জড়িত। কেন্দ্রে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যে সরকার গদিতে বসেছে, তাও আজ ১১ দিন হতে চলছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই আসাম ও মেঘালয়ের যে ভয়াবহ অবস্থা, সেখানকার যে সমস্যা, সেটার সমাধান হল না। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সেখানে এসে দেখে গেছেন, সেখানে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সংগে যোগাযোগ করেছেন, এবং তাদের রিপোর্টও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছেন। তারপরেও প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, ত্রিপুরার মুখমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর এতে নাক গলানো ঠিক হয় নি। তাহলে বলতে হচ্ছে যে এটা তারা কি বলছেন, এর পেছনে কি কেন রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে? তার কারণ আসামে যে ঘটনা ঘটছে তার সংগে ত্রিপুরার ভাগ্যও জড়িত আছে। কারণ আসামের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় জিনিস পত্র আসছে, আসামের মধ্যে দিয়ে গত দুই এক মাস যাবত রেল গাড়ী চলছে না। তৈল শোধনাগার থেকে তৈল আসছে না। সেই কারণেই ত্রিপুরায় এবং পশ্চিমবঙ্গে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরার জীবন যাত্রা ব্যাহত হচ্ছে এবং পশ্চিম বঙ্গের জীবন যাত্রার উপর তার ধাক্কা গিয়ে লাগছে। একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাকে এই ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া—এটাকে আমরা মোটেই সমর্থন করি না। আমরা মনে করি অবিলম্বে তার অবসান হওয়া প্রয়োজন। কয়েকটা গুণ্ডার গুণ্ডামীর ফলে অমূল্য কতকগুলি প্রাণ নষ্ট হবে, এটা হতে দেওয়া যায় না। কাজেই আমরা মনে করি এই যে উন্মত্ততা চলছে, এটাকে অবিলম্বে যদি বন্ধ করা না হয়, তাহলে ত্রিপুরার মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। আসাম-আগরতলা রোডে যে মটর সার্ভিস চালু ছিল সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ডিজেল, পেট্রল ইত্যাদির অভাবে এবং যে একটা দুইটা গাড়ী চলছে তাতে অস্বাভাবিক ভিড় হচ্ছে, কারণ গাড়ীর সংখ্যা কম। এখানে গরীব মানুষ, মেহনতী মানুষ, কেরোসিনের অভাবে হাহাকার করছে। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্য এখানে নিয়মিত আসছে না, তার জন্য জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এই সব কারণে ত্রিপুরার জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থা যদি আরও কিছুদিন চলতে থাকে, তাহলে ত্রিপুরায় আমরা নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারি না। তারই জন্য মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন। কাজেই আমরা মনে করি যে আসামে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে বন্ধ করুন এবং আমাদের যে দাবীগুলি মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত করেছেন, সেগুলিরও ব্যবস্থা করা দরকার। লবণ, চিনি, ঔষধপত্র, কয়লা, লোহা ও কাগজপত্র এইগুলি নিয়মিত পাওয়া দরকার এবং এর সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। আসামের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করে। একটি মাত্র রেল পথ দিয়ে। কিন্তু আজ মানুষ সে পথ দিয়েও নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছে না। হয় তো কোন ছেলে বা মেয়ে আসামে পড়তে গেছে, এখানে মাতাপিতার মনে শান্তি নেই, ঐ ছেলেমেয়ে ফিরে আসবে কি না। এই ধরণের একটা অবস্থা চলছে। কাজেই

এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার এবং আজকে এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, আমি সেই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কছে এই আসামের উম্মত্ততা বন্ধ করার জন্য দাবী জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব— মাননীয় স্পীকার স্যার,, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে বেসরকারী প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন এই প্রস্তাবে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান জিনিষ উপস্থিত করা হয়েছে যেগুলির সমাধান হওয়া দরকার। প্রথমতঃ ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও তার সরবরাহ অব্যাহত রাখা। এই দুইটা জিনিসকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এখানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এটা কোন নর্মেল স্বাভাবিক সময়ের ব্যবস্থা নয়। আসামে গত দুই মাস ধরে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার পেছনে যে কোন কারণই থাকুক সেই কারণ সম্পর্কে এখানে আলোচনা হয়েছে আমি সে দিকে যাব না। তবে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার ফলে আসাম থেকে জিনিযপত্র ত্রিপুরাতে আসতে পারছে না। এটা অত্যন্ত বাস্তব কথা যে ত্রিপুরার প্রায় প্রতিটা জিনিসের জন্য বাহিরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কারণ ত্রিপুরা তার উৎপাদন ব্যবস্থায় সে সেল্ফ সাপোর্টেড নয়। বাইরে থেকে বেশীর ভাগ জিনিস আমাদেরকে আনতে হয় যেমন তেল, লবণ, কেরোসিন, চিনি যেগুলি ত্রিপুরায় আদৌ উৎপন্ন হয় না। এগুলি বাইরে থেকে এনে ত্রিপুরার চাহিদা মেটাতে হয়। ত্রিপুরায় চাউল উৎপন্ন হয় কিন্তু সেই চাউলে ত্রিপুরা স্বাবলম্বি নয়। প্রথমতঃ এই বৎসর দুইবার খরার ফলে আউস ফসল আগে তারপরে আমন ফসল খরার মধ্যে যা হয়েছিল অসময়ে বৃষ্টি হয়ে তাও নষ্ট হয়ে গেল। যার ফলে আমরা যা আশা করেছিলাম তার ৫০ ভাগ কম উৎপাদন হয়েছে। তবে রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল এবং এর আগে থেকে আমরা কেন্দ্রের কাছে এক লক্ষ মেঃ টন খাদ্য শস্য দাবী করেছি, যাতে এটা ত্রিপুরায় এনে ষ্টক করা হয়, ত্রিপুরার চাহিদা মেটানোর জন্য। এই হল পরিস্থিতি। স্বাভাবিক অবস্থায় গতবার আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জন্য যে পরিমাণ সিমেন্ট, চাউল, লোহা ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তারা অ্যালট করেছে তার পুরোটা কোন দিন আমরা আনতে পারিনি। কারণ ওয়াগনের অভাব ট্রেন্সপোর্টের অসুবিধা এই রকম নানা রকম অসুবিধা আছে। গত দুই তিন মাস ধরে আসামে যে অবস্থা চলছে তার ফলে একেবারে জিনিস আসা বন্ধ হয়েছে, যার ফলে ত্রিপুরায় একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও আমাদের ধান চাউলের অবস্থা এখন ১০ হাজার মেঃ টন চাউল আমাদের আছে, লবণেরও ষ্টক আমাদের আছে তবে যদি কিছু দিনের মধ্যে আমরা সেটা আনতে না পারি তাহলে সে ষ্টকটা কত দিন থাকবে? একদিন তো নিঃশেষিত হবে। বাফার ষ্টকের কথা এখানে বলা হয়েছে। বাফার ষ্টক বিল্ড আপ করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে আমরা বরাবর চেষ্টা করছি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যেহেতু আমরা সেই ধরণের যত্ন আমরা পাচ্ছি না যার ফলে বাফার ষ্টক বিল্ড করা সম্ভব হয় নি। আমরা জমি দিয়েছি ধর্মনগরে লবণের যাতে এক হাজার মেঃ টন বাফার ষ্টক সবসময় রাখতে পারি সেই জন্য গোদাম করার জন্য জমি দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য গুদাম তৈরীর কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এখনও সে কাজ হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে জিনিষটা টেক-আপ করেন, তার জন্য আমরা গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে বরাবর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, অনুরোধ করছি; বলছি, রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি যাতে স্টোর (গুদাম) তৈরী করতে পারি সে ব্যাপারে আমরা জমি দেব কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়ে সেই গুদাম তৈরী করতে পারেন, সেজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কারন ত্রিপুরা এমন একটি জায়গায় অবস্থিত যেখানে বর্ষার সময় ষ্টক না থাকলে অসুবিধা হয়। অনেক সময়ই বর্ষার সময় ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা থাকে না। তাই বর্ষার সময়ে বিভিন্ন জায়গায় জিনিস পত্র পৌঁছানোর অসুবিধা। এ দিক থেকে গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে অনুরোধ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে কথা বলেছেন, সেটা খুবই দুঃখজনক। তিনি বলেছেন, "বাফার ষ্টক গভর্ণমেন্ট একেবারেই কিছু করেন নি; বাফার ষ্টক করলে আসামের ৩।৪ মাসের গণ্ডগোলে কিছুই হত না। বাফার ষ্টক থাকলে আসামের গোলমালেও এই সব জিনিস পাওয়া যেত।" তাঁর এই বক্তব্য বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই। এটা হচ্ছে, জেগে ঘুমানো। জেগে যদি কেহ ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে কেহ তাকে জাগাতে পারবে না। ইচ্ছা করেই তিনি দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চান, তিনি শত চেষ্টা করলেও, আমাদের ত্রিপুরায় ১৯ লক্ষ মানুষ আসামে কি ঘটছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কাজে কাজেই তিনি দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। এই অবস্থায় কত কষ্টের মধ্যে ত্রিপুরায় এই সব জিনিস আনতে হচ্ছে, সেগুলি আমরা একটুও গোপন রাখি নি। আমাদের গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে সময়ে সময়ে বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে, এই হাউসেও বার বার বলেছি; জনগণকে গোপন করে আমরা কিছু করতে চাই না। আমরা যত অসুবিধাই ভোগ করি না কেন সব আমরা জানিয়ে দিই। সেই দিক থেকে আমরা জনগণের প্রতি বিশ্বাস রাখি। সেই দিক দিয়ে নগেন্দ্র বাবুরা যতই চেষ্টা করুন না কেন জনগণ বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবেন, এবং করছেনও। কিছু দিন আগেও আমরা এই হাউস চলাকালীন সময়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসেছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, পেট্রল, কেরোসিন এই সব জিনিস আসামের রাজনৈতিক অবস্থার যদি শীঘ্র মিমাংসা না হয়, বা শান্ত না হয়, তাহলে তার জন্য ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষ সাফার করতে পারেন না। ত্রিপুরা ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গ। ত্রিপুরাকে বাঁচানোর দায়িত্ব কেন্দ্রের। সে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে। আমরা এখনও বলছি, আসামের পরিস্থিতি যাই থাকুক এটা কেন্দ্র দেখবেন, কি ভাবে এর মিমাংসা করতে পারবেন। কিন্তু ত্রিপুরায় সরবরাহ অব্যাহত রাখা দরকার ওয়ার ইমারজেন্সীর মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। দরকার হলে মিলিটারী এস্কর্ট দিয়েও এই ত্রিপুরা রাজ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে এই অনুরোধ আমরা করতে পারি। শুধু অনুরোধ নয়, ১৯ লক্ষ মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবী করতে পারবেন। আমরা তাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে এই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করছি, এই জিনিসগুলির সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে এও দাবী রাখছি, ত্রিপুরার যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা আসামের

গণ্ডগোলে পড়াশুনা বন্ধ রেখে স্কুল কলেজ ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাদের ব্যবস্থা করুন। এ ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে এটা ভারতবর্ষের ৩৩ বছরের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা ভাবতে পারি না। ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে, ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ রাজ্যের থেকে আগত অন্য একটি অঙ্গ রাজ্যে নিরাপত্তা থাকবে না, ড্রাইভাররা মাল আনতে পারবে না, গেলেও নিরাপত্তা থাকবে না এটা খুবই দুঃখ জনক পরিস্থিতি, এবং কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এটাই ঘটছে। কাজেই ভারত-বর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, ভারতবর্ষের প্রতিটি গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, আসামের মধ্যে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সবাই মিলে এই সমস্যার রাজনৈতিক ভাবেই সমাধান করবে এটা আশা করছি ! কিন্তু এই অরাজকতা চলতে দেওয়া যায় না এবং এটা চলতেও পারে না একটা দেশের মধ্যে। কাজেই আমি বলছি, এফ, সি আই সহ যে ৫টা দাবী এখানে উৎথাপন করা হয়েছে, এই প্রতিটি দাবীই ন্যায় সঙ্গত দাবী। এই দাবীগুলি যাতে মেনে নেওয়া হয় তার জন্য চেষ্টা করা দরকার। এছাড়াও আসামের পরিস্থিতি শান্ত হবার পরও আমাদের ত্রিপুরার সমস্যা থাকবে। সেই দিক থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার থেকে দাবী করছি, ১০।১২টা জিনিস খুবই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলি গরীব মানুষেরা ব্যবহার করে এই জিনিসগুলি হচ্ছে, যেমন—লবণ, চিনি, কেরোসিন, কয়লা, কাগজ, ঔষধ, [illegible]বী ফুড, সাবান ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে কতকগুলি ১২।১৩টা আইটেম আছে এগুলি ধনীও ব্যবহার করেন, গরীবও ব্যবহার করেন। সেই ১২।১৩টা জিনিস কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক ভাবে সারা ভারতবর্ষের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এবং যাতে সাবসিডি দিয়ে কম মূল্যে ভারতবর্ষের মানুষকে দেওয়া উচিত। কেন্দ্রে যখন জনতা সরকার ছিল, তখন আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পলিট ব্যুরোর সদস্য কমরেড জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এই জিনিসগুলির জন্য বার বার দাবী করেছেন, এখনও আমরা করছি। এই জিনিসগুলির দাম কমাতে হবে, এবং এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। ভর্তুকি দিয়েও বিভিন্ন রাজ্যে যাতে সরবরাহ করা হয় সে দায়িত্ব কেন্দ্রকে গ্রহণ করতেই হবে। এছাড়াও বাকী অনেক জিনিস আছে, তবে সেগুলি বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে এখন না করলেও চলবে। কারণ এই জিনিসগুলির বেশীর ভাগই ধনীরা ব্যবহার করে থাকেন। কাজেই তারা এই জিনিসগুলি বেশী দাম দিয়েও কিনতে পারেন। কিন্ত গরীব মানুষ যেগুলি ব্যবহার করে থাকেন সেগুলি ভর্তুকি দিয়ে সাপ্লাই করা দরকার। আমাদের ত্রিপুরায়ও সাপ্লাই করুন এই দায়িত্ব যেন কেন্দ্র গ্রহণ করেন। কেন্দ্রে যে নতুন সরকার হয়েছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সেই সরকারের কাছে আমরা এটা দাবী করছি এবং অনুরোধ করছি, অতি সত্বরই যেন তাঁরা এটা গ্রহণ করেন। আর একটা জিনিষ, এটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের এখানকার যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা মেডিক্যাল কলেজ, নার্সেস কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয় ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়াশুনা করতে আসামে গিয়েছিলেন সেখানকার দাঙ্গার ফলে সেই সমস্ত ছেলে মেয়েরা চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের একটা বছর এমনি নষ্ট হয়ে গেল। তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নেওয়া উচিত যাতে এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা তাদের পড়াশুনা কন্টিনিউ করতে পারে,

তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করার জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করছি। ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে সীট পাওয়া যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। একটি মাত্র ছেলের জন্য যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে সীট পাওয়া গেছে। অন্যগুলির এখনও ব্যবস্থা করতে পারি নি। এটা আমাদের দেখা দরকার। কাজেই স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাবটি এখানে উত্থাপন করেছেন, সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ সম্পকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও জোরের সহিত অনুরোধ করব যাতে ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রল এবং পেট্রলজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি, যেগুলির অভাবে জনজীবন প্রায় অচলাবস্থায় সেগুলি ওয়ার্ক ইমার্জেন্সী বেসিসে কেন্দ্রীয় সরকার মিলিটারী এসকর্ট দিয়ে ট্রাক বা রেলে করে ত্রিপুরাতে পৌঁছে দেওয়া। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাইভেট ড্রাইভাররা নিরাপত্তার অভাবে আসামে যেতে পারছে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষ যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অবাধ ভাবে পেতে পারে এবং তজ্জন্য সমর চৌধুরী মহোদয় যে প্রস্তাব আজকে হাউসে এনেছেন, সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি প্রস্তাবের উত্থাপক শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে জবাবী ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রশ্ন তুলেছেন সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক সদস্যই আলোচনা করেছেন। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া উনার মতামত পুনর্বিবেচনা করবেন এবং আমাদের সংগে ঐক্যমত পোষণ করে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, পর পর দুটি খরার ফলে এবং আসাম ও মেঘালয়ের সাম্প্রতিক দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হওয়ায় তারা যেন অবিলম্বে অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহন করেন—

১) অবিলম্বে ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রল ও পেট্রলজাত অন্যান্য দ্রব্য এবং গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রয়োজনবোধে মিলিটারী এস্কর্টের ব্যবস্থা করা।

২) এফ, সি, আইর, মাধ্যমে চাল গমের সরবরাহ অব্যাহত রাখা।

৩) লবন, চিনি, ঔষধপত্র, সিমেন্ট, কয়লা, লৌহ, কাগজ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পন্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য রেল ও ট্রাক চলাচল অব্যাহত রাখা।

৪) আসাম ও মেঘালয়ে যে সকল মোটর শ্রমিক কর্মচারী ও অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারী যাতায়াত করেন তাদের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

৫) দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য আসামের মেডিক্যাল কলেজ, নার্সেস কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয় ও ইঞ্জিনীয়ারং কলেজ থেকে ত্রিপুরার যে সকল ছাত্র

আসতে বাধ্য হয়েছেন তাদের পড়াশুনার জন্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে অনতিবিলম্বে সিটের ব্যবস্থা করা।"

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে পাশ হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, বিধান সভা মুলতবী ঘোষণা করার আগে সভার কর্মসূচী সুষ্ঠ পরিচালনে আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।
এইসভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 59
By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) বর্ত্তমান মরশুমে বিভিন্ন সরকারী পাট ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কতমন পাট ক্রয় করা হয়েছে?

(২) ঐ কেনা পাট রাজ্যের মোট উৎপাদিত পাটের কত শতাংশ?

উত্তর

(১) ২,৫৭,২২৩ মন,

(২) প্রায় ৩৩%শতাংশ।

Admitted Starred Question No. 68.
by— Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ফরেষ্টের জায়গায় নূতন করে দখল ও চাযাবাদ করার জন্য কায়েমী স্বার্থের কিছু লোক চেষ্টা করছে,

২। সত্য হলে কয়েকটি ক্ষেত্রে এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে, এবং

৩। তার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন,

৪। চলতি আর্থিক বছরে কি পরিমান জায়গায় নূতন করে বনায়নের কাজ আরম্ভ করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন, এবং

৫। কবে থেকে তাদের রূপায়ণের কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ কায়েমী স্বার্থের কিছু লোক বন বিভাগের জায়গায় নূতন করে দখল ও চাষবাস করার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

২। অবৈধভাবে বনবিভাগের জায়গায় দখল ও চাষাবাদের চেষ্টা করার ৮৬২টি ঘটনা এখন পর্যন্ত গোচরীভূত হইয়াছে।

৩। উপরিক্ত ৮৬২টি ঘটনার মধ্যে ৪০টি ঘটনা বিচারের জন্য আদালতে দায়রা সোর্পদ করা হইয়াছে। বনবিভাগের তত্তাবধানে সরকারী খাস ভূমিতে বে-আইনী ভাবে দখল করার অপর একটি ঘটনা সর্ম্পকে রাজস্ব বিভাগ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন। বাকী ৮২১ টি ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিধায়ক ও গ্রাম প্রধানের সহায়তায় এইরূপ বে-আইনী জবর দখল করার চেষ্টা হইতে বিরত থাকার জন্য প্রণোদিত করার চেষ্টা করা হইতেছে।

৪। চলতি আর্থিক বছরে ৫, ১১০ হেঃ পরিমান ভূমিতে নূতন করে ১৯৮০-৮১ইং সনে বনায়ন করার জন্য প্রাথমিক কার্যদি গ্রহণ করার পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে।

৫। বনায়নের নিয়মানুসারে প্রাথমিক কার্যাদি সাধারনতঃ জানুয়ারী হইতে মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হয়।

Admitted Starred Question No. 91
by—Shri Harinath Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সদর মহকুমার চড়িলাম হতে তক্‌সাপাড়া পর্য্যন্ত (ভায়া ধারিয়াথল ও রামনগর) রাস্তা তৈয়ারী করার সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। যদি থাকে তবে আগামী আর্থিক বছরে করা হবে কি না?

৩। যদি না হয় তার কারণ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 99.
By Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister incharge of the A. H. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর মহকুমার সাত সঙ্গম, কুর্তি, জুলাইবাড়ী, হরুয়া উক্ত চারটি গ্রামে পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার ইচাইলাল-ছড়াতে একটি পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্র আছে, কিন্তু উক্ত কেন্দ্রটির কোন ঘর নাই।

৩। সত্য হইলে উক্ত পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় গৃহ নির্মাণের কাজ সরকার অবিলম্বে হাতে নিবেন কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে নাই।

২। হ্যাঁ সত্য।

৩। বর্তমানে গ্রামবাসিন্দারা বিনা ভাড়ায় প্রদত্ত একটি ঘরে কেন্দ্রটি স্থাপিত আছে চলতি আর্থিক বৎসরে স্থায়ী ঘর নির্মাণের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট' বাজেট বরাদ্দ নাই। তবে উক্ত কেন্দ্রের জন্য স্থায়ী গৃহ নির্ম্মানার্থে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের পর নির্ম্মাণ কাজের ব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 105
By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Honble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার রাবার শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ;

২। বর্তমানে ফার্মে নিযুক্ত কর্মচারীর মোট সংখ্যা কত এবং তাহা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। পরিকল্পনা থাকলে কত সংখ্যক নূতন লোক নিযুক্ত করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্ট পদ অতি সত্বরই পূরণ করা হইতেছে। শুধু উপজাতীর জন্য সংরক্ষিত পদগুলি উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। তাই পুনরায় সেই সমস্ত পদের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

২। বর্তমানে কর্পোরেশনে বিভিন্ন শ্রেণীর পদে নিযুক্ত কর্মচারীর মোট সংখ্যা ৭২ জন। এতদ্ব্যতীত ২০ জন দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কর্পোরেশনে কাজ করিতেছেন। কর্পোরেশনে একটি Company Secretary ও একটি Labour Welfare officer-এর পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

৪। বর্তমানে কর্পোরেশনে বিভিন্ন শ্রেনীর মোট ১০০টি পদ শূন্য আছে। ঐ পদগুলি পূরণ করা হইতেছে। এছাড়া ২নং উত্তরে বর্ণিত আরও দুইটি পদ পূরণ করা হইবে।

Starred Question No. 143
By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state —

১) সারা ত্রিপুরায় এখন কত হেক্টর নীচু জমি বা জলাজমি আছে যাহা ধান চাষের উপযোগী নহে ; এবং

২) এর মধ্যে কত হেক্টর খাস, কত হেক্টর ব্যক্তিগত মালিকাধীন ;

৩) এইরূপ খাস নীচু জমি বা জলাজমি সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে উন্নয়ণ মূলক কাজে ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

৪) থাকিলে তা কি এবং কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১) ১৬৯৯ হেক্টর জমি।

২। ১৬৭৭ হেক্টর খাস জমি ও ২২ হেক্টর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি।

৩) হ্যাঁ

৪) মৎস্য চাষের বৃদ্ধিকল্পে জলাজমি আবাদকরণ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাটি ধাপে ধাপে রূপায়িত হইতেছে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 148
By Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। গত আর্থিক বছরে সরকার কত আলু এবং ধান ক্রয় করেছিলেন ;

২। এবছরে সরকার কৃষকদের মধ্যে কত পরিমান আলু বীজ কি দামে বিতরণ করেছেন ;

৩। এ বছর আলু কেনার জন্য সরকার কোন ক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণ করেছেন কি ?

৪। বৃষ্টিতে রবিশস্যের কি পরিমাণ ক্ষতি করেছে এবং সরকার এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। গত আর্থিক বছরে সরকার আলু ক্রয় করে নাই। খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগ ২ হাজার ৩ শত ৫৮ কুইন্টল ধান ক্রয় করেছিল।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে (১৮৭৯-৮০) কৃষি বিভাগ হইতে প্রায় ২ হাজার ২ শত ৯৭ কুইন্টল আলু বীজ, প্রতি কুইন্টল ২ শত ১৫ টাকা দরে কৃষকদের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবহণ ভর্তুকী দিয়ে বিতরণ করা হয়েছে।

৩। না।

৪। বৃষ্টিতে আনুমানিক ১ হাজার ৪ শত ১৫ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন রবিশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মরশুম প্রায় চলিয়া যাওয়ার দরুণ বাহির হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হয় নাই। তবে কৃষকগণ যাহাতে রবি ফসলে অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিতে পারেন তার জন্য সারের ভর্তুকী ১৯৮০ সালের মার্চ মাসের ১৫ তারিখ পর্যান্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 158.
By—Sri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister Incharge of Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন ঃ—মৎস্য দপ্তর এখন পর্য্যন্ত "ফুড ফর ওয়ার্ক" এই স্কীম এর দ্বারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কত জলাশয় খনন করেছেন ?

উত্তর ঃ—এখন পর্য্যন্ত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মোট ৭১৮টি জলাশয় তৈরী করা হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ—এটা কি সত্য যে পঞ্চায়েতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকা সত্বেও মৎস্য দপ্তর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়নি ?

উত্তর ঃ—না।

Admitted Starred Question No. 198.
By—Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ সালে খোয়াই মহকুমায় নূতন রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

২। হয়ে থাকলে রাস্তাগুলোর নাম কি ?

৩। কল্যাণপুর হইতে ছনখলা বাজার (ভায়া কুঞ্জবন) কল্যাণপুর হইতে মহারাণী, তেলিয়ামুড়া হইতে ঘিলাতলী বাজার (ভায়া কৃষ্ণপুর) ঘিলাতলী বাজার হইতে চেবরী বাজার এবং শান্তিনগর বাজার হইতে প্রমোদনগর বাজার পর্যন্ত রাস্তাগুলোর কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। নতুন রাস্তা নির্ম্মানের পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্নে বর্ণিত নামের সঙ্গে পূর্ত্তবিভাগের নথীভুক্ত রাস্তার নামের মিল না থাকায় ঐ অঞ্চলে যে সমস্ত রাস্তা আছে সেগুলির বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) কল্যাণপুর হইতে ছনখলাবাজার (ভায়া কুঞ্জবন), রাস্তাটির কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

খ) উত্তর মহারাণীপুর হইতে ঘিলাতলী হইয়া কল্যাণপুর পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ। এই রাস্তাটির মাটির কাজ শেষ হইয়াছে।

গ) গোপালনগর মহারাণীপুর হইতে ঘিলাতলী বাজার পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন (১ কিমি, ২ কি, মি.) এই রাস্তাটির কাজ ৭০ ভাগ শেষ হইয়াছে। একটি এস. পি. টি ব্রীজের কাজ শেষ হইয়াছে এবং আরও ২টি ব্রীজের কাজ চলিতেছে।

ঘ) জি. এম. রোড গ্রুপ নং-১ (১৬ কি, মি,) এই রাস্তার ১৪ কি, মি, পর্যন্ত মাটির কাজ শেষ হইয়াছে। বাকী ২কি, মি, রাস্তার কাজ চলিতেছে। ৫টি এস, পি. টি, ব্রীজের কাজ শেষ হইয়াছে। বাকী ৩টি এস, পি, টি কালভার্টস এর কাজ হাতে দেওয়া হইতেছে।

ঙ) শান্তিনগর হইতে প্রায় ২ কিমি, রাস্তা ছাড়া বাকী অংশের (৮ কি, মি) মাটির কাজ শেষ হইয়াছে। জমি না পাওয়ায় ঐ অংশটুকুর কাজ শেষ করা যায় নাই। জমি পাওয়া গেলে কাজ শেষ করা হইবে।

চ) দক্ষিণ ঘিলাতলী হইতে উত্তর ঘিলাতলী লিঙ্ক রোড রাস্তাটির মাটির কাজ চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 211
Shri—Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister incharge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অমরপুর বিভাগের গণ্ডাছড়া এলাকায় এবার আউস ও আমন ফসলে ইঁদুরের আক্রমণ হয়েছিল কি।

২। ইঁদুরের আক্রমণ হয়ে থাকলে কি পরিমাণ ফসল নষ্ট হয়েছে?

৩। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকার কোন আর্থিক সাহায্য করবেন কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মোট ২৭৫ কুইন্টাল ধান।

৩। ডুম্বুর নগর ব্লকে খরিফ মরশুমে ৮০ হাজার টাকা মূল্যের বীজ বিনা মূল্যে বিতরন করা হইয়াছে। রবি মরশুমে ও বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ তথ্য এখনও এসে পৌঁছায়নি।

Admitted Starred Question No. 213
By Shri Abhiram Debbarma

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Irrigation and Flood Control Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে কয়টি ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে। (বিভাগভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ ডিপটিউবওয়েলগুলি দ্বারা কি পরিমাণ জমিতে জল সেচ করা হয়েছে এবং কতজন কৃষক উপকৃত হয়েছে।

উত্তর

। ১৯৭৮-৭৯ সালে মোট ১৪টি ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

যথা ঃ—(ক) সদর মহকুমায় ঃ—

১। ঈশানপুর

২। ফেনীমিঞামাঠ

(খ) উদয়পুর মহকুমায়

৩। তুলামুড়া

৪। গর্জনমুড়া

(গ) বিলোনীয়া মহকুমায়

৫। সারাসীমা

৬। রাধানগর

৭। রাজনগর

৮। রাজাপুর

(ঘ) সাব্রুম মহকুমায়

৯। সাতচান্দ

(ঙ) খোয়াই মহকুমায়

(১০) আশারামবাড়ী

(১১) বালুছড়া ও

(১২) বাইজলবাড়ী

(চ) কমলপুর মহকুমায়

১৩। আভাঙ্গা

১৪। ভাতখাউরী

২। উক্ত ডিপটিউবওয়েলগুলির কোনটিই এখনোও চালু করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 224
By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Irrigation & Flood Control Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ বৎসরে কোন মহকুমায় কত সংখ্যক Shallow Tube-well বসিয়ে কত পরিমাণ জমিতে জলসেচের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ?

২। কোন্ মহকুমায় কত সংখ্যক Shallow Tube-well বসান হয়েছে এবং তার ফলে কত পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

৩। প্রকল্পগুলির দ্বারা জমিতে জলসেচের লক্ষ মাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল কিনা; এবং

৪। হয়ে থাকলে ১৯৭৯-৮০ বৎসরে উভয় লক্ষ মাত্রার পরিমাণ ?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ সালে ১০০টি Shallow Tube-well খনন করিবার পরিকল্পনা আছে।

মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা এবং সম্ভাব্য জমির পরিমাণ নিচে দেওয়া হইল।

সদর—	৯০টি,	২৭০ হেক্টর
খোয়াই—	৫টি,	১৫ হেক্টর
সোনামুড়া—	৫টি,	১৫ হেক্টর
	১০০টি,	৩০০ হেক্টর

২। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৬০টি Shallow Tube-well খনন করা হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী কাজ অর্থাৎ পাম্প হাউস নির্মাণ, পাম্প বসানো এবং ইলেক্ট্রিক কানেকসন করার কাজ চলিতেছে। এখন পর্যন্ত একটিও চালু হয় নাই। আশা করা যায় ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে ১০০টি Shallow Tube-well খনন শেষ হইবে এবং ৬০টি চালু হইবে।

মহকুমা ভিত্তিক সেলো টিউব-ওয়েল বসানোর হিসাব দেওয়া হলো ঃ—

সদর—	৫৮টি
খোয়াই—	১টি (বাচাই বাড়ী)
সোনামুড়া—	১টি (ধনপুর)

ইহা ব্যতীত ত্রিপুরা ক্ষুদ্র চাষী সংস্থা হইতে সদর মহকুমার জিরানীয়া ব্লকে গত বৎসর ৮টি Tube-well বসানো হইয়াছে। এই ৮টি এই বৎসরের মধ্যেই চালু হইবে।

৩। হ্যাঁ।

৪। ৬৮টি Tube-well চালু হলে প্রতিটি Tube-well এ ৩৭০০ টাকার অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ভিত্তিতে মোট ২,৫১,৬০০ টাকার অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদনের পরিমান কৃষকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর নির্ভর করে।

Starred Question No. 226.
By—Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ডিসেম্বর (১৯৭৯) মাসের প্রথম ভাগে সোনামুড়া মহকুমার বাজারে বাজারে ঢোল সহরৎ করে পাঁচ কাণির উর্দ্ধে ভূসম্পত্তির মালিকদের ভূমি রাজস্ব অনতিবিলম্বে তহশীলে জমা দিতে নির্দ্দেশ দেয়া হয়েছে।

২) ত্রিপুরা বিধান সভায় সাড়ে সাত কাণি জমির ভূমি রাজস্ব রেহাই আইন পাশ হওয়ার পরও এই জাতীয় নির্দ্দেশের কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বিধান সভায় ঐরূপ কোন আইন পাশ হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 240.

By—Shri Akhil Debnath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক এলাকার বড়জলা গাঁওসভার রাস্তাপানীর নদীর উপর ছেছরিমাই হইতে বড়জলার প্রবেশ পথে পুল তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে, তবে কবে পর্য্যন্ত তা কার্য্যকরী হবে ?

৩) যদি না থাকে, তবে আগামী আর্থিক বছরে তা গ্রহণ করবেন কি ?

উত্তর

১। পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। ছেছরিমাই হইতে বড়জলা রাস্তাটি পূর্ত্ত বিভাগের নথীভুক্ত নয়। কাজেই এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 241.

By—Sri Akhil Debnath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Deptt, be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বৎসরে চম্পকনগর হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত রাস্তার ব্যয় বরাদ্দ কত ?

২। ১৯৭৯ ইং এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

৩। উক্ত রাস্তার হাওড়ানদী উপর পুল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৪। যদি থাকে কবে পর্য্যন্ত তার কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বৎসরে ঐ নামে কোন রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প নাই। তবে খণ্ড খণ্ড ভাবে তিনটি রাস্তার যে ব্যয় বরাদ্দ আছে, সেগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হইল ঃ

১) চম্পকনগর হইতে বেলবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা— ২৫,০০০

২) জিরানীয়া খোলা হইতে জম্পুইজলা পর্য্যন্ত রাস্তা--- ৩০,০০০

৩) উদয়পুর হইতে জম্পুইজলা পর্য্যন্ত রাস্তা--- ১৫,০০০

২। চম্পকনগর হইতে বেলবাড়ী রাস্তার জন্য ১৯৭৯ ইং ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট খরচ— ৩৯,৫৮৪ টাকা।

জিরানীয়াখলা হইতে জম্পুইজলা রাস্তার জন্য খরচ— ৫৬,০৬৩ টাকা।

উদয়পুর হইতে জম্পুইজলা পর্যান্ত রাস্তার জন্য খরচ-- শূন্য

৩। আপাততঃ নাই।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 242.
by—Shri Akhil Debnath

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে টিলাভূমিতে জল সেচের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ?

২। কত পরিমাণ টিলাভূমিতে বামফ্রন্ট সরকারের দুই বৎসরের মধ্যে জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৮০-৮১) কত পরিমাণ টিলাভূমি জলসেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ হইয়াছে ?

উত্তর

১। সরকারের হাতে আপাততঃ কোনো পরিকল্পনা নাই

২। কোনো টিলাভূমি জলসেচের আওতায় আনা হয় নাই।

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৮০-৮১) সালে কোনো টিলাভূমি জলসেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা নাই।

Starred Question No. 247
by—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) রাজ্যের কোন কোন জায়গায় বর্ত্তমানে পূর্ণজরীপের কাজ চলছে।

২) ঐ জায়গাগুলিতে কবে পর্য্যন্ত জরীপের কাজ সম্পন্ন হবে।

৩) ঐ পূর্ণজরীপের ফলে এখন পর্য্যন্ত কত খান জমি পাওয়া গিয়াছে।

উত্তর

১) নিম্নোক্ত রাজস্ব সার্কেলগুলিতে পুনঃ জরীপের কাজ চলিতেছে-

ক) মোহনপুর-
খ) উদয়পুর-
গ) কমলপুর-
ঘ) বিশালগড়-
ঙ) কৈলাশহর-
চ) তেলিয়ামুড়া-
ছ) বিলোনীয়া-

২) ঐ সার্কেলগুলির কাজ সম্পন্ন করার সরকারী অনুমোদিত তারিখ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

ক) মোহনপুর— খ) উদয়পুর— গ) কমলপুর—	১৯৮০ সনে
ঘ) বিশালগড়— ঙ) কৈলাসহর--- চ) তেলিয়ামুড়া— ছ) জিরানীয়া---	১৯৮১ সনে

৩) খাস জমির পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 250
By Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া বিভাগের নীহারনগর ও ভাতখোলা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার চলতি বছরে গ্রহণ করবেন কিনা ?

২। না করলে তার কারণ কি ?

৩। করলে কবে পর্য্যন্ত কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে না।

২। কাজটি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এ বৎসর করা সম্ভবপর নয়।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 252
By Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ডম্বুর জলাশয়ের কচুরীপানা পরিষ্কার করা হয়েছে কি ?

২। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

৩। ঐ জলাশয়ের গাছগুলি শুক্না মরশুমে যতটা কাটা সম্ভব তা কাটার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ডম্বুর জলাশয়ের কচুরীপানা আংশিক পরিষ্কার করা হয়েছে।

২। সার্বিক পরিষ্কার সময় সাপেক্ষ।

৩। মৎস্য বিভাগের কোন পরিকল্পনা নেই।

ANNEXURE—'B'

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted Un Starred Question No. 27
By Sri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সনের জানুয়ারী হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পুর্তবিভাগে (বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্রসেচ ও পাবলিকহেলথ) কত জনকে নূতন করে মাষ্টার রোলএ নিয়োগ করা হয়েছে ?

২। এই নিয়োগের পদ্ধতি কি ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে কোনও লোককে মাষ্টাররোলে নিয়োগ করা হয় নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 37.
By Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the 'Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বন দপ্তরের অধীনে সারা রাজ্যে কোন জলাশয় (লেক, পুকুর) আছে কি (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। থাকিলে ঐ জলাশয়গুলির পরিমাণ কত, এবং

৪। এই জলাশয়গুলো থেকে বাৎসরিক কত টাকা আয় হয়? (আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

বন দপ্তরের অধীনে নিম্নলিখিত জলাশয়গুলি (লেইক, পুকুর) নিম্নলিখিত মহকুমায় নিম্নলিখিত পরিমাণ ভূমিতে অবস্থিত আছে। অধিকাংশ জলাশয় হইতেই এখনও কোন আয় হয় নাই। যে সমস্ত জলাশয় হইতে এখন পর্যন্ত আয় হইয়াছে তাহার বাৎসরিক গড় আয় পার্শ্বে উল্লেখ করা হইল—

ক্রমিক নং	জলাশয়গুলি যে স্থানে অবস্থিত তাহার নাম।	মহকুমার নাম	জলাশয়ের আয়তন (হেক্টর)	জলাশয় হইতে বাৎসরিক গড় আয়
১।	রামশঙ্করপাড়া	সদর	০.২৫০	—
২।	সিপাইজলা	ঐ	৬.৮০০	—
৩।	সিপাইজলা	ঐ	৪.০০০	—
৩।	সিপাইজলা	ঐ	২.০০০	—
৫।	মোহনপুর	ঐ	০.০১১	—
৬।	ক,তলামারা	ঐ	০.০১৪	—
৭।	জগহরিমুড়া	ঐ	০.১৫৬	—
		মোট-	১৩.২৩১	
৮।	নিরয়া	সোনামুড়া	০.২৩৭	—
৯।	ধনপুর	ঐ	০.৮৪০	—
১০।	মতিনগর	ঐ	০.১৩০	—
		মোট-	১.২০৭	
১১।	এলংবাড়ী	উদয়পুর	০.১৬০	—
১২।	গজি	ঐ	০.০৪৬	—
১৩।	গজি	ঐ	০.০৮০	—
১৪।	উদয়পুর	ঐ	০.১৬০	৩৩৫.০০
		মোট-	০.৪৪৬	
১৫।	পতিছরি	বিলোনীয়া	০.৪০০	৪১১.৪৭
১৬।	পতিছরি	ঐ	০.৪০০	—
১৭।	ঐ	ঐ	৩.০০০	—
১৮।	নলুয়া	ঐ	০.০৯০	৩৩.৬৫
১৯।	বগাফা	ঐ	০.৪৮০	—
২০।	কাকুলিয়া	ঐ	০.৩০০	—
		মোট-	৪.৬৭০	
২১।	শ্রীনগর	সাব্রুম	০.০৮০	১০৫.০০
		মোট-	০.০৮০	

ক্রমিক নং	জলাশয়গুলি যে স্থানে অবস্থিত তাহার নাম	মহকুমার নাম	জলাশয়ের আয়তন (হেক্টর)	জলাশয় হইতে বাৎসরিক গড় আয়
২২।	লালজুরি	ধর্মনগর	০'৩৬৪	১২'০০
২৩।	মুজাফর দোয়ার	ঐ	০'৪৯০	—
২৪।	ঐ	ঐ	১'০০০	—
২৫।	বালানলছড়া	ঐ	১'৫৫০	—
২৬।	দমনফাবাড়ী	ঐ	০'৪০০	—
২৭।	কুমারঘাট	ঐ	০'১৫০	—
২৮।	চোরাইবাড়ী	ঐ	০'১৬৩	—
২৯।	চালিতাছড়া	ঐ	০'৮৯০	—
৩০।	ঐ	ঐ	১'২১০	—
৩১।	জুরি	ঐ	০'৬০০	—
৩২।	ঐ	ঐ	১'৩৫০	—
৩৩।	ঐ	ঐ	০'৪৪০	—
৩৪।	ঐ	ঐ	১'০০০	—
৩৫।	ঐ	ঐ	০'৩৬৪	—
৩৬।	ঐ	ঐ	১'০৫০	—
৩৭।	পেচারথল	ঐ	০'২৮২	—
৩৮।	রতনজয়পাড়া	ঐ	০'৮১০	—
৩৯।	ঐ	ঐ	০'৬১০	—
		মোট—	১২'৭২৩	

ক্রমিক নং	জলাশয়গুলি যে স্থানে অবস্থিত তাহার নাম	মহকুমার নাম	জলাশয়ের আয়তন (হেক্টর)	জলাশয় হইতে বাৎসরিক গড় আয়
৪০।	সুবণরোয়াজাপাড়া	কৈলাশহর	০·৪০৪	—
৪১।	ঐ	ঐ	০'৭২৮	—
৪২।	মধ্যছেলেংটা	ঐ	০'১২০	—
৪৩	ঐ	ঐ	০'৪০০	—
৪৪।	ইশানরোয়াজাপাড়া	ঐ	০'৩০০	১৪৩·৮০
৪৫।	ডেমছড়া	ঐ	০'১৫০	—
৪৬।	রাতাছড়া	ঐ	০'৬০০	—
৪৭।	ঐ	ঐ	১'০০০	—
৪৮।	ঐ	ঐ	০'৮০০	—
৪৯।	ঐ	ঐ	০'৬৮৮	—
৫০।	ঐ	ঐ	০'৪১৩	—
৫১।	ঐ	ঐ	০'৬০০	—
৫২।	ঐ	ঐ	০'২০০	—
৫৩।	কৈলাশহর	ঐ	০'১৪০	৬৭৩·৭৯
৫৪।	নাকরাইহাপাড়া	ঐ	০'৩০৪	—
৫৫।	অর্জুনমনিপাড়া	ঐ	০'২৪৩	—
৫৬।	লালছড়া	ঐ	০'৩৩০	২০০'০০
		মোট—	৭·৪২০	

ক্রমিক নং	জলাশয়গুলি যে স্থানে অবস্থিত তাহার নাম	মহকুমার নাম	জলাশয়ের আয়তন (হেক্টর)	জলাশয় হইতে বাৎসরিক গড় আয়
৫৭।	চন্দ্রমোহনবাড়ী	কমলপুর	০.০৮০	—
৫৮।	ঐ	ঐ	০.০৮০	—
৫৯।	ঐ	ঐ	০.১২০	—
৬০।	হরিণছড়া	ঐ	১.০১০	—
৬১।	অভিরামচৌধুরী পাড়া	ঐ	০.৪০০	—
৬২।	ঐ	ঐ	০.৮০০	—
৬৩।	রাইমারাইবাড়ী	ঐ	০.১৫০	—
৬৪।	ঐ	ঐ	০.১৬০	—
৬৫।	ঐ	ঐ	০.১০০	—
৬৬।	গলাছড়া	ঐ	০.৬১৪	—
৬৭।	জিয়লছড়া	ঐ	০.৪০০	—
৬৮।	ডাঙ্গাবাড়ী	ঐ	০.৪০০	—
		মোট---	৪.৩১৪	
৬৯।	রূপাছড়া	খোয়াই	০.০৯০	—
৭০।	গোপালনগর	ঐ	০.১১৩	—
৭১।	বেলছড়া	ঐ	০.০৮০	—
৭২।	কাইপেংবাড়ী	ঐ	০.৮১০	—
		মোট---	১.০৯৩	
৭৩।	নূতনবাজার	অমরপুর	১.০৩০	২৬৪.৫৮
৭৪।	তৈদু	ঐ	০.১৬০	২৪০.০০
৭৫।	আপএকজনছড়া	ঐ	০.০৯৭	—
		মোট---	১.২৮৭	
		সর্বমোট---	৪৬.৪৭১	

এখানে উল্লেখ থাকে যে আরও ৬ (ছয়টি) জলাশয়, আনুমানিক ৫.২৬৫ হেক্টর ভূমির উপর বর্তমানে খননাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 39
By Shri Samar Chouhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ বৎসরে সরকারী প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কোন ব্লকে কত পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা হয়েছিল।

২। ১৯৭৭-৭৮ বৎসরের তুলনায় তা কত বেশী।

৩। ১৯৭৭-৭৮ বৎসরের তুলনায় ১৯৭৮-৭৯ বৎসরে এই জল সেচের ফলে কৃষি উৎপাদনে কোন কোন শষ্য কি পরিমাণ বেশী উৎপাদন হয়েছে।

৪। ১৯৭৯-৮০ বৎসরে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত সরকারী কোন শ্রেণীর জলসেচ প্রকল্প গুলির মাধ্যমে ১৯৭৭-৭৮ বৎসরের তুলনায় কত বেশী জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হয়েছে। এবং এর ফলে কোন কোন শষ্যের কি পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Unstarred Question No 40.
By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Miniser-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কোন মহকুমায় কতজন বর্গাদার ও কতজন মার্জিন্যাল ফারমারকে সিভিল রেভিনিউ অথবা ক্রিমিন্যাল কেইস পরিচালনার জন্য এখন পর্য্যন্ত কি হারে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে।

২। কতজন বর্গাদার ও কতজন মার্জিন্যাল ফারমার এই সাহায্যের জন্য এখন পর্য্যন্ত আবেদন করেছেন।

৩। মহকুমা ভিত্তিক মোট আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ।

উত্তর

১। প্রতি কেইস পরিচালনার ব্যয় বাবদ উর্দ্ধসীমা ৩৫০ টাকা পর্য্যন্ত হারে নিম্নোক্ত বিভাগ ভিত্তিক বর্গাদার ও মার্জিন্যাল ফার্মার দিগকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে---

সদর	২ জন	ধর্মনগর	১ জন
সোনামুড়া	৮ ,,	উদয়পুর	৬ ,,
খোয়াই	২ ,	অমরপুর	১৪ ,,
কৈলাশহর	১ ,	বিলোনীয়া	২ ,,
কমলপুর	৪৪ ,,	সাব্রুম	—
		মোট ঃ---	৮০ জন

২। মোট--- ১০২ জন।

৩।	সদর	৭০০ টাকা
	সোনামুড়া	২৪৯২ ,,
	খোয়াই	৫০০ ,,
	কৈলাশহর	৩৫০ ,,
	কমলপুর	৫৩৫০ ,,
	ধর্ম্মনগর	১০০ ,,
	উদয়পুর	১৮৫০ ,,
	অমরপুর	৪৯০০ ,,
	বিলোনীয়া	৭০০ ,,
	স্যাব্রুম	---
		মোট ঃ--- ১৬,৯৪২ টাকা।

UNSTARRED QUESTION NO. 41.

By Shri Samar Cnoudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ল্যাণ্ড ট্যাক্স আইনানুসারে প্রতি এ-করে বাৎসরিক সর্ব্বোচ্চ ২৫ পয়সা হারে ট্যাক্স দেবেন, ১৯৭৯ ডিসেম্বর মাসে সরকারী হিসাব অনুযায়ী এমন রায়ত পরিবারের সংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব);

২। এই সকল পরিবারের হাতে যে জমি আছে মহকুমা ভিত্তিক তার পরিমাণ কত?

৩। এই পরিমাণ মহকুমা সমূহের মোট জোত ভূমির কত অংশ।

উত্তর

(১) (২) (৩) ল্যাণ্ড ট্যাক্স আইন অনুযায়ী দেয় ট্যাক্স ১৯৭৯-৮০ সনের জন্য সম্পূর্ণ মুকুব হইয়া যাওয়ায় উক্ত বৎসরের দেয় টেক্সের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। ২৫ পয়সা হারে কত ব্যক্তি এইরূপ ট্যাক্সের আওতায় আসিবেন এবং মোট কত পরিমাণ ভূমির উপর ঐ ট্যাক্স ধার্য্য হইবে তাহা ১৯৮০-৮১ সনের দেয় ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করার পর জানা যাইবে।

Admitted Un-starred Question No. 42

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to stace :—

প্রশ্ন

১। কোন্ কোন্ পদস্থ অফিসার গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার হতে কত টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিজস্ব গৃহ তৈরী করেছেন, এবং

২। কোন্ কোন্ পদস্থ অফিসার আগরতলা শহরে নিজ গৃহ থাকা সত্বেও সরকারী কোয়াটারে বসবাস করছেন ?

উত্তর

১। সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য।

২। সংযোজনী 'খ' দ্রষ্টব্য।

সংযোজনী 'ক'

বন বিভাগ	ঋণের পরিমাণ
১। শ্রী এ, কে, ঘোষ, মুখ্য বন-অধিকর্তা	৪৫,০০০ টাকা
২। শ্রী এ, বর্মন, সহ-বন-অধিকর্তা	৪০,০০০ টাকা
৩। শ্রী এম, সরকার, বন-অধিকর্তা	৩২,৯৬০ টাকা
শিল্প বিভাগ	
৪। শ্রী বি, কে, ভট্টাচার্য, (প্রাক্তন একাউন্টস অফিসার)	৩৫,০০০ টাকা
৫। শ্রী সি, আর, দাশ, সহ শিল্প অধিকর্তা	৩০,০০০ টাকা
৬। শ্রী কে, বি, পাল চৌধুরী, ম্যানেজার, ডি, আই, সি,	২৬,০০০ টাকা
৭। শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত, ম্যানেজার, (কে, ভি, আই আর, এ, পি) ডি, আই সি,	২৮,৮০০ টাকা
৮। শ্রী সুবিমল রায়, পি, আর, ও,	২২,০০০ টাকা
৯। শ্রী আশুতোষ দত্ত, ম্যানেজার (কে, ভি, আই, আর এ, পি,) ডি, আই, সি,	৪০,০০০ টাকা
১০। শ্রী রণধীর ভট্টাচার্য, এ, ও, টি, এস আই সি,	২৪,০০০ টাকা
প্রিন্টিং এ্যান্ড স্টেশনারী বিভাগ	
১১। শ্রী জে, এল, রায়, কন্ট্রোলার, প্রিন্টিং এ্যাণ্ড স্টশনারী বিভাগ।	৫৫,০০০ টাকা
পশুপালন বিভাগ	
১২। শ্রীমনিময় সেনগুপ্ত, যুগ্ম অধিকার, পশুপালন বিভাগ।	২০,০০০ টাকা
১৩। শ্রীমানিকলাল চক্রবর্তী, সহ অধিকর্তা, পশু পালন বিভাগ।	১৮,০০০ টাকা
১৪। শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, সহ অধিকর্তা, পশুপালন বিভাগ।	৪১,০০০ টাকা
১৫। শ্রীস্বরাজপতি দেবনাথ, সহ অধিকর্তা, পশু পালন বিভাগ।	১৬,০০০ টাকা

ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ বিভাগ

১৬। শ্রীহিরণ্ময় ঘোষ, প্রাক্তন সচিব, ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ বিভাগ — ৫০,০০০ টাকা

১৭। শ্রীমনোরঞ্জন লোধ, বিভাগীয় আধিকারিক, ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ বিভাগ। — ৩৭,৫০০ টাকা

১৮। শ্রীপ্রাণ কুমার বিশ্বাস, প্রাক্তন প্রথম নিজস্ব সহায়ক, ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ বিভাগ। — ৩৫,০০০ টাকা

১৯। শ্রীননী গোপাল নাথ, প্রথম নিজস্ব সহায়ক, ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ বিভাগ। — ৩৭,৫০০ টাকা

২০। শ্রীমাখন লাল রায়, অবর সচিব, ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ বিভাগ। — ৫০,০০০ টাকা

সমবায় বিভাগ	ঋণের পরিমাণ
২১। শ্রী এস, পি, বানার্জী, এসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রার, সমবায় বিভাগ।	২৬,০০০ টাকা
২২। শ্রী এন, জি, দেববর্মা, এসিস্টেন্ট রেজিট্রার, সমবায় বিভাগ।	২৫,০০০ টাকা
২৩। শ্রী জি, আর চক্রবর্তী, এসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রার, সমবায় বিভাগ। জমি	১২,৪৫০ টাকা
২৪। শ্রী ডি, সি, চক্রবর্তী, এসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রার, সমবায় বিভাগ। ক্রয়	১০,৫০০ টাক
২৫। শ্রী এইচ, এন, ভৌমিক, প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্ট্রার, সমবায় বিভাগ।	৭,৭৪০ টাকা
২৬। শ্রী এস, বি, সরকার, প্রাক্তন সহ রেজিস্ট্রার, সমবায় বিভাগ।	৬,০৪৮ টাকা

জিলা সেশন জজ (আইন বিভাগ)

২৭। শ্রী টি, এল, দত্ত, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, (বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত)। — ২০,০০০ টাকা

লোক নিয়োগ বিভাগ

২৮। শ্রীসুকুমার দাস গুপ্ত, এসিস্টেন্ট এমপ্লয়মেন্ট অফিসার। — ৪৬,৮৭৫ টাকা

জেলা শাসক বিভাগ	ঋণের পরিমান
২৯। শ্রী আর, শঙ্কর নারায়ণ, জেলা শাসক, পশ্চিম ত্রিপুরা।	৭০,০০০ টাকা
৩০। শ্রীঅজিত ধর চৌধুরী, ডেপুটি কালেক্টর।	৪৪,১০০ টাকা
৩১। শ্রী বি, এন, ভট্টাচার্য, ডেপুটি কালেক্টর।	২১,০০০ টাকা
৩২। শ্রী ডি, আর, চক্রবর্তী, ডেপুটি কালেক্টর।	১৪,০০০ টাকা
৩৩। শ্রী জে, কে, ভট্টাচার্য, ডেপুটি কালেক্টর।	১৯,৯৬৮ টাকা।
৩৪। শ্রী এল, সি, দাস, ডেপুটি কালেক্টর।	৩০, ০০০ টকা
৩৫। শ্রী ডি,কে, ভটাচার্য, ডেপুটি কালেক্টর	১৩,৫০০ টাকা (জমি ক্রয় বাবদ)

পূর্ত বিভাগ	
৩৬। শ্রী এন, কে, সিনহা, মুখ্য বাস্তুকার	৪৭,০০০ টাকা
৩৭। শ্রী এস, এম, দাস, সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার	৭০,০০০ টাকা
৩৮। শ্রী ডি, সি, দেবনাথ, অতিরিক্ত মুখ্য বাস্তুকার	৭,৫০০ টাকা (জমি ক্রয় বাবদ)
৩৯। শ্রী টি, সি, দাস, নির্বাহী বাস্তুকার	৪৬,০০০ টাকা
৪০। শ্রী পি, কে, চক্রবর্তী, নির্বাহী বাস্তুকার	৩০,০০০ টাকা
৪১। শ্রীহিরন্ময় ভট্টাচার্য, ঐ	৩৬,৪০০ টাকা
৪২। শ্রীবিমল চন্দ্র চক্রবর্তী ঐ	৬১,৫০০ টাকা
৪৩। শ্রীঅরবিন্দ গুহ ঐ	৩০,০০০ ট্যকা
৪৪। শ্রীচিত্তরঞ্জন নাথ, সহ বাস্তুকার	২৫,০০০ টাকা
৪৫। শ্রীসুনীল রঞ্জন বসু, সহ বাস্তুকার	৩০,০০০ টাকা
৪৬। শ্রী বি, এন, বসুরায়, সহ বাস্তুকার	৩৬,০০০ টাকা
৪৭। শ্রীকমল চক্রবর্তী, ঐ	৪৮,০০০ টাকা
৪৮। শ্রী এস, চক্রবর্তী, নির্বাহী বাস্তুকার	২৫,০০০ টাকা
৪৯। শ্রীশান্তিপদ রায়, সহ বাস্তুকার	১০,০০০ টাকা
৫০। শ্রী এম, কে, দাস, সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারি	৪৮,০০০ টাকা

স্বাস্থ্য বিভাগ	
৫১। ডাঃ এম, এম, মজুমদার, ফিজিসিয়ান, জি, বি,	৫৭,৯৬০ টাকা
৫২। ডাঃ আর, দত্ত, কনসাল্‌টটেন্ট সার্জেন, জি, বি,	৬০,০০০ টাকা
৫৩। ডাঃ পি, কে, রায় চৌধুরী, ডেপুটি ডাইরেক্টর, স্বাস্থ্য বিভাগ।	২৯,০০০ টাকা
৫৪। ডাঃ এস, এন, ওয়াদার, (রেডিওলজিস্ট)	৭০,০০০ টাকা
৫৫। শ্রীমতি পারুল রায়, ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট মাস এডুকেশন অফিসার।	৪০,০০০ টাকা

ভূমি সংস্করণ ও জরিপ বিভাগ

৫৬। শ্রী এন, জি, মজুমদার, সার্কেল অফিসার (বর্ত্তমানে সেটেলমেন্ট অফিসার) ১৭,৫০০ টাকা

৫৭। শ্রীতাপস রঞ্জন চৌধুরী, অফিসার ইন-চার্জ, (মেপ প্রিন্টিং) ১৩,৯২০ টাকা

সংযোজনী—'খ'

১। শ্রী বি, কে, ভট্টাচার্য্য, একাউন্টস অফিসার

২। শ্রী সি, আর দাস, সহ শিল্প অধিকর্তা

৩। শ্রী এস, এম, দাস, সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার

১৯৭৫ ইং সন হইতে সরকারী বাসভবনে বাস করিতেছেন অর্থাৎ ৭৯ ইং সনের নিজ বাস গৃহ নির্ম্মাণের পূর্বে।

৪। ডাঃ শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী,

এনাসথিওলজি, বিভাগের প্রধান, জি, বি,

UNSTARRED QUESTION NO. 44.

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পাওয়ার জন্য মোট কত আবেদন সরকারের নিকট জমা পড়েছিল ;

২) রাজ্যে কোন মহকুমায় কত সংখ্যক আবেদন অনুসারে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উপজাতীদের ফেরৎ দেওয়া হয়েছে (১৯৭৯ নভেম্বর পর্য্যন্ত হিসাব)',

৩) মোট আবেদন কোন মহকুমায় কত সংখ্যক বাতিল হয়েছে এবং কত সংখ্যক সরকারের হাতে জমা আছে;

৪) কত সংখ্যক অউপজাতী পরিবার ভূমিহীন হওয়ার ফলে পুনর্বাসন পাওয়ার যোগ্য হয়েছেন এবং কত সংখ্যককে এই পুনর্বাসনের টাকা দেয়া হয়েছে ?

ANSWER

Minister in charge of the Revenue Deyartment : Revenue Minister.

১) মোট ১৫,১৯১টি দরখাস্ত।

২) মোট ১৩৮২টি ক্ষেত্রে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উপজাতিদের ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল ঃ---

সদর---১৪৬
সোনামুড়া---১৫
খোয়াই---৩৩৮
কৈলাশহর---৩৫
ধর্মনগর---১৪৩
কমলপুর---৮৬
উদয়পুর---৯৩
অমরপুর---১৯১
বিলোনীয়া---২২০
সাব্রুম --১১৫
১৩৮২

(৩) মোট ৯৩০৪টি দরখাস্ত বাতিল দরখাস্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিবেচনা ভিত্তিক হিসাব---

সদর---১১৪৩
সোনামুড়া---১
খোয়াই---১৫০০
কৈলাশহর---১৭৪
কমলপুর---৪৫৩
ধর্মনগর---৪৬
উদয়পুর---১১৩
অমরপুর---৩৯
বিলোনীয়া---২৩৬
সাব্রুম---৭২
৩৭৭৭

বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়ার ফলে মোট ৯১৬ জন অ-উপজাতি পরিবার ভূমিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে মোট ৫৬৫টি পরিবারকে ২০,৬৫,৫৯০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।